শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭০ { ১ম সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ষোড়শ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৭ গোবিন্দ হইতে ৪৭৮ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭০ ফাল্গুন হইতে ১৩৭১ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৪ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৫.০০ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

—(*)—

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রতাপ
পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-কর্ত্তৃক নবদ্বীপস্থ
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অকিঞ্চনের আকিঞ্চন [কবিতা]	৪।১৩৫
২। অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভু—পরলোকে শ্রীপাদ	৭।২৭৯
৩। অন্নকূট-মহোৎসব—[বিবরণ]	৯।৩৫৯
৪। অপরাধী [কবিতা]	৬।২১১
৫। অবতার-তত্ত্ব [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪১১
৬। আউলাদি মত কি শুদ্ধ ? [পত্রে প্র এবং তদুত্তর]	৯।৩৪৮
৭। আদৌ গুরু-পদাশ্রয়	৩।১০৯
৮। আমিষ-নিরামিষ ["জনবাণী" পত্রিকার সমালোচনা— শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।১০৯ ১০।৩৬৬
৯। আরাধ্য, আরাধক ও আরাধনা	৫।১৮৫
১০। আর্ত্তি-নিবেদন [প্রবাসে অবস্থানকালে-কবিতা]	৪।১৪৫
১১। আলোচকের আলোচনা ["হিতবাদী" পত্রিকার সমালোচনার প্রতিবাদ—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৪
১২। উৎসব-সমীক্ষা [শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বার্ষিক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ; পিছলদা, কালনা ও চুঁচুড়া মঠে শ্রীস্নানযাত্রা ; চুঁচুড়া, নবদ্বীপ, মথুরা মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব, চুঁচুড়া মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসবাদির বিবরণ]	৬।২৩৮
১৩। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব—শ্রীল (চুঁচুড়ায়)	১১।৪৩৯
১৪। উর্জ্জব্রতে কলিকাতায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—[বিবরণ]	৯।৩৫৮
১৫। এখন উপায় কি ! [বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ভক্তিবিরোধী- সমালোচনা]	৯।৩৫৫
১৬। কৃষ্ণই পরতত্ত্ব [কবিতা]	৭।২৫৪
১৭। কৃষ্ণতত্ত্ব— শ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৯০, ৯।৩৩১, ১০।৩৬৯
১৮। কৃষ্ণধাম—স্বরূপ ও তত্ত্ব [প্রশ্নোত্তর—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৯
১৯। গুপ্ত বৃন্দাবন [নবদ্বীপস্থ অন্তর্দ্বীপ, কোলদ্বীপাদির মহিমা]	১০।৬৮৩
২০। গোপালচম্পূ [গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ সূচীপত্র]	৭।২৬৭
২১। গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ—শ্রীমদ্ [কবিতা]	১০।৩৯২
২২। গোবর্দ্ধন-পূজা ও বিরাট্ অন্নকূট মহামহোৎসব—শ্রীশ্রী	১১।৪২১
২৩। গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব—শ্রীল	৯।৩১০
২৪। গৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীশ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।১০
২৫। গৌর-জন্মলীলা—শ্রীশ্রী [কবিতা—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী]	১।১৪
২৬। গৌর-শক্তি ও অপ্রাকৃত রস-বৈশিষ্ট্য—শ্রীশ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৫৪

২৭। গৌরসুন্দর ও তন্মহিমা—শ্রীশ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ২।৫২
২৮। গৌরসুন্দরের রজক উদ্ধার—শ্রীশ্রী [কবিতা] ২।৫৭,৩।৯৪
২৯। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী [সংস্কৃত পরীক্ষার ফলাফল] ১২।৪৫৬
৩০। গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ ১।৩৭
৩১। জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ [নবদ্বীপ মঠে] ৭।২৭৫, ৮।৩০৭
৩২। জীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ—শ্রীল [প্রাকৃত সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম] ১।২০, ২।৬৫
৩৩। জ্ঞান-ই অজ্ঞান ৬।২২৫
৩৪। দামোদর ব্রতারম্ভ—শ্রী (বিবরণ) ৯।৩৫৮
৩৫। দর্শনে ভ্রান্তি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১।৫
৩৬। দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব—শ্রী [শ্রীনবদ্বীপ মঠে] ১১।৪৩৮
৩৭। দেহারামীর ভব-ব্যাধি ও তদুপশম-প্রয়াস ১২।৪৬২
৩৮। ধর্ম্ম-ব্যাধের ইতিহাস [বরাহ-পুরাণাবলম্বনে] ১২।৪৫২
৩৯। নববদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [শ্রীধাম-মাহাত্ম্যসহ পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-বিবরণ] ৩।১১৭, ৪।১৪৭
৪০। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪২৩
৪১। নবদ্বীপ-শতক—শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পদ্যানুবাদ] ৬।২২৯, ৭।২৭১, ৮।৩০৫, ৯।৩৪৬, ১০।৩৭২, ১১।৪১৫
৪২। নবদ্বীপ-শতকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ বিরচিতম্] ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১
৪৩। নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীল (আনন্দপাড়ায়) ১২।৫৮০
৪৪। নারায়ণ-স্তব দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীমার্কণ্ডেয়-কৃতম্] ১২।৪৪১
৪৫। নির্য্যাণ [শ্রীপাদ হরিধন দাসাধিকারী প্রভুর] ৭।২৮০
৪৬। নির্য্যাণ-সংবাদ [শ্রীপাদ ভক্তসেবক ব্রজবাসী প্রভুর] ৪।১৫৭
৪৭। নৃসিংহ-হয়গ্রীব-স্তব-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপ্রহ্লাদ-ভদ্রশ্রবা-কৃতম্] ১।১
৪৮। ন্যাকা-বোকার স্বরূপ ["হিতবাদী" পত্রিকার সমালোচনার ২য় প্রতিবাদ—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৪।১২৩
৪৯। পরলোকে শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভু ৭।২৭৯
৫০। পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ? [আসনবনিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ১০।৩৯৯
৫১। পুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ভজন—শ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৭।২৪৯

৫২। প্রচারকের ডায়েরী [সুন্দরবনাঞ্চলের অন্তর্গত মইপীঠ বিনোদপুরের] ১।৩৪, ২।৭২, [নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চলের] ৩।১০০, [মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়ের রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানের] ৮।৩১৪

৫৩। প্রচার-প্রসঙ্গ [আসামের গোলোকগঞ্জ, বঙ্গাইগাঁও, চড়াইখোলা, ধুবড়ী, সাপটগ্রাম, ফকিরাগ্রাম, গোসাইগাঁও, তাঁমারহাট, পশ্চিম-বঙ্গের আলিপুরদুয়ারে] ৯।৩২০০, শিলিগুড়িতে] ৯।৩৬০

৫৪। প্রচার প্রসঙ্গ [সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত আসনবনি, সারসাজোলে] ৪।১৫০, [রাজধন্দ, পলাশী, বারমাসিয়া, ধাদিকা, কুমড়াবাদ, দুমকা প্রভৃতি স্থানে] ৫।১৯৫

৫৫। প্রত্যুম্ন-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কৃতম্] ২।৪১

৫৬। প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রদত্ত উত্তর—শ্রীশ্রীগৌর জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা] ১।১০ ; [শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তন্মহিমা]২।৫২ ; [শ্রীশ্রীগৌরশক্তি ও অপ্রাকৃত রস-বৈশিষ্ট্য] ২।৫৪ ; [বেদানুগত্রুব ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায় ৩।৮৭, ৪।১২৯, ৫।১৭০ ; [শ্রীকৃষ্ণধাম—স্বরূপ ও তত্ত্ব] ৬।২০৯ ; [শ্রীপুরুষোত্তম ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ভজন] ৭।২৪৯ ; [শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব] ৮।২৯০, ৯।৩৩১, ১০।৩৬৯ ; [অবতার-তত্ত্ব] ১১।৪১১

৫৭। প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম] শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ] ১।২০, ২।৬৫

৫৮। বঞ্চিতা আমি [কবিতা] ২।৭১

৫৯। বরাহদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতম্] ৪।১২১

৬০। বর্ত্তমানে সমাজ-উন্নয়ন-চেষ্টার স্বরূপ [ধাদিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৬।২৩৪

৬১। বর্ত্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ [সারসাজোলে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ১০।৩৯৫

৬২। বাঞ্ছা-পূরণ [কবিতা] ৮।৩৩৫

৬৩। বিবিধ সংবাদ—[চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, শ্রীঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-ব্রতোপবাস, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী] ৭।২৭৩

৬৪। বিরহ-তিথি—[নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের] ১১।৪৩৮

৬৫। বিরহ-বার্ত্তা [শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিশান্তলীলায় প্রবেশ] ৬।২৩৫

৬৬। বেদানুগত্রুব ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায় [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৩।৮৭, ৪।১২৯, ৫।১৭০

৩৭। ব্যাসপূজা কাহাকে বলে ?—শ্রী ২।৭৪
৬৮। ব্যাসপূজা-মহোৎসব - শ্রীশ্রী [বিবরণ] ২।৮০
৬৯। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [অনুষ্ঠান-সূচীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র] ১০।৪০০
৭০। ব্যাসপূজায় ভক্তি-অর্ঘ্য—শ্রী ২।৭৭
৭১। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর—শ্রীশ্রীমদ্ [কবিতা] ৮।২৯৫
৭২। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের ডুমকা-জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারের সারমর্ম্ম [আসনবনি, সারসাজোল, ধাদিকা প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা] ৬।২৩৩, ১০।৩৯৫
৭৩। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব—শ্রীল (বিবরণ) ৮।৩১৮
৭৪। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীশ্রীমদ্ [সিদ্ধবাটী মঠে] ১১।৪২৯
৭৫। ভক্তের লক্ষণ—[কবিতা] ৩।১০৩
৭৬। ভগবদ্-রসতত্ত্ব—[প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১২।৪৫০
৭৭॥ ভাগবত-বিবৃতি—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৬।২০৫
৭৮। ভারত-তীর্থ দর্শন [শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, তিরুপতি বালাজী] ৩।১১৩
৭৯। ভ্রম-সংশোধন ১০।৩৯৯
৮০। মৎস্য-কূর্ম্মদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং মনু-অর্য্যমা-কৃতম্] ৩।৮১
৮১। মধ্বাচার্য্যের শুভ আবির্ভাবোৎসব—শ্রীল (বিবরণ) ৮।৩২০
৮২। মহাভারতের আবির্ভাব-কাল ও ইতিবৃত্ত ১।২৪
৮৩। মানব কে ? [সারসাজোলে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৬।২৩৩
৮৪। মায়ামুক্ত জীব [কবিতা] ৫।১৭৭
৮৫। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৪।১৫৯
৮৬। ষ্টেটমেণ্ট—[ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত] ১।৪০
৮৭। সনাতনের বন্ধন মোচন—[পঞ্চাঙ্ক নাটিকা] ৬।২১৮, ৭।২৫৯, ৮।৩০০, ৯।৩৪০, ১০।৩৭৭, ১১।৩২৫, ১২।৪৫৭
৮৮। সন্দর্ভ-সার—[শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ- ২১] ১।১৬, [২২] ২।৬১, [২৩] ৩।৯৭, [২৪] ৪।১৩৭, [২৫] ৫।১৭৯, [২৬] ৬।২১২, [২৭] ৭।২৫৬, [২৮] ৮।২৯৭, [২৯] ৯।৩৩৭, [৩০] ১০।৩৭৪, [৩১] ১১।৪১৮
৮৯। সন্ন্যাসী—[কবিতা --শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৩০
৯০। সভাপতি-মহোদয়ের অভিভাষণ [জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে] ৭।২৭৫, ৮।৩০৭
৯১। সমিতি-সমাচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব-শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব, শ্রীল মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব] ৮।৩১৮, [শ্রীদামোদর ব্রত, ঊর্জ্জব্রতে কলিকাতায় প্রচার, অন্নকূট-মহোৎসব, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎ-

সব ৯।৩৫৮, [বিরহ-তিথি] শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের), শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব] ১১।৪৩৮

৯২। সাত্বত শ্রাদ্ধ—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও আলমবাজারে [গদামধুরানিবাসী শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার দাসাধিকারীর জ্যেঠা মহাশয় ও আলমবাজার-নিবাসিনী শ্রীমতী অমলারাণী বসুর স্বামী সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের] ১১।৪৩৯

৯৩। সাত্বত-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্মজড়-স্মৃতি [পত্রে প্রশ্ন এবং তাহার সদুত্তর —শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ২।৪৪

৯৪। সাধুসঙ্গ ৩।১০৬

৯৫। সাধুসঙ্গ ও গুরু-তত্ত্ব ৪।১৪২

৯৬। সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ—[সংক্ষিপ্ত ভারত-তীর্থের তালিকা ও নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র] ৬।২২৩

৯৭। সাময়িক-প্রসঙ্গ [কলিপঞ্চকসেবী, গুরুদ্রুব, বৈষ্ণবদ্রুব, জাতি গোস্বামিগণের মতবাদ-নিরসন—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৫।১৬৭ ; [অনিত্যবস্তুতে প্রেমধর্ম্মের আরোপ, গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয়ে পার্থক্য, বৈষ্ণবের বেষ, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য-বিচার] ৭।২৪৬ ; ["গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম" গ্রন্থের সমালোচনা, দীক্ষাবিধান ও ভূতশুদ্ধি, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর," "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" বিষয়ের আলোচনা]৮।২৮৭, [ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ, গতানুগতিক মতবাদ, জীবদ্রুহ্মৈকবাদ নিরসন বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ বা নিত্যধর্ম্ম স্থাপন, সাম্প্রদায়িকতার অপব্যাখ্যা ও সৎসম্প্রদায়ানুগত্যের মহিমা-বর্ণন] ৯।৩২৫ ; ["জিনবাণী" পত্রিকার প্রতিবাদ] ১০।৩৬৬

৯৮। সিদ্ধগাটী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সপ্তবিংশ-বার্ষিক [বিরহ মহোৎসব] ১১।৪২৫

৯৯। সূত্র-বিদ্বেষ—["ভারতবর্ষ" পত্রিকার "অকালমৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" প্রবন্ধের সমালোচনা]—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১১।৪০৯, ১২।৪৪৫

১০০। স্বাধীনতা [কবিতা] ১২।৪৫১

১০১। 'হিন্দু'-শব্দের তাৎপর্য্য—[আসনবনিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৬।২৩৩

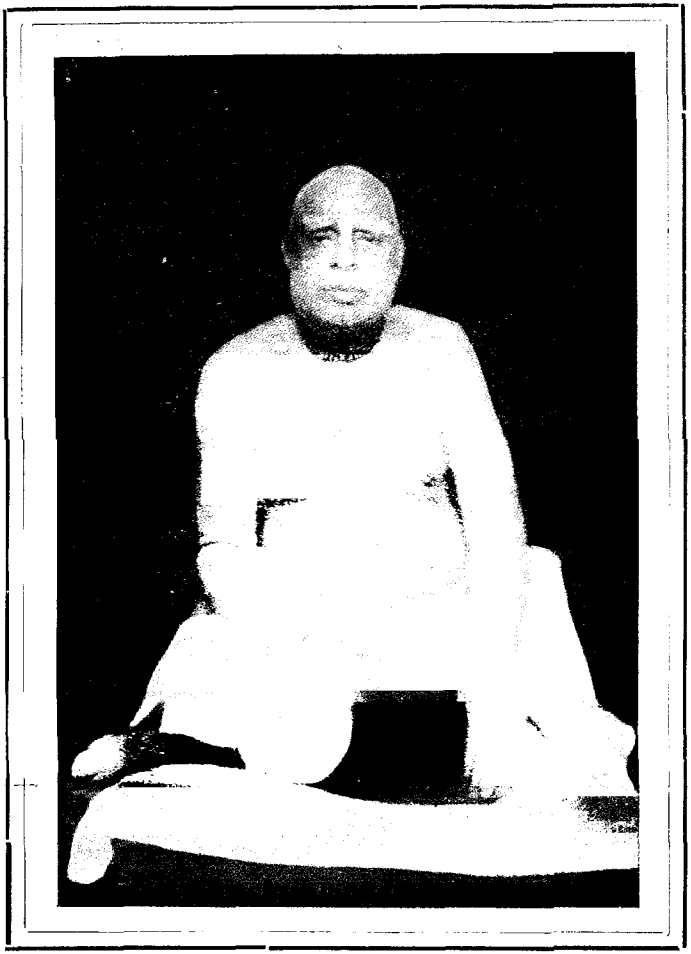
শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব

বিগত ৮ই মাঘ পৌষী কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে ২৪ পরগণার বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র উৎসবকারী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের একান্ত আহ্বানে দ্বাদশ-মূর্ত্তি বৈষ্ণব-সহ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম তথায় শুভবিজয় করেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিবিধ বিরহব্যঞ্জক কীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চনান্তে তৎপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। এতদুপলক্ষ্যে ঐ দিবস সকাল ১০ ঘটিকায় একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাহাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভান্তে সমাগত সকলকেই (প্রায় ১৩।১৪ শত) আকণ্ঠ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গোপালবাবুর পিতৃদেব ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উভয়েই জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত হইলেও গোপালবাবু প্রতি বৎসরই এই তিথি বিশেষ আগ্রহের সহিত পালন করেন। "দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদ, তাঁহারে প্রণতি করি। অনন্যভজনে বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব হরি॥"—এই শাস্ত্রবাণী তাঁহার আচরণে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্য ব্যক্তিত্ব আমরা ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি। আরও বিপুলভাবে তাঁহার সেবা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট হইতে সংগোষ্ঠী গোপালবাবু করুণা লাভ করুন—ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

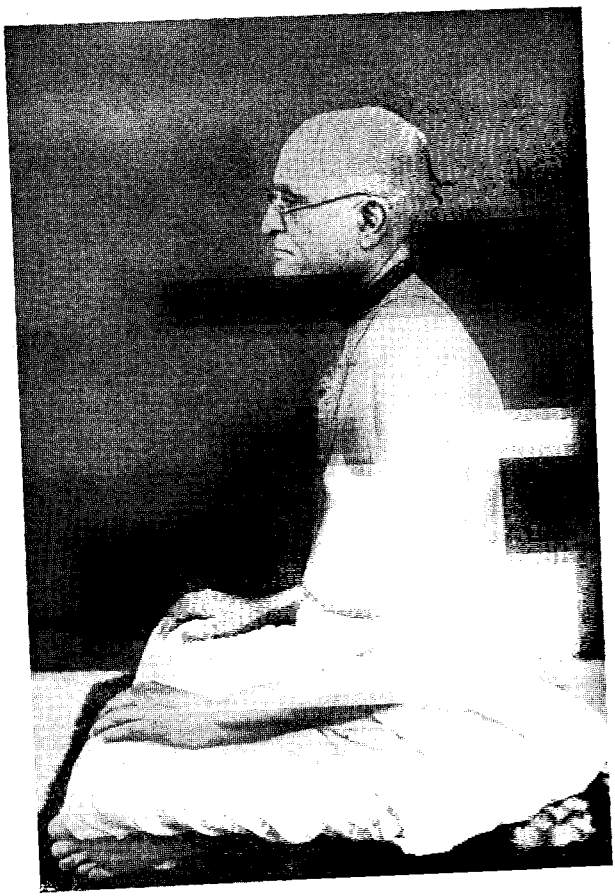
বলা বাহুল্য, এই মহতী তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও বিশেষভাবে পালিতা হইয়াছেন। আনন্দপাড়ায় সভাপতি মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত বক্তৃতা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

—প্রচার সম্পাদক

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পাঞ্জিকা (পূর্ব্বার্দ্ধ)
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধবিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য—১·০০ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৬ গোবিন্দ, ৪৭৭ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭০; ইং ১৪।৩।১৯৬৪ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-ভদ্রশ্রবা-কৃতং শ্রীশ্রীনৃসিংহ-হয়গ্রীব-স্তবদ্বাদশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
অষ্টাদশেঽধ্যায়ে—৮-১৪, ২-৬)

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়-মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি॥ ১॥

(হরিবর্ষে ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ অব্যভিচারি-ভক্তিযোগে এই মন্ত্র-স্তোত্রাদি জপ ও পাঠদ্বারা তাঁহার অভীষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনাপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—)

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে নমস্কার; তিনি—তেজঃসকলেরও তেজঃ। হে বজ্রনখ, হে বজ্রদংষ্ট্র, আমাদিগের কর্ম্মবাসনাসমূহ দাহ করুন, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন। আপনা হইতে আমাদের আত্মাতে অভয় আবির্ভূত হউক॥ ১॥

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ২ ॥

নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক ; খল-ব্যক্তিগণ অনুকূল হউক ; প্রাণি-সকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক ; তাহাদিগের মন মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক ॥ ২ ॥

মাগার-দারাত্মজ-বিত্ত-বন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

হে প্রভো ! কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী যদৃচ্ছা লাভে পরিতুষ্ট থাকেন, শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, গৃহাদিবিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্য-বৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দ-বিক্রমম্ ? ৪ ॥

(হে ভগবন্ !) ভগবৎপ্রিয়-পুরুষগণের সঙ্গ হইতেই মুকুন্দের বিক্রমের কথা জানিতে পারা যায় এবং সেই বীর্য্যবৈভবের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যে-সকল ব্যক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মনোমল বিনাশ করিয়া থাকেন। গঙ্গাদি-তীর্থ বারংবার সেবন করিলে কেবল অঙ্গজ মল নষ্ট হয়, কিন্তু ইতর-বাসনারূপ

অনর্থ বিনষ্ট হয় না। অতএব কোন্ বিবেকিব্যক্তি সেই ভগবদ্ভক্ত-দিগের সেবা না করিবেন? ৪॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫॥

(হে ভক্ত-প্রাণধন!) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহৎ-গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়? ৫॥

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণা-
মাত্মা ঋষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্॥ ৬॥

(হে অন্তর্যামিন্!) জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্ট বস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরিও (আপনিও) তদ্রূপ প্রাণিগণেরও আত্মা। মহদ্-ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন, তাহা হইলে (শূদ্রাদি জাতিতেও) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়সদ্বারা যে মহত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তিনিও সেই তুচ্ছ পার্থিব মহত্ত্বই ধারণ করেন,—জ্ঞানাদির দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকে না॥ ৬॥

তস্মাদ্রজোরাগ-বিষাদমন্যু-
মান-স্পৃহা-ভয়-দৈন্যাধিমূলম্।
হিত্বা গৃহং সংসৃতি-চক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্॥ ৭॥

অতএব, হে গৃহব্রত অসুরগণ! এই গৃহই (গৃহাসক্তিই) রাগ, তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য প্রভৃতির নিদান (মূলকারণ); অতএব উহা জন্ম-মরণাদি সংসার-মালার আলবাল-স্বরূপ। তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহের চরণ-কমল ভজনা কর॥ ৭॥

শ্রীভদ্রশ্রবস উচুঃ,—

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি ॥ ৮ ॥

(ভদ্রাশ্ব-বর্ষে অনুচরগণের সহিত উক্ত বর্ষাধিপতি ভদ্রশ্রবা ভগবান্ বাসুদেবের অতিপ্রিয় হয়গ্রীব-মূর্ত্তিকে নিম্নলিখিত মন্ত্রাদি উচ্চারণদ্বারা স্তবপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—)

আমরা ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি ; যিনি জীবের অবিদ্যারূপ মলিনতা দূরীভূত করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে স্বয়ং প্রকাশিত, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্‌যর্হি বিকর্ম্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥ ৯ ॥

আহা কি আশ্চর্য্য ! এইসকল মনুষ্য প্রাণাপহারক মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতেছে না ; যেহেতু মৃত পিতা বা পুত্রকে দাহ করিয়া তাহারা (জীবিত পিতা বা পুত্র) তাহাদের (মৃত পিতা বা পুত্রের) ধনদ্বারাই তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগ করিবার আশায় জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৯ ।

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ।
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥১০॥

হে অজ ! যদিও বেদান্ত-বিদ্যাধ্যয়নকারী জ্ঞানিগণ এবং বিবেকিগণ বিশ্বকে নশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং সমাধি-সময়ে ইহার নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি যে তাঁহারা আপনার মায়া দ্বারা মুগ্ধ হন, ইহা আপনারই লীলা। হে প্রভো, আপনার মায়া —অতি বিচিত্রা। আপনাকে নমস্কার করি ॥১০॥

বিশ্বোদ্ভব-স্থান-নিরোধকর্ম্ম তে
হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥১১॥

আপনি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; তাহা উপযুক্তই হইয়াছে; কারণ, আপনার অচিন্ত্যশক্তিবলে সকলই সম্ভব; আপনি—কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা অথচ সকল হইতে পৃথক,—ইহা আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥১১॥

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসোতলাদ্‌যো নৃতুরঙ্গ-বিগ্রহঃ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায় ॥১২॥

কল্পান্তসময়ে দৈত্যরূপী অজ্ঞান বেদসমূহ অপহরণ করিলে, যিনি "হয়গ্রীব"-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া রসাতল হইতে ঐসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, যিনি তাঁহাকে ঐসকল বেদ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যসঙ্কল্প আপনাকে নমস্কার করি ॥১২॥

দর্শনে ভ্রান্তি

অনাদি-বহির্ম্মুখ বিরূপগ্রস্ত জীবের **'অপব্যবহার'** একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ। **স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা;** সুতরাং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার বিরূপের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

জগতে আমরা প্রত্যেক বস্তু বা প্রত্যেক কার্য্যের 'সদ্ব্যবহার' ও 'অপব্যবহার' লক্ষ্য করিয়া থাকি। সামান্য দুই একটি উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টী উপলব্ধি হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা জগতে কত প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অতি সুচারুরূপে, অতি অল্প সময়ে, অতি অল্পব্যয়ে, অতি অল্প আয়াসে সাধিত হইয়া মানব-সমাজের মহদুপকার সাধন করিতেছে, এই বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আবার সেই বৈদ্যুতিক-শক্তির অপব্যবহার-ফলে কত বহুমূল্য জীবন, কত সুসমৃদ্ধনগর, জনপদ, সুরম্যপ্রাসাদ মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হইতেছে। অস্ত্রের সদ্ব্যবহার-ফলে মানবজীবনের কৃত

প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সাধিত হয়, আর তাহার অপব্যবহার-ফলে জগতে কতই না উৎপাত উপস্থিত হয়।

স্বাতি-নক্ষত্রের জল যখন সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, তখন তাহাতে বহুমূল্য মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই মুক্তা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের গলদেশে মালিকা-স্বরূপে এবং রাজন্যবর্গের রাজমুকুটোপরি বর্ত্তমান থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করে। আর সেই স্বাতি-নক্ষত্রের জলই যখন সর্পের উপরে পতিত হয়, তখন তাহাতে সর্পের বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; সেই বিষধর সর্প হইতে সকলে ভীত এবং সেই সর্পের দংশনে জীবন সংশয়াপন্ন হয়। গঙ্গাতীরে নিম্ব, কপিত্থ, আম্র ও কদলী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পাদপরাজি সকলেই এক গঙ্গার জল পান করিলেও ফল-প্রদান-কালে নিম্ব ও কপিত্থ তিক্ত এবং কষায় ফল প্রদান করে, আর আম্র ও কদলী সুমধুর ফলই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব **গ্রহণকারীর যোগ্যতানুসারে এবং একই বস্তুর সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার ফলে সৎ ও অসৎ ফললাভ ঘটে।**

এই পরম সত্য এবং অতি সহজ ও সরল কথাটী অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যান, তৎফলে তাঁহারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কাহারও ধারণা—যখন সাধু বা গুরুর নিকট আগমনের অভিনয় বা শাস্ত্র পাঠের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ বিপথগামী হইয়াছেন, তখন 'সাধু', 'শাস্ত্র' ও 'গুরু'—ইঁহারাই তজ্জন্য দোষী। অবশ্য সাধু-গুরুর অভিনয়কারী ব্যক্তি বা কুবস্তুবৎ কল্পিত শাস্ত্রের আশ্রয়কারীর বিপথগমন স্বাভাবিক। সেইরূপ ব্যক্তি আদৌ পথই পায় নাই, বিপথেই রহিয়াছে। বিপথে পতিত ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর তমোরাজ্যে প্রবেশ স্বাভাবিক। অভিনয়কারী বা অনুকরণকারী কখনও অনুসরণকারী বা আনুগত্য-ধর্ম্ম-যাজনকারী নহেন, ইহা সুবুদ্ধিমানগণ জানেন। ভগবান্ সর্ব্ব-জীবকেই স্বতন্ত্রতা-রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যহার করিয়া ভগবদ্‌বিমুখ ও অসদাচারী হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ভগবান্‌কে দোষারোপ করা যাইতে পারে না; তজ্জন্য 'আর কাহারও ভগবানের উপাসনা করা উচিত নহে',—এইরূপ নাস্তিকোচিত বাক্যও বলা যাইতে পারে না ; বরং যাহাতে সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইয়া স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ ভগবচ্চরণ-সেবায় অনুরক্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়েই সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। যাঁহারা ভক্তিরাজ্যের একান্তপথিক হইয়াছেন, তাঁহারা

নিয়তই দেখিতে পান যে, যে কার্য্যে অ-সুরগণ বিমোহিত হন, সেই কার্য্যে সুরগণের অর্থাৎ ভক্তগণের ভগবন্নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। **সুরগণ ভক্তিরাজ্যের বিপাক বা বিঘ্নকে ভগবদনুকম্পারূপে জানিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে আরও অধিকতরভাবে আসক্ত হন,** আর অসুরগণ বিপাক-সমূহ দর্শন করিবার পূর্ব্বেই—'দূর ছাই! এমন ভগবান্‌কেও আবার লোকে ভজনা করে, যে-ভগবান তাহার আশ্রিতবর্গকে বিপথ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না! এই ভগবান্ ভগবান্ নহে'—এইরূপ বলিয়া তাহারা নিজেরাই নরকের পথে গমন করে এবং তাহাদের সমশীল অপর ব্যক্তি-গণকেও সেই পথের পথিক করিতে প্রবৃত্ত হয়। **সুরগণ কিন্তু মোহিত অসুরগণের 'হাতে তালি' বা 'টিট্‌কারী' শুনিয়া ভক্তিপথ বা আনুগত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন না; পরন্তু আরও ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহকারে ভগবানের প্রপন্ন হন।**

শাস্ত্রপাঠেরও অনেক অপব্যবহার দৃষ্ট হয়। বেদপাঠের অপ-ব্যবহার-ফলে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ বেদনিন্দক, নাস্তিক হইয়াছেন। শৌক্রবর্ণোচিত ব্রাহ্মণতার ফলে চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ বেদে অধিকারপ্রাপ্ত হইলেও কীট যেরূপ বহুমূল্য গ্রন্থরাশি নষ্ট করিবার জন্যই গ্রন্থ-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ **ব্রাহ্মণ চার্ব্বাকও বেদনিন্দা করিবার জন্যই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।** কীট যেরূপ গ্রন্থের মর্ম্ম বা সার গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া মরণের পথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ যাহারা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অক্ষজ জ্ঞানদ্বারা শাস্ত্রকে মাপিয়া লইতে চায়, তাহারাও কীটেরই ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ও মৃত্যুপথের পথিক। **শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি 'ভাগবত' হন, কিন্তু আবার কেহ ভাগবতের নিন্দকও হইয়া পড়েন**—ভাগবতের কথা 'গাঁজাখুরে' গল্প মনে করেন। বেদ-পুরাণ-পঞ্চরাত্র পড়িয়া কেহ সর্ব্বত্র বিষ্ণু-উপাসনারই সার্থকতা দেখিতে পান, সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর কীর্ত্তি গীত রহিয়াছে উপলব্ধি করেন, আবার কেহবা ঐ সকল পাঠ করিয়া বিষ্ণু-বিরোধী নাস্তিক হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অধ্যাপনা-লীলায় প্রতি ধাতু, প্রতি শব্দ, প্রতি বর্ণ, ব্যাকরণের প্রতি সূত্রে সর্ব্বত্র 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' দেখিয়াছেন, **শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণে সর্ব্বত্র শ্রীহরি-**

নামের প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আবার কেহ কেহ ব্যাকরণ পড়িয়া নাস্তিক হইয়া থাকেন।

'গৌড়ীয়' পাঠের সদ্ব্যবহার-ফলে জীব 'গৌড়ীয়' অর্থাৎ গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার 'গৌড়ীয়' পাঠের অপ-ব্যবহার-ফলে **অনেকে গৌড়ীয়ের বাহ্য আবরণ দেখিয়া 'গৌড়ীয়'কে একজন 'নিন্দক', 'সমালোচক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি মনে করিতে থাকেন।** যাঁহারা অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া—শব্দের পরম মুখ্যবৃত্তিকে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা না করিয়া শব্দের বাহ্যাকৃতিমাত্র দর্শন করেন, তাঁহাদের এইরূপই দুর্ভাগ্যের উদয় হয়। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা শ্রুত হয়—

একদা কোন গ্রামে একটী মহতী বিদ্বৎসভা হইয়াছিল, সেই সভায় বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিত আগমন করিয়াছিলেন। বহু সঙ্গীতাচার্য্য হরিগুণ-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সভার উদ্দিষ্ট ও আলোচ্য বিষয় ছিল—শাস্ত্রালোচনামুখে জৈব জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় আবিষ্কার করা। কতকগুলি ভিন্নদেশীয় 'ভবঘুরে' লোক ভ্রমণ করিতে করিতে যে-স্থানে সেই মহতী-সভা সমবেত হইয়াছিল, তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা দূর হইতে মহতী সভায় সমবেত বহু-লোকের কৃষ্ণ-কোলাহল ও বাদ্যভাণ্ডাদির শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিল, বোধ হয় এই স্থানে ভীষণ কলহ ও পরস্পর যুদ্ধ হইতেছে। কৃষ্ণ-কোলাহলকে তাহারা 'কলহ' এবং বাদ্যাদির শব্দকে তাহারা 'যুদ্ধ-বাদ্যের ধ্বনি' বিবেচনা করিল। এইরূপ বিচার করিয়া তাহারা সর্ব্বত্র এই বলিয়া মিথ্যা-গুজব রটনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিল,—'ওহে ভ্রাতৃগণ! সাবধান, তোমরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস কর, সতর্ক হও! নিকটস্থ গ্রামে এক ভীষণ কলহ ও যুদ্ধ বাধিয়াছে; তোমাদিগের পুত্রসন্তান ও আত্মীয়-স্বজনগণকে বাড়ীর বাহির হইতে দিওনা, তাহারা যেন ভুলক্রমেও সেই পূর্ব্বদিকস্থ গ্রামে না যায়। সেখানে গেলে প্রাণ নাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহারা ঐ সকল 'ভবঘুরের' বাক্য শুনিয়া উহাকে 'সত্য বাক্য' বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারা বৃথা ভয়ে অভিভূত থাকিয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের পূর্বদিকস্থ গ্রামে গিয়া সেই স্থানে হরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসবাদিতে যোগদান করিবার ভাগ্য ঘটিল না, অপিচ হরিকথাকে 'কলহ' এবং জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নির্ম্মৎসর পুরুষগণকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং অপরের অনিষ্টকারী অনুমান

করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হইল। উপরিউক্ত ভবঘুরেগণ ত' সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইলই, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই আখ্যায়িকার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চকের আদর্শ, আর তাহাদিগের কথাকে সত্যজ্ঞান-কারিগণ আত্মবঞ্চক-স্থানীয়।

যাহারা এইরূপ 'গৌড়ীয়ের' জীব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—গৌড়ীয়ের মহান্ উদ্দেশ্য—মহাবদান্যতা—অমন্দোদয়া দয়া—পরস্পর বিবদমান-বাদ-প্রতিবাদ-সাম্য প্রয়াস—মহাচিৎসমন্বয়-চেষ্টা না বুঝিয়া তাঁহাকে 'বাদ-প্রতিবাদকারী' বা 'নিন্দক' মনে করেন, তাঁহারাও উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় গৌড়ীয়-মহোৎসবে বঞ্চিত।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্যগণ বিষ্ণুবিরোধী অদৈব-দলের নানাপ্রকার বিষ্ণুবিরোধি-মতবাদকে নানাপ্রকার যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া জগতে বিষ্ণুভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এবং নির্ব্বিশেষবাদিগণ তাঁহাদিগের অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা এখনও শ্রীরামানুজ-মধ্বকে 'প্রচ্ছন্ন-তার্কিক' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবপ্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে 'ভক্তিসংরক্ষক আচার্য্য' বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

যাঁহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই স্থানের মহা-ঐক্যতান-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারেন, আর যাঁহারা বাহিরে থাকিয়া বিচার করিতেছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হন মাত্র। **'শ্রীগৌড়ীয়' শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন নিত্যধর্ম্মেরই বিবৃতি।** যাঁহারা গৌড়ীয়ের হইয়া অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গৌড়ীয়কে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, গৌড়ীয়ের বাক্যে যে মহাচিৎসমন্বয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমানন্দ-প্রকাশিনী যে পরিপূর্ণ-নির্ম্মলতা বিদ্যমান আছে, তাহাতে যেরূপ সুষ্ঠুভাবে যাবতীয় শাস্ত্রবিবাদ ও পরস্পর বিবদমান মতসমূহ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা যেরূপ সমতা দান করিতেছে এবং অপ্রাকৃত রসোৎসাভিমুখে লইয়া যাইতেছে এবং অতি-বিস্তারিণী অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিতেছে, তাহা অন্যত্র অসম্ভব। অতএব আমরা সকলকে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাকুবাদে বলিতেছি,—গৌড়ীয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন্—গৌড়ীয়ের অন্তরঙ্গ হউন্। আপানারা সাধু বলিয়াই আপনাদের কাছে এই নিবেদন করিতে সাহসী হইতেছি।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

১। শ্রীমায়াপুরের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশ-স্বরূপ এই মায়াপুর মহাতীর্থ কলিকালে অতিশয় প্রবল। শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ পৌর্ণমাসী, মায়াপুরে কোলদ্বীপে সেইরূপ শ্রীপ্রৌঢ়মায়া (যাঁহাকে লোকে 'পোড়ামা' বলিয়া বলে) সর্ব্বাধিকারিণী। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি সপ্ত মহাতীর্থের মধ্যে **মায়াতীর্থ এক স্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয় স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান।** মায়াতীর্থের এরূপ প্রভাব যে, তথায় অপতিত যে কয়েকটি মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাণনাথ গৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রভু বলিয়া অভিমান করেন এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে বান্ধবের ন্যায় যত্ন করেন।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

২। শ্রীমায়াপুরের ইতিবৃত্ত কি কি ?

"শ্রীগঙ্গানগর, ভরদ্বাজটিলা (ভারুইডাঙ্গা) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গানগর গ্রামেই শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে যে পতিত ভূমি আছে, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—ইহা 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যায়। সেই স্থান হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। ঐ ভূমি জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মার তপস্যা-স্থল বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। অতি পূর্ব্বে মায়াপুরের পূর্ব্ব-অংশে ও অন্তর্দ্বীপের মধ্য দিয়া বাগ্‌দেবীর একটী ক্ষুদ্র প্রবাহ ভাগীরথী পর্য্যন্ত ছিল। শিবের ডোবার কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে সেই প্রণালীর মুখ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বাগ্‌দেবীর তীরে তৎ-কালে প্রৌঢ়া মায়ার মন্দির ছিল। বিদ্যার্থিগণ বাগ্‌দেবীর প্রণালীতে স্নান করত প্রৌঢ়ামায়ার মন্দিরে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া উপাধিগ্রহণ করিতেন।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৩। শ্রীভক্তিবিনোদ কি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন ?

"মনে হইল, আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। * * * মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া

তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। * * আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন,—"তুমি বৃন্দাবন যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?"　　—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪। শ্রীভক্তিবিনোদ লুপ্ত গৌরজন্মভূমি আবিষ্কারের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন?

"প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্রজভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন দয়া-সমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুতে শক্তিসঞ্চার-পূর্ব্বক দুই ধান্যক্ষেত্রে শ্রীরাধা-কুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, **আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন**। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকে জানাইব?"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৫। লুপ্ত গৌর-লীলাস্থলী আবিষ্কারের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপ ব্যাকুল আহ্বান করিয়াছিলেন?

"হে ভক্তবৃন্দ, আজকাল অন্য আশা, অন্য চিন্তা দূরে রাখিয়া **এই লুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন**। ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের গ্রহ-নক্ষত্রস্বরূপ ও গতিসম্বন্ধীয় গবেষণার ন্যায় আপনাদের গবেষণা কঠিন নয়। তাঁহারা জড়বিদ্ পণ্ডিত, সুতরাং জড়বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে জড়ীয় যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণরূপে বহু কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু হে নিত্যানন্দের বাতুলসকল, তোমাদের স্থিতি জড়জগতে নয়; তোমরা মনে করিলে অনায়াসে সকলই করিতে পার। প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আব্দার কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্বেতদ্বীপকেও হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার। তোমরা যদি হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া!

হা প্রভু নিত্যানন্দ! হা প্রভু অদ্বৈত! হা গদাধর! হা শ্রীনিবাস বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের চিন্ময় ধামে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাক, তাহা হইলে **শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত স্থানই দেখাইয়া দিবেন।** হে বৈষ্ণবগণ, আর বিলম্ব করিও না।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। কিরূপভাবে শ্রীমায়াপুর আত্মপ্রকাশ করেন?

"আমি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ-নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। **গঙ্গাপার উত্তরদিকে একটি আলাকময় অট্টালিকা দেখিলাম।** * * * প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, **তথায় একটি তালগাছ আছে।** অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—**ঐস্থান বল্লালদীঘি, তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গচিহ্ন ইত্যাদি আছে।** সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবার বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং **তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম।** শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা পদ্ধতি','ভক্তিরত্নাকর' ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' যে-সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম। কৃষ্ণনগর বসিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম।

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৭। শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট কি?

"বল্লালদীঘির দক্ষিণ কোণে একটি অপূর্ব্ব স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা প্রভৃতির **শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রকাশ** করা যাইতে পারে। সেই সেবার অধীনে **জন্মস্থান-নির্দ্দেশক স্তম্ভ-রক্ষা,** মাঘ ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রীনিবাসের স্থান নির্ম্মাণাদি কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।" —'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৮। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্ত্তনের অভিলাষ কাহার হৃদয়ে প্রথম উদিত হয়?

"বিধি আছে যে, শ্রীমায়াপুর হইতে নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। মায়াপুরে সম্প্রতি এমন স্থান নাই, যেখানে যাত্রিগণ রাত্রিবাস করিতে পারেন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। * * * জগন্নাথমিশ্রের গৃহ-নির্দ্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য।"　　—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৯। লুপ্ত-গৌর-জন্মস্থানের উদ্ধার হইলে ধর্ম্মব্যবসায়িগণের কিরূপ মাৎসার্য্যের উদয় হইয়াছিল?

"প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকাশ হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, **গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেকপ্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল;** কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? **তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।"**　　—ঠাকুরের আত্মচরিত

১০। শ্রীমায়াপুরের প্রথম শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবকে খেতুরীর মহোৎসবের সহিত তুলনা করা যায় কেন?

"শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর বোধ হয়, কুত্রাপি আর হয় নাই। * * * প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক এই মহোৎসব-সন্দর্শনার্থ বহুদূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। **কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের উন্নতির বিরোধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন।** কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বাধাসকল তিরস্কার করত শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"
—'শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহামহোৎসব', সঃ তোঃ ৬।১

১১। শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবি-মন্দির সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণীটী কি?

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ। গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥"
—শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ৫ম অঃ

১২। শ্রীমায়াপুর যে ভাবি-কালে বিশ্ববিখ্যাত হইবেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্-বাণীটী কি?

"জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে যাঁহারা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একদিন বহু বহু দূরদেশ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসিবার আশা করিবেন।" —'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মলীলা

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়, নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তনরঙ্গে, কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি' উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি, আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে, ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, দেখি—কিছুকার্য্যে আছে ভাস॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সঙ্কীর্ত্তন, নানাদান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশে স্থিতি, তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানাদ্রব্যে থালী ভরি, আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি বালকেরমূর্ত্তি, আশীর্ব্বাদ করে সুখপাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী, আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি, আসি সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট, সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেরাআসে কেবাযায়, কেবানাচে কেবাগায়, সম্ভালিতে নারেকার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখশোক, প্রমোদপূরিত লোক, মিশ্রহৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ, আসি তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত, সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন, ধন দিয়া কৈলা সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী, আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল, দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
অদ্বৈত আচার্য্যভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা, নাম তাঁর সীতাঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞাপাঞা, গেলা উপহারলঞা, দেখিতে বালকশিরোমণি॥

সুবর্ণের কড়িবউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক, স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী, হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী, স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন, মঙ্গলদ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলাচড়ি, সঙ্গেলঞা দাসীচেড়ী, বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার, শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান, বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান, সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখিপাইল বহুপ্রীতি, বাৎসল্যেতে দ্রবিলহৃদয়
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কাউপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই॥
পুত্রমাতা স্নানদিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে, পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচীমিশ্রের পূজালঞা, মনেতেহরিষ হঞা, ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ, পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর, দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র—বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত, ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবেযত, ধন আসি মিলে তত, বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, দেখি এই তারিবে সংসারে॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে, যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়, সেই পায় তাঁহার চরণ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ, হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি, জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য-অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২১)

দুর্য্যোধনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখন যাদবগণকে নিজ আবরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন—মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বে দেখা যায়। তবে যে যাদবগণের মৈরেয় পান করিয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন শুনা যায়, শ্রীভগবৎপার্ষদে ইহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর—এসকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম, যথার্থ নহে। শ্রীঅর্জ্জুনের পরাজয় ও বিমোহ পর্য্যন্ত সকলই ইন্দ্রজালবৎ মায়া-কল্পিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাক্য—"মহিষীহরণ, মৌষল-লীলা—সব মায়াময়!"

ব্রহ্মশাপের কখনও অন্যথা ঘটে না, ইহা জানাইবার জন্য গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী শ্রীভগবান্ উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব প্রভৃতি মুনিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যাদব-বালকগণ জাম্ববতী-পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই গর্ভবতী কি সন্তান প্রসব করিবেন, আপনারা আজ্ঞা করুন। মুনিগণ উহাদের দুষ্ট ব্যবহারে কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন—ইনি তোমাদের কুল নাশন মুষল প্রসব করিবেন। তখন বালকগণ সাম্বের উদর-বস্ত্র মোচন করিয়া দেখেন, তথায় সত্যই একটী মুষল রহিয়াছে। তাহারা ভীত হইয়া উগ্রসেনের নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত জানাইলে তিনি উহা চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলেন। চূর্ণের সহিত নগণ্য ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র এক বৃহৎ মৎস্য উহা গ্রাস করে; আর চূর্ণসকল তরঙ্গ-আঘাতে তীরে লাগিয়া এরকা-তৃণ সৃষ্টি করিল। ঐ মৎস্য জালে ধৃত হইলে তাহার উদর হইতে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড নিষ্কাষিত হয় এবং জরা-ব্যাধ উহা শরের অগ্রভাগে যোজিত করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণসহ প্রভাষতীর্থে গমন করেন। তথায় যাদবগণ মৈরেয় মধুপান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে এরকা-তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন।

নিত্যপার্ষদ যাদবগণের দেহত্যাগাদি লীলা মায়িক, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপায়েহা,
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে,
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥ (ভাঃ ১১।৩১।৯)

পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা তনুভৃৎ অর্থাৎ দেবর্ষি নারদের "প্রযুজ্যমানে ময়ি ত্বাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। প্রারব্ধকর্ম্মনির্বাণং ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকম্ ॥" (ভাঃ ১।৬।২৮)—আমাতে শুদ্ধা ভাগবতী তনু সংযুক্ত হইলে আমার প্রারব্ধ-কর্ম্মসকলের ভোগক্ষয় হেতু আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইয়া গেল। এই উক্তি অনুসারে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিনী তনু অর্থাৎ অপ্রাকৃত (ভগবৎ-সেবোপযোগী) দেহ ধারণ করেন, তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যুরূপ চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়া-বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন কোন ইন্দ্রজালবেত্তা নট জীবিত কোন প্রাণীকে কাটিয়া পোড়াইয়া পুনরায় সেই দেহকে জীবন্ত করিয়া দেখায়, এস্থলেও তাদৃশ বুঝিতে হইবে। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বের স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে।

রাবণ-কর্ত্তৃক সীতা-অপহরণও ঐরূপ অর্থাৎ রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছিল—

সীতয়া রাধিতো বহ্নি ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ (বৃঃ অগ্নিপুরাণ)

সীতা-কর্ত্তৃক আরাধিত অগ্নিদেব ছায়াসীতার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, দশানন রাবণ তাহাকেই অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু সীতাদেবী অগ্নিপুরে গমন করেন। রাবণবধের পর অগ্নি পরীক্ষার কালে যথার্থ সীতা উপস্থিত হন।

মৌষল-লীলার মায়িকত্ব শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে জানা যায়। তিনি দারুককে বলিয়াছিলেন—

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠঃ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)

তুমি আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এসকল আমার মায়া-রচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩১।৬)

যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণায় দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম

ধারণাধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজতনু দগ্ধ না করিয়া নিজধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আগ্নেয্যা + অদগ্ধা—শ্রীস্বামিপাদ টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চত্যাগকালে দেবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবতোক্তি—

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্তৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ (ভাঃ ১১।৩১।৯)

যেমন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়—কেহই তাহা দেখিতে পায় না, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া কোন্‌দিকে অন্তর্দ্ধান করিলেন তাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও অলক্ষ্য হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত-তনু যাদবগণের দেহত্যাগাদি ত অসম্ভবই হইবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও দেহনাশ অসম্ভব। যথা—

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্ মৃগয়ুং সদেহম্॥ (ভাঃ ১১।৩১।১২)

যিনি যমলোকগত গুরুপুত্রকে পঞ্চজন-কর্তৃক ভক্ষিত যে দেহ, অবিকল সেই নরদেহেই আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যদু কুলরক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, তজ্জন্য বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মতেজও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহার সাক্ষী তুমি (পরীক্ষিৎ)। তিনি ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অধিক কি, তিনি মৃত্যুঞ্জয় (যমের যম) মহাদেবকেও পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া জরা-নামক ব্যাধ অনুতপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়াছিলেন। তিনি কি নিজের বা নিজজন যাদবগণের রক্ষায় সমর্থ ছিলেন না?

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যাদবগণ সশরীরে নিজধামে গমন করুন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল মর্ত্ত্যলোকে থাকিলেন না কেন? উত্তর—যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সৌহার্দ্যহেতু কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এজন্য ভাগবত বলিতেছেন—

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-
স্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥ (ভাঃ ১১।৩১।১৩)

যদিও অশেষ শক্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র হেতু, তথাপি নিজাশ্রিত জনগণের গতি প্রদর্শন করিবার জন্য অবশেষে নিজ বপুও এজগতে রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই; কারণ যাদবগণ ছাড়া মর্ত্ত্যজনের সহিত তাঁহার কি প্রয়োজন? অতএব যাদবগণের নিধনাদি মায়িক লীলাহেতু শ্রীভগবানের মত অন্তর্দ্ধানই সম্ভবপর। অন্য সাধারণ জনের মত নিধন সম্ভাবনা করা যায় না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ উদ্ধবের উক্তি—

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো
মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো
ময্যুদ্যতেঽন্তর্দধতে স্বয়ং স্ম॥ (ভাঃ ৩।৩।১৫)

মধুপানে মত্ত যাদবগণের পরস্পর বিবাদ তাহাদের বধোপায় নহে; যাদবগণের পৃথিবী পরিত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত,—এই যাদবগণের যদি পরস্পর বিবাদ ঘটে তাহাও ইহাদের পৃথিবী পরিত্যাগ বিষয় বধোপায় হইবে না। ইহারা যদি আমার ইচ্ছানুসারে স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করে, তবেই পৃথিবী ত্যাগ সম্ভব।

পার্ষদগণের ভগবদিচ্ছাক্রমে জন্মাদি হইয়া থাকে, একথা বিদুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়
কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং
পরো গুণানামুত কর্ম্মতন্ত্রম্॥ (ভাঃ ৩।১।৪৪)

প্রাকৃত-জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণের দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশের জন্য আবির্ভাবরূপ জন্ম, আর সত্ত্বাদি-গুণহেতুক কর্ত্তৃত্বরহিত তাঁহার কেবল লোক সংগ্রহার্থ জন্ম; অন্যথা গুণাতীত কোন্ ব্যক্তি দেহ ধারণ করিতে এবং কর্ম্ম বিস্তার করিতে যোগ্য হয়? এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম নাই, তাঁহার পার্ষদগণেরও তাদৃশ জন্ম-কর্ম্ম নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে
অভিভাষণ

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া॥ (ভাঃ ১।২।১২)

ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"তদেব শ্রুত-গৃহতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্দধানা ইতি পাদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তেদৌর্লভ্যং দর্শিতম্"। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি কোন একটী সুলভ মানসিক বৃত্তি নহে, পরন্তু অপর সাধারণপক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। ভক্তির সংজ্ঞা প্রকরণে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—"ভক্তি মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ এবং সুদুর্লভ।" শুদ্ধভক্তগণ মোক্ষ-পদকে বা কৈবল্য-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"কৈবল্যং নরকায়তে" ইত্যাদি।

অপ্রাকৃত "ভক্তি" যখন Sex religion অর্থাৎ প্রাকৃত 'যৌনধর্ম্ম' নামে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা জগতে প্রচারিত হয়, তাহাতে শুদ্ধভক্তি-সমাজ কিরূপ দুঃখ অনুভব করেন, তাহা বিবেচনীয়। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী কোন সাধক বা কল্পিত অবতার ভাগবত-ধর্ম্মের যাজন করিয়া নাকি স্ত্রী-ধর্ম্মের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছিলেন (?)। এইভাবে ভাগবত-ধর্ম্মের অনেক অপবাদ এবং প্রাকৃত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, ভাগবত-ধর্ম্ম বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত "প্রেমধর্ম্ম" ভাগবতের নির্দ্দেশানুসারে "শ্রুত-গৃহীতয়া" বিধি-বিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী-প্রভু তাঁহার গুরুবর্গের দ্বারা পরম্পরাসূত্রে ভাগবত-ধর্ম্মের দার্শনিক বিচার এবং সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। "শ্রুত-গৃহীতয়া" বিষয়ে তিনি যে-সকল নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহার আচার ও প্রচারদ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অমল ভাগবত-ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুপাদ বলেন যে, "সদ্‌গুরোঃ সকাশাৎ বেদান্তাদ্য-খিল-শাস্ত্রার্থাবিচার-শ্রবণদ্বারা যদ্বিদিত্বাবশ্যক-পরমকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে।" "সদ্‌গুরোঃ সকাশাৎ" অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে বেদান্তাদি অখিল-শাস্ত্রার্থ বিচার শ্রবণদ্বারা যে কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় তাহাই ভক্তিমার্গ, অন্যথা কৃষ্ণভক্তির নামে জগজ্জঞ্জাল উৎপাতের সৃষ্টি হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি শাস্ত্রকে বাদ দিয়া ভক্তির নামে যে ছলধর্ম্মের আবাহন করা হয়, তাহা উৎপাত সৃষ্টি করে মাত্র। যদ্যপি ভক্তিরাজ্যের অপার মহিমাবশতঃ তত্তৎ-ছলধর্ম্ম বা সহজিয়াবাদও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে, তথাপি সেই ছলধর্ম্ম বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ শ্রীল গোস্বামিপাদগণ কখনও অনুমোদন করেন না।

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে আমরা জানিতে পরি যে, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয় বিনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের প্রবেশ-অধিকার লাভ হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রুতিবৎ প্রামাণিক সরল বাঙ্গলা গীতাবলীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীল গোস্বামিগণের পদরেণুদ্বারা অভিষিক্ত না হইলে আমরা "রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব" বুঝিতে ভুল করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

"এই ছয় গোসাঞি যার, মুই তার দাস।
তা'সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥"
"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥" ইত্যাদি।

অতএব গোস্বামিপাদগণের বিচার পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ 'রাধাকৃষ্ণ-ভজন' নামে প্রচলিত, তাহাতে জগতের উৎপাত ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি—শ্রীভগবানে হ্লাদিনী-শক্তির লীলাবিশেষ; তাহা কোন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার নহে। শ্রীল জীবগোস্বামীর আজ্ঞানুসারে 'সদ্‌গুরোঃ সকাশাৎ' বেদান্তাদি অখিলশাস্ত্র-বিচার শ্রবণ না করিলে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদই প্রচারিত হয় এবং আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষিত-সমাজ সেইসকল প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে 'Sex religion' অথবা 'নেড়া-নেড়ীর' ধর্ম্ম বলিয়া কদর্থ করে। তাহাতে শ্রীল গোস্বামিপাদগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তি—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপ্রেম-স্বরূপ। তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণময় ব্যভিচার নহে। ভগবৎপ্রেম লাভ হইলে প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসা কখনও মনে হইবে না। ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলেই আমাদের সংসার-বন্ধন। "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া

ধরে ॥" যখনই জীব ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বাদ দিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হয়, তখনই সে মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়ে। আবার যখনই সে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ পরিহার করিয়া ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হয়, তখনই সে 'মুক্তিপদ' ভগবানের শ্রীচরণ-সেবার অধিকার পায় ।—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'মুক্তিপদের' সংজ্ঞা দিয়াছেন—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথা-রূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" সুতরাং 'কৃষ্ণদাস' যখন নকল কৃষ্ণ হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে ত্রিশূলবিদ্ধ করিয়া সংসার কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণকে অনুকরণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা সাধনসিদ্ধ-অবস্থায় কৃষ্ণের সহিত এক হইয়া যাওয়ার অপচেষ্টা বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, তাহা শ্রীল গোস্বামিপাদগণের প্রদর্শিত পথ হইতে ভিন্ন। মায়াবাদ-কল্পিত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ভাগবত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ। শ্রীমদ্ভাগবত সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম নিরসনপূর্ব্বক "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাদী বা কর্মি-জ্ঞানি-যোগি-গণের জন্য ভাগবত-ধর্ম্ম নহে। তাহাদের ধর্ম্মসকল শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশক শ্রীল নারদমুনিদ্বারা "জুগুপ্সিত" ধর্ম্ম বা নিন্দনীয় ধর্ম্ম বলিয়া উপলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীল নারদ-মুনির পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ ব্যাসদেব মহামুনি ভাগবতের প্রথমেই বস্তুনির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামী 'প্র'-শব্দে "প্রকৃষ্ট-রূপেন মোক্ষবাঞ্ছাপি নিরস্তঃ" করিয়াছেন। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাযুক্ত ব্যক্তি কখনও নির্ম্মৎসর হইতে পারে না; কারণ তাহারা সকলেই কামনাযুক্ত।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥"

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করিয়া যাহারা অন্তিমে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের বহু পূর্ব্বেই কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঐরূপ অপসিদ্ধান্তদ্বারা চালিত হইয়া বাহ্যিক বৈষ্ণব-বেশ-ধারণই কৈতব-ধর্ম্ম; তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত এবং গোস্বামিপাদগণের বিচার-নৈপুণ্যে সদ্ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম নামে চলিতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ এতৎসম্পর্কে "সালোক্যাদি-সর্ব্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" বলিয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম। কারণ 'ভক্তি'-শব্দের অর্থই কৃষ্ণপ্রেম। প্রেম বিনা সেবা শুদ্ধ হয় না। কর্ম্মি জ্ঞানি-যোগী নিষ্কাম না হওয়ায় তাহারা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম-লাভে অযোগ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সকল কামনা-বাসনাই ইন্দ্রিয় তর্পণমূলক। ঐরূপ অন্যাভিলাষ-পরায়ণ কামুক ব্যক্তি কখনই অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তা কংসেরও ছিল। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে—এই চিন্তায় অধীর হইয়া কংসের সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই আহার-বিহার, শয়ন স্বপন, ঘরে-বাহিরে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত। সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়া মহাভাগবতের লক্ষণ; কিন্তু প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তার জন্য কংস কৃষ্ণ-ভক্তির অধিকারীই হন নাই। প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"—ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রের বিচার।

কৃষ্ণবিদ্বেষী কংস-জরাসন্ধ প্রভৃতিকে কৃষ্ণ সাযুজ্য-মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে পারেন। যে সাযুজ্য-মুক্তি পাইবার আশায় বড় বড় জ্ঞানি-সন্ন্যাসি-ঋষি-মুনিগণ বহু কৃচ্ছ্র সাধনায় নিযুক্ত হন, সেই সাযুজ্য-মুক্তি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী অসুর-গণও কৃষ্ণদ্বারা নিহত হইয়া প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিযোগদ্বারা, অনুকূল কৃষ্ণ-সেবাদ্বারা যে মোক্ষ-ফলাভিরহিত কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মারও দুর্লভ বস্তু; তাহা কৃষ্ণ সকলকে সহজে প্রদান করেন না। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলম্"ই কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়; সুতরাং সেই কৃষ্ণপ্রেম প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ নহে। অপ্রাকৃত পারকীয়-ভাব প্রাকৃত-ভূমিকায় আলোড়ন করিয়া যে কৃষ্ণানুসরণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণানুকরণ-পদ্ধতি, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ও মূল মৎসরতা। কৃষ্ণের প্রতি মৎসরতা করিয়াই বহুপ্রকার ছলধর্ম্মের সৃষ্টি হইলেও তাহা গোস্বামিপাদগণের প্রবর্ত্তিত নানাশাস্ত্র-বিচারপর সদ্ধর্ম্ম নহে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সেই সদ্ধর্ম্ম পালনকারীর সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্য্যত্বেন নির্ম্মৎসরাণাং ফলকামুকস্যৈব পরোৎকর্ষা-সহনং মৎসরতা তদ্দ্রোহিতানামেব তদুপলম্ভত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালুনামেব চ সতাং সধর্ম্মপরাণাং বিধীয়তে।"

অর্থাৎ সেই ভাগবত-ধর্ম্ম একমাত্র কৃষ্ণ-সেবানুকূল তাৎপর্য্যজনিত ফল-কামনাযুক্ত পরোৎকর্ষ-অসহনশীল মৎসরতা-পরিত্যাগপরায়ণ এবং পশুহিংসা-পর কর্ম্মকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত স্বধর্ম্ম-পরায়ণগণই পালন করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

মহাভারতের আবির্ভাব-কাল ও ইতিবৃত্ত

মুখবন্ধ বা সূচনা

মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধি এবং পরীক্ষিৎ-সভায় শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। তথাপি জৈব-জগতের মঙ্গলের জন্য মহাভারতের পঠন-পাঠন বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকট-কালেও অবস্থার আনুকূল্য-বিচারে মহাভারতাদির পঠন-পাঠন হইত। শ্রীশুকদেব-শৌনকাদি ঋষিসকল শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোত্তম অধিকারী মহাপুরুষগণের নিমিত্তই শ্রবণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেদব্যাস স্বয়ং মহাভারত অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকেই উন্নততম গ্রন্থরাজ বলিয়া বহুক্ষেত্রে বর্ণনা ও প্রমাণ করিয়াছেন।

ভক্তরাজ জনমেজয় তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞাত থাকিয়াও তিনি সর্প-নিধন-যজ্ঞের সময় মহাভারতের অধ্যয়ন প্রচারই মঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া ইহার পঠন-পাঠন প্রচলন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হিংসা দ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর পারমহংস্য-সংহিতা বলিয়াই অনাদিকাল হইতে উপাসক-সম্প্রদায়ে আদৃত হইয়া আসিতেছে। পরমবৈষ্ণব-রাজা জনমেজয়ও জানিতেন যে, সকলেই ইহার অধিকারী নহে এবং উক্ত যজ্ঞেও ইহার আলোচনা সমীচীন নহে। আমরাও এ-স্থলে সর্ব্বোত্তম ইতিহাস ও পঞ্চমবেদ-স্বরূপ মহাভারতের প্রচার-কামনায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি।—

শ্রীসূত গোস্বামীর নৈমিষারণ্যে উপস্থিতি

অতি প্রাচীনকালে নৈমিষারণ্য-তীর্থে শৌনকাদি ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একদা দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অবস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে লোমহর্ষণসুত পৌরাণিক সৌতি তথায় উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎকথা শ্রবণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবা সৌতি তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক তপস্যা-কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা মাননীয় অতিথির যথাবিধি পূজার পর বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদানান্তে নিজেরাও স্ব-স্ব-স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্টস্থানে সুখে উপবিষ্ট

হইলে ঋষিগণ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে কোথা হইতে আগমন এবং কোন্ কোন্ তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীসূত শান্ত-প্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্প-নিধন-যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করি। তথা হইতে বহির্গত হইয়া বহু তীর্থ দর্শন ও আশ্রমাদিতে ভ্রমণ করত পরিশেষে কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রামস্থল স্যমন্তপঞ্চক-তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনের নিমিত্ত এই পবিত্রক্ষেত্রে আসিয়াছি। সম্প্রতি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা, অথবা ঋষিগণের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কোন্ বিষয় বর্ণনা করিব, অনুমতি করুন। ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবান্ বেদব্যাস-মুনি যে মহাভারতীয় ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, সুর ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহার শ্রবণে অশেষ প্রশংসা করেন, আমাদের সেই বিষয় শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে; কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও বেদাদি নানাশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া রচিত এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে অবশ্যই মৃত্যুভয় নিবারিত হইবে।

মহাভারতের আলোচ্য বিষয়

শ্রীসূত গোস্বামী কহিতে লাগিলেন,—যিনি অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জীবের স্রষ্টা ও পালয়িতা, শাস্ত্র যাহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত যাজ্ঞিকগণ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভাশায় যোগি-তপস্বি-মুনিগণ শতসহস্রবর্ষ একান্তমনে ধ্যান, মনন, তপস্যা, কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে তৎপর, বিরক্তগণ মায়াপ্রপঞ্চ-স্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগান্তর অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন—এইরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, পরমধন সেই পরতত্ত্ব লাভের জন্য লোকে অতি দুষ্কর কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই অনাদি অনন্ত চরাচরগুরু শ্রীহরির চরণে প্রণতি জানাইয়া বেদব্যাস-প্রণীত পরম-পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। এই বিশাল বিশ্বে মহাত্মগণ ঐ ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন, বলিতেছেন ও ভবিষ্যতেও বলিবেন। জ্ঞানের

পরিসীমা বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি ও নিখিল শাস্ত্রের অভিমত স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহা ভগবদ্-গুণগাথাসূচক সুচারু শব্দ ও রমণীয় বাক্যাবলীতে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত। এজন্য তত্ত্বদর্শিগণ মহাভারতের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

শ্রীবেদব্যাসের ত্রিকালজ্ঞত্ব

সৃষ্টির আদিতে এই বিশ্ব সংসার ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল; অনাদি-অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তৎপর স্বায়ম্ভুব মনু, প্রচেতা, দক্ষ, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক, পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন; পরে পৃথিবী, বসু, আকাশ, দশদিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অপরাপর সকল বস্তু সৃষ্ট হইল। প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্ব সেই পরব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়, আবার যুগ-প্রারম্ভে জীব-জন্তু সকল পদার্থই স্ব-স্ব আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রলয়, উৎপত্তি ও স্থিতিদ্বারা সংসারচক্র নির্দ্দিষ্টপথে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এই যে জীবাদি সৃষ্ট হইল ইহাদিগের অবস্থিতি রহস্য, চারিবেদ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্রাদি—এ সকলই মহাত্মা বেদব্যাস ত্রিকালজ্ঞবিধায় যোগবলে বিশেষ অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস, বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মহাভারতের একটি পর্ব্ব, আবার কেহ বা ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবনপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে ইহার প্রচারে ব্রতী হন; কেহ ইহার ব্যাখ্যায় সুনিপুণ, আবার কেহ বা ইহার ধারণায় বিশেষ পারঙ্গত। শ্রীবেদব্যাস তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন।

শ্রীব্যাসের মহাভারতের লেখক অনুসন্ধান

রচনা করিবার পর কি-প্রকারে শিষ্যদিগকে ইহা অধ্যয়ন করাইবেন—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীব্যাসের প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকহিত-সাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাস-দেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতীব বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিবার

নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর প্রজাপতির আদেশে বেদব্যাস তৎসন্নিধানে প্রীতমনে উপবেশনপূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদের সার সঙ্কলন, ইতিহাস-পুরাণের অনুসরণ এবং ভূত-ভবিষৎ-বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম-লক্ষণ, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধান, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিরও বিবরণ প্রদান করিয়াছি; ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানাদির বিবরণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি; নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবনাদির সংস্থান, যুদ্ধকৌশল লোকযাত্রাদির বিবরণও প্রসঙ্গক্রমে নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশ্বে ইহার একজন উপযুক্ত লেখক অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য ছাড়া কখনও মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা বৈদিক বাণী উচ্চারণ করিয়া থাক; এক্ষণে যখন তোমার স্ব-প্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তখন ইহা কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও বিখ্যাত হইবে; তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার লেখক হইবেন।

গণেশকে ভারতের লেখকরূপে প্রাপ্তি

ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীনন্দন গণেশকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্রেই গণপতি তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে গণাধিদেব! বিশুদ্ধ সমাধিলব্ধ মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি; আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্নবিনাশন গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—মুনে! যদি লিখিবার সময় লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রামলাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব কহিলেন,—হে বিনায়ক! কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও তাহা লিখিতে পারিবেন না। গণপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে বেদব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ গ্রন্থিরূপ

কূট শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, এই ভারত-গ্রন্থে অষ্ট-সহস্র অষ্টশত এইরূপ শ্লোক আছে, কেবল শুকদেব ও আমি যাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে পারি ; অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন নাই। অধিক কি, গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর নূতন শ্লোক রচনা করিতেন।

মহাভারতের মহিমা

প্রথমতঃ সকল লোক অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মহাভারতরূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে এবং ভারত-রূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপ ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে ; তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোহ-তিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাস-স্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে আলোকিত ও সুপ্রকাশ করিয়াছে।

মাহভারত-বৃক্ষের বিষময় ও অমৃতফল

এই মহাভারত পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট একটী বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজ, পৌলোম ও আস্তিক ইহার মূল, শল্যপর্ব্ব অগ্রভাগ, সম্ভব পর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার কোটর, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান। যেরূপ মেঘ সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই ভারত-বৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য। মহাভারতের দুর্য্যোধন—ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ পরব্রহ্ম ও তদ্ভক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

মহাভারত রচনার সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত প্রচার করেন। পরে সর্পযজ্ঞকালে রাজা জনমেজয়

ও অপরাপর ঋষিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ব্যাসদেব বৈশম্পায়নকে মহাভারত বর্ণনার জন্য অনুমতি করায় তিনি সেই মহতী সভায় উহা কীর্ত্তন করেন। কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সরলতা, ধৃতরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা—কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এই সকল বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। ভারত-সংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যান-ভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত-শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় মহাভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার-সঙ্কলন করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়াই সর্বাগ্রে তাঁহার প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীকে উহা অধ্যয়ন করান। তিনি ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারত সংহিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ গন্ধর্ব্বলোকে এবং নরলোকে শতসহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাম ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে মনুষ্য, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির ধর্ম্মাদি বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে। যিনি পরমপবিত্র পরব্রহ্ম, যাঁহার তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপাদি সতত অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত এই গ্রন্থে সম্যকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ পরমশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক এই ভারত অধ্যয়ন করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে লাভ হয়। যেরূপ দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রহ্মণ্যদেবোপাসক ব্রাহ্মণ, বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। সাত্বতগণ মহাপ্রসাদ দ্বারা পিতৃ-পুরুষগণের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ভারত-সংহিতা অন্ততঃ এক চরণ পাঠ করিলেও পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে পূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তাহার সমগ্র গ্রন্থপাঠের ফললাভ হয়। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া ভগবদ্ভক্তি আচরণপূর্ব্বক অন্তিমে তল্লোকে আশ্রয় লাভ করেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

সন্ন্যাসী

দ্বিতীয় সর্গ

(১১)

ক্রোধবশে অসি-করে 'নেলসান' বীর,
কোপেতে অন্তর তার হয়েছে অধীর,
উঠিলা প্রাচীরে তবে ; ডাকিলা তখন
সে দুষ্ট বিপক্ষ বীরে করিবারে রণ।
ধাইলা দুরন্ত রিপু করিতে সমর,
উলঙ্গিত অসি তার শোভিতেছে কর
যেমতি সে পুরাকালে দ্রোণের নন্দন
চন্দ্রচূড়-সহ করিবারে মাগে রণ,
সেইরূপ এ দুরাত্মা "'নেলসান'-সহ
করিতে আইলা দ্রুত সম্মুখ-বিগ্রহ !
শীঘ্র আসি' মারে তবে খরষান অসি,
'নেলসানের' অঙ্গ-বস্ত্রে গেলা তাহা পশি'।
হাসিয়া সে বীরবর ধরে তার হাত,
বক্ষে তার মারে, যে অশনি-আঘাত !
অচেতন হ'য়ে পড়ে মুষল ইমান্,
তুলে তার হস্ত ধরি' বীর 'নেল্‌সান' ;
নিক্ষেপে প্রাচীর হ'তে। হুড় মুড় স্বরে
পড়িলা দুরন্ত বীর ভূমের উপরে
নতশির, ভেদি বায়ু-দৃষ্টি ভয়ঙ্কর !
কাঁপিলা ভয়েতে তবে যতেক পামর।
সেদিনের মত সবে ভঙ্গ দিলা রণে,
রণবার্ত্তা ল'য়ে গেলা 'নানা'র সদনে ;
বলিলা দুর্ম্মতি-'নানা,'—ধিক্ বীরগণে,
ধিক্ তোমাদের অসি ! না পারিলা রণে
মারিতে সে কয়জন ইংরাজ-সন্তান,
বিদেশে আসিয়া তারা এত বলবান ?
কালি প্রাতে পুনরায় কর আক্রমণ
সে দুর্গ প্রফুল্ল-মনে, করি প্রাণপণ।
নীরবিলা 'নানা' ক্রুর তখনি ঘোষিলা
সর্ব্বদিকে—এই কথা দুর্গেতে পশিলা।

শুনিয়া এ সব বার্ত্তা দুর্গবাসিগণ,
ভয়েতে কাতর হ'য়ে করিলা রোদন ॥

(১২)

দিবাকর চলি' গেলা পশ্চিম-অচলে
কাটাইতে নিশাকাল। অতি কোলাহলে
দক্ষিণ বিভাগ কম্প হইলা তখন,
পুনরায় যেন তথা আরম্ভিলা রণ
দুরন্ত বিদ্রোহীগণে; চমকি অমনি
উঠিলা সেনানী সব, শুনি রণ-ধ্বনি!
যেমতি বিবরে শুয়ে থাকে পশুপতি,
শুনিয়া ব্যাধের বাঁশি ধায় বায়ুগতি
সচকিত ক্রোধভরে, তেমতি তখন
উঠে সেনাপতি বীর করিবারে রণ!
অবলা স্ত্রীলোকগণ দেখিলা আবার
চতুর্দ্দিকে সীমাহীন দুঃখ পারাবার!
কাঁদিলা মনেতে পুনঃ হায়রে! কি লাগি
আইনু আমরা হেথা হ'য়ে দেশত্যাগী!
পাইব এতেক দুঃখ জানিতাম যদি
তবে কি হইয়া পার এত নদ-নদী,
সমুদ্র-মহানা, আর দেশ কতশত—
আসিতাম হিন্দুস্থানে হইবারে হত!
যবে মম প্রাণনাথ কহিলেন আসি,'—
"চল প্রিয়ে! হ'ব মোরা পূর্ব্বদেশবাসী,
সদাই সুখের মুখ দেখিব তথায়;
শুনেছি সে-দেশে লোক দুঃখ নাহি পায়,

না জানে অভাব-জ্বালা; নাহিক শীতল
সমীরণ প্রহরণ, আকাশ নির্ম্মল
থাকে সদা মেঘহীন, রহিত তুষার,
কুজ্ঝটিকা নাহি করে দেশ অন্ধকার।"
তখনি কহিনু তাঁরে করিয়া বিনয়,—
"মৃগতৃষ্ণা মাত্র ইচ্ছা বিদেশে নিশ্চয়!

বিদেশে কেবল, নাথ! পাইবে অসুখ,
ভাগ্যদেব কভু কভু হইবে বিমুখ";
কত যে বুঝানু তাঁরে কথার ছলনে,
রহিতে সাধিনু দেশে সুমিষ্ট বচনে;
তবু না বুঝিলা নাথ, লইয়া আমারে
আসিলেন দেশান্তরে কৃতান্ত-আগারে;
কহিতে নারিলা আর শোকে বদ্ধস্বর,
অমনি নয়নে বারি ঝরে ঝর ঝর॥

(১৩)

"রোদন না কর আর দুর্গবাসিগণ"—
উচ্চারিলা দৈববাণী; নিশীথে স্বপন
জাগায় নিদ্রিতে যেন, সেইরূপে তবে
সচকিত করিলেক দুর্গবাসী সবে।
কতক্ষণ পরে তবে প্রকাশ হইল,
মানসিংহ দলবলে তথায় আসিল
রাখিতে সে দুর্গবরে; উদিলা তখনি
দুর্গবাসিগণ-মনে আশা-দিনমণি—
নাশি' ত্রাস-অন্ধকারে। যেন পুরাকালে
[যবে সত্যব্রত (নোয়া *) দেখিলা অকালে
প্রলয়ের ভীম মুখ] জল-কুলেশ্বর
ডুবাইলা ধরা, আর অচল বিস্তর!
তবে মৎস্যরূপী দেব মেঘে আদেশিলা
বিশ্রামিতে কিছুকাল, সাগর ফিরিলা
আপন সীমার মাঝে, উচ্চাচলে যারা
আছিলা প্রাণের ভয়ে, দেখিলেক তারা
প্রলয়ের নিবারণ; আনন্দে মাতিলা
তবে যে যাহার স্থানে, গৃহ আরম্ভিলা
তেমতি এ দুর্গবাসী, শুনিলা যখন
আসিয়াছে মানসিংহ করিতে রক্ষণ

* হিন্দুশাস্ত্রে যিনি সত্যব্রত নামে বিদিত বাইবেল-গ্রন্থে তিনিই নোয়া বলিয়া কথিত আছেন।

সে-সবারে ; সেইরূপ উপজিলা সুখ
সে-সবার অন্তরেতে, পলাইলা দুঃখ।
হায়রে ! বিভুর কিবা মহিমা অপার,
সুখ হয় চতুর্গুণ দুঃখ হলে পার !!

(১৪)

ওই দেখ, পলাইছে বিদ্রোহী সেনানী
ছাড়িয়া এ দুর্গ-আশা ; কেন নাহি জানি,
বুঝি মানসিংহ-ডরে পলাইছে সবে,
শৃগাল পালায় যেন সিংহ দেখে যবে।
কত ব্যস্ত উঠাইছে বৃহৎ শিবির
কত ব্যস্ত অস্ত্র ল'য়ে সরে যত বীর !
কেনরে নির্ব্বোধ 'নানা' পালাবি এখন,
কেন তুই আরম্ভিলি এ প্রকার রণ ?
না জান সত্যের কভু ধ্বংস নাহি হয়,
অধর্ম্মে সকল নষ্ট,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ;
ধিক্ তোরে নরাধম দুরন্ত পামর,
ধিক্ তোর বংশ, আর জননী-জঠর !
তোর কার্য্য মনে হ'লে শোণিত শুকায়,
অবলা-বালক মারি' কি হইল হায় !
সেই কুম্ভীপাক ঘোর কৃতান্ত-নগরে—
রহিয়াছে মুখ মেলি,' দুষ্ট ! তোর তরে !!

(১৫)

দেখিয়া রণের শেষ সন্ন্যাসী চলিলা,
ত্যজি'কত দেশ হিমালয়ে উত্তরিলা —
ধবল-বরণ-গিরি তুষারে ভূষিত,
দেবতা-নিবাস সদা জগতে বিদিত ;
শত শত শৃঙ্গ শোভে তারকা যেমতি,
নির্ম্মল আকাশে শোভে সহ নিশাপতি।
এমন নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরের ভাব,
ভাবুকের অন্তরেতে হয় আবির্ভাব !
ভক্তির সলিলে চিত্ত ডুবে একেবারে,
বাহ্য বোধ নাহি থাকে মানস-আধারে।

কিছুকাল ন্যাসীবর রহিলা তথায়,
মন তার মগ্ন সদা ঈশ্বর-চিন্তায় ॥

(১৬)

তোমার চরণে নমি সন্ন্যাসী-প্রবর !
বিদায় মাগিছে এবে ক্ষুদ্র কবিবর ;
তব সহ এতকাল করিয়া ভ্রমণ
ক্ষমা মাগি, দোষ যদি পেয়েছ কখন ;
থাক এই হিমাচলে থাক কিছুদিন,
চলিলাম দেশে ফিরে আমি বলহীন।
বঙ্গদেশবাসী আমি—অতি ক্ষীণবল,
থাকিলে তুষার-মাঝে হইব অচল।
যদি অবকাশ পুনঃ হইবে আমার,
অবশ্য তোমার সঙ্গ লইব আবার ;
নতুবা এ নমস্কার জানিবে হে শেষ,
এইমাত্র নিবেদন জানিবে বিশেষ ॥

সমাপ্ত

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রচারকের ডায়েরী

ভক্তজন-প্রাণে চিরাচরিত দোলোৎসবের সাড়া জাগিল। তাই তদুদ্দেশ্যে মাদৃশ অযোগ্য অনভিজ্ঞের উপর প্রচারের গুরু দায়িত্বের ভার অর্পিত হইল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি সম্বল করিয়া সুদূর সুন্দরবনের পথ ধরিলাম। কৈশোরের স্বপ্নরচিত বনটি বর্ত্তমানে বাস্তবতায় রূপায়িত করিবার আশায় বুক বাঁধিলাম। ভূগোলের পাতায় আঁকা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের' ছবি দেখিয়া একদিন ভয়ে-আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আর সে ভীতির ভাব নাই, আকুল-আগ্রহে উদ্দীপনায় অন্তর স্ফীত হইয়া উঠিল। বিপুল আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সীমান্তে প্রথম পদক্ষেপে নয়নগোচর হইল এক বিরাট নদী। কপোতাক্ষের ন্যায় স্বচ্ছজলরাশি কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছে। দিগন্তে কাল সীমারেখা বনভূমির সাক্ষ্য দিতেছে। নদীগর্ভে লঞ্চ-নৌকা দুইই চলে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন লঞ্চ প্রাপ্তি ভাগ্যে ঘটিল না, নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। স্রোতের অনুকূলে দাঁড়ি-মাঝিরা দাঁড় হাঁকাইয়া চলিল। একখানি জীর্ণশীর্ণ পালও অগ্রগমনে সহায়তা করিতে লাগিল। নৌকায় যাত্রীর অসম্ভব ভীড়, কোনরূপে বসিবার মত একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুষ্ক হইবার উপক্রম হইল। জলের উপর বসিয়া থাকিলেও উহাদ্বারা পিপাসার শান্তি হইল না, কারণ উহা তীব্র-লবণাক্ত। অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া দিনান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে উপনীত হইলাম। নৌকা কূলে পৌঁছাইলেও তীরের নাগাল মিলিল না। তট হইতে তীরের ভীতিপ্রদ ব্যবধান। কূলে নামিতেই জানুযুগল ধীরে ধীরে পঙ্কে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্রের সুবর্ণ-কঙ্কণের লোভে পঙ্ক-নিমগ্ন পথিকের যেমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, আমারও তেমনই দশা প্রাপ্তি হইল, মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল—"এখনই বুঝি সেই পাঠ্যপুস্তকের 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের' আবির্ভাব হইবে! হায়, একি নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস!"—ভয়ে বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। যখন দেখিলাম—তীরে অসংখ্য মনুষ্যের সমাগম, নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অগণিত সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিল ;—কোন নরখাদকের সন্ধান পাওয়া গেলনা, তখন যেন একপ্রকার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কোনক্রমে বহু পরিশ্রমসহকারে তীরে উঠিলাম।

কোন গুরুভ্রাতার গৃহে অবস্থানের জন্য উদ্যোগপর্ব্ব সুরু হইল। সঙ্গে নানা বিধ আসবাবপত্রাদি থাকায় বড়ই বিপদাপন্ন হইলাম। অর্থের বিনিময়ে বাহকের সুযোগ ভাগ্যে জুটিল না। দুইজন ব্রহ্মচারী কেবলমাত্র আমার অজানা-পথের সঙ্গী। তাহাদের সাহায্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই অযাচিতভাবে জনৈক পথচারী সাহায্যদানের আবেদন জানাইল। তন্মুহূর্ত্তে হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভগবৎ-সেবায় যদি আমরা জীবনপণ করিয়া অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি দয়াপরবশ হন—ইহার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইলাম। নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। গৃহস্বামীও অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনার্থ কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। পথক্লান্তি অপনোদনের জন্য কয়েকদিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করিলাম।

জনবিরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে কোন কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট

হইতে ডাক আসিতে লাগিল। সেখানে এমন পল্লীও নজরে পড়িল, যেখানে 'ভাগবত' বলিতে কি বুঝায় তাহা তাহারা জানে না। এমনি এক 'ভাগবত'-শব্দানভিজ্ঞের গৃহে পাঠের আয়োজন হইল। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্মরণানন্তর শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিলাম,—"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥' শ্রীমদ্ভাগবত যে সামান্য পাঠ্য-পুস্তক নহে—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারজ্ঞানে গ্রন্থ-রাজের সম্মান না করিলে অনন্ত-নিরয়গামী হইতে হয়, পক্ষান্তরে কৃষ্ণপ্রাপ্তিও সুদূর-পরাহত। অন্যত্র শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

* * * *

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥"

অর্থাৎ যাহা হইতে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মে ও আত্মা সুপ্রসন্ন হয় তাহার নাম পরোধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎস্বরূপপ্রাপ্তির জন্য স্বয়ং যে-সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন, হে সৌম্য! অজ্ঞানী জীবের পক্ষে সেই সমস্ত উপায়ই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া অবধারণ কর। এই ভাগবত ধর্ম্মের বিবরণ যে-গ্রন্থে কৃপাপূর্ব্বক বিশদভাবে বর্ণিত, তাহাই **শ্রীমদ্ভাগবত**। অনন্তর নবযোগেন্দ্র-সংবাদের কিয়দংশ পরিবেশন করিলাম।

একদা বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞস্থলে ঋষভদেব-পুত্র নবযোগেন্দ্র উপস্থিত হইলেন। রাজা যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসরঃ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই প্রশ্ন নয়টী যথা,—প্রথম আত্যন্তিক ক্ষেমপ্রদ ভগবদ্ধর্ম্ম, দ্বিতীয় ভক্তের স্বরূপ, তৃতীয় মায়ার স্বরূপ, চতুর্থ মায়া-উত্তরণের উপায়, পঞ্চম ব্রহ্মস্বরূপ, ষষ্ঠ কর্ম্ম, সপ্তম অবতারলীলা, অষ্টম ভক্তের প্রাপ্তব্য নির্ণয় এবং নবম যুগধর্ম্ম কাহাকে বলে। ইহা অল্প-বিস্তর আলোচনার পর পাট-কীর্ত্তন স্থগিত হইল। গৃহস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত যে কি বস্তু, এতদিনে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিলেন। পুনরায় বৎসরান্তে তাহার পর্ণকুটিরে পদার্পণের নিমন্ত্রণ দিয়া রাখিলেন এবং সাতিশয় ফুল্লমনে যথাযোগ্যোপহারে আমাদিগকে বিদায় জানাইলেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' বিশুদ্ধ গৌড়ীয়। 'গৌড়ীয়'-শব্দের দ্বারা পঞ্চগৌড় বুঝাইলেও বাংলাদেশই তাহার রূঢ়ি। তথাপি বাংলাদেশ বলিতেও যাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, গৌড়ীয় বলিতে তাহার শীর্ষদেশকে লক্ষ্য করে। 'গৌড়ীয়' বলিতে গৌড়-দেশীয় কোন বস্তু বা ব্যাপারকে বুঝায়। কিন্তু 'গৌড়ীয়'-শব্দটী কোন দেশ, কাল বা পাত্রকে না বুঝাইয়া তাহার অতীত কোন এক বিশুদ্ধসত্ত্বময় তত্ত্বকে লক্ষ্য করে। ভ্রান্তগণকে বিশুদ্ধসত্ত্বময়-তত্ত্বকে বুঝাইতে হইলে নির্গুণ-শব্দব্যতীত অন্যকোন শব্দ বেদ বা বেদানুগ শব্দশাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ অপ্রাকৃত বিশেষত্বপূর্ণ নির্ব্বিশেষ বিচারকে নৈর্গুণ্য বা ব্যতিরেক ধারণায় বস্তুজ্ঞান করা যাইতে পারে। নির্গুণ বলিতে প্রাকৃত-গুণাতীত বা গুণসাম্য অথবা প্রকৃত সর্ব্বগুণসমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। 'গৌড়ীয়'-শব্দ সেইপ্রকার পার্থিব ভাষা-মল অতিক্রম করিয়া নির্গুণ-স্বরূপ গুণের চরম অবস্থাকেই লক্ষ্য করে। তাই শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' বিশুদ্ধ গৌড়ীয়।

স্বায়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সমগ্র অবতারের অবতারিস্বরূপে বর্ত্তমান গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনুগত জনগণের দ্বারা জানাইয়াছেন,—**"ন ধর্ম্মং** নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু" (দাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা); সুতরাং গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত শিক্ষা শ্রুতিগণনিরুক্ত ধর্ম্মশিক্ষায় আবদ্ধ নহে। এমন কি, ভক্তরাজ কুলশেখরও উক্ত শ্রৌতধর্ম্মে অনাস্থা স্থাপন করিয়া বলিয়া-ছেন,—"নাস্থা **ধর্ম্মে** ন বসুনিচয়ে"। যাহারা বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-ধর্ম্মের সর্ব্বনিম্নতম স্তরেও অধিষ্ঠিত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' যে বিশুদ্ধ গৌড়ীয়, ইহা হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উন্নতোজ্জ্বলরসে পরাকাষ্ঠা লাভ না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অধর্ম্ম-পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত। সেইরূপ ধর্ম্মের অনুশীলনে পরাৎপর মোক্ষের কোন কথা পরিদৃষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর ধর্ম্মের ফল মোক্ষ নহে অথবা এইরূপ **ধর্ম্ম** যে কল্পিত মোক্ষ আনয়ন করিয়া থাকে, সেই মোক্ষ গৌড়ীয়গণের প্রাচার্য্য বা গ্রহণীয় নহে। সমগ্র বিশ্ব যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাহাদের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া ঝম্প দিয়া তদপেক্ষা উন্নততম স্থানে অধিরোহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—মোক্ষধিক্কারকারিণী। মোক্ষের স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা

দিয়াছেন, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিধ্বনি করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ—ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—"**ধর্ম্মান**ন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬১)—এই উক্তি তাঁহার প্রভু স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহার সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন —"**সর্ব্বধর্ম্মান্** পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গীঃ ১৮।৬১)। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেও নবযোগেন্দ্র-উপাখ্যান-প্রসঙ্গে দেখা যায়,—"**ধর্ম্মান্** সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" (ভাঃ ১১।১১।৩২)।—এস্থলে বিচার্য্য এই যে, লোকাচারবশতঃ বেদই একমাত্র প্রমাণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া বেদের পূর্ব্বপক্ষ অংশ সাধারণ জীবের লৌকিক মঙ্গলকর হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা স্বীকার করেন নাই। চতুর্ম্মুখ স্বয়ং তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব—এই চারি-বেদ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—**অন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া** বিশ্বাসপূর্ব্বক আমার ভজন কর। বেদের বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস পঞ্চমবেদ মহাভারত রচনা করিয়া তাহার ভীষ্মপর্ব্বে গীতায় বলিয়াছেন,—**সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া** আমারই শরণ গ্রহণ কর এবং শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও নিমিরাজের বৈদিক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ করাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবানের উক্তিস্বরূপ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা আদিষ্ট হইয়াছে তাহা বিচারপূর্ব্বক সেইসকল **ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া** যিনি আমার ভজন করেন, তিনি সমস্ত সৎ অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস—যাঁহাদের দ্বারা বেদ এই ভৌতিক জগতে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বেদের অভিজ্ঞাতা বলিতে তাঁহারাই দুইজন। তাঁহারা বেদ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বেদের সার। তাহা ব্যতীত অন্য অংশ লইয়া চীৎকারকারী বৈদিকগণ অসার বলিয়া গৃহীত হইবেন। একলক্ষ শ্লোকে বেদের পরিসমাপ্তি। তন্মধ্যে অশিতি সহস্র শ্লোকই পূর্ব্বকথিত পূর্ব্বপক্ষ অংশ। বেদের পূর্ব্বপক্ষ অংশকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে বৈদিকগণের মঙ্গল কোথায়? বেদের এই গূঢ় রহস্য ব্রহ্মা এবং বেদব্যাসই সকলকে তারস্বরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা এইজন্যই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বেদব্যাসের আনুগত্য করিতেছি। এইজন্যই "শ্রীগৌড়ীয়-

পত্রিকা" একমাত্র বিশুদ্ধ গৌড়ীয়। বেদের মধুপুষ্পিত উক্তিগুলি লইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ষোড়শ বর্ষের গৌড়ীয় কোনরূপ সহায়তা করিবে না।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই শিক্ষা গৌড়ীয়ের হৃদয়ের ধন। শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন যে, যদি ধর্ম্ম পালন করিতে হয় তবে সেই ধর্ম্মই পালন করা কর্ত্তব্য যাহা কৈতব বা ছলনাশূন্য—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" (ভাঃ ১।১।২)। সুতরাং গৌড়ীয় সর্ব্বোচ্চ-কণ্ঠে নির্ম্মৎসর সাধুগণের উপজীব্য প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম এই ষোড়শ বর্ষে একপাদরূপে আলোচনা করিবেন।

সমগ্র বিশ্বের আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল রূপপাদ যে নির্মৎসর সাধুগণের চৌষট্টি (৬৪) প্রকার ভক্তিবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষে ষোল কলায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ভক্তির চৌষট্টি (৬৪) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচারই বেদের গুহ্যতম উপাসনা তত্ত্ব। ইহা বেদের চরমে বিংশতি সহস্র শ্লোকে ইঙ্গিত করা আছে। ৬৪ প্রকার অঙ্গ ১৬ কলায় পূর্ণ, অন্যপক্ষে ৬৪ প্রকার অঙ্গই সংক্ষিপ্ত আকারে একপাদ বিভূতি-স্বরূপ ভক্তির ষোড়শাঙ্গে প্রকাশিত দেখা যায়। ভক্তিবৃত্তি ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যভেদে বাহ্যদৃষ্টিতে ভেদ লক্ষিত হইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে উহা একায়ন-পদ্ধতি। অনুকূল-অনুশীলন ও প্রতিকূল-ত্যাগ একই বৃত্তির অন্তর্গত। যে অনুকূল বৃত্তি গ্রহণ করিতে "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" প্রভৃতি ৬টী বৃত্তি সমাদরের সহিত আলিঙ্গন করিতে হয়, ঠিক সেইপ্রকার অর্থাৎ উক্ত ৬ প্রকারেই ত্যাজ্য বৃত্তিগুলিও পরিত্যাগ করিতে হয়। শ্রীল রূপপাদের গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যবৃত্তি সমপর্য্যায়েই সেবকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ত্যাজ্য-বৃত্তি যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিত্যাগ করিতে হয়, গ্রাহ্য-বৃত্তিও তদ্রূপ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ নবধা ভক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সঙ্কুচিত হয় নাই। আবার নবধা ভক্তি আণবিক বিস্ফোরণ-যন্ত্রের ন্যায় একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—সঙ্কুচিত হয় নাই। একের মধ্যে বহুত্বের বিস্তৃতি দর্শন শাস্ত্রের সার। ইহার উপলব্ধির অভাবে অপসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার উৎপত্তি হইয়াছে। চৌষট্টি সংখ্যার একপাদে ষোড়শ সংখ্যা পরিলক্ষিত হইলেও ষোড়শ সংখ্যাই অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার বিস্তৃতি একপাদেই সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হইবে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্য অনন্তকোটী সাংখ্য-তত্ত্বের বিস্তৃতি, সঙ্কোচ নহে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই বৎসর চৌষট্টী (৬৪) প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিচার করিয়া সমগ্র বিশ্বে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া গুরুর কার্য্য করিবেন। বিশ্বের বর্ত্তমান প্রগতি ক্রমশঃ অন্ধ হইতেও অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

2. Periodicity of its publication—Last day of every Bengali month i. e., once in a month.

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Kushal Narasinha Maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W B.

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the capital.—Paramahansa-Swami Shri Shrimad Bhakti Projnan Keshab Maharaj, Founder-Acharya & Controller on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

I, Bhakti Vedanta Baman hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

14. 3. 1964. Sd/- BHAKTI VEDANTA BAMAN

Signature of publisher.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭০ { ২য় সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৬ বিষ্ণু, ৪৭৮ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৭০; ইং ১৩।৪।১৯৬৪ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীপ্রদ্যুম্ন-স্তোত্রম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশেঽধ্যায়ে—১৮-২৩,)

ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রুঁ ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষ-বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্ব্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ইতি ॥ ১ ॥

(কেতুমাল-বর্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সংবৎসরমধ্যে রাত্রি-দিবসাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের সহিত পরম-সমাধিযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্র-স্তবাদি জপোচ্চারণদ্বারা স্বীয় আরাধ্য প্রদ্যুম্ন (কামদেব) রূপী ভগবানের কৃপাময় রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন,—)

ভগবান্ হৃষীকেশকে নমস্কার করি। নিখিল শ্রেষ্ঠবস্তুর দ্বারা তাঁহার আত্মা লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি—ক্রিয়া, জ্ঞান, চিত্ত ও

তত্তদ্‌বিষয়ের অধিপতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই ষোড়শ পদার্থ—তাঁহার অংশ। তিনি—বেদময়, অন্নময়, (পরমানন্দ প্রকাশতত্ত্ব-হেতু) অমৃতময় ও সর্ব্বময়। তিনি—সাহস, তেজঃ ও বলের কারণ; এইজন্য এইসকল—তৎস্বরূপ। তিনিই কান্ত এবং তিনিই কামদেব। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের প্রতি ইহ ও পর, উভয় লোকে অনুকূল হউন ॥ ১ ॥

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপতাং
প্রিয়ং ধনায়ুংসি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥ ২ ॥

হে প্রভো, আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয়-সমূহের পতি; সংসারে যে-সকল স্ত্রী ব্রত-আদির দ্বারা আপনাকে আরাধনা করিয়া অন্যপতি প্রার্থনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ, তাহাদের প্রিয় পুত্র, ধন ও পরমায়ু নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারে না; কেননা তাহারা পর-তন্ত্র অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম ও গুণাদির অধীন ॥ ২ ॥

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ৩ ॥

যিনি নিজে কিছুতেই ভীত হন না এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তিনিই পতি। অতএব একমাত্র আপনিই সকলের পতি; আপনি ব্যতীত আর কেহই পতি হইতে পারে না। আপনি যদি পতি না-ই হইবেন, তাহা হইলে অন্য হইতে আপনার ভয় হইত। আপনার পরমাত্মস্বরূপের সেবালাভ ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞগণ আর অন্য অধিক শ্রেষ্ঠবস্তু আছে বলিয়া মনে করেন না ॥ ৩ ॥

যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
নিকাময়েৎ সাখিল-কামলম্পটা।
তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চ্চিতো
যদ্ভগ্নযাচ্ঞা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্, যে স্ত্রী ঐকান্তিকভাবে একমাত্র পতিস্বরূপ আপনার পাদপদ্মের পরিচর্য্যা-মাত্র কামনা করিয়া আপনার সেবা করেন, সেই নারী সত্য সত্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিতা ভবদীয় পরিচর্য্যালিপ্সু স্ত্রীই সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; পরন্তু যে নারী আপনার ঐকান্তিকী পরিচর্য্যা ব্যতীত ফলবিশেষ কামনা করিয়া আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি তাহাকে কেবল তাহার বাঞ্ছিত ফলটুকুমাত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ভোগাবসানে ঐ ফল বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য তাহাকে আবার অনুতাপ করিতে হয় ; অতএব, ঐরূপ ফল প্রার্থনার কোন সার্থকতাই থাকে না ॥ ৪ ॥

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎপাদ-পরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥ ৫ ॥

হে অজিত, ইন্দ্রিয়-সুখভোগ-বিষয়ে আবিষ্টচিত্ত ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অন্যান্য সুর ও অসুরগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভবদীয় পাদানুরক্তি ব্যতীত তাঁহারা আমার কটাক্ষবিলসিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন না ; যেহেতু আপনাতেই আমার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে। অতএব আমি আপনার ভক্তকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, অপরে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যৎ ত্বদাধায়ি সাত্বতাম্।

বিভর্ষি মা লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমুহিতুং বিভুঃ ॥ ৬ ॥

হে অচ্যুত, ভবদীয় করকমল হইতেই নিখিলকাম বর্ষিত হয়, এই জন্যই সাধুগণ উহাকে বন্দনা করেন। আপনি ভক্তগণের শিরে সেই করকমল বিন্যস্ত করিয়া থাকেন। কৃপাপূর্ব্বক আমার মস্তকেও সেই হস্তপদ্ম সংস্থাপন করুন। হে বরেণ্য, আপনি কেবল আমাকে কপটতা দ্বারাই কনকরেখা-চিহ্নরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদরমাত্র প্রদর্শন করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে পরম কৃপা করেন। আপনি—ঈশ্বর, আপনার আশয় কে-ই বা বুঝিয়া উঠিতে পারে ? ৬ ॥

সাত্বত-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্মজড়-স্মৃতি

পত্রে প্রশ্ন

কোন কায়স্থ-কুলোদ্ভব শাক্তের সন্তান বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে অনুরাগ-ভরে কুলধর্ম্ম,কুলাচার, কুলগুরু, কুলদেবতা ছাড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু-দীক্ষাক হইয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মযাজন করিতে থাকেন। এক্ষণে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কতদিন অশৌচ হইবে ? আর কতদিনেই বা তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ বিধেয় ? বলা বাহুল্য, তিনি যখন কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন, তখন তাঁহার লোকাচারে দৃষ্টি নাই।

বৈষ্ণব ও পণ্ডিতগণের কাছে তিনি ব্যবস্থা জানিতে গেলে, শ্রীবৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণব ও পণ্ডিতগণ একমত না হইয়া নানা মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন,—পূর্ব্বাপর আচার-দৃষ্টে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়। কেহ বলেন,—কর্ম্মীদের মতে বর্ণধর্ম্ম-বিধানানুসারে অশৌচ-গ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি করিলে ভক্তিবিরোধী কার্য্য করা হয়, অতএব মহাদোষ ঘটে। আবার কেহ বলেন,—কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়, বিশেষতঃ তাঁহার বংশাবলী সকলেই কর্ম্মমার্গের

লোক। কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া তিনি যখন ভক্তিমার্গে আসিয়াছেন, তখন কর্ম্মীদের কোন আচারই তাঁহার পালনীয় নয়। যেহেতু উহা মহাভক্তি-বিরোধী, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"ভক্তির বিরোধী যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥"

আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ করিবার পক্ষেও আপত্তি উঠান। তাঁহারা বলেন,—কায়স্থ উপবীতধারী না হইলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অনধিকারী। ইহার উত্তরে কেহ বলেন,—যখন তিনি সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষাক ও ভগবন্নাম-ব্রতাদিপরায়ণ, তখন তিনি বৈষ্ণব, কৃষ্ণদাস, ভক্ত ও ভাগবত প্রভৃতি নামে অভিহিত, সুতরাং তাঁহার শূদ্রত্ব কোথায়! শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহা দৃষ্ট হয়। শ্রীগোস্বামিপাদগণ বৈষ্ণবের শূদ্রত্ব-নিরসন সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩টি এই, যথা—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

এক্ষণে "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং"—এই প্রমাণ-বলে তাঁহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ। তাঁহার শূদ্রত্ব একেবারেই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতিই দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয়; অতএব কোন কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইয়া থাকে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় হইতেছে। উপবীতধারণই যে মহাসংস্কার—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত নহে। উপবীতধারীর ক্ষত্রিয়ত্ব অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তের ক্ষত্রিয়ত্বে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ দীক্ষাপ্রভাবে তাঁহার যখন দ্বিজত্বই সিদ্ধ, তখন তাঁহার ক্ষত্রিয়ের উপরিতন পদ-প্রাপ্তি ঘটিল, কারণ, 'দ্বিজত্ব' শব্দে বিপ্রতা লিখিয়াছেন। যথা—"ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেন শূদ্রাদিনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব।" এমতাবস্থায় তাঁহার শূদ্রত্ব কোনমতেই থাকিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ বিধেয়। অন্য কেহ বলেন,—শ্রীহরি-

ভক্তিবিলাসে যখন অশৌচ কাল-নিরূপণ-সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই তখন বৈষ্ণবের অশৌচ আদৌ নাই। বৈষ্ণব হরিনামবলে সদা পবিত্র। "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে"।

এই প্রকার নানা মুনির নানা মত উপস্থিত। এক্ষণে এ বিষয়ের মীমাংসা সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়-পত্রে বাহির হইলে বৈষ্ণব জগতের মহা উপকার হইবে। বহুলোক এই মীমাংসা ধরিয়া কার্য্য করিতে পারিবে। নিবেদনমিতি— ভক্তজনকিঙ্কর—

শ্রীআশুতোষ বসু, বসিরহাট (২৪ পরগণা)

সদুত্তর

উপরি-উক্ত প্রশ্নটী বিস্তৃত বিচার মীমাংসার জন্য আমরা বসিরহাট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রটীর স্থানে স্থানে লৌকিকী ভাষার বিন্যাস দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সেইগুলি নির্দ্দেশ না করিলে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিচারের সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইবে না। কারণ ভাবই ভাষার প্রাণ, এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত, সাত্বত পুরাণ ও গোস্বামিগণের ভাষা লৌকিক, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী প্রভৃতির ভাষা হইতে পৃথক্। ভাষা আমাদের হৃদ্‌গত ভাব, বৃত্তি এবং আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতার অভিজ্ঞাপক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাস বা বৈষ্ণব। শুদ্ধ-জীবাত্মাই—বৈষ্ণব। শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিতে কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্যাভিলাষ বা অন্য বৃত্তি নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম কিংবা মোক্ষাদি অন্যাভিলাষ-রূপ কৈতব হৃদ্দেশ অধিকার করিলেই আমাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বিদ্ধবৈষ্ণব প্রভৃতি উপাধিক অভিমানে অভিভূত করে। পরন্তু বৈষ্ণব নিরুপাধিক; ঔপাধিক বিচারে আমাদের যে যে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহাই 'অবৈষ্ণবতা'। এই সকল অবৈষ্ণবাভিমান বা বিরূপাভিমান ছাড়িয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবোত্তমের নিষ্কপট আনুগত্য স্বীকার করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায়।

জড়বস্তু বা জড়াভিমান কখনও চিদ্বস্তু বা চেতনাভিমান নহে। 'কায়স্থ-কুলোদ্ভব শাক্তের সন্তান' বস্তুটী বা ঐরূপ অভিমানটী 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবতা' নহে, ইহা বিরূপের অভিমান বা অবৈষ্ণবতা। সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ অভিমান

পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমি কৃষ্ণদাসানুদাস, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবাই আমার ধর্ম্ম'—এইরূপ অভিমান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করার নামই—'বৈষ্ণবীদীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া' বা 'দ্বিতীয়জন্ম লাভ হওয়া' অথবা 'বৈষ্ণব হওয়া'।

বিষ্ণুদীক্ষা-দ্বারা 'দ্বিতীয় জন্ম' বা 'দ্বিজত্ব' লাভ হইবার পর পুরুষের আর পূর্ব্বজন্মের কোন ইতিহাসের পরিচয় থাকিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের পরিচয় বা ইতিহাস বজায় রাখিয়া দ্বিজত্ব লাভ বা বিষ্ণুদীক্ষার অভিনয়—বিপ্রলিপ্সা মাত্র। **যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করিবার পরও পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে 'অদীক্ষিত' বা 'শোককারী' শূদ্র জানিতে হইবে।** তবে যে কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবোত্তম বা সহজ-পরমহংসগণ দৈন্যভরে আপনাদিগকে 'শূদ্র', 'অধমচণ্ডাল', 'যবন,' 'নীচজাতি' প্রভৃতি বলিয়া অভিধান করেন, তাহা তাঁহাদের বিরূপ-ধর্ম্মের বা অদীক্ষিতাবস্থার অভিমান নহে। তাঁহারা নিত্যদীক্ষিত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বা নিত্য দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত। যাহাদের পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যা বিধ্বংসিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষেই বিরূপগত অভিমান সম্ভব; কিন্তু যাঁহাদিগের মধ্যে অবিদ্যার প্রসক্তিই নাই, তাঁহাদিগের ঐরূপ উক্তি যে বদ্ধ-জীবের বিরূপগত উক্তির ন্যায় নহে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের, নিত্যসিদ্ধপর্য্যায়ের সহিত নিত্যবদ্ধপর্য্যায়ের, ঈশ্বরকোটীর সহিত জীবকোটীর, সিদ্ধের সহিত সাধকের, গুরুর সহিত শিষ্যের ক্রিয়া, মুদ্রা, আচার, ব্যবহারের একাকার বা চিজ্জড়-সমন্বয়ে প্রয়াস করিলে তাহাকে বিদ্বদ্বর্গ 'প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ' এবং ঐরূপ প্রয়াসকারীকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলেন।

সুতরাং সদ্‌গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষাক' ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রভৃতি ঔপাধিক কর্ম্মকাণ্ডীয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারেন না; সেই জন্যই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দীক্ষিত ব্যক্তির বিপ্র-সাম্যত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দেশ করিলেন। কেবল 'বিপ্র' বলিলে পাছে লোকে বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের ন্যায় পুণ্য-কর্ম্মফল-ভোক্তা কর্ম্মকাণ্ডীয় বদ্ধজীববিশেষ জ্ঞান করিয়া সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোটি-সদাচারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও অনন্তকোটি গুণে শ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, এই জন্য 'বিপ্রসাম্য' শব্দ উল্লেখ করিলেন। আবার 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের টীকায় 'নৃণাং' শব্দের অর্থ 'সর্ব্বেষামেব' অর্থাৎ **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,**

অন্ত্যজ যে কোন কুলে আবির্ভূত হউক না কেন, সকলেরই ('এব' শব্দের দ্বারা নিশ্চয় ও নিঃসন্দেহ); এবং 'দ্বিজত্বং' শব্দের অর্থ 'বিপ্রতা' ব্যাখ্যা করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির **পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিলেন**। আবার দীক্ষালক্ষণধারীর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন,—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি-বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ **যজ্ঞোপবীত**-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি তথা কুশশৃঙ্গাদি-**তুলসীমালা-মুদ্রাদি**-ধারণাদীনি তানি ধর্ত্তুং শীলমেষামিতি তথা তে।" পুনরায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে বলিলেন,—"তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের দেহ প্রাকৃত নহে, দীক্ষাপ্রভাবে পুরুষের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতি-সামান্যে দর্শন করা শাস্ত্র, আচার্য্য ও ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন মাত্র। যাঁহারা বৈষ্ণবকে জাতি-সামান্যে দর্শন করেন, তাঁহারা বেদবিরোধি-বৌদ্ধাদির ন্যায় অসম্ভাষ্য। মনে করুন, রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে কোন একটী হরিসেবোন্মুখ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনি যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত। সেই দীক্ষিত পুরুষকে যদি অক্ষজ জ্ঞানে বিচার করিয়া রমেশ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, সুতরাং অন্যান্য ব্রাহ্মণবটুর অন্যতম কিংবা তাঁহাদের অপেক্ষা কিয়ৎ-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ,—এরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে দীক্ষিতব্যক্তির চরণে অপরাধ করা হইবে। কারণ যদি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের অভ্রান্ত-সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তি অশুদ্ধ-শূদ্রকল্প কলি-সম্ভব ব্রাহ্মণগণ (হরিভক্তিবিলাস ৫ম বিলাস দ্রষ্টব্য) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সামান্য ব্রাহ্মণ পুণ্যফলময় প্রাকৃত জীববিশেষ, আর উক্ত দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা-মাত্রেই

পাপ-পুণ্যরূপ প্রাকৃত ব্যাপার হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ায় 'অপ্রাকৃত'। **তিনি 'ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ' নহেন, তিনি 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'।** যাঁহারা পারমার্থিক ব্যক্তিকেও ব্যবহারিকের সমান করিতে চান, তাঁহারা দীক্ষিত ও অদীক্ষিতে, অপ্রাকৃতে ও প্রাকৃতে, শ্রীবিষ্ণুপাদোদকে ও কূপজলে, শ্রীশালগ্রামে ও রাস্তার খোয়ায়, শ্রীমহাপ্রসাদে ও ডাল-ভাতে, শ্রীনামমন্ত্র ও আভিধানিক শব্দে সাম্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। কূপ হইতে জল আনয়ন করিয়া যখন সেই জল দ্বারা শ্রীশালগ্রামের স্নান হয়, তখন সেই বিষ্ণু-স্নান-জলকে যদি কেহ কূপজল জ্ঞান করিয়া তদ্দ্বারা নিজ-পদধৌত কিংবা শৌচ-কার্য্যাদি করিতে ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাত্বতগণ পাষণ্ড, নাস্তিক বলিয়া থাকেন। তদ্রূপ কোন অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি কিংবা প্রাকৃত বরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি দীক্ষাদ্বারা দ্বিজত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক বিপ্রত্ব লাভ করিলেও যদি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহারিক ইতিহাস দ্বারাই বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বিচারকারী ব্যক্তিও কি বিষ্ণুপাদোদকে কূপজলবুদ্ধি-কারীর ন্যায় অপরাধী নহে? এইজন্যই জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ"।
"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পচি মরে॥"

অতএব যাহারা দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ জ্ঞান করেন, তাহারা শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্যানুসারে পাষণ্ডী, নারকী। 'কালাপাহাড়'-প্রকৃতির কোন কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, তোমরা আমাদিগকে 'পাষণ্ডী' 'নারকী' যাহাই বল, শাস্ত্র বা গোস্বামিগণ যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তিকে জাতি-সামান্যেই দেখিব; পারমার্থিককে ব্যবহারিকের সহিত সমান জ্ঞান করিব, বিষ্ণুপাদোদককে কূপজলই মনে করিব!

শুনা যায়, প্রশ্নকারী মহাশয়ের গুরুপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি (প্রশ্নকারী) যখন অব্রাহ্মণ তখন তাহার ৩০ দিনেই মাতৃশ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং কর্ম্মজড়-স্মৃতির বিধানানুসারেই তাহা করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নকারীর গুরুপুত্রগণের এইরূপ বিচার যদি প্রশ্নকারী মহাশয় গ্রহণ করেন, (কারণ গুরুপুত্র—গোস্বামী-সন্তান—নিত্যানন্দবংশ্য—তাঁহাদের বাক্য গুরুর ন্যায়ই সম্মানযোগ্য, নতুবা একাধারে গুরু ও গোস্বামীর অবমাননা হয়!) তাহা হইলে গুরুপুত্রগণের সহিত প্রশ্নকারী মহাশয়কে স্বীকার করিতে

হইবে যে, হয় তিনি অদীক্ষিত, নয় তিনি অবৈষ্ণব-দীক্ষা-ছলনায় পতিত। আর যদি তিনি গুরুপুত্রগণের বিচার স্বীকার না করিয়া আচার্য্যগোস্বামিগণের বিচার স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গোস্বামীর পুত্র (?) 'গোস্বামী' হইতে পারে না, গুরুপুত্র (?) সর্ব্বদা 'গুরু' হইতে পারে না। অতএব **কুলগুরু-প্রথা অগ্রাহ্য ও অশাস্ত্রীয়। কেবল বণিগ্‌গণের দ্বারা লোকছলনার্থ কল্পিত।**

বর্ত্তমানে এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের হস্তে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থা বলপূর্ব্বক গৃহীত হওয়ায় জগতে নানাবিধ উৎপাতের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। প্রশ্নকারী যে 'নানামুনির নানা মতে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও তাহারই একটী বিশেষ কারণ; এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল তথাকথিত নানামুনির নানা মত পরিত্যাগ করিয়া মহাজনের পথে চলিতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল তথাকথিত মুনিগণের বিদ্বদনুভব নাই; এই জন্যই তাহাদের শাস্ত্রের বাক্যসমূহ হজম হয় না। তাহারা বিদ্বদনুভবের অভাবে শাস্ত্র-সঙ্গতি এবং আপাতবিরুদ্ধ-বাক্যসমূহের সমন্বয় করিতে অসমর্থ বলিয়াই প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। তাহারা কোন সময় মুখে বলেন, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি—অপরাধ, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের কার্য্যকলাপ, ভাষা-ব্যবহার প্রভৃতি তদ্বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে; তাহারা কখনও মুখে বলেন, সদ্‌গুরু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, আবার পর-মুহূর্ত্তেই নিজের অসৎপ্রবৃত্তি সমর্থনের জন্য অসদ্‌গুরুকেই 'সদ্‌গুরু' পদবীতে কল্পনাবলে উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বৃত্তি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটী বিশেষত্ব। যেদিন তাহারা ঐরূপ কপটতা বা কৈতব হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন, সেইদিন তাহাদের মঙ্গল হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। সেইরূপ কপটতা-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে তাহারা নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন, তখন তাহারা গোস্বামীর পুত্রকে 'গোস্বামী' বলিবেন না, বুঝিতে পারিবেন গোস্বামী ইন্দ্রিয়ের দাস নহে—বুঝিতে পারিবেন গোস্বামিত্ব শৌক্রপারম্পর্য্যে আবদ্ধ নহে—আত্মার ধর্ম্ম প্রাকৃত রক্ত-মাংস-শোণিত-মধ্যে নাই,—বুঝিতে পারিবেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার প্রাকৃত বংশ-ধারা থাকিতে পারে না—সচ্ছিষ্য-পারম্পর্য্যে তাঁহার অপ্রাকৃত বংশধারা—সেই বংশীয়গণ কখনও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের অনুগ, অনুগ্রহপ্রার্থী বা পদাবলেহী নহে। তাঁহারা হরিভক্তির প্রতিকূল কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা হরিভক্তির অনুকূল

কার্য্যকেই স্বীকার করেন, তাঁহারা পতিতকে পতিতাবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া 'পতিতপাবন,' 'নিত্যানন্দ-দাস' নামের সার্থকতা করেন—তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে দীক্ষিত উদ্ধারণঠাকুরে জাতি-বুদ্ধি করেন না অথবা অদৈবসমাজে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে (অর্থাৎ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভয়ে শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের দাসানুদাসগণের হস্ত-পাচিত পরম-পবিত্র, নির্গুণ মহাপ্রসাদ-গ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা অপেক্ষা বহির্ম্মুখ সমাজকে 'বড়' মনে করেন না, তাঁহারা নিত্যানন্দের আচরণকে মহাপ্রভুর আচরণের বিরোধী জানেন না।

বর্ত্তমানে শিষ্য-ব্যবসায়ি-গুরুব্রুব সম্প্রদায় ও গোস্বামিব্রুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই যখন বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুযায়ী শুদ্ধ শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানাভাব লক্ষিত হয়, তখন কোন্ আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায়ের হৃদয়ে সৎসাহস থাকবে? প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে "বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের যে ব্যবস্থা-পত্র উদ্ধার করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"শুদ্ধবৈষ্ণবানান্তু শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্নাস্তি। যদ্যপি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে কাপি বিহিতদিবসসংখ্যা নাস্তি, তথাপি লৌকিকাচারশ্রদ্ধাযুক্তাঃ কর্ম্মমিশ্রভক্তিশ্রিতাঃ স্ব স্ব-বর্ণাভিমানানুসারেণ স্মৃতিশাস্ত্রবিহিতমেব শ্রাদ্ধদিবসং নিরূপয়ন্তি। তথা চোক্তং- "বৈষ্ণব-পিতৃণামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাদ্"; "একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎপ্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্তিবশাদেবৈতৎ প্রতিপাদিতং যদুপবাসদিবসং পরিত্যজ্য তৎপরদিন এব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদেষ বিধিঃ। পুনশ্চায়মেব বিশেষ-বিধির্যদ্ বৈষ্ণবানান্তু প্রেতত্বং নাস্তীতি; সুতরাং তেষু প্রেতবুদ্ধিং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবধিয়া মহাপ্রসাদপিণ্ডেনৈব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। তথা চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাক্ত —"প্রাপ্তে তু শ্রাদ্ধবাসরে" ইত্যাদি গ্রন্থেন প্রতিপন্নং—যদ্বিপ্র একাদশাহেন, ক্ষত্রিয়স্ত্রয়োদশাহেন, বৈশ্যঃ ষোড়শাহেন, শূদ্রস্ত্বেকত্রিংশাহেন এবমন্ত্যজশ্চ একচত্বারিংশদ্দিবসেন শ্রাদ্ধমনুতিষ্ঠতীতি সমাসঃ।"

নিষ্কিঞ্চন হরিনামৈকপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধাদি-অনুষ্ঠানে অবসরই নাই। যাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ' বলিয়া তাঁহাদের বিষ্ণুসেবাপরায়ণ

ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার পালন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ একাদশ দিবসে বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবাদিমুখে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য ; আর যাঁহারা বিদ্ধ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের প্রাকৃত অভিমান প্রবল থাকায় তাহারা স্ব স্ব অভিমানানুযায়ী বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাভিমান থাকিলে একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয়াভিমানে ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্যাভিমানে ষোড়শ দিবসে, শূদ্রাভিমানে একত্রিংশ দিবসে এবং অন্ত্যজাভিমানে একচত্বারিংশ দিবসে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ও বৈষ্ণব-ভোজনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু **সকলের পক্ষেই রাক্ষস-শ্রাদ্ধ বা প্রেত-শ্রাদ্ধ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।**

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তন্মহিমা

১। অন্যান্য লোক-শিক্ষক হইতে শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্নসহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন,—এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্য-গুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন ; অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্ম মধু পান করিতে থাকুন।"

—তঃ সূঃ ৪৯ সূঃ

২। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে,—না শ্রীচৈতন্য অগ্রে ?

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্য-প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বল যায় না। আগে চৈতন্য ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন,—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। কৃষ্ণ ও গৌর কি পৃথক্ তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে ?

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ

মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ।" —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

৪। গৌরাবতার প্রচ্ছন্ন কেন ?

"কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়।" —রঃ ভাঃ ৪।৮

৫। অর্চ্চন ও ভজনমার্গে যথাক্রমে গৌরাঙ্গের যুগল কি কি ?

"গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন ; ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৬। শ্রীগৌর কি 'নাগর' নহেন ?

"প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোনক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া **তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না।**"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৭। গৌরানুগ না হইয়া কৃষ্ণভজন ও গৌরানুগ হইয়া কৃষ্ণভজনে পার্থক্য কি ?

"গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়॥" —নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৮। শ্রীগৌরানুগ না হইলে যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন সুষ্ঠু না হয়, তবে কি পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভজন হয় নাই ?

"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করতঃ কৃষ্ণভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি **তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।**" —'গৌরকৃষ্ণ অভেদ,' সঃ তোঃ ১১।৬

৯। কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌর অথবা গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণ-ভজন উৎপাত কেন?

"দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। **কৃষ্ণ-লীলায় ভজন বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী** প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলার ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। **কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না।** গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণস্মরণ করিব না'—এ কথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।"

—'গৌর-কৃষ্ণ-অভেদ,' সঃ তোঃ ১১।৬

শ্রীশ্রীগৌর-শক্তি ও অপ্রাকৃত রস-বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি কিরূপ?

"লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্যপতি; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্য-প্রীতি আছে, তাহা অপ্রাকৃত সাহজিক।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ১৪।৬৪

২। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি তত্ত্ব?

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন না করিলে ক্ষতি কি?

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্ত (গৌরভক্ত)

বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারেন না।"— 'সমলোচনা,' সঃ তোঃ ৪।৪

৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যাঁহারা অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের লক্ষণ কিরূপ ?

"যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি করেন, তাঁহাদের ভক্তির সহিত দলাদলি। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের যেরূপ সরস্বতীর সহিত দলাদলি, ভক্তিশূন্য বৈষ্ণবনামাভিমানী ব্যক্তিদিগেরও সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৪।৪

৫। শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীগৌর-গদাধরে শ্রীরাধা-মাধব-দর্শন কিরূপ ?

"হা হা মোর গৌরকিশোর !
কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুম বনে, দেখা দিবে মনচোর ॥
আনন্দ-সুখদ, কুঞ্জের ভিতরে, **গদাধরে বামে করি'**।
কাঞ্চন বরণ, চাঁচর-চিকুর নটন সুবেশ ধরি' ॥
দেখিতে দেখিতে, **শ্রীরাধা-মাধব**, রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন, গলেতে মোহন মালা ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী, সদয় হইয়া এ দাসী করেতে ধরি'।
দুঁহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী, হেরিব নয়ন ভরি' ॥"
—'প্রার্থনা লালসাময়ী,' কঃ কঃ

৬। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীস্বরূপ ও 'শ্রীস্বরূপের রঘু'র স্বরূপ ও সেবা কি ?

"স্বরূপগোস্বামী—ললিতাদেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৬।২৪১

৭। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরের কি অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ?

"স্বরূপ গোস্বামী গীত-শাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গান-বিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর' নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর' নাম-সহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।"
—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১০।১১৬

৮। মধুর রসের ঐকান্তিক নামাশ্রিতগণের গুরুপাদপদ্ম কে ?

"হরি হে !
"শ্রীরূপ গোঁসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে, শিক্ষা দিল মোর কানে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল; রতি পাবে নাম-গানে ॥"
—'ভজনলালসা' ৯, শঃ

৯। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীরূপ কি তত্ত্ব ?

"শ্রীরূপ মঞ্জরী-সঙ্গে যাব কবে, রসসেবা-শিক্ষা তরে।
তদনুগা হ'য়ে, রাধাকুণ্ড-তটে, রহিব হর্ষিতান্তরে॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ,' গীঃ

১০। শ্রীগৌরলীলার ও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকরগণ পরস্পর কোন্ লোকে অবস্থান করেন ?

"মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্য-মুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয় পীঠে স্বরূপ-ব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান ; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌর-উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন ; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।" —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

১১। শ্রীমহাপ্রভু কিরূপভাবে নিজ-শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।" —'প্রবোধিনী কথা,' হঃ চিঃ

১২। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কোন্ পার্ষদের উপর কি সেবা-ভার অর্পণ করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন ; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামি-প্রভুর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন। * * শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি

রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিতানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৩। শ্রীগৌরভক্তগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-রসের বৈশিষ্ট্য কি অবগত আছেন ?

"ঐশ্বর্য্যমিশ্র শ্রীনারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্য-মূলক কৃষ্ণদাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন।"

—'অর্থপঞ্চক,' সঃ তোঃ ৭।৩

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের রজক-উদ্ধার

নমো নমঃ শ্রীগুরুদেব অজ্ঞান-নাশন।
কৃপা করি' কর মোর অভীষ্ট-পূরণ ॥
তব পদযুগে মোর অসংখ্য প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন তব পদে মতি ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
বন্দিলাম বন্দিলাম সবার চরণ।
কৃপা করি' দেহ সবে শ্রীচরণে স্থান ॥
নমো নমঃ শ্রীরাধিকা মদনমোহন।
সাবধানে বন্দি আমি যুগল-চরণ ॥
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভো অধমের প্রতি।
দোঁহা পদযুগে যেন হয় শুদ্ধভক্তি ॥
সবাকার পাদপদ্মে মোর নিবেদন।
কৃপাবিন্দু দিয়া মোরে এবে কর ত্রাণ ॥

তোমাদের কৃপা পাব এই আশা নিয়ে।
সবার চরণপ্রান্তে আছি গো বসিয়ে॥
দয়ালের শিরোমণি গৌরাঙ্গ আমার।
কত জনে করিলেন ভব-সিন্ধুপার॥
কলিহত জীব-দুঃখে হইয়া দুঃখিত।
গোলোক ছাড়িয়া এবে হ'ল প্রকাশিত॥
আচণ্ডালে কোল দিয়ে গৌর-ভগবান।
প্রেম দান করি' সবে করিলেন ত্রাণ॥
কত যে দৃষ্টান্ত তার আছে শাস্ত্রমতে।
মো-সম অধমা তার কি পারে গণিতে॥
এক যে কাহিনী মোর পড়ে গেল মনে।
সে কথা জানাই আমি সবার চরণে॥
শান্তিপুর ছাড়ি' সবে নীলাচল-পথে।
চলেছেন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সাথে॥
যারে দেখে তারে বলে—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে পাবে সবে কলিতে এড়ান॥
'হা হা কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ' বলি' গোরারায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পাগলের প্রায়॥
নাচিতে নাচিতে চলে মুখে বলে হরি।
কিবা অপরূপ রূপ আহা মরি মরি॥
এইরূপে চলে প্রভু নীলাচল-পথে।
এক রজকেরে দেখে কাপড় কাচিতে॥
অতি দুঃখী রজক সে দুঃখের তাড়নে।
রাশিকৃত কাপড় কাচিছে একমনে॥
তারে দেখি দয়ালের প্রাণে হৈল দয়া।
তরাইতে ইচ্ছিলেন দিয়া পদছায়া॥
রজকে দেখিয়া বলে—"ও রজক ভাই।
একবার হরি বল তাহা শুনে যাই॥"

রজক না শুনে কথা, কাজে ব্যস্ত হ'ল।
একমনে কাপড় সে কাচিতে লাগিল॥
পুনরায় তারে বলে—"ও রজক ভাই।
একবার হরি বল শ্রবণ জুড়াই॥"
এইরূপ বার বার বলে গোরারায়।
অবজ্ঞা করিয়া ধোপা কান নাহি দেয়॥
তবুও না ছাড়ে তারে দয়াল ঠাকুর।
তারে কৃপা করিবার প্রয়াস প্রচুর॥
আবার কহিল তারে মিনতি করিয়া—
"হরি বোল বল ভাই তৃপ্ত করি' হিয়া॥"
মিনতি শুনিয়া বলে, "শুনগো গোঁসাই।
তুমি হরি বল, তোমার কাজ কিছু নাই॥
কেমনে বলিব আমি ওই হরিনাম।
অবিশ্রান্ত কাজ মোর নাহিক বিশ্রাম॥
আমি যদি ক্ষণমাত্র 'নাম' করি ব'সে।
আমার যে পত্নী-পুত্র সব যাবে ভেসে॥
রজকের কথা শুনে বলেন গোঁসাই—
"মুখে বল হরিনাম কাজে বাধা নাই॥"
তথাপি না শুনে কথা কাজে মন দিল।
একমনে কাপড় সে কাচিতে লাগিল॥
রজকের মতি-গতি বুঝিয়া গোঁসাই।
বলে—"মম বাক্য শুন ও রজক ভাই॥
তোমার কাপড়খানি দিয়া মম করে।
একবার হরিনাম বল উচ্চস্বরে॥
এই নামে তব শ্রম হ'য়ে যাবে দূর।
ভব-জ্বালা ঘুচে যাবে আনন্দ প্রচুর॥"
প্রভুর এ বাক্য শুনি রজক ভাবিল।
"অধমের প্রতি এত কা'র দয়া হল?"

কেবা এই গুণনিধি ধোপা ভাবি' মনে।
বিস্ময়ে চাহিল তবে বদনের পানে॥
অত্যাশ্চর্য্য রূপ হেরি শ্রীমুখ-কমলে।
পাষাণ-হৃদয় তার এবে গেল গ'লে॥
উভয়ের চক্ষু যবে মিলিত হইল।
প্রভু তারে কৃপা করি' শক্তি সঞ্চারিল॥
প্রভুর চরণে আসি পড়িল তখন।
রজক করিল তাঁরে আত্মসমর্পণ॥
প্রভুর কৃপাতে সে যে হৈল বিমোচন।
কর্ম্মের বন্ধন টুটে, পেল প্রেমধন॥
রজকের কর্ম্মবন্ধ সব ঘুচে গেল।
সাত্ত্বিক ভাবের তথা উদ্গম হইল॥
প্রভুর কৃপাতে পেয়ে ভক্তির সন্ধান।
অজ্ঞানতিমির নাশি পেল দিব্যজ্ঞান॥
সে কাপড় কাচা তার রহিল কোথায়।
'হরি হরি' বলি' নাচে বাতুলের প্রায়॥
কভু হাসে কাঁদে কভু মুর্চ্ছা যায়।
মুখের ভিতর দিয়া ফেণা বাহিরায়॥
হেন কালে রজকিনী এল তথাকারে।
পতিরে খাওয়াবে বলে খাদ্য নিয়ে করে॥
পতির এ হেন দশা দেখে হৈল ভয়।
পিশাচী পাইল তারে ভাবিল নিশ্চয়॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীউষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২২)

ব্রজবাসী গোপাদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তাহা এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অপর্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি॥
তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

(ভাঃ ১০।২৪।১৫, ১৮)

বর্ষা-ঋতু অতীত হইলেও অতিবাত্যাসহ ও শিলাময় বৃষ্টিহেতু আমি ইন্দ্রের যাগ বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আমার পিত্রাদি ব্রজ-পরিকরগণের নাশের জন্য ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন। এই গোষ্ঠ আমার আশ্রিত। আমিই ইহার একমাত্র রক্ষক এবং ইহা আমার একান্ত আপনার বলিয়া গৃহীত। সুতরাং নিজ অসাধারণ প্রভাবে আমি ইহাকে রক্ষা করিব। এই বিষয়ে আমি সতত কৃতসঙ্কল্প।

দশমে অন্যত্রও ব্যক্ত রহিয়াছে,—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়নভূন্নৃপ॥ (ভাঃ ১০।৫।১৮)

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে নন্দের ব্রজভূমি সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। হরির নিবাসভূত যে আত্মা, তাহার যে গুণ তদ্দ্বারা সর্ব্বসমৃদ্ধিমান অর্থাৎ 'আত্ম'-শব্দে স্বরূপ; ব্রজের স্বরূপ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তথায় নিত্য অবস্থান করেন। অন্যত্র ভক্তগণের হৃদয়ে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু শ্রীব্রজের সহিত কখনও বিচ্ছেদ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমির যে-সকল অসাধারণ গুণ থাকা উচিত, সেইসকল গুণে তাহা সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পূর্ণ। সেই ব্রজকে বিশেষভাবে পরিচিত করাইবার জন্য বলিলেন,—'নন্দের ব্রজ', অর্থাৎ যে-স্থানে সপরিকরে শ্রীব্রজরাজ নন্দ সতত অবস্থান করেন। সেই ব্রজ সর্ব্বদা নিখিল সম্পদে পরিপূর্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা (শ্রীব্রজভূমি) রমার

ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। এস্থলে রমা-শব্দে মহালক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীব্রজদেবীগণ। তাঁহারা ব্রহ্মসংহিতায় লক্ষ্মী-শব্দে অভিহিতা হইয়াছেন,—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সং ৫।২৯)

অর্থাৎ চিন্তামণিরাশিদ্বারা নির্ম্মিত গৃহসকল এবং লক্ষ লক্ষ উত্তম কল্পবৃক্ষে আবৃত শ্রীগোকুলে সুরভি পালন করিতে করিতে সহস্র সহস্র লক্ষ্মীদ্বারা পরমাদরে সর্ব্বদা যিনি সেবিত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীভাগবত দশমের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শ্লোকসকলে গোপাদির নিত্য-পরিকরত্ব বর্ণিত হইয়াছে,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো, নন্দগোপ ব্রজবাসিগণের এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য, যেহেতু পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের সনাতন মিত্র। এস্থলে ভাগ্য কোন শুভকর্ম্মজন্য অদৃষ্ট নহে। তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। তাঁহার কৃপাই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। এস্থলে কৃপারই প্রাধান্য। এইজন্য ভাগ্য—শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় কৃপা। শ্লোকে 'ভাগ্য'-শব্দের পুনরুক্তিদ্বারা পরমাদর-সহকারে সেই ভাগ্যের সর্ব্বপ্রকারে অপরিচ্ছেদ্যত্ব কথিত অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের যে ভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সনাতন মিত্র; দেশ-কাল-পাত্রের কোন বৈলক্ষণ্যবশতঃ তাহা খণ্ডিত হয় না। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহারা সেই সৌভাগ্যযুক্ত। পূর্ণ, পরমানন্দ ও ব্রহ্ম—পদত্রয়দ্বারা সনাতনত্ব সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্মবস্তু যে সনাতন, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তবে যে শ্লোকে 'সনাতন'-শব্দ প্রযুক্ত, উহা উক্ত মিত্র-পদের বিশেষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের মিত্ররূপে নিত্য বিদ্যমান। অথবা বিধেয় মিত্র-পদটীকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ-পদের বিশেষ করিতেছে। যেমন, "এই মনোরম সুবর্ণকুণ্ডল"—এই বাক্যে কুণ্ডলেরই মনোরমত্ব সাধ্য অর্থাৎ অনুবাদ্য সুবর্ণ-পদের 'মনোরম' এই বিশেষণটী বিধেয়, কুণ্ডল পদেরই মনোরমত্ব সাধন

করিয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মের পরমানন্দময় পূর্ণত্ব সাধন করিতেছে। এই পদদ্বয়ের তুল্যার্থে প্রযুক্ত 'সনাতন'-পদও মিত্রতার সনাতনত্ব সাধন করিতেছে অর্থাৎ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ মিত্র বলিয়াই ঐ মিত্রতাও সনাতন। তাহা কখনও ধ্বংস হয় না। কোন সময়ের মিত্র, ইহা না বলায় সর্ব্বকাল-ব্যাপী মিত্রত্ব প্রাপ্তি হইতেছে।

অহো! ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের প্রসঙ্গ আর কি বলিব? আমাদেরও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে. এ অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা বলিলেন,—

এষান্ত ভাগ্য-মহিমাচ্যুত! তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীক-চষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজ- মধ্বমৃতাসবং তে॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৩)

হে অচ্যুত! ব্রজবাসিগণের অনন্ত ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, আমরাও মহাভাগ্যশালী; কারণ ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রদ্বারা আপনার পাদ-পদ্মের মকরন্দ, যাহা অমৃত ও মদিরাস্বরূপ তাহা নিরন্তর পান করিতেছি।

ব্রজবাসিগণের অখণ্ডিতা ভাগ্যমহিমার কথা আর কি বলিব, শর্ব্ব (মহাদেব) প্রভৃতি দশদিক্‌পাল দেবতা আমরাও মহাভাগ্যশালী। দশ-দিক্‌পাল মধ্যে পরম-ভক্ত বলিয়া মহাদেব মুখ্য, এজন্য প্রথমে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নিজেদের মহাভাগ্যশালিতা দেখাইতেছেন—আমরা এস্থলে আগমন করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রদ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আপনার পাদপদ্ম-মধু অমৃত ও মদিরা বারংবার পান করি। চরণের সৌন্দর্য্যাদি নিরতিশয় মনোহারী বলিয়া মধ্বাদি ত্রিবিধ বস্তুরূপে তাহা নিরূপণ করিয়া-ছেন। শ্লোকস্থ 'এতৎ'-পদটী 'অঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসব' পদের বিশেষণ অর্থাৎ এই চরণকমল মধ্বামৃত মদিরা—এইরূপ অর্থও হয়।

'এতদ্ধৃষীকচষকৈঃ' এই পদের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন,—ব্রজবাসী-দের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ (আমরা) আপনার চরণকমল-মধু অমৃত মদিরা পান করিয়া পরম-সৌভাগ্যশালী। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। এই মতে ব্রজবাসিগণের দেহ প্রাকৃত—এই বিচার আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমময় বিগ্রহ। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহের চক্ষুরাদি অবয়বে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতার কর্তৃত্ব নাই। প্রেমই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের

প্রবর্ত্তক। যখন যে ইন্দ্রিয়ে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইলে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়, তখনই প্রেম তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়ে সেই চেষ্টা প্রকাশ করেন। কারণ ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যে ভোগ নিষ্পন্ন হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে সে ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ করণ-পক্ষপাতী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যেমন ভোগ-সাধনতা আছে—ভোগ-কর্ত্তৃত্ব নাই, তদ্রূপ উক্ত দেবগণ ভোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। দেহগত সুখ-দুঃখের ভোক্তা আত্মা। অতএব অপ্রাকৃত ব্রজবাসীদের দেহে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বেও প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

তদ্ভূরি-ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি-রজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতি-মৃগ্যমেব॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩৪)

এই গোকুলে কোন গভীর অরণ্যমধ্যে যে কোন তৃণাদি-জন্ম যদি হয়, তবে মহাভাগ্য মনে করি। কারণ, তাহাতে কোন গোকুলবাসীর পদধূলি-দ্বারা অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের পদধূলি প্রাপ্ত হইলে ধন্য হইব কেন, তদুত্তর,—যাঁহার শ্রীচরণরেণু অদ্যাপি শ্রুতিগণ অন্বেষণ করিতেছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আপনি গোকুলবাসীর জীবাতু।

এতদ্দ্বারা ইহা সূচিত হইল যে, গোকুলবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণ-নিষেবণ-লক্ষণ যে ভূরিভাগ্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রীগোকুলে জন্মলাভ হইলে সর্ব্বদা সম্ভব হয়। গোকুলবাসিগণ সর্ব্বদা সেই সেবাসুখে নিমগ্ন। তাঁহাদের ভক্তিতে আপনিও নিত্যঋণী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে

অভিভাষণ

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩ পৃষ্ঠার পর)

আমরা আজ যে পবিত্রতমস্থানে সমবেত হইয়া শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর তিরোধান-স্মৃতিপূজায় একত্রিত হইয়াছি, সেই অপ্রাকৃত ভূমিতেই শ্রীল গোস্বামিপাদগণ একত্রে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছিলেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার ভার আপনাদের উপরই ন্যস্ত। অন্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মকাণ্ড-বিবর্জ্জিত শুদ্ধভক্তির প্রশস্ত পথ সম্বন্ধে গোস্বামিপাদগণ লোক-মঙ্গলহেতু এইস্থানে শিক্ষা দিয়াছিলেন।—

নানাশাস্ত্র-বিচারনৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥

(শ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্—২)

[যাঁহারা বিবিধ-শাস্ত্রবিচারে পরম-নিপুণ, সদ্ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা, মানব-গণের পরম-মঙ্গলকারী, ত্রিভুবনপূজ্য, আশ্রয়দাতা ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনানন্দে প্রমত্ত-মধুকর-সদৃশ, আমি পুনঃ পুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ-ভট্ট, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের স্তুতিগান করি।]

শ্রবণ-কীর্ত্তনপর ভাগবত-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকমণ্ডলীর মধ্যমণি শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ এইস্থানেই বিচার করিয়াছিলেন যে, 'শ্রবণ' অর্থে অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের শ্রবণ। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার একটী চিত্র অপরটী হইতে ভিন্ন নহে। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের সহিত যে প্রেমময় ধনুর্ব্বাণের তীক্ষ্ণ খরস্রোত—রক্ত-কাণ্ডের লীলা, তাহা ব্রজবধূগণের উন্নত উজ্জ্বল মাধুর্য্য-রস হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া বীররসে অখিলরসের আকর শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ।—

"যুধি তুরগরজো বিধূম্র-বিধ্বস্তং
কচলুলিত-শ্রমকার্য্যালঙ্কতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান-ত্বচি
বিলসৎ কবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা ॥"

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তত্রস্থ অশ্বের ক্ষুরোত্থিত-ধূলিদ্বারা ধূসরবর্ণ কুণ্ডলে এবং পরিশ্রমজনিত স্বেদবিন্দু-কণায় যাঁহার মুখারবিন্দ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তথাপি ভক্তবাৎসল্য প্রকাশার্থ তাহাও অলঙ্কতের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল এবং আমার তীক্ষ্ণশরে যাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল অথচ তাঁহার কবচের শোভাবিস্তার করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার মন রমণ করুক।"

শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-প্রভু, বীবরসের ভক্ত শ্রীভীষ্মদেবের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত-বিক্ষত হন নাই, তাহা স্কন্দপুরাণ হইতে প্রমাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্বেষ সুরেষ্বপি।
মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চনেতি ॥
শ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্যাবিষ্টত্বাত্তথা ভাণং যুক্তমেব। কিন্ত্বধুনা দুঃস্বপ্ন-দুঃখস্যেব তস্য নিবেদনং কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণশরে ক্ষত-বিক্ষত হইবার অভিনয় করিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে একা রথে ছাড়িয়া দিয়া ভীষ্মের প্রতি ভক্ত-বাৎসল্য দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীভীষ্ম-দেবের শরদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইবার ভাণমাত্রদ্বারা কৃষ্ণের সহিত যে প্রেমের আদান-প্রদান তাহা যদি ভক্ত ও ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমজনিত আদান-প্রদান না হইত, তাহা হইলে তিনি অন্যভাবেই ব্যাখ্যা করিতেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেকটী কৃষ্ণ-লীলাই যোগ্যতানুসারে শুদ্ধভক্তের আস্বাদনীয়। বাৎসল্য-রসে অভিভূত স্নেহাধার পিতামাতা যেরূপ তদাশ্রিত শিশুর সমস্ত কার্য্যক্রমেই উত্তম রসাস্বাদন করেন, তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত ভাগবতের সকল কৃষ্ণ-লীলাই একভাবে আস্বাদন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যোগ্য শ্রোতার অধিকার ক্রমবর্দ্ধন করিবার মানসে, কৃষ্ণবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ নয়টী সর্গ-বিসর্গাদি তত্ত্ব পৃথক পৃথক স্কন্ধে বিস্তার করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা-অর্থে কেবল রাসলীলাই লক্ষিত

হয় না বা বৃন্দাবন-লীলাই নহে, পরন্তু যেখানে যেখানে কৃষ্ণ-সম্পর্ক আছে, সে-সকলই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা। কৃষ্ণের রাসলীলা বা গোপীগণের সহিত যে লীলা, তাহা মুক্তপুরুষগণের আস্বাদনীয়। পতিতপাবন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কোনদিনই হাটে-বাজারে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা আস্বাদন করেন নাই। তিনি গম্ভীরায় স্বজাতীয়স্নিগ্ধ স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দাদি ২।৪ জন উচ্চকোটী ভক্তের সহিত কৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা আস্বাদন করিতেন; অপর সাধারণের নিকট তিনি হরিকীর্ত্তন-লীলাই প্রকট করিতেন। কৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিয়া গুণময়ী মায়ার লীলাতে মত্ত থাকিয়া সামান্য চা-বিড়ির মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়াও, আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসলীলাদি শ্রবণের জন্য মুক্তাভিমান করি, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা অধঃপতনের মূল কারণ-স্বরূপ।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সেইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-দূষিত শ্রবণ-কীর্ত্তন কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই। অপসিদ্ধান্তাশ্রয়িগণ শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর রূপানুগ সিদ্ধান্তবাদে বিধ্বস্ত হইয়া, শ্রীল রূপ গোস্বামী পরে জীব গোস্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—ঈর্ষান্বিত হইয়া এমন একটী অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; হায়! ধিক্ সহজিয়াদলের শ্রীজীব-দ্রোহিতা বা শ্রীগৌর-দ্রোহিতা।

অপ্রাকৃত ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"তথাপি নায়ঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সংপদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমঃ লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং স-মাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরম-সুখদম্।"

অর্থাৎ প্রথমে নাম শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয়। বদ্ধজীবের চিত্ত-মালিন্যজনিত নাম-শ্রবণই প্রথম সাধন-ক্রম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিখিল জীবের 'চেতদর্পণ মার্জ্জন' করিবার জন্য, ভব-মহাদাবাগ্নি বা কামাগ্নিকে দমন করিবার জন্য শুদ্ধনাম-শ্রবণই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুও তাহাই বিতরণ করিয়াছেন।

মহাজন বা সাধু-গুরু-শাস্ত্র কখনও এক হইতে অপর পৃথক নহেন। যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বা ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যে সিদ্ধান্তগত ভেদ উপলক্ষিত হয়, তথায় দুইটী বস্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক। সে-স্থলে হয় বুঝিবার ভ্রম, না হয় ত সেইসকল মহাজন, সাধু, গুরু বা শাস্ত্র নহে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ আমাদের গুরু, তিনি সাধু, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন; সুতরাং তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক নহেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ" বিচারদ্বারা এবং "কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য" বিচারদ্বারা আমাদিগকে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন যে, মন্ত্রগুরু এবং শিক্ষাগুরুগণ সকলেই ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। তাঁহারা ভগবানকে প্রকাশ করিয়া আমাদের দেখাইতে পারেন। ইংরাজী-ভাষায় "Transparent via media" বলিয়া একটী কথা আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সূর্য্যের প্রকাশদ্বারাই আমরা বহুদূরে অবস্থিত সূর্য্যকে দেখিতে পাই, সেই প্রকার ভগবানের প্রকাশবিগ্রহগণের মাধ্যমেই আমরা ভগবানকে বুঝিতে পারি। যেরূপ সূর্য্যের প্রকাশ সূর্য্য হইতে ভেদাভেদ-তত্ত্ব, সেই প্রকার সাধু-গুরু-শাস্ত্রও ভগবান্ হইতে ভেদাভেদ-তত্ত্ব। গোস্বামিগণ সেবক-ভগবান্ হইলেও আমাদের নিকট সেব্য-ভগবানের সমতুল্য; তাঁহারা সেব্য-ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। অতএব তাঁহাদের নির্দ্দেশই আমাদের নির্ভয় পথ।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ আমাদের উপদেশ দিয়াছেন যে, ভগবানের লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা আস্বাদন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের শুদ্ধনামই শ্রবণ করিতে হইবে। শুদ্ধনাম শ্রবণফলে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের অনুভব হয়। কৃষ্ণ-নাম বাদ দিয়া যে কৃষ্ণ-রূপের দর্শন হয়, তাহা প্রাকৃত,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা নাহি আর তাহার উপর॥"
"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।"

শুদ্ধনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভগবানের রূপ-দর্শন-চেষ্টা—অযোগ্যতা। রূপ সম্যক্ দর্শন হইলে ভগবানের চিদ্‌গুণের উপলব্ধি হয় এবং চিদ্‌গুণের উপলব্ধি হইলে তবে ভগবানের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-লীলার তাৎপর্য্য বোধগম্য হয়।

অতএব চিত্তদর্পণ মার্জন না করিয়া ভগবানের অপ্রাকৃত রাসলীলাদি শ্রবণ অপরাধজনক। তজ্জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইব আকুতি।
কবে হাম বুঝব সেই যুগল-পীরিতি॥"

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু ভগবানের নাম-শ্রবণ পক্ষেও বিচার করিয়া বলিয়াছেন,—"যদি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ (নাম) সংযোগে-নৈবেত্যুক্তঃ। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। অতএব স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ। অত্র পাদ্মোক্তা দশাপরাধাঃ ত্যাজ্যাঃ। অপরাধাশ্চ সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে যথা 'সতাং নিন্দা' ইত্যাদি··· নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি ইত্যাদি।"

সুতরাং শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের লিখনে নামাপরাধের বিচার আছে। নামাপরাধ করিয়া যে নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—"নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।" নামবলে পাপ-বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বড় নামাপরাধ। "নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসন"—এই-গুলি সব ভক্তিলতার প্রতিবন্ধক আগাছা-স্বরূপ। এগুলি পরিত্যাগ না করিলে ভক্তিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। নিষিদ্ধাচার-অবজ্ঞাকারী বৈষ্ণব—অসদাচারী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অসদাচারী বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের সম্মান দিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজপার্ষদ ছোট হরিদাসকে স্ত্রী-সঙ্গী জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুকে সুললিত কীর্ত্তন শুনাইতেন, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ-জনিত দোষে তাঁহার কীর্ত্তন আর শ্রবণ করেন নাই। মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ ছোট হরিদাসের ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গ-অভিনয় আমাদের এই শিক্ষার জন্য যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-বৈষ্ণব কীর্ত্তনে অযোগ্য ও অনধিকারী। নাম-বলে পাপবুদ্ধি যাহার রহিয়াছে, তিনি বিশিষ্ট নামাপরাধী। শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-প্রভু এইভাবে শ্রবণ কীর্ত্তন-অর্চ্চনাদিবিষয়ে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে শিক্ষা দিয়াছেন। নামাপরাধ, সেবাপরাধাদিরও অনেক বিচার করিয়াছেন।

কথা অনেক, কিন্তু সময় অতি অল্প; তজ্জন্য আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা সকলেই এখানে বিদ্বজ্জন মহান্ত গোস্বামী আদি উপস্থিত আছেন। ব্যক্তিগত অপস্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিলে আমরা সকলে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শ্রীল গোস্বামিপাদগণের বিচারধারা জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইব। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার উত্তর-দায়িত্ব ভারতীয় সকলেরই আছে। গোস্বামিপাদগণ সেই গুরু-দায়িত্ব সুগম করিবার মানসে এইস্থানে বসিয়া নিখিল-শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিচার করিয়াছিলেন। লোকমঙ্গলহেতু তাঁহারা যে বহুশাস্ত্রবিচার করিয়াছিলেন, তাহা এখন এই দুঃসময়ে জগতে দান করা আবশ্যক। সমস্ত জগতের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ দেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-ধামই আরাধ্যবস্তু। অতএব বৃন্দাবনবাসী সকলেই ধন্য; তত্রাপি গোস্বামি-বিচার জগতে প্রচার করিলে বৃন্দাবনবাসী সকলেই ধন্যাতিধন্য হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সমর্থ হইবেন।

আমি আপনাদের সকলের নিকট সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এইস্থানে রীতিমত গোস্বামি-শাস্ত্র, বিশেষ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ক্রমসন্দর্ভ, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের এবং জগতের সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—১·০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঞ্চিতা আমি

ইহ জগ-ভরিয়ে যোহি অছু বেয়াপিয়ে
(কভু) ন হেরিনু তহি নয়নে।
ইহ কানন-ভরি বাজত (যো) বাঁশরী
সো স্বর (কভু) নহি পশিলু শ্রবণে॥
যো রূপ-মাধুরী অনু-দরশ করি
বিশ্বমোহন-সাজ সাজে।
হৃদয়ে লাবণি-ঠাম রাজত অনুপাম
এ চিত তহি নহি মজে॥
যাঁকর প্রেমবিন্দু পরশিয়ে সুখ-ইন্দু
পাগল মদন-দহন।
সোহি প্রেম-সাগর বহত হিয়া-পর
তবহুঁ রহল পিপাসন॥
যাঁকর মধুর হাস নেহারি তড়িৎ-ভাস
সরমে গগনে করু খেলা।
সোহি প্রেম-শেখর নাচত হৃদি-পর
উজোর ন ভেল চন্‌চলা॥
যাঁকর রসকণ পরশিয়ে ত্রিভুবন
আনন্দে করতহি রঙ্গ।
সোহি আনন্দঘন হৃদয়ে অনুখণ
তবহু ন ভেল তাঁক সঙ্গ॥
কি মোর করম-গতি ন পেখলু প্রাণপতি
(সদা) মতি ইতি-উতি ধাওয়ে॥
মগন বিষয়-বিষে উনমত জড়রসে
তবহি তো সুখ নহি পাওয়ে॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব যব মুঝে কৃপা করব
তবহি পূরব অভিলাষ।
জয়তু জয়তু গুরু তুঁহু বাঞ্ছা-কল্পতরু
তুয়া পদে রাখু নিজ-দাস॥

—শ্রীপ্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী
(বারাণসী)

প্রচারকের ডায়েরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৬ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে প্রবেশ করিলাম—কত খাল-বিল, নদী-নালা অতিক্রম করিয়া চলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু একটীও 'টাইগার' অর্থাৎ ব্যাঘ্র গোচরীভূত হইল না। অবশেষে মইপীঠ-বিনোদপুরের বৃক্ষ-হীন জঙ্গলে এক নর-শার্দ্দুলের সম্মুখীন হইলাম। উক্ত গ্রামে কোন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হওয়ায় গৃহিণী ও গ্রামবাসীর অনুরোধে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, গৃহস্বামী কোন কার্য্য-ব্যপদেশে গ্রামের বহির্ভাগে গিয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরিবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইল, তবুও কোন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল না। মধ্যাহ্ন-আহারাদি-সমাপনান্তে তাঁহার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার আলো-আঁধারের আবছায়ায় জনৈক পুরুষের গতি নিরীক্ষণ করিলাম। সরাসরি অন্দরমহলে প্রবেশের পর কিসের একটা মৃদুমন্দ গর্জ্জন শোনা গেল। বুঝিলাম—অবলা নারীর উপর সবল পুরুষ-ব্যাঘ্রের প্রথম আক্রমণ! সঙ্গের একজন ব্রহ্মচারী উৎকর্ণ হইয়া সমস্তই শুনিলেন এবং আমায় বলিলেন যে,—গৃহিণী গৃহস্বামীকে গৃহাগত সাধু-সন্ন্যাসিগণের সম্বর্দ্ধনার অনুরোধ জানাইলে তদপরাধে অসহায়া রমণীর প্রতি এই বাক্যদণ্ড ও অশ্রাব্য গালিবর্ষণ। 'কোথাকার গোঁসাই, তাহাদের সহিত আমাদের কি প্রয়োজন—এবম্বিধ কুৎসিৎ মন্তব্য প্রকাশ' গার্হস্থ-নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। অনাহারে অনিদ্রায় রাত্র কাটিল।

পর দিবস প্রাতে পুরুষ-ব্যাঘ্রের দ্বিতীয় আক্রমণ চলিল; মাদৃশ পথ-ভ্রান্ত ভিক্ষুককে সম্মুখে পাইয়া নখরতুল্য তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। আমিও মুহূর্ত্তের মধ্যে জলদগম্ভীরস্বরে সেই হিংস্র আঘাতের তীব্র প্রতিরোধ করিয়া বলিলাম—"রে দুর্ব্বৃত্ত! রসনা সংযত কর; নরকুলে জন্মিয়া শ্বাপদ-স্বভাব ধারণ করিয়াছ। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুষ্য; সেই নরাকৃতির অভ্যন্তরে দুইটী গুণের একত্র সমাবেশ—পশুত্ব ও দেবত্ব। যে Royal Bengal Tiger (রয়েল বেঙ্গল টাইগার)এর উদ্দেশ্যে আমার সুন্দরবনে আগমন, আজ তাহার প্রত্যক্ষ-দর্শন মিলিল।"

শাস্ত্র বলেন,—

"অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥"

অর্থাৎ শত্রুও যদি গৃহে উপস্থিত হয়, তবে তাহার যথোপযুক্ত সৎকার করা কর্ত্তব্য। যেমন আমরা দেখিতে পাই—বৃক্ষ কখনও তৎপার্শ্বস্থিত ছেদনকারীকে ছায়াদানে কুণ্ঠিত হয় না। উত্তমবর্ণের গৃহেও যদি নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির অতিথিরূপে আগমন হয়, তিনিও যথাযোগ্য সম্মাননীয়, যেহেতু অতিথি সর্ব্বদেবময়।

অধিষ্ঠাতাঽতিথির্গেহে সন্ততং সর্ব্বদেবতাঃ।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ॥
তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মঃ সুকর্ম্ম চ।
অপূজিতৈরতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ পুণ্যং ধর্ম্মব্রতাশনাঃ॥
যমঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাভীষ্টদেবো গুরুস্তথা।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি ত্যক্ত্বা পাপঞ্চ পুরুষম্॥
(নারদপঞ্চরাত্র ১৷৬৷৪১-৪৪)

গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান হইলে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়। যিনি অতিথির পূজা না করেন তাহার সমস্ত তীর্থ, সকল পুণ্য, অখিল ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, সদ্‌বৃত্তি ও ধর্ম্ম এবং সুকর্ম্মসকল সেই অতিথির সহিত চলিয়া যায়। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া চলিয়া যান, তাহার পিতৃগণ, দেবগণ, পুণ্য, ধর্ম্ম, ব্রত, ভক্ষ্য-ভোজ্য, সংযম, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অভীষ্টদেব গুরু—ইঁহারা নিরাশ হইয়া সেই পাপ পুরুষকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান।

আমরাও উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যসকল স্মরণ করিয়া সেই হিংস্র পুরুষের কবলমুক্ত হইলাম।

*　　*　　*　　*

অপর একদিন গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করিতেছি, এমন সময়ে বাহক-স্কন্ধারূঢ় এক প্রতিমা নয়নগোচর হইল। সবিশেষ

অবগতির জন্য মনে বড় কৌতূহল জাগিল, তাই প্রশ্ন করিলাম। উত্তর আসিল—"আমাদের মাঁগা-ঠাকুর"। আমি বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে মূর্ত্তির দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম,—"মাঁগা-ঠাকুরই বটে!" তিনি ক্ষুধার জ্বালায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রতিঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাগিয়া খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন। নিত্য সেবাপূজার অভাবে তিনি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্বম্ভর ভগবান যিনি, তাঁহার এই দুর্দ্দশা কেন? তাই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল,—ইহাতে সেবার লেশমাত্রও নাই, আছে কেবল বণিগ্‌বৃত্তি। 'নারায়ণশিলাকে দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দ্বারা সেবাইতের জীবিকানির্ব্বাহের ইহা একটী সুনির্ব্বাচিত কৌশল। এইরূপ প্রথা পৌত্তলিকতার নামান্তর—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ। সনাতন ধর্ম্মে এইরূপ পৌত্তলিকতার আবাহন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ দ্বিবিধরূপে পূজিত হন, যথা—স্থাণু ও বিজয়বিগ্রহ। স্থাণু শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরে নিত্য রাজসেবায় পূজিত হন এবং বিজয়বিগ্রহ স্থানান্তরে শুভবিজয় করিলেও তাঁহার নিয়মিত রাজসেবার কোনরূপ ত্রুটী হয় না। আরও বিশেষ এই যে, তাহাতে সৎসম্প্রদায়োচিত নির্দ্দিষ্ট সেবকের সেবা-নিষ্ঠার কোনরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু হায়! এই যে ধর্ম্মের নামে ব্যবসাদারী সংঘটিত হইতেছে, ইহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। এস্থলে 'মাঁগা-ঠাকুরের' যে সেবা-পরিপাটী অনুভব করিলাম তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা পৌত্তলিকতারই মূর্ত্ত প্রতীক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজা কাহাকে বলে?

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 'শ্রীব্যাসপূজা' অর্থে শ্রীব্যাসদেবের পূজাকেই লক্ষ্য করে। আবার শ্রীব্যাসদেবের পূজা বলায় কোন্ বস্তুটী লক্ষীভূত হয়, তাহা সুষ্ঠুভাবে অনুভূত না হইলে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগুরুপূজার ঐক্য উপলব্ধি হয় না। জ্যামিতি-মতে 'ব্যাস' অর্থে পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে অবস্থিত সরলরেখাকে বুঝায়। এরূপ সরলরেখা অসংখ্য হইতে পারে; কিন্তু অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটীরই একই ধর্ম্ম। সেইরূপ ব্যাসও বহু হইলেও প্রত্যেকেই মূলতঃ একই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

গোলোক-মধ্যস্থিত কেন্দ্রকেই কৃষ্ণ কহে। তাহাতে সন্নিহিত রেখাস্বরূপ শক্তিই শ্রীব্যাস। তাঁহাকে কখনও অংশ, কখনও শক্তিরূপে গণনা করা হয়। বেদাদি-বিভাগ কার্য্যদ্বারা বদ্ধজীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীব্যাসের কার্য্য। ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবেও তাহাই প্রধানরূপে দৃষ্ট হয়। একারণ শ্রীগুরুদেবই শ্রীব্যাসদেব, শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" বাক্যে কৃষ্ণকেই আচার্য্য বলিয়া জানিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের শিক্ষাদান করিয়াছেন। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। শ্রদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম-জ্ঞানে অভেদরূপে দর্শন করেন। তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের সেবাই ভগবৎ-সেবা; শ্রীভগবৎসেবা বলিয়া পৃথক্ আর কি আছে? সেইহেতু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগুরুপূজাই করিয়া থাকেন। ইহা কনিষ্ঠাধিকারে বা বদ্ধাবস্থায় কখনই ধারণা হইতে পারে না।

'পূজা'-শব্দদ্বারা কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করা হইবে? পুষ্প-চন্দন-ধূপাদি পঞ্চ বা ষোড়শোপচারদ্বারা অর্চ্চনকেই কেবলমাত্র পূজা বলা হয় না। অর্চ্চনা সাধারণতঃ কনিষ্ঠাধিকারে ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে অর্চ্চনা সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং Ontologyকে পরিত্যাগ করত কেবল Morphologyতে নিবদ্ধ না থাকিতে শাস্ত্রে প্রচুর নির্দ্দেশ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসদেবের প্রীতি কিভাবে সাধিত হয় তাহা যিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত শ্রীব্যাসপূজক বা শ্রীগুরুপূজক।

"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" বাক্য হইতে জানা যায়, পূজা বা সেবা—সাক্ষাৎ চিদ্‌রাজ্যেই সম্ভব। মায়িকাবস্থায় সেই চিদ্‌বৃত্তির সম্যক্ উদয় না হইলেও তদুন্মুখী-ভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে করিতে মায়িকভাব অপনোদিত হয় ও পরিশেষে চিদ্‌বৃত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবন্মুক্ত-অবস্থায় জীব তখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজকে তৎসেবক বলিয়া জ্ঞানলাভ করে। তখন মায়াবৃত্তির কোন প্রভাব তাহাতে কার্য্য করিতে পারে না। যে শক্তি-প্রভাবে বদ্ধজীব সেই চিদ্ভাব লাভ করিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। এজন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত বদ্ধজীবের সেই পরম-ভাব লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। (ছাঃ ৬।১৪।২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন ॥ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু ॥ যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।]

গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কাহারও চিদ্রাজ্যে প্রবেশাধিকার সম্ভব হয় না; কিন্তু কি-প্রকার জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবে? তদ্বিষয়ে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি কখনই পরিদৃষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিই তাহাকে এইরূপ সৎসঙ্গলাভের সুযোগ দান করে—

"সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।"

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥"

[হে অচ্যুত! ভব-ভ্রমণ করিতে করিতে অপবর্গ অর্থাৎ তাহার সমাপ্তি হইলে যখন জীবের সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখনই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।]

"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

অতএব ভাগ্যবান্ অর্থাৎ সুকৃতিশালী জীব ব্যতীত কেহ কখনও সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে না; আবার সদ্‌গুরু আশ্রয় না হইলে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নানামার্গে জীবের ভ্রমণ করিতে হয়, বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশাধিকার ও চিন্ময় সেবাফল প্রেমধনে অধিকার লাভ হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজায় ভক্তি-অর্ঘ্য

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

সনাতনী রীতি-অনুসারে শ্রীমদ্ ব্যাসদেবের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-দেহযুক্ত। গোবিন্দ অনাদি হইলেও আদি-পুরুষ। তিনি সর্ব্বকারণের কারণ। আর তাঁহার চিচ্ছক্তি সরস্বতীদেবী নারায়ণী তাঁহার অঙ্কশায়িণী। উভয়ের শ্রীযুগল-প্রণামান্তে শ্রীগুরুদেব-শ্রীব্যাসের জয়গান করাই শিষ্টজনানুমোদিত প্রথা। শ্রীব্যাসপূজায় বৈষ্ণব-জগতে এই সনাতনী রীতিই পালিত হইয়া আসিতেছে।

আজ শুভ শ্রীকৃষ্ণ-তৃতীয়া (১৭ই ফাল্গুন) তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাবোৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে। এই পুণ্য তিথি আমার নিকট পরম পবিত্র ও কৃপাযুক্ত। যিনি এই তিথিকে উপলক্ষ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি আমার মত অধম পাপীকে করুণা করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অধিকার দিয়াছেন। সেই মহাত্মার ভুবনব্যাপী মহিমা-কীর্ত্তন করা আমার ন্যায় অধমের অসাধ্য। আমার মত বহুশত অবহেলিত পাপীজনকে তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরহরির বাণী সার্থক করিয়াছেন—

আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার, প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥ (চৈঃ চঃ অঃ)

হে গুরুদেব! তোমারই অসীম কৃপায় আজ এই শুভ-আবির্ভাব তিথিতে আমার মত অকাট মূর্খও কিছু গুরু-মহিমা কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বহু ভুলভ্রান্তিসহ শ্রীগুরুপূজায় ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এই আলোচনায় ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের অহৈতুকী করুণার কথাই আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

মদীয় পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাসপূজার "প্রত্যভিভাষণে" জানাইয়াছেন—"শ্রীনিত্যানন্দ-পদানুসরণে আমরা শ্রীব্যাসদেবের পূজার অর্ঘ্য-প্রদানকার্য্যের আবাহন করিতেছি। এই অর্ঘ্যপ্রদান আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা, তদনুগ শ্রীনারদ এবং তাঁহার অনুগ শ্রীবেদব্যাস এবং বেদব্যাসানুগ শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও সমগ্র পরিকর গৌড়ীয়গণের পূজা একদিন শ্রীনবদ্বীপে জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন। আম্নায়-পারম্পর্য্যে তাদৃশ কৃত্য আমাদের ভক্ত্যনুষ্ঠানের একটি মুখ্য ব্যাপার।"

আচার্য্যগণ শ্রীব্যাস-মুখ-নিঃসৃত বাণীই নিত্যকাল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বগুরুবর্গ জানাইয়াছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

এই শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্যই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার আবাহন।

শ্রীব্যাসপূজায় বহুলপরিমাণে শ্রীগুরু মহিমাই কীর্ত্তন করিতে হইবে। কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীগুরুদেবের আচার্য্যত্ব ও তাঁহার মহিমা স্বদীয় পারিষদবর্গদ্বারা প্রচার করাইয়া আমাদের মত কলিহত-পাপীগণকে শুদ্ধভক্তি ও আচারে শ্রদ্ধা জাগরিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তির উদয় হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥"
"ভক্তি-শূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ ॥"

অকৃত্রিম ভক্তের আনুগত্যে অধোক্ষজ ভগবানের সম্মুখীন হওয়াই শুদ্ধ-ভক্তি। শ্রীবৈষ্ণব-গুরুদেবই অকৃত্রিম ভগবৎ-ভক্ত। তিনিই আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্। তাঁহার আনুগত্যে আমাদের ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাকে অবহেলা করিয়া কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে, আমাদিগকেও দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতি ঐশ্বর্য্য-অহঙ্কারে

মত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের অবহেলার সমুচিত দণ্ড অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-তত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ বলিলেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (আদিপুরাণ)

অর্থাৎ যে আমাকে ভক্তি করে অথচ আমার ভক্তের ভজনা করে না, সে কখনই আমার ভক্ত নহে। কিন্তু যে আমার ভক্তবৃন্দের ভক্ত, সেই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
ন সংশয়োঽত্র ভদ্ভক্তপরিচর্য্যা-রতাত্মনাম্॥ (গোবিন্দভাষ্য)

অর্থাৎ ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়, আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি না থাকিলে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সেবালাভ হইতে পারে না। আজ শ্রীগুরুপূজা-বাসরে শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্তেরই পূজা করিতে হইবে। তিনি সাক্ষাৎ "হরিত্বেন"। শ্রীভগবান্ নিজের আত্মীয়স্বজন, এমন কি, নিজ শ্রীবিগ্রহ হইতেও ভগবৎভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে উদ্ধবকে বলিলেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব! তুমি—ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্তস্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥

মহাজনগণ বলেন,—

"ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥"
"কোটি জন্ম যদি যোগ-যজ্ঞ-তপ করে।
"ভক্তি" বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥"

আজ শ্রীগুরুদেবের শুভ-আবির্ভাব-তিথিতে আমি তাঁহারই আশ্রিত শ্রীবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের বাণী স্মরণ করিয়া পুনরায় আমি আমার ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি,—

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

সার্থক গুরুকৃপা! সার্থক আমার মনুষ্য-জন্ম। আজ এই শুভদিনে শুভক্ষণে বৈষ্ণব-সমক্ষে ক্ষণিকের জন্য শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি দণ্ডবন্নতি জানাইয়া বিদায় লইতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তি-ভূষণ)**

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে এ বৎসরও ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার হইতে ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় যাবৎ শ্রীব্যাসপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

তন্মধ্যে রবিবার ও মঙ্গলবার উষঃকাল হইতেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মহিমাসূচক পদাবলী কীর্ত্তন হয়। উভয়দিনে সকালে পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচিত হয়। রবিবার পূর্ব্বাহ্নে তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং রবি ও সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুচরণে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। উভয়-দিনে দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবাপূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হয় এবং আহূত অনাহূত সমাগত ভক্তবৃন্দ বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

উভয়দিনই অপরাহ্নে মহতী সভার অধিবেশন হয় এবং শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক গভীর দার্শনিকতত্ত্ব বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করায় শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পূর্ব্বে বিভিন্নভাষায় লিখিত পুষ্পাঞ্জলি পঠিত হয় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ওজস্বিনীভাষায় শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এই মহতী অনুষ্ঠানে পূর্ব্বাপর উপস্থিত থাকায় ইহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান সমিতির মূল প্রচারকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও শাখামঠ সমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭১ { ৩য় সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৮ মধুসূদন, ৪৭৮ গৌরাব্দ বৃহস্পতিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭১ ; ইং ১৪।৫।১৯৬৪ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

মনু-অর্য্যমা-কৃতং "শ্রীশ্রীমৎস্য-কূর্ম্মদেব-স্তোত্রম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশেঽধ্যায়ে—২৫-২৮, ৩০-৩৩)

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ ; সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম ইতি॥ ১॥

(রম্যক-বর্ষে মনু ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে মৎস্যাবতার-স্বরূপের নিম্নলিখিত মন্ত্র-স্তোত্রাদি জপ-কীর্ত্তন দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন,—)

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। যিনি প্রাণ, বল, সাহস ও সামর্থ্যাদির নিয়ন্তা বলিয়া তত্তৎস্বরূপে অভিহিত হন, সেই মহামৎস্যাবতার ভগবান্‌কে নমস্কার করি॥ ১॥

অন্তর্ব্বহিশ্চাখিল-লোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ।

স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেঽনয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

হে ভগবন্, যেরূপ লোকে কাষ্ঠময়ী স্ত্রীকে বশে আনয়ন করে, তদ্রূপ যিনি ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা এই বিশ্বকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন, আপনি সেই ঈশ্বর। আপনি নিখিলজীবের বাহ্যাভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অথচ লোকপালগণও আপনার স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পান না; কিন্তু আপনার বেদাত্মক নাদ—অতীব উচ্চ ॥ ২ ॥

যং লোকপালাঃ কিল মৎসর-জ্বরা
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ।
পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ—মাৎসর্য্য-জ্বরে অভিভূত। যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পৃথগ্‌রূপে অথবা সকলে মিলিত হইয়া যত্ন করিলেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ অথবা স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুরই পালন করিতে পারেন না, আপনি—সেই প্রাণরূপী অখিলপালক পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥

ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্ম্মিমালিনি
ক্ষৌণীমিমামোষধি-বীরুধাং নিধিম্।
ময়া সহোরু ক্রমতেঽজ ওজসা
তস্মৈ জগৎ-প্রাণগণাত্মনে নমঃ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো, এই বসুন্ধরা—ওষধি ও লতাসমূহের আশ্রয়; এইজন্য যখন প্রলয়কালে এই পৃথিবী উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন আমার (মনুর) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া প্রবল-বেগে যে অজস্বরূপ আপনি বিচরণ করিতেছিলেন, সেই জগৎস্থ প্রাণিগণের নিয়ন্তৃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

অর্য্যমা উবাচ,—

ওঁ নমো ভগবতেঽকূপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণ-বিশেষণায় নমোঽনুপলক্ষিত-স্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমোঽবস্থানায় নমস্তে ইতি ॥ ৫ ॥

(হিরণ্ময়-বর্ষেও পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা তদ্‌বর্ষবাসিগণের সহিত নিম্নলিখিত মন্ত্র-স্তোত্রাদি দ্বারা ভগবান্ কূর্ম্মদেবের প্রিয়তমা শ্রীমূর্ত্তির নিরন্তর উপাসনা করিয়া থাকেন—)

ভগবান্ কর্ম্মদেবকে নমস্কার ; নিখিল শুদ্ধসত্ত্বগুণই আপনার বিগ্রহ অর্থাৎ আপনি—শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ; (জলচরত্বহেতু) আপনার স্থান কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন না, আপনাকে নমস্কার। কালের দ্বারা আপনার অবচ্ছেদ হয় না, আপনাকে নমস্কার। আপনি—সর্ব্বগত ও সকলের আধার আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

যদ্রূপমেতন্নিজ-মায়য়ার্পিত-
মর্থস্বরূপং বহুরূপ-রূপিতম্।
সংখ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনাৎ
তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশ-রূপিণে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্, আপনার স্বীয় মায়া-শক্তিপ্রকটিত এই যে পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি নানাবিধ প্রাকৃত রূপ প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্ত আপনার নিজ-রূপ নহে, সুতরাং আপনার এই বিরাট্ রূপ—অলীক অর্থাৎ কল্পিত। আপনার ঐসমস্ত রূপ বহুরূপে নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া উহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য। আপনার নিত্য রূপ কেহই সম্যগ্‌রূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষি-পিতৃ-ভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈল-সরিৎ-সমুদ্র-
দ্বীপ-গ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৭ ॥

হে দেব, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চরাচর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয় এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূলোক, শৈল, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্র—এইসকল আপনারই প্রকৃত্যুত্থ নাম। আপনি—অদ্বয়বস্তু, আপনা হইতে দ্বিতীয়-বস্তু নাই অর্থাৎ

এই বিশ্ব অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। ইহা আপনারই প্রাকৃত রূপ। (এইজন্যই শ্রুতিতে 'পরিদৃশ্যমান সমস্তই বিদ্বৎপ্রতীতিতে ব্রহ্ম' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাপবাদ খণ্ডিত হইয়াছে) ॥ ৭ ॥

যস্মিন্নসংখ্যেয়-বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্।
সংখ্যা যয়াতত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ॥ ৮ ॥

হে প্রভো, আপনার নাম, রূপ ও আকৃতির প্রভেদ যে কত প্রকার আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; তথাপি কপিলাদি পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিংশত্যাদি তত্ত্বসংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন। যে তত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা সেই সংখ্যা দূরীভূত হয়, আপনি—সেই সাংখ্য-সিদ্ধান্তস্বরূপ অর্থাৎ আপনিই সাংখ্যজ্ঞানের একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয়। নিরীশ্বর কপিলাদি সাংখ্যকার—আপনার স্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবল সংখ্যাগণনা লইয়াই ব্যস্ত; আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

আলোচকের আলোচনা

হিতবাদীর (১৬ই ও ২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৪) দুইটি প্রকাশে দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা দেখিতে পাইয়াছি। একখানি "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস" আর একখানি গ্রন্থ "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ"।

আলোচকের অধিকার-বৈষম্যে আলোচনার প্রকৃত অধিষ্ঠান পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রন্থদ্বয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য, উপকারিতা, মর্য্যাদা, ঐতিহ্য-যোগ্যতা প্রভৃতি আলোচকের যোগ্যতা, ঐতিহজ্ঞান, সামাজিক মহত্ত্ব, কামক্রোধ-মাৎসর্য্যাদির আতিশয্য বা দুর্ভিক্ষ, প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা বা উদারতা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবানুগত্য বা বাস্তববিচার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

বাত-কফ-পিত্ত ত্রিধাতুক কুণপাভিমানে আলোচকের মতিগতি সর্ব্বদা এক না থাকায় বিচার-বৈকল্য অবশ্যম্ভাবী। আবার স্বার্থানুরোধে ব্যক্তিগত রুচি-তারতম্যে গ্রন্থের স্বরূপ-প্রদর্শনে সম্পাদকে যে ভ্রান্তি জগজ্জঞ্জালের

কারণরূপে পাঠকের ক্ষতি করে, তজ্জন্য তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারী লেখনী দায়ী নহেন বলিতেও তাঁহারা ব্যস্ত।

ভদ্রসমাজে বাস করিয়া শিক্ষিত-সমাজের রীতিদর্শনে যাহারা অন্ধ ও অশিষ্টানুগমনে যাহাদের উদ্দাম নৃত্য দেখা যায়, তাদৃশ ব্যক্তির সম্পাদক হইবার যোগ্যতা ও সাধারণ পাঠকের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার জন্য সমালোচকের সজ্জা, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই মনে হয়। ঈর্ষানলে যাহাদের চিত্ত দগ্ধ অঙ্গারসদৃশ, তাহারা নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকের মুখে সংবাদপত্রের পাঠকগণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া রুচিবিকারবশতঃ নিজের অমঙ্গল করেন। হিতবাদী-সম্পাদকের খর্ব্বদৃষ্টি, শাস্ত্রজ্ঞানাভাব, সৎসমাজে বিচরণাভাববশতঃই ঐ প্রকার দুর্ব্বলতা সমালোচনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত, অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ভগবদ্ভক্তগণের নামোল্লেখ-প্রসঙ্গে সাধারণ সৌজন্যবিধি যিনি লঙ্ঘন করেন, তিনি আত্মপর-মর্য্যাদানীতি কখনও অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পরলোকগত সাহিত্যিক নিবোঁধোনিবাসী ৺সাতকড়ি দত্ত মহাশয়-রচিত শিশুপাঠ্য তৃতীয় পাঠ পর্য্যন্ত পড়া থাকিলেও নৈতিকজীবনে "তবে আগে আপনার মুখ মিষ্টি কর" বা 'মর্য্যাদালঙ্ঘন' আদর করিবার বিষয় নহে—সম্পাদক জানিতে পারিতেন। 'ধানভানিতে শিবের গীতে'র প্রসঙ্গ আনিয়া তিনি যে সত্যের অমর্য্যাদা স্থাপনোদ্দেশে তাঁহার মতের ও তাঁহার কুমত-প্রতিকূল আচার্য্যগণের চরণে অপরাধ করিবার দুঃসাহস করিয়াছেন, তাহা কোন সৎ জই আদর করিবেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা বার্ত্তাবহের মুখে সাধারণ্যে জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহিত্য-ছলনায় সত্য-বিক্রয় করিতে গিয়া সম্মানিত জনগণের মর্য্যাদাহানি কেহই অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাকে শিখাইতে হইবে না যে, কোন ভদ্রলোকের নাম লিখিতে গেলে তাঁহার নামের অগ্রে শ্রীযুক্ত, Mr. Herr. M. প্রভৃতি প্রাপ্যমাত্রা লিখা আবশ্যক। যেমন তিনি 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজে'র লেখকের নামাগ্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ-প্রণীত লিখিয়াছেন। যাঁহার সভ্যসমাজের রীতি-জ্ঞানের অভাব থাকে, তাঁহাকে পাঠক ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু এই দুইটী সমালোচনার মধ্যে একটীতে 'শ্রীযুক্ত' এবং অপরটীতে বিদ্বেষমূলে তাহা না দেওয়ায় তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তে তাঁহার হিংসা, ঈর্ষা, নৃশংসতা বা

অন্য কোন রিপুবশবর্ত্তিতা জানিতে হইবে; তাঁহাদের সমাজের নিকট হইতে উহার মীমাংসা প্রার্থনা করি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-বিচারে যিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া তাদৃশ রুচিবশে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার লিপিকৌশলের গুণগ্রাহিতাসূত্রে হিতবাদী-সম্পাদকের মুক্তহস্ত বাঁধা পড়িয়াছে। ইহা সম্পাদক মহাশয়ের প্রাক্তন গলনেণু, সুতরাং স্বীয় কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে উহাই সংলগ্ন থাকায় তুলসী মালিকাধৃক্ রামানুজের আদর করিতে তাঁহার নিরপেক্ষতার অভাব। **মায়াবাদীর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই শ্রীমদ্রামানুজের সৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন।** শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উদারতায় বৌদ্ধ, জৈন, নির্ব্বিশিষ্টাদ্বৈত পঞ্চোপাসনার সমন্বয়বিচারে ঔদাসীন্য না দেখাইতে পারিলেও তাহাও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদ-জনিত দোষদুষ্ট, একথা ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় হিতবাদী-সম্পাদকেরও বোধাতীত।

হিতবাদী-সম্পাদক বলেন—মায়াবাদ-প্রচারক আচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া "গ্রন্থকার বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন"। মালাবার প্রদেশজাত জ্ঞানাবৃত বিদ্ধভক্ত ভক্ত্যুন্মুখ আচার্য্যের জীবনী প্রচারে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল কিরূপে হইল, ইহার একটু বিস্তৃতি জানিতে গেলেই স্বীকার করিতে হইবে—যিনি শাণ্ডিল্য অবজ্ঞা করিয়া বিষ্ণুভক্তির বিরোধসূত্রে নিত্যাবৃত্তি ভক্তিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিহার করিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, যিনি একায়ন শাখা পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা স্থাপনে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন এবং ভাবীকালে যাহাতে শ্রীরূপগোস্বামি-লিখিত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-প্রকটিত "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"—শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের এই উপদেশ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া অহং-গ্রহোপাসনারূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের সমর্থন হইতে পারে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থকার হইতে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল হয় ইহা কিরূপ বিচার? শ্রীদমোদর স্বরূপ, শ্রীরূপ-জীবাদি আচার্য্যবর্গের প্রতিকূল সম্প্রদায়ের মালিক হওয়ায় রাজেন্দ্রবাবু শঙ্কর-চরিত লিখিয়া নিত্যা ভক্তি হইতে বাঙ্গালী জাতিকে মোহিত করিয়া প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদে নিহিত করায় বাঙ্গালী জাতি বা গৌড়ীয়ের মুখ উজ্জ্বল হয় নাই, ইহা বলিবেন—স্বদেশপ্রেমিক প্রসিদ্ধ গৌরভক্ত ঘোষজ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার। 'গৌড়ীয়

বৈষ্ণবের ইতিহাস'লেখক হিতবাদী-সম্পাদকের আধুনিক ভ্রান্ত বিচারের আদর না করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন, ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী সম্পাদক 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী', 'গৌড়ীয়-বিদ্বেষী', 'আর্য্যাবর্ত্ত-বিদ্বেষী', 'তত্ত্ববাদানভিজ্ঞ', 'শাস্ত্রদর্শন-রহিত', 'ভগবৎসেবাবঞ্চিত', 'বৈদেশিকপ্রেমোন্মত্ত', এবং আরও কত।

যে ভক্তিবিদ্বেষী হিতবাদী-সম্পাদক মায়াবাদপ্রমত্ত হইয়া ভক্তিবিরোধ-কল্পে তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক শ্রীমৎ শঙ্করপাদকে তদুপরি আসন দেন এবং দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠের মধ্যে মায়াবাদ-প্রচারকের অন্যতরতা প্রচার করেন, তাহার অজ্ঞান অপনোদনকল্পে গৌড়ীয় মঠের যে কোন তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব, হিতবাদী-সম্পাদকের বহুজন্মার্জ্জিত ভক্তি-বিরোধবাদ-রোগের চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। **আজকাল উন্মত্ত সাহিত্যবাদিগণের একটা বিষম রোগ এই যে, বঙ্গভাষায় যে যত নাস্তিক্যবাদ স্পষ্ট করিতে পারিবে, সে ততই পণ্ডিত ও সাহিত্যাচার্য্য এবং ভাষার সমৃদ্ধিকারক।**

হিতবাদীর সর্ব্বজ্ঞাম্মা বৈষ্ণববিদ্বেষী সম্পাদকের মাৎসর্য্য, বেদান্তজ্ঞানে দরিদ্রতা, জ্ঞানবাদে অমৃতময়তারূপ সোনার-পাথর-বাটীত্বস্থাপন এবং ভক্তিকে "বাদ" বলিয়া অভিধানে সাহিত্যজ্ঞানে সমধিক দারিদ্র্য প্রভৃতি বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বেদানুগব্রুব ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়

১। ভারতীয় বেদানুগব্রুব বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিদেশীয় তৎসমকক্ষ আধ্যক্ষিক মতবাদ ও ঈশানুগতিবাদ কি কি ?

"অস্মদ্দেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্র-নিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ-মত, চার্ব্বাক মত ইত্যাদি নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী ও ইতালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরত্ববাদ (Positivism),

নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈত(সর্ব্বব্রহ্ম)বাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism) রূপ নানাপ্রকার বাদ (Ism) প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থান-পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থানে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (বা Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র-মত অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম (Christianity), মুসলমান-ধর্ম্ম (Mahomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৩

২। কোন্ কোন্ ধর্ম্মকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলা যায়?

"যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থ-সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিবেন না; সে-ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।"

—চৈঃ শিঃ, ১।১

৩। জড়বাদিগণের ধর্ম্ম কিরূপ?

"জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯।১২

৪। ভারতীয় ও অপরদেশীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ ও তাহাদের স্বরূপ কি?

"জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী। স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন,—'যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব।' * * * ভারতবর্ষে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণ, চীনদেশে নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীসদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এসিয়া-খণ্ডে সর্ডনাপেলাস্

(Sardanapalus), রোমদেশে লুক্রিসিয়স্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেকদেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হলবাক্ (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ-নিজ সুখ-বর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে 'ধর্ম্ম' বলা যায়। * * * * গ্রীসদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল্ (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কণাদ-মতস্থ দোষ-সমূহই এই সকল পণ্ডিতের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করত পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্স দেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (La Mettrie) ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কোঁৎ (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। * * * তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি স্থিরত্ববাদ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞানদ্বার নাই। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহার পুষ্টি করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টি মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium); মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (Supreme Being)। হস্তে শিশু, এরূপ একটী স্ত্রী-মূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। * * ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল্ (Mill) জড়বাদকে ভাববাদরূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে কোঁৎএর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল লুইস্ (Lewis), পেন্ (Paine), কারলাইল্ (Carlyle), বেন্থাম্ (Bentham), কোম (Combe) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তা বিশেষ। তিনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে

স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৫-৮

৫। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণের প্রকৃত স্বরূপ কি?

"স্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৬। নিঃস্বার্থবাদীর মত কি অপস্বার্থ-রহিত?

"ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে। অতএব সামান্য-বুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটি শুনিবা-মাত্র নিজ-স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটী আদর করে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৭। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের কতটুকু মৌলিক-পাণ্ডিত্য আছে?

"পাশ্চাত্ত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল্, হাক্সলি, ডারউইন্ প্রভৃতি পণ্ডিত-মধ্যে পরিগণিত। **পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী** করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসুর-প্রবৃত্তি-বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পরসম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ—এই সকল যে আসুর-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।"—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ, ৭।৭

৮। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কি কপটতা-রহিত?

"কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি কহিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাড়ক বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত' চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে?' ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ; তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—'ওহে, আমার ভুল হইয়াছে; আমি দেখিতেছি,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়—এরূপ শাস্ত্রে আছে; তোমার কিছুই করিতে হইবে না।' নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৯। সন্দেহবাদের গতি কি ?

"সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে ; যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৬

১০। নবীন নাস্তিকগণের মৌলিকতা কতটুকু ?

"নবীন নাস্তিকেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে-সকল ভ্রম-মাত্র ; নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৭

১১। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচার কি ?

"অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধি-বলে ও বিদ্যা-বলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিকেই ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থও শুনেন, তবে বলেন যে, সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন। চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি ? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই হয় যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন-প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।" —'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

১২। ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতির মূল্য আছে কি ?

"কোন কোন ব্যক্তি নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস রহিত নীতি সর্ব্বদা ভয়শূন্য ও কর্ত্তব্যপূর্ণ। * * * ঈশ্বর না মানিলে নৈতিক-বিধান-সকল অকর্ম্মণ্য হয়।" —চৈঃ শিঃ, ৩।৩

১৩। অক্ষজ মনোবৈজ্ঞানিক বা প্রীতি-বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ জগতের কোন উপকার করিয়াছেন কি ?

"প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ; জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন।" —'প্রীতি' সঃ তোঃ, ৮।৯

১৪। শঙ্করাচার্য্য কিরূপে কর্ম্মকাণ্ডী ও বৌদ্ধগণকে নিজ-মতান্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন ?

"শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ-দলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পদ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীর বাহুবলে ও বিচার-বলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধ-বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে পারিলেন না, সে-স্থলে নাগা সন্ন্যাসি-দল নিয়োগ-পূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্ত-ভাষ্য রচনা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন। তৎপর বৌদ্ধদিগের যে-সকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে-সকল নামান্তর করিয়া বৈদিক-ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে-সকল বৌদ্ধ এরূপ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্ন সমুদয় লইয়া হয় সিংহল-দ্বীপে, নয় ব্রহ্ম-রাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহল-দেশে গমন করেন।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৫। সন্ন্যাসী বা জীবকে কি 'নারায়ণ' মনে করা উচিত ?

"মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত প্রথা এই যে, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রমপূর্ণ প্রথার নিবারণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন—সন্ন্যাসী জীবমাত্র, কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণমাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণ-কণ-সম। তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৮।১১২-১১৬

১৬। দেবতা কি মায়াবাদীর পূজা গ্রহণ করেন ?

"মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও যে দেবতাকেই অন্নাদি অর্পণ করুন, মায়াবাদীর মায়াবাদ-নিষ্ঠাদোষে সেই দেবতাটি তাঁহার সেই সেই পূজা ও খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন না।" —জৈঃ ধঃ ১ম অঃ

১৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্তব-স্তুতি কি কৃষ্ণের সন্তোষ-জনক ?

"ভক্তির স্বরূপ আর 'বিষয়-আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"—শঃ

১৮। পশুতে ঈশ্বরারোপ করিবার মতবাদটী কি শুদ্ধধর্ম্ম?

"যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়।" —চৈঃ শিঃ, ৫।৩

১৯। একমাত্র কাহার উপাসনা করা উচিত?

"শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার ভগবদুপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমে জড়শক্তিমাত্র, তদন্তে জড়শক্তির আধারে যে ক্রিয়াশক্তি উত্তাপরূপী সূর্য্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ-দেবতা, তদন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্ব্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সন্দিহান ব্যক্তি হইতে পরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম-ভজনে অধিকারী। রাগের নির্ম্মলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ অতএব সর্ব্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। অন্য প্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না।"

—তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

২০। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বটী কিরূপ?

"অদূরদর্শিগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দ্দন, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ ইত্যাদি যে কর্ত্তৃত্ব-সূচক বাক্য আছে, তাহার সদর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করিয়া থাকেন,—যে জড়ের দ্বারা যে-কার্য্য সাধন হয়, সেই জড়কে স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করত কর্ত্তৃত্বারোপ করা যায়। গঙ্গাজলকে—পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে—ধর্ম্মোচ্ছেদক এবং বিদ্যাকে—অর্থদায়িনী বলাতে তাহাদের কর্ত্তৃত্বটী যেরূপ রূপক-বোধক-মাত্র হয়, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বও তদ্রূপ জানিতে হইবে।" —তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের রজক-উদ্ধার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর)

কাঁদিয়া আকুল হৈয়া ওঝারে ডাকিল।
ওঝা আসি' 'ঝাড়ফুঁক' করিতে লাগিল॥
তাতে বিপরীত ফল ওঝার ফলিল।
রজকের স্পর্শে তার মন ফিরি গেল॥

সে কোথা ছাড়াতে এল পিশাচী ধোপার।
ধোপার পরশে ছাড়ে পিশাচী তাহার॥
পরশ-মণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়।
রজকের স্পর্শে হৈল ভক্তির উদয়॥

পতির এ দশা হেরি রজকিনী সতী।
অস্থির হইয়া সে যে ধরে গিয়া পতি॥
পতির পরশে তার হৈল সেই গতি।
হরি হরি ব'লে নাচে পতি-সহ সতী॥

তিনের এ দশা শুনি গ্রামবাসিগণ।
একে একে উপস্থিত হইল তখন॥
তাদের এ দশা হেরি ভাবে মনে মনে।
এদের এমন দশা হইল কেমনে॥

এত ভাবি যারা যায় তাদের ধরিতে।
তাদের সে দশা হয় প্রভুর কৃপাতে॥
সকলেই ভাবভরে বিভোর হইল।
হরি বোল ব'লে সবে নাচিতে লাগিল॥
ভদ্রাভদ্র নর-নারী নাহিক বিচার।
ভাবের রাজ্যেতে সদা এই রীতি হয়॥
প্রভু যারে কৃপা করি' দেয় প্রেমধন।
তাদের কি থাকে কভু কুল-শীল-মান ??

সবে ঊর্দ্ধবাহু হই' নাচিতে লাগিল।
নামরসে মাতি সবে পাগল হইল॥

নামের প্রভাবে সবে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য।
প্রভুর কৃপাতে তারা হইল যে ধন্য॥
পতিতপাবন প্রভু গৌরাঙ্গ আমার।
এইরূপে করি' তথা রজক উদ্ধার॥

তথা হ'তে চলে প্রভু নীলাচল-পথে।
ভক্তগণ খোঁজে প্রভু যায় কোন্ পথে॥
সেখান হইতে প্রভু যায় দেশান্তরে।
ভক্তগণ পিছে সদা খুঁজে খুঁজে মরে॥

খুঁজিতে খুঁজিতে তারা এল সেই স্থানে।
তাদের এ' ভাব দেখি' স্থির কৈল মনে॥
প্রভু কৃপাবিনা কভু এ ভাব লভ্য নয়।
এই পথে মোর প্রভু চলিলা নিশ্চয়॥

এত ভাবি' ভক্ত সব সেই পথ ধরি'।
গ্রামান্তরে গেলা সবে খুঁজে গৌরহরি॥
কে বুঝিতে পারে বল গৌরাঙ্গের লীলা।
এইরূপে কত জীবে উদ্ধার করিলা॥

দীন-হীন পতিত-পামর যত ছিল।
পতিতপাবন গোরা সবে উদ্ধারিল॥
তীর্থ-পর্য্যটন-ছলে ফিরি দেশে দেশে।
জগৎ তারিল প্রভু দিয়া কৃপালেশে॥

বড় ভাগ্যবান ধোপা প্রভু-কৃপা পেল।
আপনি তরিল আর সবে তরাইল॥
জন্ম-জন্মান্তরে ধোপা কি সাধনা কৈল।
যার ফলে গৌরাঙ্গের এত কৃপা হৈল??

ব্রহ্মা আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সামান্য রজক তাঁরে পাইল হেলায়॥
এও কি সম্ভবপর হ'তে পারে কভু?
অসাধ্য-সাধন-বিনা পায় কভু বিভু?

আভিজাত্য-গর্ব্বে কভু ভক্তি নাহি মিলে।
জগতে শিখায় তাহা জন্মি নীচকুলে॥
ওগো ও রজক ভাই শুন মোর কথা।
তোমার চরণে আমি বিকাইনু মাথা॥

তুমি যদি কৃপা করি দাও পদে স্থান।
তাহ'লে অবশ্য পাব গৌরাঙ্গ-চরণ॥
দয়ালের শিরোমণি গৌরাঙ্গ আমার।
তাঁর ভক্তগণ হন দয়ার অবতার॥

তার এক বিন্দু মোরে করহ গো দান।
সেই টুকু পেয়ে আমি জুড়াইব প্রাণ॥
ভক্তকৃপা হ'লে পরে ভগবান চা'বে।
তাহ'লে ত পাতকীর সব দুঃখ যাবে॥

তুমি যদি কৃপা কর অধমের প্রতি।
অবশ্য হইবে মোর গোরাপদে মতি॥
তবে ত গাহিব আমি নাম নিরন্তর।
অপরাধশূন্য হবে শোধিবে অন্তর॥

কবে সেই শুভদিন হইবে আমার।
পাতকীর দুঃখে দয়া হইবে তোমার?
সেই আশা-পথ চেয়ে আছি গো বসিয়া।
কৃপা কর মোরে প্রভু অধম জানিয়া॥

—শ্রীউষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৩)

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের নিকট ঋণী হইয়া নিত্যবাস করিতেছেন বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি এইজন্য ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

এষাং ঘোষ-নিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)

হে দেব! যাহাদের ধাম, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয় আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ঘোষ-নিবাসী (ব্রজবাসিগণকে) আপনি কি দান করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতু সদ্বেশের অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পূতনাও নিজ বন্ধু-বান্ধবের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজবাসীদিগকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত নাই।

সৎ—শুদ্ধচিত্ত ধাত্র্যাদির যে বেষ, পূতনা তদ্রূপ বেষ ধারণ করিয়াছিল। অবতার-লীলাসময়ে মাত্র সেই বেষ ধারণ করিয়াছিল যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রজবাসিগণ অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। অতএব তাঁহাদের এক এক জনের ভক্তিদ্বারা তিনি অবরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহাকে যে ব্রজবাসীদের সনাতন মিত্র বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত। ব্রজপরিকরগণের প্রেমে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার "তদ্ভূরিভাগ্য" শ্লোকে ব্রজবাসিগণের *পদরজঃ কামনা।*

যদি কেহ বলেন, ব্রজবাসিগণের সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগাদি দেখা যায়, তাহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্য পরিকর হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ! ন তে জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

হে কৃষ্ণ! রাগাদি ততদিন পর্য্যন্তই তস্কর, গৃহ ততদিনই কারাগৃহ, মোহ

ততদিনই পদশৃঙ্খল হইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত জীব তোমাতে আত্মসমর্পণ না করিতে পারে। তস্কর—পুরুষের সার ধৈর্য্যাদিহরণকারী। অন্য প্রাকৃত জন সম্বন্ধেও রাগাদি ততদিনই চৌরাদির মত কার্য্য করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তোমার না হয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের রাগাদি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই বিদ্যমান থাকে। সেই রাগাদি অপ্রাকৃত বলিয়া তস্করের ন্যায় জীবের ধৈর্য্যাদি হরণ করে না, কিন্তু তাহা পরমানন্দ-স্বরূপ। তজ্জন্যই প্রহ্লাদ তাদৃশ রাগাদির প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

অবিবেকি-জনগণের মায়িক বিষয়ে যে অচঞ্চলা প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে তোমার স্মরণপরায়ণ তাদৃশ প্রীতি যেন কদাপি তিরোহিত না হয়।

শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী সাধকগণের যখন এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের নিরতিশয় প্রিয়রূপে বিরাজমান সেই গোকুলবাসীদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এজন্য বলা হইয়াছে,—

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভব-বেদনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১১।৫৮)

যে-স্থানে জীবগণ জন্মগ্রহণ করে, তাহা 'ভব' অর্থাৎ প্রপঞ্চ। যদিও নন্দাদি ব্রজবাসিগণ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা পরমানন্দে কৃষ্ণ-বলরামের কথা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাতে রতিশীল হইয়া ভব-বেদনা জানিতে পারেন নাই।

যদি গোকুল প্রাপঞ্চিক বিষয়-সুখাদির অনুভবশূন্য শ্রীকৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ হয়, তবে জনগণের নিকট তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় অনুভূত হয় কেন? তদুত্তর,—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৭)

হে বিভো, তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভূতলস্থ প্রপঞ্চের বিড়ম্বনা করিতেছ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত গোকুল-রূপের অনুকরণ করিতেছ। বাস্তবিক-পক্ষে গোকুল রূপ তাঁহার নিত্যস্বরূপ, তাহাই প্রপঞ্চের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু উহা প্রপঞ্চ-স্বরূপ নহে।

প্রপঞ্চাতীত গোকুল কেন প্রপঞ্চের ভাণ করে,—প্রপন্ন জন-সমূহে আনন্দরাশি বিস্তারার্থ। শ্রীকৃষ্ণের ঈশলীলা অপেক্ষা নরলীলায় তদীয় পরিকরগণের পরমানন্দ হইয়া থাকে। এইজন্য অপ্রাকৃত ধামকে নরলোকের স্থানবিশেষের মত প্রকাশ করিয়া নররূপী শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ পরিকরগণের সহিত বিচিত্র লীলা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-স্তবের উপরিউক্ত শ্লোকসকলের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপাদি ব্রজপরিকরগণের সহিত নিত্য বিহার করেন। অতএব 'অহো ভাগ্যং' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণের সনাতনমিত্র বলা সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পনে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ॥ (ভাঃ ১০।৬।৪০)

অতএব গোপাদির নিত্যপরিকরত্বহেতু শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—হে রাজন্! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অবিরত পুত্রদৃষ্টি করেন, সেই গোপীগণের অজ্ঞান-সম্ভূত সংসার কল্পিত হইতে পারে না।

গোপ-ললনাগণ-মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টিসম্পন্না, জন্মান্তরেও তাঁহাদের সংসার-প্রপঞ্চ ঘটে না, তাঁহাদের অপ্রাপঞ্চিক অবস্থাই চিরকাল থাকে অর্থাৎ প্রকটলীলায় পরিকরত্ব লাভ করিয়াছেন, প্রকটলীলাবসানে তাঁহারা আর সংসারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা তখনও প্রপঞ্চাতীত ধামেই বিরাজ করিবেন। কারণ অজ্ঞান হইতেই জীবের সংসার কল্পিত হয়। শ্রীগোকুল-পুরস্ত্রীগণের তাদৃশ অজ্ঞান স্পর্শলেশেরও সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানতমঃ-বিনাশকারী জ্ঞান-সূর্য্যের উপরিভাগে বিরাজমান যে প্রেম, তদুপরি যে পুত্রদৃষ্টি—বাৎসল্য-প্রেম, আবার সেই প্রেমসহকারে অবিরত নিত্য অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টিসম্পন্না, তাদৃশী গোপীগণের অজ্ঞান সম্ভূত সংসার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

প্রচারকের ডায়েরী

(৩)

একদা এক শুভ-মুহূর্ত্তে শান্তিপুরের পূত-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। তদীয় বিমল রজঃকণা নতশিরে বন্দন করিয়া ধীরে ধীরে পীঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহর পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর গমনানন্তর ধরিত্রীর বুকে ভাগীরথীদেবীর লুপ্তচিহ্ন নয়নগোচর হইল। সহসা স্মরণপথে উদয় হইল,—'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই'; সে গৌরও নাই, গৌর-অঙ্গস্বরূপ সে অদ্বৈতাচার্য্যও নাই।'

'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥'—

এই বাক্যে মহাবিষ্ণ্বাবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের পাদ্মপদ্মে স্মৃত্যর্ঘ্য প্রদান করিলাম।

দয়িতাদর্শনে বিরহ-বিধুরা ললনার ন্যায় গঙ্গাদেবীর অদ্বৈতভবন হইতে বহুদূরে অবস্থান দেখিয়া হৃদয় বেদনাপ্লুত হইল। পথিপার্শ্বে উভয়দিকে ম্রিয়মাণ পাদপশ্রেণী অতীতের সাক্ষ্যদান করিতেছে; মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ স্বল্প সংখ্যক মনুষ্যালয় পথচারীর শঙ্কা দূরীকরণমানসে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এমনিভাবে বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে চিরাকাঙ্ক্ষিত শ্রীমন্দির দর্শনানন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কল্পনার বস্তু বাস্তবের রূপায়ণে অন্তরে যে আনন্দের সঞ্চার করে, তাহা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা অতীব দুষ্কর। মৃদুমন্দ মলয়হিল্লোলে হৃদয়তন্ত্রী অমনি বাজিয়া উঠিল,—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥"
"যখন গৌর-নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখন না হইল জন্ম, এ দেহের কিবা কর্ম্ম,
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥"

ভগবৎপাদপদ্ম বিস্মরণের ফলে অবিদ্যাগ্রস্ত মানবের দুর্দ্দশা বা সংসার-প্রাপ্তি। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রতি মতিই 'বিদ্যা' এবং সেই

মতির অভাব হইলেই অবিদ্যাগ্রস্ত হইতে হয়। ঈদৃশ অবিদ্যাপ্রপীড়িত জীবের অবর্ণনীয় ক্লেশ-দর্শনে পরম-করুণাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই দেবীধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বান্তর্যামি-সূত্রে জীবহৃদয়ে এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষীর-সাগরে লুক্কায়িত ছিলেন, এই প্রভুই তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে জল-তুলসীদলে অর্ঘ্যদানে হৃদয়ের আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কলিহত জীবের অপরিমেয় দুরবস্থা আচার্য্যের অন্তর ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তাঁহার গভীর হুঙ্কারে পূর্ণাবতারী গৌরহরি কালবিলম্ব না করিয়া শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে আবির্ভূত হইলেন। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'- ভগবান্ ভক্তিবশযোগ্য, বুদ্ধি বা শাস্ত্রের টীকালোচনাদ্বারা লব্ধ নহন। শাস্ত্রে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—

'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥'

পরমেশ্বর এত অধিক ভক্তবৎসল যে, তচ্চরণে একটিমাত্র তুলসীদল অথবা একাঞ্জলি জল প্রদান করিলে তিনি স্বয়ং ভক্তের নিকট বিক্রীত হইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণে উন্নতোজ্জ্বলরসস্বরূপ নিজপ্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন। কিন্তু হায়! বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতবর্গ ভগবৎকৃপাবঞ্চিত রহিলেন।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চনের সাহায্যে যে-ফল প্রাপ্ত হইত, এই কলিযুগে একমাত্র সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা সেই ফল অনায়াসলভ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক। তদানীন্তন মুসলমান-শাসনকালে বাদসাহ্ হোসেন সাহের কর্ম্মচারী মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজী বাংলা-প্রদেশের গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অকথ্য অত্যাচারে হিন্দুগণ প্রপীড়িত হইয়া কালযাপন করিতেন। এই নির্য্যাতনের মুখ্যতম কারণ ভবব্যাধি-নির্ম্মূলকারী নামকীর্ত্তন-প্রচার। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতিপয় ম্লেচ্ছস্বভাবসম্পন্ন হিন্দুকুলাঙ্গার তাহাদের সহযোগিতা করিয়া উৎপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম-সংরক্ষক ভগবান্ সেই পাষণ্ডিগণকে অবলীলায় দমিত করিয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে ধরিলেন। পক্ষান্তরে নিরানন্দ নিরসনে প্রেমবন্যায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইল; শান্তির বিমল ছায়ায় নরকুল চিরসুখ উপভোগ করিল।

এবংবিধ অধর্ম্মের প্রাবল্যে ভগবানের আবির্ভাবের প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যথা—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যগে যুগে॥"

অর্থাৎ হে ভারত! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সূচনা করে, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমি আমার পরমভক্ত সাধুগণের মর্দ্দর্শন-লালসোত্থ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ এবং ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপন-জন্য প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—Righteousnessexalteth a nation—অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা জাতির অভ্যুদয়ের মূলভিত্তি-স্বরূপ। ধর্ম্মশাস্ত্র মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ন্যায়পরায়ণতার একমাত্র নিদর্শন। তাঁহার রাজত্বে অশান্তির লেশমাত্র ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র, জনক-ঋষি, অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতির রাজত্বকালেও ধর্ম্মনিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল এবং প্রজাবৃন্দ পরমসুখ শান্তিতে কালযাপন করিতেন। ইদানীন্তনকালে আমরা এক সঙ্কটময় রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—যেখানে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ-দুর্নীতি, দস্যুতা-হানাহানি নাগরিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বশান্তির একটা ধুয়া উঠিয়াছে মাত্র, বাস্তবতার কোন প্রকার লক্ষণই নাই। ধোঁকাবাজীতে কখনও শান্তির সৃষ্টি হয় না—হয় কেবল অশান্তির অনলোদ্গীরণ। সত্য ন্যায়পরায়ণতা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন রাজ্যই সুখ-শান্তিময় হইতে পারে না; 'রাম রাজ্য কেবল' স্বপ্ন বা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। তাই বুঝি শান্তিপুরের শান্তিপ্রদাতা শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর্ধানে সেই স্থানের নাম 'বাবলারি' হইয়াছে। সহরটি নামের অস্তিত্ব রক্ষণ করিলেও তথায় বর্ত্তমানে শান্তির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। শুধু একস্থানে নয়—বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্রই ঐ একই অবস্থা।

যদি আমরা প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইতে অভিলাষ করি, **তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। 'স্বধর্ম্ম' বা 'আত্মধর্ম্ম' বলিতে আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভগবদ্ভক্তি বুঝায়।** ঐ শুনুন, শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব-বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্যবস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ-ভগবান্‌কে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তিলাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজ

ভক্তের লক্ষণ

স্বয়ম্ভু, শম্ভু, ভীষ্ম, শ্রীশুক, নারদ।
কুমার, কপিল, বলি, জনক, প্রহ্লাদ॥
মনু, যম, ধ্রুব, অম্বরীষ, বিভীষণ।
বিদুর, উদ্ধব, ব্যাস আদি ভক্ত জন॥
সবার চরণে মোর প্রণাম অনন্ত।
সবে কৃপা করিলে সে মুঞি ভাগ্যবন্ত॥
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরাগ ভক্তের লক্ষণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা করে তদীয় সেবন॥
ভক্তি-আচরণ-বিনা ভক্ত কভু নয়।
ভগবানে ভক্তি যাঁর তাঁরে ভক্ত কয়॥
সে-জন পরমভক্ত বলে সর্ব্বজন।
জীবে দয়া, নামে রুচি, যাঁহার ভূষণ॥

সে হয় উত্তম ভক্ত শাস্ত্রের সম্মত।
সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত॥
সত্যই ভক্তের বল জীবনে-মরণে।
সুখে-দুঃখে অচঞ্চল থাকে সমজ্ঞানে॥
কোন দোষে দুষ্ট নয় সদা অপ্রমত্ত।
লোক-ব্যবহারে থাকে অকঠিন চিত্ত॥
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ছয়।
করে নাহি অভিভূত যাঁহার হৃদয়॥
অসতের সঙ্গ ছাড়ি' থাকে সদাচারে।
জীবনের ব্রত যাঁর পরহিত-তরে॥
আপনাকে মনে করে তৃণাপেক্ষা হীন।
জীবে সম্মান দেয় জানি নিজে বড় দীন॥
আত্ম-পর যাঁর নাই ভেদাভেদ-জ্ঞান।
লাভ-ক্ষতি-নিন্দা-স্তুতি সকল সমান॥
গম্ভীর-ভাবেতে থাকে বিপন্নে করুণ।
সেবাকর্ম্মে অতি দক্ষ, কভু নহে ঊন॥
লীলা-বর্ণনায় কবি, তর্কে মৌনী রয়।
তরুসম সহ্যগুণে জীবন যাপয়॥
জিহ্বার লালসে কভু নাহি যাঁর মন।
পরিমিত প্রসাদে সন্তুষ্ট অনুক্ষণ॥
মমতা ও অহঙ্কার নাহি মনে যাঁর।
জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, মিত্র-ব্যবহার॥
গৌরব না করে কভু গুণে আপনার।
ধার্ম্মিকের ভাণ সদা করে পরিহার॥
রিপুগণ সর্ব্বক্ষণ যাঁর বশীভূত।
হৃদয় শ্রীনামে থাকে যুক্ত অবিরত॥
গুরু-পদাশ্রয়, দীক্ষা-গুরুর সেবন।
সাধুসঙ্গ করে, সাধু-মার্গানুগমন॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥
নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি আর দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-স্থানে গতি ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ, মাল্য, গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন।
আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন ॥
"সর্ব্ব-মহাগুণগণ ভক্তের শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে ॥"
ভাগবতে নিজমুখে কহে ভগবান্।
হে উদ্ধব! মোর চেয়ে ভক্তই প্রধান ॥
ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥
কেবল ভক্তিতে বশ শ্রীকৃষ্ণ সতত।
কৃষ্ণ সেবা তরে ভক্ত সদা অনুরক্ত ॥
কৃষ্ণ-কথা আলাপনে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥
আত্ম-সমর্পণ করে কৃষ্ণের চরণে।
'কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন' দৃঢ় করি' মানে ॥
হেন ভক্ত-পাদপদ্মে রহুঁ চিরমতি।
তবে সে খণ্ডিবে মোর অশেষ দুর্গতি।
সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে জীবন সফল।
তাহা বিনা জীবের হয় সকলি বিফল ॥
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ করহ করুণা।
হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য ঘুচে যাক, এ মোর প্রার্থনা ॥

— শ্রীমুরারি মোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

সাধু-সঙ্গ

নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে,—"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" অর্থাৎ সংসর্গ হইতে দোষ, আবার সংসর্গ হইতেই গুণের উদ্ভব হয়।

যে সংসর্গ হইতে হীন প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে অসাধু বা অসৎসঙ্গ এবং যে সঙ্গক্রমে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে সাধু বা সৎসঙ্গ বলে। 'সৎ' অর্থে যাহা চিরকাল স্থায়ী বা বর্ত্তমান রহিয়াছে ও রহিবে এবং পূর্ব্বেও ছিল; 'অসৎ' যাহা চিরকাল অস্থায়ী ধ্বংসশীল। অতএব সঙ্গ দুই প্রকার—সৎ ও অসৎ; সাধুসঙ্গ নিত্য এবং অসাধুসঙ্গ অনিত্য।

এই মায়িক অচেতন বহির্জ্জগতে প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে পরস্পরের শক্তিগত একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিতেছে। শরীরের সঙ্গে শরীরের, মনের সঙ্গে মনের, প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির, আকাশ, বাতাস, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকলের মধ্যেই সর্ব্বদা একটা আদান-প্রদান চলিয়াছে। সেই প্রকার আমার প্রকৃতিও সর্ব্বদা অপরের প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতেছে, আবার অপরের প্রকৃতিও আমার প্রকৃতিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে, তবে তাহা প্রত্যেক দ্রব্যশক্তির তারতম্যানুযায়ী সঙ্ঘটিত হইতেছে। কাজেই যেরূপ প্রকৃতির সঙ্গে আমার আচার-ব্যবহারাদির আদান-প্রদান চলিবে, সেই প্রকৃতিজ দোষ-গুণ সর্ব্বদাই আমাতে প্রবর্ত্তিত হইবে, আবার তাহারাও আমার প্রকৃতিজ দোষ গুণ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা বাধ্য থাকিবে। ইহা নৈসর্গিক শাস্ত্র-বিধি। এই মায়ার সংসারে এইভাবেই ভাল-মন্দ দোষ-গুণের আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে।

এইরূপ আদান-প্রদান করিতে করিতে কোন কোন ভাগ্যবান জীব সাধুসঙ্গ-প্রভাবে নিজ প্রকৃতির উন্নতি লাভপূর্ব্বক এই দুর্লঙ্ঘ্য ভব-সাগর অনায়াসে পার হইয়া চিরশান্তিময় ধামে চলিয়া যাইতেছেন। আবার কোন কোন দুর্ভাগা মানব অসাধু-সঙ্গে, চরিত্র-দোষে একেবারে দুর্ভোগরূপ পাপ-পঙ্কিল-গর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে এবং ভগবদ্ ভজনে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে চৌরাশীলক্ষ যোনি ভোগের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অতএব দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া বুদ্ধিমান জন সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুজনগণ সর্ব্বদা সাধু উপদেশ দানে তাহার সমস্ত ভক্তিবিরুদ্ধ বাসনার বাঁধন ছেদন করিয়া দিবেন। সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার-বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্ব্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥"

এই সব গৌণ-লক্ষণযুক্ত হইয়া যিনি মুখ্যভাবে সত্যবস্তু শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সরোজে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কপট-শরণ লইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সাধু। সুতরাং 'সাধু' শব্দে একমাত্র শ্রীশ্রীভগবানের ভক্তকেই লক্ষ্য করে। কারণ যাঁহার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি আছে, তাঁহাতেই সমস্ত সদ্‌গুণাবলী বর্ত্তমান রহিয়াছে, জগতের কোন অসদ্‌গুণই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥　　(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি যাঁহার কেবলা ভক্তি বিদ্যমান, সকল গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতে সম্যক্‌ভাবে অবস্থান করেন। সর্ব্বগুণের মূলাধার শ্রীহরির প্রতি ভক্তিশূন্য-জনের মহদ্‌গুণ কিরূপে সম্ভব? সে অভক্ত জড় মনোরথে চড়িয়া সর্ব্বদা জড় বিষয়ভোগের লালসায় অশান্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ (চৈঃ চঃ)

ইহার মধ্যে 'কৃষ্ণৈকশরণ'-গুণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য গুণগুলি গৌণ-লক্ষণ; সুতরাং 'সাধুসঙ্গ' বলিলে বৈষ্ণব-সঙ্গকেই বুঝায়।

'বৈষ্ণব' বলিলে জানিতে হইবে যে, যিনি নিজেকে নিত্য বিষ্ণুদাস—কৃষ্ণদাস বুঝিয়া সর্ব্বদা একমাত্র নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই অনুগত ভৃত্যরূপে

নিষ্কপট সেবানুরক্ত, কখনও জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত নহেন, সেইরূপ ভক্তিমান ভক্তকেই বৈষ্ণব কহে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য যাহা কিছু সেবা আচরণকেই ভক্তি কহে, ঐ প্রীতি-আচরণ বা অনুকূল অনুশীলন জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-লালসা-শূন্য হইলেই তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইয়া অনন্যমনে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সেবাদ্বারাই নিজ চরম মঙ্গল লাভ করেন। কিন্তু আবার কৃষ্ণপ্রিয় সাধু-ভক্তের সঙ্গ ব্যতিরেকে যখন কৃষ্ণ সেবালাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই, তখন সাধুসঙ্গ—অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ আশ্রয় করাই বুদ্ধিমান জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য-অঙ্গ॥
মহৎকৃপাবিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

সাধুসঙ্গ বর্জ্জনে দৃঢ়তা সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুহে প্রাণ ধরে অকারণ॥
এই দুই সঙ্গ, নাথ! না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোনকাল॥"

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণে সিদ্ধিলাভ বিষয়ে সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য,—

"সঙ্গ ত্যজি' সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়।
ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
অসৎসঙ্গ ত্যাগে হয় সঙ্গ-বিবর্জ্জন।
সদাচার, সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন॥"

অতএব দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ এবং জীবন কৃতকৃত্য হয়।

—শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রজবাসী

আদৌ গুরু-পদাশ্রয়

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলি পালনের জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়ে অধিক চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন, পতিগৃহে গমন, অতঃপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপনের পূর্ব্বে কোন বালিকা উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যসকল অতি সযত্নে করিতে থাকিলেও সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী মঙ্গলের হেতু না হইয়া ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও অন্যায়েরই আবাহন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে এবং সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান'।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুলখেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণমাত্র। পুতুলখেলার দ্বারা বালিকার সত্য সত্য পতিসেবা হয় না, কেবল সাময়িক মানসিক তুষ্টিবিধান হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধ-বিমুখিনী ব্যভিচারিণীর গৃহকার্য্যগুলিও তাহার নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের নিমিত্তই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর গৃহকর্ম্মের প্রত্যেকটীই পতির প্রীতিবাসনায় সাধিত হওয়ায় উহা মঙ্গলজনক ও শান্তি-বিধায়ক হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগতের (ভাঃ ১১।২।৩৪) শ্লোকের টীকায় ভগবদ্ভক্তের সেবানুষ্ঠান এবং বিষয়ি-অভক্তের অনুরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ গভীর অন্তর বিদ্যমান তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষয়িগণ প্রাতঃকালে মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান-ভোজনাদি বিষয়-সুখের জন্যই করিয়া থাকেন, ভগবদ্ভক্তগণও সেই সেই কার্য্য ভগবৎ-সেবোদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন এবং তাহা ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের ও বিষয়ি-কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র অন্তরনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্ত সকল কার্য্যই ভগবৎ-প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যে করেন, আর বিষয়ী ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক-পারলৌকিক

সুখ-সুবিধার জন্যই তত্তৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। এস্থলে সম্বন্ধ-জ্ঞানই ভগবৎসেবার অনুকূল এবং সম্বন্ধবিহীন অবস্থাই প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি করে।

অতএব সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সম্বন্ধের পর অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কযুক্ত; একটী ব্যতীত অপরটি সম্ভব হয় না। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না, আবার অভিধেয় যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত হয় না। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্য পতিসেবা করেন না বা তাঁহার সেবার বিনিময়ে অলঙ্কার, বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি পতির সুখের জন্যই পতিসেবা করেন; পতির প্রীতিই তাহার প্রয়োজন; পতির সুখই তাহার সুখ। সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জ্জন করিয়া ভগবৎপ্রীতির অনুষ্ঠানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের মূল-প্রয়োজন।

সাধু-শাস্ত্র বলেন,—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ।" ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—সদ্‌গুরু পদাশ্রয়; তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি আত্যন্তিক মঙ্গল জানিবার জন্য শব্দব্রহ্মে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমার্থিক গুরু-বরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে বাস্তব সত্য লাভ করা যায় না। ভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হরিভক্তিবিলাস বলেন,—কেহ যদি শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন অ-গুরুকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদ্‌গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু নিখিল সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন, এরূপ অসদ্‌গুরু পরিত্যাগই বিধি। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন,—দুগ্ধ যেরূপেই হউক না কেন বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, দূষিত দুগ্ধবিক্রেতা বা গুরুব্রুব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র ত আর কিছু খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে

শিষ্যের গুণে অসদ্‌গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে'। এই সকল কথার সমর্থনে বাজারে বহু মনঃকল্পিত সহজিয়া-গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র এইসকল স্বার্থপর মনোধর্ম্মীর কথা সমর্থন করেন না। পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। যিনি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যবৃন্দকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য; উৎপথগামী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কখনও আচার্য্য-পদবাচ্য নহেন।

শিষ্যের পরম ভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়—এরূপ কথা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তপর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরু-পদ-বাচ্যই নহেন। সদ্‌গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। যিনি শাসিত হন, তিনি—'শিষ্য' এবং যিনি শাসন করেন, তিনি—'গুরু'। অতএব প্রাকৃত জাতি-কুল-পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'অবৈষ্ণব কখনও গুরু হইতে পারেন না' হরিভক্তিবিলাস এইরূপ বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে। একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ে কখনও ভক্তির নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই; তাহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের 'উপায়' বলিলেও কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহারা মুক্তিলাভের পূর্ব্বপর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা বলেন। 'ভক্তি' স্বীকার করিতে হইলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়'—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত বলেন—আত্মরাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিবিধান করেন। মুক্ত পুরুষ নিত্য স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান, তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধাম নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব স্বীকার করেন। নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিলে নিত্যবস্তুই লাভ হয়, অনিত্য

বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। তাই বৈষ্ণবগণ নিত্য-সত্যাশ্রয়ী।

শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ, তিনি নিত্যকাল ভগবানের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন, শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্যপদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। অমানী মানদ ধর্ম্মে দীক্ষিত বাস্তব হরিকীর্ত্তন-কারীই নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত এবং তিনিই যথার্থ 'বৈষ্ণব'।

ভক্তিসাধক আমরা সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের জন্য ভগবৎসমীপে ব্যাকুলভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইব। ভগবান্ আমার প্রবল আর্ত্তি দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে গুরু আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, প্রচলিত জনমত যাহাকে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলে—সেইরূপ ব্যাপারে যিনি ইন্ধন প্রদান করেন, তাহাকে 'গুরু' বলিয়া মনে করিলে জীবন বৃথাই বিপথে পরিচালিত হইবে। ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম হরি-ভাব, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত পরম-বৈষ্ণব মনে করিয়া ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবা চাহেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। এইরূপ সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়েই ভক্তি-সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। **—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন**

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—১·০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৭২ পৃষ্ঠার পর)

শিবকাঞ্চী দর্শন

অদ্য ইং ২৫।১০।৬১ তাং অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিবকাঞ্চী দর্শনের জন্য বাহির হইলাম। শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী প্রথমে শিবকাঞ্চী ও পরে বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিতে হয়। শিবকাঞ্চী ষ্টেশন হইতে মাইল খানেক দূরে। আমরা সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিতে করিতে শিব মন্দিরে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড গোপুরম্ পার হইয়া বিশাল মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। গোপুরম্‌গুলি মাদ্রাজ প্রদেশের একটা বিশেষত্ব। এইগুলি মন্দিরের বহিঃস্থিত তোরণদ্বার। মন্দির অপেক্ষা গোপুরম্‌গুলি সাধারণতঃ উচ্চতর। ব্রহ্মচারীদের সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় শিবভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে প্রণতি জানাইলেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের মন্দির দর্শনের সহায়তা করিলেন। শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া আমরা মন্দির-সংলগ্ন অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিলাম। মন্দিরগাত্রে বহু পৌরাণিক দৃশ্য ও দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। শিবমন্দিরের পিছনে একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। এক শিবভক্তের মুখে শুনিলাম যে, এই বৃক্ষ প্রায় ৫০০ শত বৎসরেরও পুরাতন। দেশবিদেশ হইতে যাত্রিগণ মন্দির দর্শনে আসিলেই এই প্রাচীন আম্রবৃক্ষ স্পর্শ করিয়া নিজেদের কামনা-বাসনা জানাইয়া যায়। আমাকেও বৃক্ষে ইটের টুকরা বাঁধিয়া মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হইল। আমি বলিলাম, "বিষ্ণুভক্তদের ভগবৎসেবা বা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইতর কামনা-বাসনা নাই। তুচ্ছ কামনা-বাসনাদ্বারা সাধন ও সাধ্য বিঘ্নিত হয়"। তিনি আমার কথাতে নিবৃত্ত হইয়া আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। শিবমন্দির হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে কামাখ্যাদেবীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মন্দিরের চারিদিক সুউচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। জানিতে পারিলাম, অদ্য মন্দিরের দ্বার খুলিবে না।

অতঃপর আমরা শ্রীবামনদেবের মন্দিরে গেলাম। এখানে বামনদেবের বিস্তৃত শ্রীচরণ দু'খানি দেখা যায়; অপর শ্রীচরণ বহু ঊর্দ্ধে দৃষ্টির অন্তরালে। শিবকাঞ্চি হইতে আমরা ক্রমশঃ বিষ্ণুকাঞ্চির দিকে অগ্রসর হইলাম।

শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চীর দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। আমাদের পথ-প্রদর্শক এতদঞ্চলের অধিবাসী জনৈক ভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে লইয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার অনুরোধে মন্দিরে গেলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেককে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসন দান করিয়া দুগ্ধ বিতরণ করিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও আপ্যায়নে আমর প্রীতিলাভ করিলাম। বিষ্ণুকাঞ্চীর অধিবাসিগণ আমাদের বিরাট শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া আচার্য্যদেবকে মাল্য ও হর্ষধ্বনির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া আমাদের বহু বিষ্ণুভক্তের দর্শন লাভ হইল। বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিয়া যাত্রিগণ ১০ ঘটিকার মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন।

স্থানীয় পথ-প্রদর্শক ভদ্রলোকটি সমিতির সুব্যবস্থা ও পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিভাবে এই বিরাট্ পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয় তাহার নিয়ম পদ্ধতি ও কাগজপত্র দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দলাভ করিলেন। তিনিও ভবিষ্যতে এইরূপ তীর্থযাত্রার আয়োজন করিবেন বলিয়া আচার্য্যদেবের সকাশে আশা প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী দুইজন ভদ্রলোককে প্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করিলাম। বাংলাদেশের মিষ্টাদি খাদ্যে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহারা আনন্দ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

কাঞ্চীভরম্ হইতে তিরুপতি

বালাজী দর্শনে আমরা তিরুপতি যাত্রা করিলাম। আমাদের প্রসাদ গ্রহণের পরই অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমরা কাঞ্জীভরম্ হইতে আরকোনম্ রেল জংসনে পৌঁছিলাম। এখন বেলা একটা বাজিয়াছে। এইস্থানে আমাদের বর্ত্তমান রিজার্ভ গাড়ী (নং ৩৭১৯) ত্যাগ করিলাম এবং মাদ্রাজ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী রিজার্ভ টুরিষ্ট কারে (নং ৭৭০৭) নিজ নিজ বিছানা পত্র লইয়া উঠিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, হাওড়া হইতে যাত্রিগণ গাড়ীতে যাহারা যে স্থান দখল করিয়াছিলেন তাহারা সেই সেই স্থানেই নিজের জায়গা করিয়া লইবেন। ইহাতে সুবিধা এই যে, সাধারণ গাড়ীর মত ভীড় ঠেলিয়া জায়গা দখল করিবার প্রবৃত্তি থাকে না এবং অনর্থক হৈ-হুল্লোড় হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলা যায়। এই নিয়ম মন্দের ভাল।

আরকোনম্-এ আমরা রাত্রির আহার সমাপন করিলাম। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ সময় আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া রাত্র সাড়ে দশ ঘটিকার সময় রেনিগুণ্টাতে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্র তিন ঘটিকার সময় পুনরায় রওয়ানা হইতে হইবে। কয়েকঘণ্টা নিদ্রাযাপনের পর আমরা রাত্র সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ট্রেন ও বাসযোগে রওয়ানা হইয়া একঘণ্টার মধ্যে তিরুপতি আসিলাম। প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে দর্শনাদি সারিয়া আসিতে হইবে। সেইজন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা তিরুপতিতে পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।

বহুদূরদেশ হইতে আগত তীর্থ-যাত্রীদের বালাজী দর্শনের জন্য বাস-কর্তৃপক্ষ যাতায়াতের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে ক্রমিক সংখ্যানুসারে কাঠ দিয়া ঘেরাও করা রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে বসিয়া থাকিতে হয়। বাসের কণ্ট্রাক্টর যথাসময়ে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী টিকিট কাটিয়া একে একে যাত্রী সকলকে বাসে তোলে। এখানে একটি বিরাট ধর্ম্মশালা আছে, দেশবিদেশ হইতে আগত যাত্রীরা এই ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করেন এবং সুবিধামত নিজ নিজ রন্ধনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া বালাজী দর্শনে বহির্গত হন।

বালাজী দর্শন

সকাল ৬ ঘটিকার সময় (তাং ২৬।১০।৬১) আমরা বাসে উঠিয়া শ্রীবালাজীর দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম। প্রথম দুই মাইল সমতল রাস্তা চলিবার পর পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। চড়াইর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে উৎরাইও আছে অর্থাৎ একবার পাহাড় আরোহণ এবং পুনরায় অবতরণ। এইরূপে সুদীর্ঘ এগার মাইল পথ উঠা-নামা করিয়া আমরা প্রায় একঘণ্টা পরে বহু আকাঙ্ক্ষিত তিরুমালাই হিল্‌স (ত্রিমল্ল পর্ব্বতে) উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় এই বিগ্রহ দর্শন হইল না। বেলা বারটার পর পুনরায় দর্শন লাভ হইবে। ইত্যবসরে আমরা মন্দির-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমাদের যাত্রী সংখ্যানুযায়ী বিশ্রামের জন্য কয়েক খানা বড় বড় কোঠা পাইলাম। এখানে ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করিলেন।

সুউচ্চ পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। আমরা বাসে করিয়া

পাহাড়ে উঠিবার সময় ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবে শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া ভয়ের ভাব বিদূরিত হয়। প্রকৃতিদেবী কি-ভাবে তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন না করিতে পারিলে অনুভবের বিষয় হয় না। মেঘের স্তর পার হইয়া চড়াই-উৎরাই করিয়া পাহাড়ে উঠিতে যে কি আনন্দ তাহা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের বর্ণনা করার সাধ্য নাই। তিরুমালাই পৌঁছিতে দুইটি গোপুরম্ পার হইতে হইয়াছে। প্রথম গোপুরমে শ্রীনরসিংহ স্বামী ও দ্বিতীয়টিতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের মন্দির। এই পাহাড়ের উপরিভাগে বহু ছোটবড় ধর্ম্মশালা আছে। বহুদূরদেশ হইতে আগত যাত্রীদের কেনই অসুবিধা হয় না। এই তীর্থক্ষেত্রটি প্রায় ২৮০০ ফিট উচ্চ। ইহার দর্শন অতীব সুন্দর এবং স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রতিদিন ৩।৪ হাজার যাত্রী পায়ে হাটিয়া অথবা বাসে করিয়া এখানে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসেন। এই তীর্থক্ষেত্রে হাট বাজার, স্কুল-কলেজ, হাস-পাতাল সবই আছে। স্থানটি পাহাড়ের উপর হইলেও শহরের ন্যায়। সব জিনিষই পাওয়া যায়। বিজলী বাতি জলের কল কোনটীরই অভাব নাই। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসও আছে। বালাজীর সেবাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়। বহু সম্পত্তিও মন্দিরের নামে আছে। যাত্রীরা নারায়ণকে যাহা উপহার দিবেন, তাহা বস্ত্রাবৃত খোলামুখ 'হুণ্ডি' নামে একটি আধার আছে, তাহাতে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

অদ্য শ্রীমন্দিরে একটি উৎসব আছে। তিরুপতি বালাজী একসহস্র কলসীপূর্ণ গঙ্গার জলদ্বারা স্নান করলেন। আমি সস্ত্রীক বালাজীর স্নান দর্শন করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিলাম। দক্ষিণ দেশে তিরুপতি বালাজী শ্রীভেঙ্কটেশ্বর নামে পরিচিত। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সুব্যবস্থাও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে।

বেলা ১২-৩০ মিঃ সময় আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া একের পর এক বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্রীভেঙ্কটেশ্বর নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। এই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি বৃহৎকায় ও সুন্দর দর্শন। এইস্থানে অন্য কোন দেবতার মূর্ত্তি নাই।

এখানেও পুরীর আনন্দবাজারের ন্যায় প্রসাদ বিক্রয়ের হাট বসিয়াছে। আমরা কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করিলাম। শ্রীল আচার্য্যদেব এখানকার প্রসাদ

আমাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। নানাবিধ প্রসাদই এখানে পাওয়া যায়; এখানে প্রসাদে কোন উচ্ছিষ্ট-দোষ নাই।

বৈকাল ৪-৩০ মি সময় পুনরায় বাসযোগে সুউচ্চ পাহাড়ের ভয়ঙ্কর আঁকাবাঁকা পথ পার হইয়া সমতলভূমি তিরুপতিতে ফিরিয়া আসিলাম। সময়াভাবে আমরা তিরুপতি শহরস্থিত শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিতে পারিলাম না। এখান হইতে বাসযোগে অপরাহ্ণ ৫-৫০ মিঃ সময় রেনিগুন্টা রেলষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম এবং প্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিলাম।

প্রায় বিশদিন আমরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও মন্দির দর্শন করিলাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে যে-সমস্ত মন্দির দর্শন করিয়াছেন, আমরাও সেইসমস্ত মন্দির দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আগামীকল্য ভোর বেলা আমরা পশ্চিম-ভারতের তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিব। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিনোদ-বাণীর বিশেষ সেবকসূত্রে ৯ই চৈত্র ১৩৭০, ইং ২৩শে মার্চ্চ ১৯৬৪, সোমবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত ৯টী দ্বীপ পরিক্রমায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থাপনপূর্ব্বক গুরুত্যাগি-দলের স্বরূপটী লোক-সমাজে উদ্ঘাটিত করেন। ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দনের ভুবনমঙ্গলময়ী এই আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠানের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট সমগ্র বিশ্বই চিরঋণী। নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সমগ্র বিশ্বকে হরিকথায় মুখরিত করানোর এই অভূতপূর্ব্ব প্রয়াসই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মহোৎসব।

পরিক্রমাকালে সমিতির দায়িত্ব

এই উৎসব উপলক্ষে বাংলার সকল স্থান হইতে, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, আসাম প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পঞ্চসহস্রেরও অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎসবারম্ভের ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীবৃন্দের সমাবেশ হইতে থাকে। সমিতির পক্ষ হইতে এই সকল যাত্রিগণের এক প্রাতঃকৃত্য

হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী ক্রিয়ার সুষ্ঠুতা-সাধনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। প্রাকৃত শব্দের মল আছে; কারণ সে পূর্ণবস্তুর পূর্ণস্বরূপকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তাই কিরূপ সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়া এই উৎসব উদ্‌যাপিত বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দেখিলেও আশ্চার্য্যান্বিত হইতে হয়—ভাষা তাহার সুষ্ঠু প্রকাশে পরাজয় স্বীকার করে।

শ্রীগৌরহরির অশেষ করুণা

এবৎসর চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিক্রমা আরম্ভ হওয়ায় যাত্রীদের কিছু কষ্ট ও দুর্ভোগ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পরিক্রমার ২।৩ দিন পূর্ব্বে প্রচুর বারিবর্ষণে ধরিত্রী-দেবী শীতলতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার রুদ্র-রূপ প্রকটিত হইতে পারে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটী যাত্রীও কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই, যদিও ঔষধা'দসহ সুচিকিৎসকগণ পরিক্রমাকালে চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদাই মোতায়েন ছিলেন। উৎসবের মধ্যেও একদিন সন্ধ্যায় (১২ই চৈত্র) কিছু বৃষ্টি হইলে গ্রীষ্মের প্রখরতা আরও কমিয়া যায়। এসকল কারণে উৎসবকাল মধ্যে যাত্রিগণ কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করেন নাই।

ধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ

৮ই চৈত্র, রবিবার সন্ধ্যায় অধিবাস-বাসরে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এই দিন বক্তৃতার মাধ্যমে বলেন যে, ভগবৎ-প্রীতি কামনা—কামনা নহে, যেহেতু ঈশ্বরের সুখ-চেষ্টাই নিখিল জীবের একমাত্র কাম্য এবং ইহাদ্বারাই জীব কৃতকৃত্য হয়। কিন্তু মানবেতর প্রাণি-গণের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এজন্য ভগবৎপ্রীতিমূলক যে-কোনও প্রকার সঙ্কল্পগ্রহণই—মনুষত্ব-পরিচায়ক; ভগবৎসেবাবিহীন হইয়া অন্যাভিলাষীর সঙ্কল্পগ্রহণই—আসুর-মনোবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমার পূর্ব্বদিবসেও শ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপ মঠে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট "মায়াপুর কোন্‌টী"-শীর্ষক এক গবেষণামূলক বক্তৃতা দান করেন (উহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

পরিক্রমা-বিধি ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ "পরিক্রমা-বিধি"তে প্রথমেই গৌরাশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া ঐ

স্থানেই সমাপ্ত করিবার বিধি দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পরিক্রমার ১ম দিনে সর্ব্বাদৌ শ্রীমায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযাজনক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরে পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। ইহাতে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে :—(১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে সাক্ষাৎ নদীয়াপ্রকাশ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শেষ জীবন ইষ্ট-ভজনে অতিবাহিত করেন এবং তিনিই এই পরিক্রমার আদি উদ্যোক্তা। অতএব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কৃপাভিক্ষাই প্রয়োজন। (২) তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই শ্রীনৃসিংহ-দেবপল্লী। শ্রীনৃসিংহদেবই ভজনরাজ্যের সকলপ্রকার বিঘ্ন হইতে ভক্ত-বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করেন; অতএব পরিক্রমাকালে হরিভক্তি-বিরোধী সকল বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে তাঁহার আশীর্ব্বাদই ভক্তগণের একমাত্র জীবাতু। এজন্য প্রতিবৎসর শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র পারমার্থিক মাসিক বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ "শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা"র নববর্ষের ১ম সংখ্যা, শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা ও অপরাপর নব-প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাদি অঞ্জলি প্রদান করা হয়। (৩) নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য "যদ্যপ্যস্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব"—শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের এই বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির পীঠস্থান হইতেই শ্রীল ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া পরিক্রমার শুভারম্ভ হয়। (৪) শেষ রক্ষাই উত্তম। শ্রীগীতা-ভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্র তারস্বরে নবধাভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনই চরম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২৯)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। (গীঃ ৭।১৪)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মৈক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

[শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ গুণ-লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তির অঙ্গ ॥ পরীক্ষিত রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদ-সেবনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রূর অভিবন্দনে, কপিপতি হনূমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলিরাজ তচ্চরণে সর্ব্বস্বদান ও আত্মনিবেদনদ্বারা ভগবানকে শ্রেষ্ঠরূপে পাইয়াছেন ॥ আমার গুণময়ী অলৌকিকী মায়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। যাহারা কেবল আমার শরণাগত হয়, তাহারাই মায়া-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ হে অর্জ্জুন ! তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐসকল ধর্ম্মত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না, আমি সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব ॥]

অতএব অন্তে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র গৌরজন্মভূমি দর্শনান্তে ধামধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনই উত্তম বিচার। আজকাল অবশ্য অনেক মিশনই তাহা করেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

ধামমহাত্ম্য-বর্ণন

৯টী দ্বীপই ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবধাভক্তির নয়টী অঙ্গ।

৯ই চৈত্র **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—ইন্দ্রের অপরাধক্ষালনের জন্য সুরভিগাভী ইন্দ্রসহ স্বর্গ হইতে এস্থানে আসিয়া একটী অশ্বত্থদ্রুমের তলে বিশ্রাম করেন। তজ্জন্য নাম- গোদ্রুমদ্বীপ। দেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তগণকে নিত্যকাল অভয় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—সপ্তর্ষিগণ এখানে মধ্যাহ্নকালে পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরির দর্শন পান। এজন্য নাম মধ্যদ্বীপ। সত্যযুগে দিবদাস নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকুলার্ত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এস্থানেই পুষ্করতীর্থ প্রকটিত হন। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী**, B. E (cal)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ { ৪র্থ সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | বাসুদেব, ১৯ ত্রিবিক্রম, ৪৭৮ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১; ইং ১৪।৬।১৯৬৪ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপৃথীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীবরাহদেব-স্তোত্রম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশেঽধ্যায়ে—৩৫-৩৯)

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞ-ক্রতবে মহাধ্বরবয়বায় মহা-পুরুষায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ইতি॥ ১॥

(উত্তর-কুরুবর্ষে পৃথ্বীদেবী অবিচলিত-ভক্তিযোগে এই স্তোত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবান্ যজ্ঞ-বরাহদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন,—)

আমরা ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি। মন্ত্রদ্বারাই আপনার যাথাত্ম্য অবগত হওয়া যায়; আপনি—যজ্ঞ, আপনি—ক্রতু, অতএব মহামহাযজ্ঞ-সকল আপনারই অবয়বস্বরূপ; আপনি—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ; কলিযুগে আপনি ছন্নাবতারী বলিয়া 'ত্রিযুগ'-নামে অভিহিত; অথবা আপনি ত্রি-যুগল ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া আপনার নাম—'ত্রিযুগ'। আপনাকে নমস্কার॥ ১॥

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্ ।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়াথৈর্ন মমৈরিতাত্মনে ॥ ২ ॥

যেরূপ কাষ্ঠাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নি অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞগণের মন্থনপ্রভাবে সেই অপ্রাশিত অগ্নি প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ ব্যক্তিগণ আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন, কিন্তু বিবেক-সাধন, মন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলদ্বারা আপনার স্বরূপ অপ্রকাশিতই থাকে। আপনি—স্বপ্রকাশ-বস্তু; আপনার স্বরূপ-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের সাধন-প্রযত্ন অর্থাৎ অন্বেষণ প্রবৃত্তি-দর্শনে আপনি আপনার পরমাত্ম-স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

দ্রব্য-ক্রিয়া-হেত্বয়নেশ-কর্ত্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্ব্বস্তু-নিরীক্ষিতাত্মনে ।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়ত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩ ॥

শব্দাদি বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার—এই সমস্ত মায়ার কার্য্য। এই মায়িক-কার্য্য দর্শনে কার্য্যের কারণরূপে যে বস্তু লক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার সেই স্বরূপ—মায়া-সম্বন্ধশূন্য। তত্ত্ববিচার ও যম-নিয়মাদি দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতি-সংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাবেব নমস্তে গুণ-কর্ম্ম-সাক্ষিণে ॥ ৪ ॥

(হে ভগবন্,) জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস আপনার বাঞ্ছিত নহে ; কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবের নিমিত্ত আপনি সে-সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রকৃতি জড়রূপা হইলেও আপনারই ঈক্ষণচালিতা হইয়া স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করিয়া থাকে। জড়রূপা প্রকৃতি দ্বারা কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন ;—লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহারই অভিমুখে অগ্রসর হয়, মায়াও সেইরূপ আপনার ঈক্ষণ-প্রভাবে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করিয়া থাকে ; অতএব গুণকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া জগদাদিশূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুম্ ॥ ৫ ॥

হস্তি যেরূপ দংষ্ট্রাগ্রে পদ্মনাল লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জলাশয় হইতে বহির্গত হয়, আপনিও সেইরূপ আদি বরাহরূপে প্রতিদ্বন্দ্বি-গজতুল্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রে রসাতলগত পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক প্রলয়পয়োধি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ; হে বিভো ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

ন্যাকা-বোকার স্বরূপ*

—বলিতে গেলেই লোকে আমাকে চিনিয়া ফেলে। আমার জিভের জড়তা এখনও যায় নাই। তথাপি আমাকে বাচাল বলিয়া জানাইতেই হইবে। আমি শুভঙ্করীর ধারাপাত কড়া'কে শোট্'কে ভাল করিয়া শিখি নাই ; কিন্তু খপরের কাগজের সম্পাদন-কার্য্যে ওস্তাদ বলিয়া লোককে ধাঁধা দিয়াছি। সেজন্য আমি একখানা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ মুরুব্বিয়ানার জন্য পাইয়াছি। আমি শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন বালকের মত, কিন্তু

* 'হিতবাদী'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনার দ্বিতীয় প্রতিবাদ —প্রকাশক

আমার বয়স বেশ হইয়াছে। এরই মধ্যে দাঁত উঠিয়াছিল। সেই দাঁত দিয়া বাহাদুরী করিয়া লোহা চিবাইতে গিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর চিবনোর ক্ষমতা নাই।

পুরুষানুক্রমে আমি কাগজের সম্পাদক, কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাই ও খাদ্য চিবাইয়া লই। এই সুযোগ পাইয়া আমাকে 'ন্যাকাবোকা' সাজিতে হয়। 'হয়কে নয় করা' আর 'নয়কে হয় করা' স্বার্থপর দল আমাকে 'ফুটবল' করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য তা'দের শিং পরিয়া আমি 'ঢু' মারিতে যাই, পরিশেষে পরচুলো ও সাজানো শিং যে খসিয়া প'ড়বে, তার চিন্তা করি না। নেকীদের কথাগুলো ধার ক'রে নিয়ে আমার ওয়াকিফ্ হাল্ দেখান' একটা কাজ। কা'কে 'সৎ' বলে, কা'কে 'অসৎ' বলে—এ'কথা বুঝতে গিয়ে আমি 'ন্যাকা' সাজি। সয়তানেরা আমাকে শিখণ্ডী সাজিয়ে বোকা বানায়। আমিও তা'দের খেলার পুতুল হ'য়ে ন্যাংটিওয়ালা মতলুবে বর্গীর মত ঢেউ গুন্‌তে থাকি।

কখনও বা কেনেডি সাহেবের 'চৈতন্য-মুভমেণ্টের' লেখার 'পলিসি' নিয়ে কতকগুলো অপদার্থ অদূরদর্শীর নিকট মিথ্যা সংবাদকে 'সত্য' বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার দোষ দেখাইবার জন্য চৈতন্যমহাপ্রভুর নীতি-বিষয়ক উপলব্ধি যীশুর অপেক্ষা কম ছিল বলি। সে সুযোগ লইয়া আরও বলি যে—তাহার দলের লোকেরা বেশ্যার অর্থে আচার্য্য হইয়া জীবন ধারণ করে। একটী অনভিজ্ঞ সব্‌জান্তাকে সাহিত্য-দর্শনা দিতে পণ্ডিত খেতাব দিয়া, তাহার মুখ হইতে দুর্নীতির বাক্যগুলি আদর্শচরিত্র-বৈষ্ণবের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিন্দা করি, কৃষ্ণকে নিন্দা করি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজনকে গর্হণ করি। আমার সাফাই—"আমি ন্যাকা-বোকা", আর বৈষ্ণবেরা আমাকে আদালতে লইয়া গিয়া কষ্ট দিতে ঘৃণা বোধ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথা-ইচ্ছা গালি দিয়া সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করি।

আমি 'ন্যাকাবোকা' সাজিয়া বর্ণধর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিচার নিজে বুঝিতে পারি না। ঢং দেখাই আর আমার ন্যাকামির সাহায্যে আমারই মত লোকদিগকে বোকা বানাই। আমি 'নগ্নমাতৃক ন্যায়' বুঝিতে না পারার ভাণ করিয়া মূর্খ-লোকচক্ষে বৈষ্ণবের প্রাগ্‌বর্ণ ও প্রাগাশ্রমের পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে আমারই মত দ্যূত-পান-স্ত্রী-স্থনারত ও গোলাকার চক্র বিনিময়ের প্রাপ্য বস্তু মনে করি। কখনও বা রামখাঁর

পদযুগল ধ্যান করিয়া নিতাই-সদৃশ বৈষ্ণবকে গোয়াল বাড়ীতে জায়গা দিই। কখনও বা বলি, কাজীর বেটা আবার হরিনাম ক'রে তিরপুণীর গোপাল বামুনের নাক-কাণ খসিয়েছিল, এ সব কথা মানি না। কখনও বলি, শচী পিসির ছেলে যা'দের উপাস্য, তা'রা আবার বেদ-বেদান্তের কি ধার্ ধারে? কখনও ন্যাকামি করিয়া বলি, বৈষ্ণবেরা আমারই মতন ভোগী, ত্যাগী গোছের। সুতরাং তা'রা আমারই মত যমের বাড়ী যাবে না কেন? কখনও বলি, ভাগবতের অজামিলোপাখ্যান অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। আমরাও যমের বাড়ী যাবো, নারায়ণ-নামোচ্চারণকারীও যমের বাড়ী যাবে। কৃষ্ণকে নমস্কার কর্‌লে যমের বাড়ী যেতে হয় না, বৈষ্ণবের নিকট কথা শুন্‌লে জীবন্মুক্তি ঘটে, ওসব কথা আমার মত ন্যাকা-বোকারা বুঝতে চায় না।

আমার ন্যাকামি-বোকামি দেখিয়ে দু'পয়সা চাই। আমার বড় জাত্ হুওয়া চাই। কিন্তু আমি ভিখিরীর বংশ—একথা মনে থাকে না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কাঁচকলানন্দ ছিলেন। সেজন্য আমিও মাঝে মাঝে কাঁচকলানন্দ শর্ম্মা হ'য়ে ডিঙ্গিয়ে চলি। আমাকে যখন ভার্গবীয় মনুসংহিতার "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদান্" দেখাইয়া আমার ঊর্দ্ধ চৌদ্দপুরুষের নাবি চৌদ্দ পুরুষকে যজ্ঞসূত্র পরাইবার অধিকার নাই দেখি, ও আমার নেওয়া যজ্ঞসূত্রটা কলিকালে ছিঁড়ে যায় এবং একায়ন শাখা বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে উহা পুনরায় ধারণ করিতে পারি না বুঝি, তখনই আমি ন্যাকামি জুড়ি ও লোক-গুলিকে বোকামির জোঙালে জুড়ে দিবার ব্যবস্থা করি। আমি বলি, আমি যখন রেলগাড়ীতে উঠ্‌তে পেরেছি ও আমার মত লোকেরা রেলগাড়ীর মধ্যে বসে আছে, তখন আর কাউকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেবো না। আবার মধ্যে মধ্যে বোকা সাজি। 'কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধর্‌তে পারে না' এ কথা শুনেও কাঠের বেড়াল সাজ্‌তে দৌড়াই। কখনও মনে করি, ইঁদুরের দলে জুটে জ্যান্ত বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিলে আমাদের ইঁদুরের ব্যবসাটা ভাল চল্‌তে পার্‌বে। আমার ন্যাকামী পদে পদে ধ'রে ফেলে, তাই আমি বোকা বন্‌তে যাই।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক এবং বেদবিরুদ্ধ—এই কথা শঙ্করের 'উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে' পড়্‌তে গিয়ে শাণ্ডিল্য-ঋষিকে অপমান ক'রে বসি। আবার শ্রীঅপ্যয়দীক্ষিতের জুতোর ফিতে বাঁধ্‌তে গিয়ে, যামুনাচারীর আগম-প্রামাণ্যের দোষ দেখাইতে গিয়া বোকামি করি। কখনও ন্যাকা-বোকা

সাজিয়া 'সংক্রিয়াসারদীপিকা'র নিন্দা করিয়া বসি। ঐ পুঁথিখানাকে অন্য জাল পুঁথির সহিত সমান বলিয়া মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া কেল্লা জয় করিব মনে করি। কখনও বা বাট্‌পেড়ে সেজে আম্রমুকুলগুলিকে আস্‌সেওড়ার ফল ব'লে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হই। কখনও বা আম্রমুকুল খেলাইয়া বা দোলাইয়া সেওড়ার বাগানকে আমের বাগান বলিয়া বোকা বুঝাই। সেওড়া বাগানে আমের গাছ আছে বলিয়া লোককে ধোঁকা দি। কখনও বা শ্রৌত-পণ্ডিত বলিয়া লকব লইয়া 'চাহারাম' জমিকে 'আউল' জমি সাজাই।

কখনও বা ভাগবতের 'যস্য যল্লক্ষণং' শ্লোকটী বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণোত্তমতার অদ্বিতীয় নিদর্শন বলিয়া ধোঁকা দি। আবার যখন ভারতে দেখি, ভারতের নানাস্থানে বৃত্তবর্ণেরই বিচারের সুষ্ঠুতা দেখান হইয়াছে, তখন চম্পট দেওয়া ছাড়া আর ন্যাকামির নাচ দেখাইতে পারি না। যখন হরিভক্তি-বিলাসের "অশুদ্ধাঃ শূদ্র-কল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষাং আগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥" পাঠ করি, তখনই আমার এক গালে চূণ, একগালে কালি দেওয়া মুখখানা দেখিবার জন্য যে-সকল আয়না আমার সম্মুখে আছে, সেই গুলিকে লুকাইয়া ফেলিয়া মনে করি, আমার চূণ-কালি গাল হইতে পুঁছিয়া গেল; কপটযুক্তি ও গুমোর ফাঁক হইয়া গেল। আমি যে-সকল পুঁথিকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহারিক স্মার্ত্তের পেছন পেছন চলি, তখনই বৈষ্ণবস্মৃতি আমাকে পিছু হটাইয়া দেয়। আমি ন্যাকাবোকা সাজিয়া শ্রীরামানুজের 'বেদান্ততত্ত্বসারে'র বিচারের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে 'দে চম্পট' পলিসি গ্রহণ করি।

বালিঘাই সভায় যখন আমার ন্যাকামি-বোকামি ধরা পড়িয়াছিল, তখন আমি ভিন্ গাঁয়ে থাকিয়া পালিয়ে আসি ও দপ্তরীর বাড়ী হইতে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্যের" ফর্ম্মাগুলি গোপনে সংগ্রহ করি। বাগ্‌বাজারের আখ্‌ড়ায় সেইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া ভীমরুলের চাকে ঘাটাইতে নাই,—পলিসি নেই। ভাগবতের নবমস্কন্ধ, হরিবংশ, মহাভারত, সংহিতা, উপনিষৎ, বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিক ন্যায় প্রভৃতি বৃত্তবর্ণবিচারগুলি আলোচনা করিবার সময় আমার চক্ষু চড়্‌কগাছ হয়। আমি যে ন্যাকাবোকা সাজেই নিজস্বরূপ দেখাই, তখনই সাতখুন মাপ। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা নিজেরা বৈষ্ণবদিগের নিকট "প্রায়েণ বেদ তদিদং" বিচার শ্রবণ করি, সেই সময়ই আমাদের 'খোলাকেটে-বামুন মরে' প্রবাদটী হ'তেও আমাদের আচার্য্যকে

সেয়ানা বল্‌তে ইচ্ছা হয় না। ক'খানা সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও তত্ত্বসাগর বাতিল করে আঙ্গুল দিয়ে সূর্য্য ঢাকার মত ন্যাকামি ক'র্‌তে পার, এখন সে ভাবনায় অস্থির হ'য়েছি।

উর্ব্বশীতে বশিষ্ঠ, মৎস্যকন্যায় ব্যাস উৎপন্ন হ'য়েছেন ব'ল্লেও তাঁর বিভক্ত ঋক্, সাম, যজুঃ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, মহাভারতগুলির শাণিত ছুরিকা বা উদ্দণ্ড কষায় আমার ন্যাকামি ছাড়িয়ে দেবে ভাবি, তখন বোকামিই আমার একমাত্র সম্বল হয়। যখন শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ্য বিচার ত্রিশির কণ্টকের ন্যায় আমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে, তখন ভার্গবীয় মনুর শ্লোক—"মাতুরগ্রেঽধিজননং" পুছে ফেল্‌তে ইচ্ছা করে। আর বাক্ দণ্ডের শ্লোকটা ভুলে গিয়ে ত্রিদণ্ড বিধির উপর ঝাল ঝাড়্‌তে ইচ্ছে হয়। ন্যাকাবোকার নাচুনীতে অধিকারী বাচস্পতি মহাশয়ের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈদিকত্ব নষ্ট হ'বে না। আর তা'তেই "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" শ্লোকের স্মৃতিবিধান বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্তের পুঁথি হইতে উঠিয়া যাইবে না।

ন্যাকা-বোকা আমি মায়াদেবীর ন্যায় বহুরূপিণী হইয়া অনেক ঘটেই ন্যাকামি-বোকামি ক'রে অচিৎ হইতেই চিৎ প্রসব করিয়াছে—এইরূপ বেদ-বিদ্বেষী, বিষ্ণুবিদ্বেষী, বেদান্তবিদ্বেষি মত প্রচার করি। শ্রীআনন্দতীর্থের শাক্তেয় মতবাদ-খণ্ডন দু'টী চক্ষু খুলিয়া দেখিব না। শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভ পড়িব না, ন্যাকামি করিব কেবল অধিকারীর পুস্তক লইয়া। বোকামি করিব, যেহেতু 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' বৈষ্ণবের প্রামাণ্য গ্রন্থ, সুতরাং তাহার মূলোৎপাটন করিবার গল্প সৃষ্টি করিব। যত কেনই না, ন্যাকামি করি, "যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"—তাহারা ন্যাকামি-বোকামি ধরিয়া ফেলিবে; বাদীর ঘট হইতে আমার কাষ্ঠা ত্যাগ করাইবে। তবে আমার একটা ভরসাও আছে, যে-সকল অনভিজ্ঞ পাঠক গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগুলিকে বুদ্ধিমান মনে করে, তাহাদের নিকটই আমি curtain lecture দিই। তাহারা আমার ন্যাকামি ধরিতে পারিবে না।

কিন্তু গৌড়ীয় আমার বিষম শত্রু। আমি যে ঘটই আশ্রয় করি না, সেই ঘটকেই লৌহমুদ্গরের দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আমার ন্যাকামি-বোকামি ধরিয়া দেয়। তাই আজ আমি গৌড়ীয়কে হাত করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছি। কখনও ন্যাকামি করিয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলিতে

প্রচার করি যে, * বাগানের তৌর্য্যত্রিক মন্দিরে গৌড়ীয় যান না কেন? তাহাদিগকে বহু যোজন দূরে রাখেন কেন? তারাও ত' ছড়া গান করে। রাইকানুর গানের ফোয়ারা ছড়াইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে। তাহাদিগের হইতে কি গৌড়ীয় ভিন্নমত, না তাহাদেরই বাস্তব ভাগবত-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন মত? গৌড়ীয় বিলাস-সহচর তাম্বুল চর্ব্বণ করেন না, গৌড়ীয় অসরলতা-কপটতাকে প্রশ্রয় দেন না, গৌড়ীয় দুশ্চরিত্রতাকে ভক্তিধর্ম্ম বলেন না, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণকে সাধনভক্তি বলেন না, তাঁহারা আত্মহিংসা, দ্বিপাদ-চতুষ্পাদ পক্ষী-পশুহিংসা করেন না, সুতরাং বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় তাঁহাদের স্থান নাই। বেদবিরুদ্ধ উপাসনা-প্রণালী গৌড়ীয় মঠ স্বীকার করেন না। মায়াবাদীকে শ্রৌতমতাবলম্বী বলেন না। কর্ম্মী স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যকে 'বৈষ্ণব' বলেন না।

কিন্তু বেদবিরোধী দলের ঘটেই আমার নিত্য অবস্থান। আমি খপরের কাগজের ঘটে, স্মার্ত্তের ঘটে, প্রজল্প-তর্কীর ঘটে, অর্ব্বাচীনের ঘটে নিরন্তর চাপিয়া বসিয়া আছি। সুতরাং গৌড়ীয়কেই আমি ভয় করি। তবে অনভিজ্ঞের সংখ্যা অধিক ও কাল কলি, ইহাই আমার ভরসা। বিবাদ বাধাইয়া ন্যাকাবোকা পাঠকদের নিকট হইতে বার্ত্তাবহের শুল্ক আদায়ের নামে কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের curreut coin ছোঁ মারিয়া লইব। আমার ন্যাকামি বুঝিতে ভোগি-সম্প্রদায়ের বুদ্ধি নাই। তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি যে, আমাদের গ্রাম্যবার্ত্তাগুলি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত কোন সাধুই পড়েন না ও আমাকে কল্কে দেন না। আমার কতকগুলি কথা বলিলাম। আরও এই-রূপ হাজার হাজার পত্র লিখিয়া প্রপঞ্চে অবস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বৈদিক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট উপস্থাপিত করিব। সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে একটু স্থান দিবেন। আপনার পত্রিকার গ্রাহক গৌড়দেশবাসী সকল স্বদেশী মহাত্মগণ; স্বদেশহিংসক, স্বধর্ম্মহিংসকগণের সহিত আপনাদের মতভেদ আছে, আমি জানি। সুতরাং আমাকে একটু স্থান দিলে আপনার পাঠক-সংখ্যা গ্রাম্যবার্ত্তাবহদের সকলকে পরাজিত করিবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বেদানুগব্রুব ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৩ পৃষ্ঠার পর)

২১। পঞ্চোপাসনার বিষ্ণুপাসনা কি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে ?

"পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২২। কেবল কাশীবাসী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণই কি মায়াবাদী ?

"বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। * * তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ-সকলও মায়াবাদী। * * বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল-দরবেশের মতও মায়াবাদ।"

—'মায়াবাদী কাহাক বলে ?' সঃ তোঃ ৫।১২

২৩। শঙ্করাচার্য্য মুক্তির পরে জীবের গতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

"কেবল-মুক্তি-লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীশঙ্কর নিস্তব্ধ। * * যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য-অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হন।"

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

২৪। রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ কি ?

"রামমোহনরায়-প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মটি খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দুধর্ম্মের জোড় কলম। এরূপ ধর্ম্মে যে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ান্ ও বিলাতী তার্কিকদের নিকট শান্তরসের উত্তমতা শিক্ষা করিয়া তদুচ্চোচ্চ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত। * * এক্সিয়ম্ ও পষ্টুলেটের জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই যিনি জিওমেট্রি (জ্যামিতি) শিক্ষা করিতে যান, তাঁহার যেরূপ দুর্গতি, প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যিনি রস বিচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্তেরও সেইরূপ দুর্গতি হয়।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

২৫। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ গুরুপদাশ্রয়ের বিরোধী কেন ?

"গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরু-লাভের যত্ন

এবং তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ শিষ্য-গণকে কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইহাদের পরিত্যাজ্য হয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

২৬। জড়ভজন কি ?

"জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার; ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

২৭। আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কি এক ?

"আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব, এই দুইয়ের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-ভেদ যতদিন হৃদয়ে উদিত না হয়, ততদিন উক্ত দুইটী শব্দের ব্যবহারে বিচার থাকে না। শুষ্কবাদীদিগের অপ্রাকৃত ভাবোদয় হওয়া কঠিন। অতিশয় সুকৃতিবলে অপ্রাকৃত তত্ত্বে রতি হয়; নতুবা আধ্যাত্মিক বিতর্করূপ প্রাচীরের এপারে থাকিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য দর্শন করিতে পারে না।"

—'সমালোচনা',সঃ তোঃ ৬।২

২৮। Trinity মতবাদ কিরূপে উৎপন্ন হইল ?

"জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত-প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটি সংক্রামক হইয়া জু (ইহুদি) দিগের ধর্ম্মে এবং শেষে কোরাণমতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটি সয়তানের উৎপত্তি করে। যে-সময়ে জরদ্বস্ত্র দুই ঈশ্বর-বিষয়ক-মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

২৯। Trinity মত-বিস্তারের ইতিহাস কি ?

"আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন গড্, হোলিঘোষ্ট্, ও ক্রাইষ্ট্—এই তিনটী তত্ত্ব-বিচার-দ্বারা তাহার যুক্ত-মীমাংসা বাহির করিলেন। যে-কালে বা যে-সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে-সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বর-বিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদ-নিষেধক উপদেশ করিয়াছেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

৩০। তান্ত্রিক শক্তিবাদ কোন্ দর্শন হইতে উদ্ভূত ?

"তন্ত্র-সকলের মত নানা প্রকার ; কোন একটি বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক স্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে 'মিথ্যা', কোন স্থলে 'সত্য' বলা হইয়াছে। কোন স্থলে 'নাদবিন্দু'কে, কোন স্থলে 'প্রকৃতি-পুরুষ'কে ও কোন স্থলে 'কেবলা প্রকৃতি'কে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে।"　　—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩১। তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

"তন্ত্র-সকলে যে-সকল লতা-সাধন, পঞ্চমকার-সাধন, সুরা-সাধন-প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কম্‌টী (কোঁৎ) প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি-পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না।　　—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩২। মায়াবাদের জন্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি ?

"ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটি বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে বৌদ্ধনামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধ মতের অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল।"　　—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ১৪

৩৩। মায়াবাদিগণ কি আস্তিক নহেন ?

"মায়াবাদিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে নাস্তিক।"

—'কথাসার', চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ

৩৪। শৈব-মত কোথা হইতে উদ্ভূত ?

"আমাদের বিবেচনায় শৈব-মত কপিল-সাংখ্য-নিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক-মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্র-মতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফল-কালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৫। বৌদ্ধ-মত ও জৈন-মত কেন প্রচারিত হইল?

"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ-প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ-মত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈন-মত প্রচার করেন।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৩৬। বৌদ্ধ ও জৈন মতের সংক্ষিপ্ত কথা কি?

"বৌদ্ধ-মতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করত শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি-অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়। উভয় মতেই জড় জগৎ নিত্য; কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্তবিশিষ্ট; অস্তিত্বই ক্লেশ; পরিনির্ব্বাণই সুখ; জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল; পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক; ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদের প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণ-বাদীর সেবক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৩৭। পাশ্চাত্যদেশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের ন্যায় কোন নির্ব্বাণবাদ-ধর্ম্ম আছে কি?

"বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ একটী নির্ব্বাণবাদ-ধর্ম্ম ইউরোপ খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম ও বৌদ্ধধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটি বিষয়ের প্রভেদ আছে—বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করত পরিভ্রমণ করিতেছে; কোন জন্মে নির্ব্বাণ-বিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে; কিন্তু পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্ম-জন্মান্তর নাই।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৩৮। আনুকরণিক অবতারবাদ কি সমর্থনযোগ্য?

"কতকগুলি লোক স্থানে স্থানে নূতন গৌরাঙ্গ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই

'মায়াবাদী'। ছদ্মবেশে হরিকীর্ত্তনাদি (?) দ্বারা অনেকের মোহ-উৎপত্তি করিয়াছিলেন। কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ নিত্যানন্দ, কেহ বা অদ্বৈত হইয়া দলবল সংগ্রহ করত হরিকীর্ত্তন (?) করিতে লাগিলেন। লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাই তাঁহাদের তাৎপর্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কীর্ত্তন-সময়ে এতদূর হাবভাব প্রকাশ করিতেন যে, অনেকেই তাঁহাদের গতিক দেখিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় উদয় হইতেছেন, এরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী-ভাষায় শিক্ষিত এবং থিওসফি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রে বেশ নিপুণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"যখন গৌরচন্দ্র স্বয়ং উদিত হইতেছেন, তখন তৎপার্ষদ হইয়া আপনারা কেন নিশ্চিন্ত থাকেন?"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা,' সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

৩৯। 'সমন্বয়বাদী' বা 'খড়-জাঠিয়া' কি শুদ্ধভক্ত?

"ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়; কখনও কখনও কথার আলোচনায় দশা (?) প্রাপ্ত হন; আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক-মতের সহায়তা করেন, বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। * * * তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।"　　—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

৪০। আত্মবঞ্চক কাহারা?

"যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট কীর্ত্তনাদির রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চক।"

—'তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন,' সঃ তোঃ ১১।৬

৪১। বৈড়াল-ব্রতিক কাহারা?

"বৈড়াল-ব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহ্যে তচ্চিহ্নসকল সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে; কোন দূর-উদ্দেশ্য-সাধনই তাহাদের প্রয়োজন।"　　—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪২। মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলনায় কপট পাপী কাহারা?

"ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল-ব্রতিগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপ-কার্য্য করেন।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৪৩। ধর্ম্মধ্বজী কাহারা ও কয় প্রকার ?

"যাহারা ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন-সকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজী - দুইপ্রকার অর্থাৎ কপট ও মূঢ়, বঞ্চক ও বঞ্চিত।" —'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৪। পরযোগীর আনুকরণিক কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব কি ?

"কেবল বেশধারিগণ কপট পরযোগীর বেশ ধারণ করিয়া জগদ্বঞ্চনা করে। পরযোগীর দৃষ্টান্তেই তাহারা জীবন-ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করে। হরি-কীর্ত্তনই কৃষ্ণ-ধর্ম্ম। অতএব কপট-ভাবে কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রকটন দ্বারা পরযোগীদিগের ন্যায় কর্ম্ম-ধর্ম্মাদির প্রতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখ-বিলাস-বিহারাদি প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে। তাহাতে ফল এই হয় যে, যে-সকল সুখ-বিলাস-বিনোদ-দ্বারা তাহারা লোকদিগকে ভ্রম উৎপত্তি করে, সেই সকল বিলাস-দ্বারা ঐসকল বেশধারীদিগের অধঃপতন হইতে থাকে। কীর্ত্তনাদিতে কপট রোদন ও মূর্চ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্দ্বারা তাহারা বিষয়ীদিগের বিষয়ী হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-বেশ ও ভিক্ষাশ্রমাদি লক্ষণের গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিজাত্য জন্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট যাইতে পারে না। কুগ্রামবাসী নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাকৃত জনের সঙ্গ করে। সময়ে সময়ে কৃষ্ণগুণ-মহিমা-শূন্য হইয়াও কপট অনুরাগের লক্ষণ নর্ত্তকদিগের ন্যায় পুলক প্রেমাদি বাহ্য রসের দ্বারা প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেইগুলি তাহাদের বিলাস-স্বরূপ হয়।" - ভজনামৃতম্

৪৫। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কুসঙ্গ কি ?

"বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী অপেক্ষা আর কুসঙ্গ জগতে নাই। কপট ধর্ম্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুষ্টাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করত সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ 'গুরু' হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এই সকল কপট, কুটীল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন।" —'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১ (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অকিঞ্চনের আকিঞ্চন

গুরুদেব !

চিরবদ্ধ হৃদি-অর্গল খুলে,
(তোমার) বিশুদ্ধ আসন পাতিব।
অস্থির সুখের বাসনা ভু'লে,
(তোমার) পদসেবা-সুখে মাতিব ॥
জড়ীয় আকাঙ্ক্ষা সকল ভু'লে,
(মরমে) সচেতন আশা পোষিব।
ঐ শ্রীচরণে মমতারে ফেলি',
(তোমার) পুতঃ যশ বিশ্বে ঘোষিব ॥
নিজ-স্বাতন্ত্র্য-অভিমান ত্যজি',
(তোমার) দাস বলি' নিজে জানিব।
তোমার-যুগল-চরণ ভজি',
(আমার) জনম সার্থক মানিব ॥
ভোক্তার স্বভাব সমূলে ছাড়ি',
(তোমার নাম-যশ-সদা জপিব।
কু-বিষয় হ'তে মনটী কাড়ি',
(তোমার) অভয়-শ্রীপদে সঁপিব ॥
হেম-কামিনী-লোভ পরিহরি',
(জড়ীয়) প্রতিষ্ঠা আর না মাগিব।
মায়া-পিশাচীর কবলে না পড়ি,'
(ইতর) মোহ-নিদ্রা হ'তে জাগিব ॥
প্রাকৃত-বুদ্ধ্যে তোমাকে না দেখি,'
(তোমাতে) অসূয়া ভাবনা ছাড়িব।
তোমার করম-কলাপ দেখি,'
(ভুলেও) মর্ত্ত্য-বুদ্ধি নাহি করিব ॥
শরণাপ্রত্তি ও চরণে লভি',
(অশেষ) সংসার-যাতনা নাশিব।
তব বরাকের বেশেতে শোভি',
(অগাধ) সেবা-সাগরেতে ভাসিব ॥

দেহাত্ম-বুদ্ধি চিরতরে ত্যজি,'
(অভ্যাসে) আচরণ মাত্র বুঝিব।
প্রাকৃত স্বজন-মোহে না মজি',
(তোমার) নিজ-জন-ভক্তে খুঁজিব॥
অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি',
(শুদ্ধ) সাধুসঙ্গে রত হইব।
লোক-ব্যবহার সব দিয়ে ছাড়ি,
(নিত্য) সেবক-শরণ লইব॥
তব নিরদেশে প্রবুদ্ধ হই',
(উত্তম) মাধুকর-বৃত্তি সাধিব।
তোমার গৃহের কুক্কুর রই,
(নিশ্চিন্তে) নির্ম্মল আনন্দে ভাসিব॥
সেবাধিকার কবে যাবে বাড়ি',
(জাড্যাদি) আলস্য সুদূরে ত্যজিব।
ভোগবাসনা চিরতরে ছাড়ি',
(সুধাময়) হরে কৃষ্ণ নাম গাহিব॥
সাধু-উপদেশ শ্রবণ করি,
(প্রজল্প) গ্রাম্যবার্ত্তা-চর্চ্চা ছাড়িব।
শ্রুত-বিষয়ের কীর্ত্তন করি,
(ক্রমান্বয়ে)শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমে বাড়িব॥
তোমার আদেশ পালনহেতু,
(অনন্ত) নরকে নাহিক ডরিব।
তব পূতঃবাণী মঙ্গল-সেতু,
(জানি) যতনে হৃদয়ে ধরিব
গৌর-নিত্যানন্দ-চরণ ভজি,
(মানব) জনম সার্থক করিব।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রীতিসুখে মজি',
(নিত্য) ব্রজধাম-পথে চলিব॥

—শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৪)

গোপ-গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর হন, তবে রাস-প্রসঙ্গে প্রেয়সী গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের কথা উক্ত হইল কেন? তদুত্তর,—ব্রজগোপীগণ দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধা ও সাধকচরী। তন্মধ্যে সাধকচরীগণ অসিদ্ধদেহা। তাঁহাদের কেহ কেহ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপরূপে স্বয়ং-ভগবান্, ইহাঁরাও তদ্রূপ গোপীরূপে নিত্যপ্রেয়সী। আর যাঁহারা সাধন-দ্বারা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধকচরী। দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিগণ ও শ্রুতিগণ সাধকচরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঐ গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ (ভাঃ ১০।২৯।৯-১১)

গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ পতি-শুশ্রূষার জন্য গৃহে প্রবেশ করার পরেই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি হয়। তাহা শ্রবণমাত্র তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিতা, কিন্তু বাধা দিবার জন্য দ্বাররোধ করিয়া পতিগণ দণ্ডায়মান। তখন অনন্যোপায় হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করত প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান-প্রভাবে অশুভ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ গুরুজন-ভয়াদি বিদূরিত হইল। আর ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করার জন্য মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সখ্যাদির সাহায্য-চিন্তন তিরোহিত হইল। এস্থলে 'অশুভ' ও 'মঙ্গল'-শব্দের এতাদৃশ অর্থ করার হেতু দেখাইতেছেন যে, নিন্দিত কর্ম্ম হইতে অশুভ, আর বিহিত কর্ম্ম হইতে মঙ্গল হয়। ভগবৎ-পরিকরগণের কর্ম্মবন্ধনহেতু জন্ম সম্ভব নহে, তজ্জন্য তাঁহাদের অশুভ বা মঙ্গল নাই। তদ্বিষয়ে প্রমাণ—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে। (বিষ্ণুপুরাণ)

বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধনহেতু জন্ম নাই। তবে যে তাঁহাদের জন্মাদির কথা শ্রুত হয়, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবদিচ্ছাতেই হইয়া থাকে। সুতরাং গোপীগণের 'অশুভ' বা 'মঙ্গল'-শব্দের এইপ্রকার অর্থই সঙ্গত। তাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা—প্রেমের প্রকট-বিগ্রহ। তাঁহাদের গুণময় দেহস্থিত যে 'অশুভ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থান্তর হইতে পারে।

ভৃগুমুনি শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করিলে পর শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

অদ্যাহং ভগবল্লক্ষ্ম্যা আসামেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।১১)

হে ভগবন্, অদ্য আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হইলাম। আপনার পদাঘাতে আমার পাপক্ষয় হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থলে বাস করিবেন।

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে অশেষ পাতক নষ্ট হইয়া থাকে, সেই ভগবদ্বিগ্রহে পাপস্পর্শলেশের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? তবে শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করার জন্য ভৃগুমুনির যে অনুতাপ হইয়াছিল, তাহা ঘুচাইবার জন্য শ্রীহরির ঈদৃশী উক্তি। এস্থলে যেমন ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষার জন্য অর্থান্তর করা হইল, রাসপ্রসঙ্গে গোপীগণ-সম্বন্ধে কথিত 'অশুভ' ও 'মঙ্গল' শব্দেরও উক্তরূপ অর্থান্তর হওয়া উচিত। অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ (ভাঃ ১০।২৯।১২)

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠকান্ত বলিয়াই জানিতেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। গুণযুক্ত-বুদ্ধিবিশিষ্টা তাঁহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি কি-প্রকারে সম্ভব?

তদুত্তরে শ্রীশুকোক্তি,—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৬)

শুকদেবের উক্তি,—হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করিয়া যেরূপ শিশুপাল সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাকে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করা যায়, তখন অধোক্ষজ-প্রিয়াগণের গুণময় দেহত্যাগের কথায় আশ্চর্য্যের বিষয় কি থাকিতে পারে? হে নৃপ! অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, গুণাত্মা ভগবান্ কেবল মানবগণের মঙ্গলের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীহরির প্রতি সতত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহৃদ্য বিধানদ্বারা তন্ময়তা লাভ করা যায়। অজ ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এসম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। যেহেতু তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্তিলাভ করিতে পারে।

জারবুদ্ধ্যা—জার এই যে বুদ্ধি তদ্দ্বারা সঙ্গতা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ জাররূপ প্রাপ্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিলেন, এরূপ নহে। অর্থাৎ গোপীগণের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার (উপপতি) এই ভাবনা আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি 'জার' নহেন। কেহ যদি রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করে, সেটী তাহার বুদ্ধিগত ভ্রম, কিন্তু বস্তুগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। সেইপ্রকার গোপীগণের বুদ্ধিতে 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার' এই ভাবনা থাকিলেও তিনি তাঁহাদের জার ছিছিলেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কাহারও জার হইতে পারেন না। তিনি সকলের হৃদয়-রমণ। যোগমায়া-প্রভাবেই তাঁহাতে জারবুদ্ধি হইয়াছিল। সেই বুদ্ধিতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে জার অর্থাৎ উপপতিভাবে ভজনে প্রাবল্য দর্শিত হইয়াছে। জার-শব্দ নির্দ্দেশদ্বারা লোকধর্ম্ম ও লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া গোপীগণের নির্বাধত্ব দেখান হইল। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য দুস্ত্যাজ্য লোকধর্ম্ম ও লৌকিক মর্য্যাদাত্যাগে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের তীব্র উৎকণ্ঠার প্রবল প্রবাহ সমস্ত অন্তরায়কে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়াছিল। যদি এইপ্রকার জার-বুদ্ধি না থাকিত, তবে গোপীভাবের উৎকণ্ঠাতিশয্য ও গোপীপ্রেমের মহিমা প্রদর্শনের অন্য উপায় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণভজনে এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রয়োজন।

"সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ" পদে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বিরোধী গুরুজন-মধ্যে বাসাদি অন্তরায় বুঝিতে হইবে। গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের কথা বলায় পরীক্ষিৎ মহারাজের হৃদয়ে ঐরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল।

গোপীগণের প্রাকৃত গুণসম্পর্কের অভাব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবন্ধ

যে-সকল গুণ আছে, তৎসমুদয় পরমপুরুষার্থের অন্তর্গত, সে-সকলের নিবৃত্তি হইতে পারে না। মায়িক গুণসকল পরমপুরুষার্থ সাধনের অন্তরায় বলিয়া সে-সকলের ক্ষয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্রজগোপীগণের যে-সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির হেতুভূত, সে সকলের বিরতি হইতে পারে না। তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধী গুণ; যতদিন স্বরূপের স্থিতি, ততদিন গুণেরও স্থিতি। স্বরূপের ধ্বংস অসম্ভব বলিয়া গুণক্ষয়ও অসম্ভব। সুতরাং গুণক্ষয় জন্য মুক্তি তাঁহাদের নাই।

"উক্তং পুরস্তাৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যা,—পুরঞ্জনের ইতিহাসের মত (স্ত্রীচিন্তা করিয়া মৃত্যুর পর স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি) ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু নির্ণয় দুরূহ বিষয় বলিয়া শ্রীশুকদেব উক্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলেন।

শিশুপাল ও দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল ছিলেন। চতুঃসন বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরকুমার ও নগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের নগ্নভাবে হরি সন্নিধানে যাইতে জয়-বিজয় নিষেধ করায় চতুঃসন কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণের অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই পাপে তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির বীর-রসে যুদ্ধ-কৌতুক উপভোগের নিমিত্ত জয়-বিজয়ের প্রপঞ্চে অবতরণ। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদছাড়া ভগবানের তুল্য কেহ নাই। তজ্জন্য পার্ষদগণকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। অসুরভাব ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া অসুর যোনিতে জন্মাইলেন। ভগবান তাহা-দিগকে বলিয়াছিলেন,—তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে ভীত হইও না। আমি অভিশাপ খণ্ডনে সমর্থ হইলেও অভিসম্পাত করাইলাম, উহা আমার অনুমোদিত। এই বচনানুসারে জানা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপছলে শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবদ্-ইচ্ছাতেই তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহের তিনবার পার্থিব দেহে প্রবেশ হইয়াছিল।

শিশুপাল ও দন্তবক্রের বিনাশান্তে শ্রীনারদ-মুখে তাহাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠবাসীদের প্রাকৃত দেহ কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে শ্রীনারদ-ঋষির উক্তি,—

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥ (ভাঃ ৭।১।৪৬)

শ্রীনারদ বলিলেন, সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃষ্বসার গর্ভে ক্ষত্রিয়-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় এখন শাপ-নির্ম্মুক্ত হইল।

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োস্তৌ। তয়োঃ পাপমের হতং ন তু তৌ।" "চক্রদ্বারা তাহাদের পাপ হত হইয়াছিল, তাহারা হত হন নাই।" ব্রজগোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। পত্যাদি যখন বাধা প্রদান করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় তাৎকালিক কল্পিত গুণময় দেহে অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্টা গোপীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাসপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি,—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্-ব্রজৌকসঃ॥
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বস্থিতা গোপীগণের তদিচ্ছায় মায়াকল্পিত দেহে পতিপার্শ্বে অবস্থান হইয়াছিল। উঁহারা সেই মায়িক দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, নিজদেহ ত্যাগ করেন নাই।

জয়-বিজয়-প্রসঙ্গে যদি তাঁহাদের দ্বেষাভাসের সহিত নিরন্তর স্মরণ প্রভাবে তাদৃশ অসুরদেহ ত্যাগের পর পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান ঘটে, তবে ব্রজ-রামাগণের প্রীতির সহিত নিরন্তর স্মরণপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 'তন্ময়তা'-শব্দে তৎপ্রচুরতা বুঝিতে হইবে। যেমন স্ত্রীময় কামুক—কামুকের চিত্তে যেমন কেবল স্ত্রী স্ফূর্ত্তি পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে কাম-ক্রোধ-স্নেহাদি ভাবদ্বারা তাঁহাতে গাঢ় আসক্তি জন্মে। 'তন্ময়তা'-শব্দে অনুরক্তাত্মতা ও প্রলীনতা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাধু-সঙ্গ ও শ্রীগুরু-তত্ত্ব

ধীর বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া চরম-কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয় তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণলাভের চেষ্টা করিবেন।

বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিফলে সদ্‌গুরু বা বৈষ্ণব-গুরুর দর্শন লাভ হয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সেইজন্য তীর্থদর্শন ও তীর্থক্ষেত্রে বাস করিবার মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কল্কি-পুরাণে আছে,—

বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি-যোগতঃ।
দৈবাৎ ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তমাদীশ্বরদর্শনম্ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াগমনচ্ছলে পুনরায় সেই মাহাত্ম্যই ঘোষণা করিয়া নিখিল জীবকুলের চরম-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০, ৫৩)

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধারণ প্রাকৃত জীবের নিকট চিরকালই অপ্রকটিত থাকেন। তবে বিশেষ বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শ্রীগুরুদেব তাঁহার স্বমুখ-নিঃসৃত বাণীরূপা কৃপা প্রকটিত করাইয়া জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন। ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদানের সার্থকতা—সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরু-দর্শন-জনিত আনন্দ। সাক্ষাৎ দর্শন হইলেই অন্তর-দর্শন হইবে। বাহ্যদর্শনের আনন্দই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যেহেতু, হৃদয় বা মনই আনন্দের উৎসস্বরূপ। পারমার্থিক অনুষ্ঠানে যোগদানের পর ভক্তগণ স্ব-স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেও শ্রীগুরুদেবের দর্শনজনিত আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উহা বহুপ্রকারে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে উল্লেখ আছে,—

তৎপ্রসাদোদয়াদ্ যাবৎ সুখং বর্দ্ধেত মানসম্।
তাবদ্‌বর্দ্ধিতুমীশীত ন চান্যদ্ বাহ্যমিন্দ্রিয়ম্॥

অর্থাৎ মন দৃশ্যবস্তু বিষয়ের আকারতা প্রাপ্ত হইলেই তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অন্য ইন্দ্রিয়গণের তাহা নাই; যেহেতু তাহারা বাহ্য, স্থূল ও সীমাবদ্ধ।

ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিবার জন্যই সদ্‌গুরু এই প্রপঞ্চে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন। এই নিখিল বিশ্বে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ভোগের দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান জীবের সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জন্যই ভক্তবেশ অঙ্গীকার করেন।

গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে॥
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

অতএব, সেই জগৎপিতা কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে বা তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, সম্বন্ধজ্ঞানদাতা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইতেই হইবে। শ্রীগুরুদেবে ভক্তিভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে সেই তত্ত্ববস্তু জানিবার কোন উপায়ই নাই।

কৃষ্ণ-ভজনহীন জীবের দুর্গতি সম্বন্ধে বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ভক্তিরসের আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
(চৈ চঃ মঃ ২০।১১৭-১১৮)

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুও তাঁহার "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখের দুঃখ ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবেত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"

এই সংসার-দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আচার্য্যের নিকট আশ্রয় লইতেই হইবে এবং গুরু-সেবা-রূপ পাথেয়দ্বারা ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অগতির গতি, অনাদির আদি, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দ-রসঘন-বিগ্রহ ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাদপদ্ম-সেবালাভ হইবে।

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েদ্।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥ (ইতিহাস-সমুচ্চয়)

অর্থাৎ, এইহেতু শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধান করিবে, তাহা হইলেই শ্রীহরি প্রসন্নমুখ হইবেন।

হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি এস্থলে প্রণিধান-যোগ্য,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।২৫)

অর্থাৎ, যে-কাল পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষিক্ত না হয় সে-কাল পর্য্যন্ত উহা কখনই উরুক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্পর্শই জীবের সমস্ত অনর্থ-নাশের একমাত্র হেতু।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের শরণাগত অবস্থা ও তাঁহার উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিলেই আমাদের অজ্ঞরুঢ়ি বৃত্তিরদ্বারা উপার্জ্জিত যে জ্ঞান, তাহা মহূর্ত্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

কার্পণ্য-দোষপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥
(গীঃ ২।৭)

(অতঃপর ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্ত্তি-নিবেদন

(প্রবাসে অবস্থানকালে)

এইবার প্রভু উদ্ধারহ মোরে
আর না রাখিহ গুহার ভিতরে
এ সকল স্থানে থেকে থেকে মোর
চিত্ত হয়েছে বিকল।
মরণ আমার অতি সন্নিধানে
তাই তোমা আজি ডাকি প্রাণপণে
আমারে লইতে তোমার করুণা
হারায়েছে নাকি বল ?? ১ ॥
তোমার বাণীর কবে আসে ডাক
তাই ত সতত রয়েছি সজাগ
তোমার স্বপন ছাড়ায়েছে ঘুম
নিদ্রাহারা যে আমি।
আর ত কাটেনা বিনিদ্র রজনী
কেমনে বাহিব দিবস যামিনী
হাসিতেছে শুধু ঘোর ঘনকাল
দুঃখের সুবাস চুমি ॥ ২ ॥
গৃহেতে যাদেরে বলেছিনু ছায়া
সেইগুলি হেথা ধরিয়াছে কায়া
প্রাণের সজোর উজোরে তাদের
ভাসিতেছে মন আজ।
বৃথা শুনেছিনু তব উপদেশ
শ্রীহরি-ভজনে ছেড়েছি স্বদেশ
এই বনমাঝে তোমায় ছাড়িতে
শুধু মোর মুখে লাজ ॥ ৩ ॥
বাণীর বৈভবে কত না দূষেছি
মঠবাসী জনে সদাই নিন্দেছি,
বুঝিনিকো কভু গুরুর সেবক
সদা মান্য আপনার।
পাইতে শ্রীহরি গৃহ ছাড়ি দিয়া
তব শ্রীচরণে সকলি সঁপিয়া
পলে পলে আমি বুঝিতেছি আজ
ত্যাগের বিপদভার ॥ ৪ ॥
যত দোষ সব রয়েছে আমায়
দোষের গরল জ্বলিছে হিয়ায়
পাগল হয়েছে চিত্ত যে মোর
সকলি যে বিষময়।
হায় হায় হায় কি করিব আর
নাহি কোন পথ আজ পলাবার
মায়ার চিন্তা যে ঘোরে মোর পিছে
সবই দেখি মায়াময় ॥ ৫ ॥
ঘোর মায়াকাল ঘিরিয়াছে মোরে
মায়ার চিন্তা মোরে জারি মারে
এবে গুরুদেব তুমি মোর প্রভু
প্রাণ মোর হরি' লও।
প্রাণবায়ু কেন এখনো গেল না
কি দোষ আমার খুলেই বলনা
পাহাড়ে মাথাটী কুটিয়া মরিব
করিতে দোষের ক্ষয় ॥ ৬ ॥
আর ত চাহিনা রহিতে বাঁচিয়া
কতকাল আর রহিব বসিয়া
তোমার বিরহে যাতনা যে কত
বুঝিবে তুমি তা কিসে ?
ঘুচাবে কে মোর এ বিষম জ্বালা
জনম আমার মরণের মালা
সেই মালাখানি দাও মোর গলে
ধূলিতলে যাই মিশে ॥ ৭ ॥

আঁখি অপলক নিমেষ হারায়ে
রহিয়াছে বৃথা এই পথ চেয়ে
চিত্রগুপ্ত হারায়েছে মোর
জনমের ঠিকানা।

যমরাজও লয় ভাল ছেলেটিরে
কে করিবে দয়া এই অভাগারে
দারুণ পাষাণ হয়েছি বলিয়া
লাথিটীও কেউ মারে না ॥৮॥

কত জন্ম এল কত জন্ম গেল
কেহ এ পামরে রাখিতে নারিল
অধম পশুর যেই প্রভুভক্তি
তাহাও যে মোর নাই।

কমিয়াছে তাই অন্ন ও জল
প্রতিদিন যাতে হই দুর্ব্বল
গুরুপাপে সদা লিপ্ত রহিব
যদি মৃত্যু এসে যায় ॥ ৯ ॥

হাহা গুরুদেব কোথা তুমি আজ
কোথায় পামর এই বনমাঝ
এ প্রাণ-চাতক তৃষায় মরিছে
তব পাদসীধু বিনা।

তোমার চরণ চাতক কাতরে
ডাকিছে কেবল বলি বারেবারে
"আমি নরাধম কাঙ্গাল দুর্জ্জন
বলেকি চরণ পাবনা ?? ১০॥

কতকাল আর থাকিব এরূপ !
অনাদি হইতে ভুলিয়া স্বরূপ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে
ব্যর্থ হয়েছি আমি।

আজও কাণে বাজে সে করুণসুর
দূর হতে তাহা আরও বহুদূর
করে বিদীরণ এ পাষাণ বুক
জান তুমি অন্তর্যামী ॥ ১১ ॥

মিছা ভাবি শুধু সেই কালরাত
যবে ছাড়াছাড়ি তোমায় আমাত
আর কি জীবনে আসিবে সেদিন
পাইব (তোমার) চরণ-সেবা।

যদি একান্তই বিধি হয় বাম
যামুনের ন্যায় ছাড়হ পরাণ
কি লাভ হইবে এ ছার্ জীবনে
লউক আমারে যেবা ॥ ১২ ॥

এথা নাহি শুনি তব গালাগালি
আহা সে মধুর অমৃতের ডালি
মাঝে মাঝে তাহা স্মরণে আসিলে
মন যে পাগল হয়।

অন্ততঃ এক পত্র-ভিতরে
মোর দোষ যত একত্রিত করে'
প্রাণভরে মোরে দেহ গালাগালি
যাতে তব জ্বালা যায় ॥১৩॥

পুরাও তোমার হৃদয়ের আশ
আমি প্রভু তব চির ক্রীতদাস
লাথির কুকুর করিয়া আমারে
দেহ তব কাছে ঠাঁই।

ব্যাসপূজার এক পুণ্য বাসরে
বলেছিলে নাকি সভার মাঝারে
"সেবকে ছাড়িয়া জন্ম-জন্মান্তরে
এক পা-ও নাহি যাই" ॥১৪॥

তাই তো তোমার চরণে মিনতি
রাখিতেছি তবে করিয়া প্রণতি
লৌকিকী তনু গ্রহণের কালে
আবার আসি যেন ফিরে।

কীট-জন্ম যেন হয় মোর তথা
পামরে লইতে জনমিবে যেথা
মানুষ হবার বহু জ্বালা আছে
তিলে তিলে জারি মারে ॥১৫॥

—শ্রীবিশ্বনাথ রায় (বি.ই.)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

ধাম-মাহাত্ম্য-বর্ণন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

১০ই চৈত্র **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) — ইহা অপরাধভঞ্জনের পাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীবাস-চরণে অপরাধিদ্বয় চাপালগোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষালন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যরত্ন, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের একমাত্র "অন্তরঙ্গ সেবক" (স্বয়ং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরেরই উক্তি) এস্থানে "শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন। সত্যযুগে এখানে বাসুদেব নামক এক ভক্তকে ভগবান কোলরূপে দর্শন দান করেন। সেজন্য এ স্থানের নাম "কোলদ্বীপ"। অস্মদীয় আচার্য্যদেব গত বৎসর নবনির্ম্মিত সুবিশাল মন্দিরে এস্থলে 'কোলদেব' প্রকটিত করিয়া ধর্ম্ম ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিরাট যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য)—ষড়্ঋতুরাজগণ এই স্থানেই শ্রীগৌর-ভগবানের অবতার সম্বন্ধে চিন্তা করেন। তজ্জন্য এই নাম।

১১ই চৈত্র **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জহ্নুমুনি এস্থানে শ্রীশ্রীগৌরদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—শ্রীরামচন্দ্রদেব বনবাসকালে এক মহাবট-বৃক্ষতলে এস্থানে অবস্থান করিয়া বৃক্ষাদির শোভাদর্শনে অতীব আনন্দিত হন এবং ভক্তগণের এখানে বৃন্দাবন-স্ফূর্ত্তি হয়। তজ্জন্য এইরূপ নাম। মোদ—আনন্দ, দ্রুম—গাছ।

১২ই চৈত্র **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—একাদশ রুদ্র এইস্থলেই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)— বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশম্ভুর কৃপায় পার্ব্বতীদেবী শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শন করিয়া এস্থলে তাঁহার পদধূলি স্বীয় সীমন্তে ধারণ করেন।

১৩ই চৈত্র **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এস্থানে আপনার অবতার ও তৎকালে ব্রহ্মার হরিদাস ঠাকুররূপে আবির্ভাব—এই অন্তরবাণী স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মাকে এস্থলে লেন। তজ্জন্য নাম অন্তর্দ্বীপ।

জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই মায়াপুর যোগপীঠেই এক বিশাল মন্দিরে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ দর্শন শেষে যাত্রিবৃন্দ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ভুবন-বিখ্যাত শ্রীচৈতন্যমঠ ও ভক্ত চাঁদকাজির সমাধিস্থল দর্শনের পর জয়দেবের পাটে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদসেবান্তে নবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমা উৎসবের বৈশিষ্ট্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই উক্তির অনুসরণে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনই এই উৎসবের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। ধাম পরিক্রমাকালে, মহাপ্রসাদসেবনকালে, বিশ্রাম-সময়ে সর্ব্বদাই হরিকীর্ত্তনে যাত্রী-সাধারণ মগ্ন থাকিবার সুযোগ লাভ করেন।

যাত্রী ব্যতীত আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবার অধিকার দেওয়া হইত। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কঠোর নির্দ্দেশ ছিল, যেন একজনও মঠদুয়ার হইতে বিনা মহাপ্রসাদ সেবনে চলিয়া না যায়। ষষ্ঠ সহস্রেরও অধিক লোক প্রত্যেক বেলাতেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইতেন। মঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু লোকজন ও শহরের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণও উৎসবের কয়দিনই ২ বেলায়ই মহাপ্রসাদ পাইতেন।

পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রাগভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, সাঁওতাল-পরগণার কুমড়াবাদ গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী ও মেদিনীপুরের সতীশ দাস মহাশয়গণের সুললিত উচ্চ কীর্ত্তনে যাত্রী-ভক্তগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণ —শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ ও মঠস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দ,— গৌড়ীয়গণই যে সনাতনধর্ম্ম-যাজনকারী একমাত্র শুদ্ধভক্ত, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, এবং বঙ্গের অন্যান্য মিশন-সঙ্ঘগুলির বেশীরভাগই যে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টান, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন ইসলাম-ধর্ম্মের প্রচারক, তাহা তেজস্বীকণ্ঠে অখণ্ড্য যুক্তিদ্বারা স্থাপনপূর্ব্বক যাত্রি-

দিগের নিকট দিব্যজ্ঞানের পথ উন্মোচন করিয়া দেন। প্রতিটী দ্বীপেই তত্তৎ-ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-শ্রবণে যাত্রিবৃন্দ পথশ্রম ভুলিয়া হরিগুণ-গানেই মত্ত থাকিতেন।

জয়দেবের পাটে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ সেবনের দিন হাজার হাজার লোক (আনুমানিক ১২০০০) অকাতরে প্রসাদ পাইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাস-লীলা গ্রহণের পূর্ব্বে "ম্যানেজার বিনোদ বাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার ও নদীয়া-জেলাবোর্ডের একরোখা সদস্য ছিলেন। তাঁহার সুশাসন ও দাপটে সমগ্র নদীয়া জিলা স্তব্ধ ছিল। "ম্যানেজার বিনোদ বাবু আসিয়াছেন"—এই সংবাদটীই এত জনসমাগমের একমাত্র কারণ। মধ্যাহ্ন ১২-৪৫টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা প্রসাদ-বিতরণ পর্ব্ব চলিতে থাকে। জয়দেবের পাট হইতে মায়াপুরের হুলোর ঘাট (গঙ্গাঘাট) পর্য্যন্ত পথ (প্রায় ২ মাইল) মহাপ্রসাদ-সেবান্তে-বহির্গামী জনস্রোতের একটী শ্রেণী সন্ধ্যা ৬-৩০টা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। কোন নবাগত পথিকের ভ্রম হইবে, যেন একটী মেলা বসিয়াছে এবং মেলাশেষে যাত্রিবৃন্দ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে এবং অনেক নূতন ব্যক্তি মেলা-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বহু পুরাতন প্রজা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দেখা করিতে আসিয়া আর্ত্তি-সহকারে বলিতে থাকেন, "বাবু, আপনার আমলে আমরা যে কত সুখে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনি আর এখানে নাই, আমাদেরও দুঃখের অন্ত নাই।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে অঝোর নয়নে তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেবও তাহাদিগকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সবই বিফল। তাহাদের ঐ এক কথা, "আপনি এখানে আবার চলিয়া আসুন।" উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ গৌরপূর্ণিমার পর দিবস কত হাজার লোক যে মহাপ্রসাদ পাইয়াছে (বেলা ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত) তাহার হিসাব নাই। আনুমানিক ৩০।৩৫ হাজার ব্যক্তি এইদিন মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমন

নবদ্বীপ Govt. Sanskrit Collegeএর প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ বি. এ. মহোদয় 'শ্রীগৌরতত্ত্ব' সম্বন্ধে একদিন সংস্কৃত-ভাষণ দান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়া দেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিষ্ঠাবান্

গৃহস্থভক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ধাম পরিক্রমা এক সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ সম্বন্ধে করেন।

পাড়ার লোকজনদের মন্তব্য

মহাপ্রসাদ-বিতরণেএরূপ উন্মুক্তদুয়ারের সংবাদে পাড়ায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। পাড়ার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট বলেন, "অন্যান্য স্থানে টিকিটদ্বারা কেবল যাত্রীদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা। কিন্তু এস্থানে সকলের অবাধ অধিকার সত্যই আপনার উদারতা ও অতিমর্ত্ত্য শক্তির পরিচায়ক।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এরূপ বিরাট যাত্রী-সমাবেশে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও মনিপুর-রাজবাটী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কর্ম্মকার এবং মঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহস্থগণ বাসস্থানদানে সহযোগিতা দ্বারা সমিতিকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন। পাড়ার বহু বালক স্বেচ্ছাসেবকের কাজে পরমা সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সমিতি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। পাড়ার সকলেই এই উৎসবের সুসাফল্যে যত্নাগ্রহ করায় তাঁহাদের নিকটও সমিতি কৃতজ্ঞ।

শ্রীধাম-পরিক্রমার এই মহাযজ্ঞের বিরাট ব্যয়ভার বহনে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের সজ্জনবৃন্দের সহানুভূতি উল্লেখ-যোগ্য। তন্মধ্যে তণ্ডুলাদি সংগ্রহ ব্যাপারে মেদিনীপুর জিলার ভক্তগণ অগ্রগণ্য। বিশেষতঃ তত্রস্থ কল্যাণপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী প্রভুর দান উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে সমস্ত যাত্রীর নিকট নিবেদন,—তাঁহারা যেন বন্ধুসহ প্রতি-বৎসর এরূপ আগমন করিয়া সমিতিকে ভক্ত-ভগবানের সেবাধিকার দান-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিপাদপদ্মে নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জন করেন।

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, B. E. (Cal.)

প্রচার-প্রসঙ্গ

দুমকা জেলায় প্রচার

প্রচারের উদ্দেশ্য

"আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার-প্রচার-নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥"

এই চৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, পরমকারুণিক, জীবহিতৈষণৈকব্রত, পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ—জগদ্গুরুনামূলক, নিত্যধারাবিচ্ছিন্ন, কালান্তর্গত, অসনাতনী ধর্ম্মগুলির হেয়ত্ব প্রদর্শন অপেক্ষা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র চেতনধর্ম্ম এবং গৌর-বিনোদ-বাণীই যে তাহার একমাত্র পরিবেশক, ইহা জানাইবার জন্য গত ৮ই এপ্রিল বুধবার (একাদশী দিবস) সঙ্গে ষোড়শ মূর্ত্তি মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী লইয়া রাত্রি ১১টার সময় শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে দুমকা জিলান্তর্গত সারসাজোল গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি.এ, মহোদয়ের বাটীর উদ্দেশে কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয় করেন।

প্রচার-সঙ্ঘের সদস্যগণ

(ক) মঠবাসী

১। পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ**। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। ৪। শ্রীপাদ চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী। ৫। শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারী। ৬। শ্রীপাদ ভগবান-দাস ব্রহ্মচারী। ৭। শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী। ৮। শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী। ৯। শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী। ১০। শ্রীপাদ বৃন্দাবনবিহারী-দাস ব্রহ্মচারী। ১১। শ্রীপাদ মাধবদাস ব্রহ্মচারী। ১২। শ্রীপাদ শেষশায়ী ব্রহ্মচারী। ১৩। শ্রীপাদ নিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। ১৪। শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন ব্রজবাসী। ১৫। শ্রীপাদ সনৎ কুমার ব্রহ্মচারী। ১৬। শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোচন ব্রহ্মচারী। ১৭। শ্রীপাদ গোপীনাথ ব্রহ্মচারী।

(খ) গৃহস্থ

১৮। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী। ১৯। শ্রীপাদ মধুসূদন

বিদ্যানিধি, বি-এ। ২০। শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। ২১। শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী। ২২। শ্রীপাদ নবীনমদন দাসাধিকারী। ২৩। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মণ্ডল। ২৪। শ্রীযুক্ত রত্নাকর দাস।

যাত্রারম্ভ

নবদ্বীপ হইতে প্রচার-সঙ্ঘ কাটোয়া-আহমদপুর-সাঁইথিয়া হইয়া তৎপরদিবস (৯ই এপ্রিল) বেলা ১১-৩৫ মিঃ সারসার পথে আসনবনি পৌঁছেন। সাঁইথিয়া রেল-ষ্টেশনে শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন। আসনবনিতে পূর্ব্ব হইতে অগণিত জনসমুদ্র পুষ্প, মালা, চন্দন, পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল ও শঙ্খ লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন প্রতীক্ষায় চৈত্রের নিদাঘদগ্ধ দিবসে উন্মুক্ত প্রান্তরে চাতকের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া যাত্রিপরিবাহক মোটর বাসটী আসনবনি পৌঁছিলে জনতার উচ্চ করতালি, হর্ষধ্বনি এবং আচার্য্যদেবসহ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জয়ধ্বনিতে পবনদেব মুখরিত হইয়া উঠেন। জনতার ভীড় ঠেলিয়া কোনওক্রমে বিদ্যানিধি প্রভু কর্ত্তৃক পূর্ব্বস্থিরীকৃত তাঁহার আসনবনিস্থ অট্টালিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া যাওয়া হয়। অসংখ্য জনতার চাপকে কোনওপ্রকারে শান্ত করিয়া একটি পাত্রে জল লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম স্পর্শপূর্ব্বক তাহা জনতাকে দিয়া বিশ্রামকক্ষটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে জনতার চাপ কিছু কমিয়া আসিলে আমরা স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক দ্বাদশী-তিথির মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ গ্রহণ করি। গ্রামটী ম্যাসাঞ্জোর বাঁধের জলবিদ্যুৎদ্বারা আলোকিত।

স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা

পৌঁছানোর দিবসে অপরাহ্ণ হইতেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রীল আচার্য্যপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ নলিনীরঞ্জন মণ্ডল ও শ্রীযুত ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বক্তৃতাবলী

প্রথম দিবস :— একসঙ্ঘ মণ্ডলীর বৈঠকে সমিতির তেজস্বী বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদঃ" শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া সৎ কি ও অসৎ কি, সে সম্বন্ধে এক গভীর

দার্শনিক বিচার-সুস্বলিত বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ শ্রদ্ধেয় হইয়াছেন।

দ্বিতীয় দিবস :— সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে যথাক্রমে নিম্নলিখিতগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিদিন সভাশেষে বক্তৃতা করিতেন। বলা বাহুল্য, সকলেই বিশাল সভার মধ্যে মাইকযোগে বক্তৃতা-দান করেন :—

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী—সনাতন ধর্ম্ম।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ— মানব জীবনের কর্ত্তব্য (হিন্দীতে)।

শ্রীল আচার্য্যদেব—হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা।

বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা আলোচনামুখে কসরৎভাঁজা সাহজিয়াদের কপট-ভক্তির সহিত শুদ্ধ ভক্তের তফাৎ সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেন।

তৃতীয় দিবস :—শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে নিম্নলিখিতগণ মাইকযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের গূঢ় উদ্দেশ্য।

শ্রীপাদ চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী—ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে (হিন্দীতে)।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ধর্ম্মযাজনে অনিচ্ছুকগণের মনের কথা।

শ্রীল আচার্য্যদেব—বর্ত্তমান সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও তন্নিরোধ উপায়।

আসনবনিতে প্রচারে জাগরণ

তৃতীয় দিবসে বক্তৃতাদানে রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব সেদিনকার মত বিদায় চাহিলে, শ্রোতৃবৃন্দ সমস্বরে অনুরোধ জানান, "আপনার ন্যায় মহাতেজস্বী বক্তা ও প্রচারক আমরা জীবনে দেখি নাই, শুনিও নাই। লোকে যত সব হাবিজাবি কথার মাধ্যমে আমাদের নিকট ধর্ম্মস্থাপন করিবার চেষ্টা করে। আমরা আরও কিছু শ্রবণের ইচ্ছা পোষণ করি।"

সভার প্রথম দিবসে প্রায় দেড় হাজার শ্রোতা হইয়াছিল। ঐদিন শ্রীল আচার্য্যদেবের তেজোদৃপ্ত ভাষণের সংবাদ পরদিবসই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যায়। ফলস্বরূপ, শেষ দিবসে আরও বহু লোকের সমাগম হয়।

পার্শ্ববর্ত্তী বহু অঞ্চল হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভায় যোগদানের জন্য স্থানীয় ভক্তগণ নিমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করেন। শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি, এ, মহোদয় এই সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য রাত্রিতে প্রসাদাদির বন্দোবস্ত করেন। এরূপ সেবা-প্রবৃত্তিতে তাঁহার মধ্যে আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণবের বৃত্তিই পরিলক্ষিত হয়।

সারসাজোলে উপস্থিতি

পরদিবস ১২ই এপ্রিল শিবিকাযোগে শ্রীল গুরুদেব সারসাজোল গ্রামে শুভবিজয় করেন। আসনবনি হইতে সারসাজোল ছয় মাইল। গ্রামে পৌঁছিলে পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান জনতা শঙ্খধ্বনিসহ শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন জানান। গ্রামের মধ্যে দিয়া চলিতে থাকাকালীন শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের পাল্কীর উপর অসংখ্য পুষ্প বর্ষিত হইতে থাকে। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপস্থিতিতে সমস্ত গ্রামেই বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এখানে শ্রীপাদ বিদ্যানিধি প্রভুর বাটীতে আমাদের বাসস্থান হয়। এখানে আমরা সাতদিন অবস্থান করি। ধনীর গ্রাম হইলেও গ্রামবাসী প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার ও বৈষ্ণব-সেবাগ্রহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমস্ত গ্রামটী হরিকথায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্ব দর্শনে, তাঁহার হৃদয়ভেদী মাধুর্য্যময়ী তীব্র-বাণী ও অকাট্য যুক্তি-শ্রবণে গ্রামবাসিগণ এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মকেই তাঁহাদের একমাত্র পরমারাধ্যদেব জ্ঞান করেন। বিদ্যানিধি প্রভুর অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দসহ গ্রামের অধিকাংশ উন্নত পরিবারবর্গই শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছেন।

গ্রামটীর বৈশিষ্ট্য

এরূপ গ্রাম জগতে এই দ্বিতীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় কুলীনগ্রামের সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। আজ পৌনে পাঁচ শতবর্ষ পরে এই সারসাজোল-গ্রামে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী ও শক্তিশালী আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একমাত্র অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ভক্তের শুভাগমনে গ্রামটীর এইরূপ পরিবর্ত্তনে কুলীনগ্রামের সেই পূর্ব্বস্মৃতিই আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। ধন্য সারসাজোল! ধন্য সারসাজোলের ভক্তবৃন্দ!! ধন্য সারসাজোল গ্রামে আকর্ষণকারী ভক্তাগ্রগণ্যদ্বয়—শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যানিধি মহোদয় ও শ্রীপাদ নবীনমদন প্রভু!!! সারসায় আর যাঁহাদের সেবা বিশেষ-

ভাবে শ্রীল গুরুদেবকে অভিভূত করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরতন চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল, শ্রীনদীয়ানন্দন মণ্ডল, শ্রীপ্রমথ নাথ মণ্ডল, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীবরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীহরিপদ মণ্ডল ও শ্রীসুস্থির মণ্ডলের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রতিদিবসের সভা-সমিতির বিবরণ

সভার প্রতিদিবসই শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে কে কোন্‌দিন বক্তৃতাদান করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিদিন সভার শেষে ভাষণ প্রদান করেন।

১১ই এপ্রিল :—

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ইনি প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির পক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রচারোদ্দেশে আসিয়াছিলেন। তদানীন্তন অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন ব্রজবাসী—বক্তৃতামুখে কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভাগবত কথা আলোচনা করায় শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছে।

শ্রীল গুরুদেব—শাস্ত্র কাহাকে মানব বলেন? —এই বক্তৃতার পরদিবসই গ্রামের অধিকাংশ লোক মৎস্য, মাংস ও ধূমপান পরিত্যাগ করত শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন।

১৩ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি, এ,—মধুসূদন প্রভু বলেন, "আমার পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা ছিল। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির সংস্পর্শে এসে সে ভ্রান্তি দূর হয়েছে। বৈষ্ণবগণই পৃথিবীর উচ্চতম শিক্ষিত ও ভদ্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহি॥' অর্থাৎ ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তিবিশিষ্ট জনেই সকল গুণেরই বিশ্রাম। অসৎকার্য্যে মনোরথ-চালক কৃষ্ণাভক্তের আর মহৎগুণ কি? 'তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এইসব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥"—এই মহাজন পদটীর বারংবার উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণবসেবার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত

করেন। বিদ্যানিধি মহোদয় আরও বলেন, "আজকাল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আহার-বিহার, পোষাক পরিচ্ছদে (লুঙ্গি ইত্যাদি মুসলমানী পোষাক পরিধান) বিশেষ কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কোন অনাচার নাই যাহা কেবল মুসলমানরাই করে কিন্তু হিন্দুরা করে না। গোমাংস অভক্ষণের দিক দিয়া হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করাও চলবে না। কারণ গোমাংস ভক্ষণের আদেশ বা বিধি কোন মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। যাহারা তাহা গ্রহণ করে, সে কেবল নিজরুচি অনুযায়ী। সে দিক্ দিয়া বিচার করলে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৮ জন মুসলমানই এই অমেধ্য বস্তুটী গ্রহণ করে না। খাদ্য সম্বন্ধে বিচারই ধর্ম্মের একটী বিশেষ অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "আহার-শুদ্ধৌ স্বত্ত্বশুদ্ধিঃ, স্বত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"—এ বিচার না করলে ধর্ম্মযাজনই বৃথা।" এতৎপ্রসঙ্গে ঐ অঞ্চলে বকাপাহাড়ী, শিংবাহিনী ইত্যাদি কল্পিত গ্রাম্য দেবতার পূজায় পূজকের মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তিরই পরিচয় প্রকাশিত হয়—তাহা বলেন। তিনি আরও বলেন, "সাঁওতালগণ যেমন পাথরকে ঠাকুর বলিয়া পূজা করে ইহারাও তদ্রূপ ভূতপূজক। গীতায় 'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ' শ্লোকটীই ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ।"

শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী—শ্রীমন্ মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান।

শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী—মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

শ্রীপাদ চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ না করিলে কি হয়?

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—মনুষ্যের আদর্শ কি হওয়া উচিত? আদর্শ কাহাকে বলে?

শ্রীল আচার্য্যদেব—সুর ও অসুরের পার্থক্য।

১৩ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রহ্মচারী—'জীবে প্রেম' ও 'জীবসেবা' শব্দদ্বয়ের (অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।)

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—বর্ত্তমান শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত।

শ্রীল আচার্য্যদেব—'কীর্ত্তন সাধন' সম্বন্ধে এক ঐতিহ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় বিচার (সম্বলিত ভাষণ-দান করেন।)

১৫ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী—হরিবিমুখ জনগণই মূঢ়।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ভগবৎসেবা কি?

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—কৃষ্ণই একমাত্র পরতত্ত্ব (হিন্দীতে)

শ্রীল আচার্য্যদেব—ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাওয়া বা ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া (ব্যাপারটী শাস্ত্র-যুক্তিসঙ্গত নয়।)

১৬ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ বৃন্দাবনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী—সারসাজোল গ্রামের মনস্তত্ত্ব (বিশ্লেষণ ও তৎপ্রতিকার উপায় নির্দ্দেশ।)

শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী—শাস্ত্রীয় ৪টী সৎসম্প্রদায়ের বিচার-পার্থক্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব—ঈশ্বর সাকার বস্তু, নিরাকার নহে।

১৭ই এপ্রিল :—

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'অজামিল-উপাখ্যান' পাঠ করেন।

১৮ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন ব্রজবাসী— শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রহ্মচারী—জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তির উপায়।

শ্রীল আচার্য্যদেব—নিরাকারবাদই নাস্তিক্য-পাষণ্ড-বাদ।

বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট উপসংহার-স্বরূপ নিম্নলিখিত বাণীটি স্থাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করেন। এই দিবসই সারসাজোল গ্রামে অবস্থিতির শেষ দিবস।

"এখানে বহু অনুগত ও শুশ্রূষু শ্রোতা পেয়েছি। আপনারা সকলেই ভাগ্যবান। আজ পর্য্যন্ত কোন গ্রামে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আমি সাতদিন থাকি নাই। কিন্তু আপনারা আমাকে আকর্ষণ করে এখানে এতদিন রাখতে পেরেছেন। আগামীকাল শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু (মণ্ডল) তাঁর গ্রাম 'রাজবন্ধে' আমাদিগকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা সকলেই শাস্ত্রকথা সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করবেন। হরিকীর্ত্তনই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি কাহারও মনে কোন ব্যথা দিয়ে থাকি তবে সেটী কৃষ্ণসেবার জন্য। নিষ্কপটে শাস্ত্রকথা কীর্ত্তন করাই আমাদের ধর্ম্ম। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা গোপন করা আমাদের ধর্ম্ম নহে।" (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদদাতা

নির্য্যাণ-সংবাদ

সমিতির মেদিনীপুরস্থ হরিখালিবাজারে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় আশ্রম"-রক্ষক শ্রীপাদ ভক্তসেবক ব্রজবাসীপ্রভু প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে গত ৬ই বৈশাখ ১৩৭১, আমাদিগকে শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। বৎসর দশেক পূর্ব্বে কৃষ্ণার্থে ত্যক্তসংসার-তিনি সমিতিতে যোগদান করিলে প্রথমে "শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে" প্রেরিত হন। পরে বিশেষ সেবাকুশলতার জন্য শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে আশ্রম-রক্ষক নিযুক্ত করেন। শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ

প্রভু-প্রদত্ত সমিতির তত্রস্থ জমিগুলির চাষাবাদ পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

এত বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সেবাদায়িত্ব, ৪।৫ ঘণ্টা বিশ্রাম ব্যতীত **দিবারাত্রই অবিশ্রাম সেবা-লিপ্ততা,** ব্যবহারে "অক্রোধ-পরমানন্দ" এবং ঐকান্তিক গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য কী মঠবাসী ও গৃহস্থ সকলেরই আদর্শস্থানীয়।

বিগত বর্ষদ্বয় তিনি অসুস্থের অভিনয় করেন। দেহরক্ষার মাসখানেক পূর্ব্বে ধামে তনুত্যাগের সংকল্প করিয়া তিনি নবদ্বীপে আসেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ৬ই বৈশাখ মধ্যাহ্নকালে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মরণপূর্ব্বক ইহধাম ত্যাগ করেন।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম শ্যামরায়পুর হইতে অন্য ভ্রাতাসহ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্ত কুমার দাস বৈষ্ণব-স্মৃত্যনুসারে সমিতির নবদ্বীপস্থ মঠে পিতার পারলৌকিক-উৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতার আদর্শ গ্রহণ করিলে সমিতির সভ্যগণ বিশেষ আনন্দিত হইবেন। **—প্রকাশক**

সাধু-সঙ্গ ও শ্রীগুরু-তত্ত্ব

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কার্পণ্য অর্থাৎ চিত্তের দীনতা এবং কুলক্ষয় কৃত দোষ এই দুইটির আলোচনায় আমার স্বভাব অভিভূত হইয়াছে ; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিমূঢ়-স্বভাব হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত আমারে শিক্ষা দাও। গীতা-শাস্ত্রের এই শিক্ষাই আমাদের ভক্তিপথের প্রথম ও প্রধান সোপান।

কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শিক্ষাই প্রেমারুরুক্ষু লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যাভিমানে লীলাভিনয় করিয়াছেন—

"সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি"—এই চাহি দান॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ)

"সাধু শাস্ত্র-গুরু-বাক্য" পুনরায় শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি,— "যে-সব অধম লোক কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৬২।৬৪)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
বালুরঘাট (পঃ দিনাজপুর)

শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ ; ইং ৩১।৫।৬৪

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ২৫শে আষাঢ় ১৩৭১, ইং ৯ই জুলাই ১৯৬৪ বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা শ্রাবণ ১৩৭১, ইং ১৯শে জুলাই ১৯৬৪ রবিবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২৫শে আষাঢ়**, ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৬শে আষাঢ়**, ১০ই জুলাই, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৭শে আষাঢ়**, ১১ই জুলাই, শনিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **২৮শে আষাঢ়**, ১২ই জুলাই, রবিবার **হইতে ৩০শে আষাঢ়**, ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **৩১শে আষাঢ়**, ১৫ই জুলাই, বুধবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **৩২শে আষাঢ়**, ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার **হইতে ২রা শ্রাবণ**, ১৮ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৩রা শ্রাবণ**, ১৯শে জুলাই, রবিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহা-প্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭১ { ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)



১৬শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২১ বামন, ৪৭৮ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ ; ইং ১৬।৭।১৯৬৪ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরট-রুচিরং ভাব-বলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজন সহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমল-হরং ভক্ত-সুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণ-মননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ ॥১॥

যিনি রাধা-ভাব-বিভাবিত, পুরটসুন্দর-দ্যুতি-সুবলিত, নবদ্বীপে মৃদঙ্গাদি যন্ত্র-সহযোগে-স্বগণসহ কীর্ত্তনপরায়ণ. যিনি সকল জীবের নিত্যোপাস্য, সেই কলিমলবিনাশী, ভক্তসুখপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে মননাদি অর্চ্চন-বিধিক্রমে (নবধা ভক্তিদ্বারা) আমরা ভজন করি ॥১॥

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্ ॥২॥

'ছান্দোগ্য' নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিক-ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম-সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

(১) অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর

কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেঽহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্ ।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ ॥৩॥

কবে আমি শ্রীনবদ্বীপের বনের অন্তর-ভাগে অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অদ্ভুত শ্রীগৌরকিশোরকে পার্ষদগণসহ অতিশয় প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব ? ৩ ॥

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে ।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুযু-
র্যে মায়াপুর বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ ॥৪॥

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো ! সেই অসৎ-শাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে ; যে-সকল খল-ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় না হয় ॥ ৪ ॥

অলমলমিহ যোষিদ্‌গর্দ্দভী সঙ্গরঙ্গৈ-
রলমলমিহ বিত্তাপত্য-বিদ্যা-যশোভিঃ ।
অলমলমিহ নানা-সাধনায়াস-দুঃখৈ-
র্ভবতু ভবতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ ॥৫॥

এই প্রপঞ্চে যোষিদ্‌-গর্দ্দভী-সঙ্গরঙ্গে আর প্রয়োজন কি ? প্রাকৃত-সম্পৎ, সন্তান, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠাদির আর আবশ্যকতা কি ? আর নানাবিধ প্রাকৃত সাধনায়াসজনিত ক্লেশেরই বা প্রয়োজন কি ? মানব শ্রীঅন্তর্দ্বীপ আশ্রয় করিয়া ধন্য হউক ॥ ৫ ॥

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা-চিত্রমনোহরং খগ-মৃগাদ্যাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্ ॥৬॥

যে-স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে-ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশু-পক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য-প্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে-ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য-নিনাদে মুখরিত, যে-স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন ॥ ৬ ॥

(২) গোদ্রুমদ্বীপ

মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।
তথাপি তদ্‌গোদ্রুম-ধূলি-ধূসরং
ন দেহমন্যত্র কদাপিযাতু মে ॥ ৭ ॥

অপরে কোটি কোটি চিন্তামণি লাভ করুক্ আর যাহাই করুক, অথবা বহির্দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক্ আর যাহাই হউক্ (অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অক্ষজ-জ্ঞানী স্বয়ং শ্রীহরিকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করুক্ আর যাহাই করুক্), কিন্তু তথাপি শ্রীগোদ্রুম-ধামধূলি-ধূসরিত আমার দেহ যেন কখনও সেই শ্রীধাম ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও না যায় ॥ ৭ ॥

(৩) মধ্যদ্বীপ

কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপ-লীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্।
ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্রা মধ্যদ্বীপ-লীলা আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন্। আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থ কৃপা বিতরণ করুন। যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিশ্বম্ভর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরমতীর্থের কৃপা-কল্পলতিকা আমাতে তেমনই ফলবতী হউন্ ॥ ৮ ॥

(৪) কোলদ্বীপ

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেব-প্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ ॥ ৯ ॥

পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্ব্বত এবং হ্রদসমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সর্ব্বদেব-প্রণম্যা শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তার-রাজি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ ! দৃক্ ! পশ্য মোদদ্রুমশ্রী-
র্জিহ্বে ! গৌরস্থল-গুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্রগৃহ্যান্।
গৌরাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ ! গাত্র ! ত্বমস্মিন্
গৌড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌর-কেলিস্থলীষু ॥ ১০ ॥

হে চরণ ! তুমি রুদ্রদ্বীপে বিচরণ কর; হে লোচন ! তুমি মোদদ্রুম-দ্বীপের সৌন্দর্য্য দর্শন কর; হে রসনে ! তুমি শ্রুতিপথগত শ্রীগৌরধাম-গুণাবলী অনুকীর্ত্তন কর; হে নাসিকে ! তুমি শ্রীগৌর-বনের সুরভি আঘ্রাণ কর; হে গাত্র ! তুমি এই গৌড়ারণ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াস্থলীসমূহে পুলকিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হও ॥ ১০ ॥

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয়স্তত্রৈবাখিলনিগম-দুর্ল্লক্ষ্য-সরণৌ।
নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযূষ-জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্ মধুরিমণি চিত্তং লগতু মে ॥ ১১ ॥

এই জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে যাহার গন্ধলেশও পাওয়া যায় না, যাহার পথ নিখিল-বেদ-দুর্ল্লক্ষ্য, যাহার মধুরিমা মহাশ্চর্য্যবিকাশী, অহো ! যাহা অমিত মহিমার অমিয়-সিন্ধুস্বরূপ, সেই নবদ্বীপ-বনেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হউক্ ॥ ১১ ॥

মহোজ্জ্বল-রসোন্মদ-প্রণয়-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী
মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী।

রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া
চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গৌড়াটবী ॥ ১২ ॥

পরমোজ্জ্বল রসোদ্বোলত-প্রণয়জলধির প্রস্রবণস্বরূপ শ্রীরাধারমণের পরম-মধুর ক্রীড়ারঙ্গে আনন্দদায়ক, রসে সম্যক্ অধিষ্ঠিতা (রসপীঠ) শ্রীহরির পরমধাম গৌড়কানন ভুবনপূজ্যা শ্রীমতী রাধাসহ আমার হৃদয়ে প্রোদ্ভাসিত হউন ॥ ১২ ॥

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জন্মনি জন্মনি জহ্নুাশ্রমভুবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্ ।
অপি তৃণ-গুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ ॥১৩॥

নবদ্বীপের যে-স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিতা পবিত্রভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম-জন্ম তৃণ-গুল্মভাবেও আমার আশার সমুল্লাস হউক ॥ ১৩ ॥

(৮) সীমন্তদ্বীপ

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীম-স্পৃশাম্ ।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দূরত-
স্তদ্রাধা-করুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্তু সীমন্তকে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণ-রজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরম-সীমা প্রাপ্ত) হইয়া, এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও হায়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপাঙ্গ সীমন্তদ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই সুদুর্ল্লভ রাধাকৃপা-কটাক্ষ সত্বর লাভ হউক ॥ ১৪ ॥

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়-রস-পীযূষ-জলধেঃ
শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো ।
মিথঃ প্রেমোদ্ঘূর্ণদ্রসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে ॥১৫॥

বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীরাধা-গোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব্ব সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত)

তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রণয়-রসামৃত-সিন্ধু শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তিনি কোনও এক মধুর দ্বীপাধিষ্ঠানে স্বীয়ধামে শ্রীবৃন্দাবনকেও কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত করাইলেন! সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধাম পরস্পর প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরাশক্তি ও শক্তিমদ্ বিগ্রহ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলা-সম্ভোগ-ক্রীড়াভূমি। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতেই এবার প্রবিষ্ট (মিলিত) হইল ॥ ১৫॥

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব-পদাম্ভোজদ্বয়ী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুক-নারদাদি-কলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাদ্ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিকুঞ্জ-মঞ্জুলতরঃ শ্রীগোদ্রুমো জীবনম্ ॥১৬॥

কিরূপে শ্রীমাধবের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে হয়, তাহা আমি জানি না; শ্রীশুক-নারদাদি মহাভাগবতগণ-সেবিত মার্গে ভজন করিবার আমার যোগ্যতাই বা কোথায়! অতএব, আমার শুভাশুভ যাহাই হউক, শ্রীরাধিকার কেলি-নিকুঞ্জদ্বারা অতি রমণীয় একমাত্র পরমধাম "শ্রীগোদ্রুম"ই আমার জীবন ॥১৬॥

যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈরহং
তচ্ছ্রীমন্নবখণ্ডধাম-রসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ ॥১৭॥

বেদ যাঁহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু দূর হইতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন মাত্র, যে-স্থানে অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ-মহোৎসবের একান্ত অবধি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, শিব-স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার মাধুর্য্যের কণামাত্রও অবগত নহেন, শ্রীরাধিকা-রমণের সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপধাম কবে আমি লাভ করিব ?১৭॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

[রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধক্রিয়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। ৩৮। (উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) কলি পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণ দানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্য কাম, রজোমূলা হিংসা এই—চারিটী স্থান ও পঞ্চম শত্রুতারূপ স্থানটী প্রদত্ত হইল। ৩৯। অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরাসুত পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটী স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। ৪০। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ **ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা, গুরুর** পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত। ৪১।]

কলির নানাপ্রকার দোষ থাকিলেও একটী মহদ্‌গুণ আছে। সেটী নাম-কীর্ত্তন। সুতরাং নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দোষগুলিও গুণ হইয়া পড়ে মনে করিয়া কোন কোন ভক্তাভিমানী কলির অবস্থিতি পাঁচটীকেও 'ভজনাঙ্গ' মনে করেন।

কলি যেখানে অবস্থান করে, তথায় পাপ মূর্ত্তিমান্। যেখানে পাপ, সেখানে নামকীর্ত্তন প্রবল হইতে পারে নাই। কীর্ত্তনের সজ্জায় পাপাচরণ

নামাপরাধের অন্যতম। পাশাখেলা, নেশাকরা, অবৈধ যোষিৎসঙ্গ, মৎস্য-মাংসভোজন এবং ঐসকল ইন্দ্রিয়তর্পণের মানসে অর্থসংগ্রহ—এই পাঁচটী কলিজনোচিত পাপ। নামবলে এই পাঁচটী পাপ হজম করিবার চেষ্টাই 'নামবলে পাপাচরণ' নামক অপরাধ। উহা নাম-কীর্ত্তন নহে।

'নামে রুচি' থাকিলে নাম ও নামীতে ভেদ বুদ্ধি থাকে না। কল্পনা-প্রভাবে 'আমি নাম রচনা করিতে পারি' মনে করা অহঙ্কারের পরিচয়। যাঁহারা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা তাঁহারাই প্রতিষ্ঠাশালাভের বশবর্ত্তী হইয়া নাম-ভজন-প্রণালী কল্পনা করেন। সাধু গুরুবর্গ তাহা আদর করেন না। এজন্য আচার্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ বলেন, সাধুগুরু-নির্দ্দেশ ব্যতীত নামের রচনাকারী হওয়া উচিত নহে।

———

গুরুর উপদেশক্রমেই জীবের অনুগ্রহ বা দীক্ষালাভ ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রভৃতির রচনা গুর্ব্ববজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবের উহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। ভুঁইফোড় বিশৃঙ্খল অভক্ত গুরু পরিহার করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাশা কামনা করে। উহা তর্কপন্থা বা ব্যতিরেকপন্থা, সুতরাং ভক্তির প্রতিকূল বিচার। বৈষ্ণবের বেশধারণ করিয়া, ভগবন্নামাদিতে বিভূষিত হইয়া হরিভজনের পরিবর্ত্তে অন্য কিছুকে কৃত্যবোধ করা উচিত নহে।

———

বৈষ্ণবের দীনবেশের সহিত পাশকক্রীড়া শোভা পায় না। দাবা, তাস-পাশা পরমার্থীর ভজনের উপকরণ নহে। তাম্বুল-চর্ব্বণ ও নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ বৈষ্ণবজীবনে শোভা পায় না। মৃদঙ্গ, করতাল, জপমালিকা, কণ্ঠমালিকা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, শরীরে ভগবন্নামাঙ্কনাদি শীতল-মুদ্রাধারণছলে জয়-পরাজয়মুখে আখড়ার পাশক্রীড়াদি ভজনের অনুকূল নহে।

———

হাঁটুর উপর বহির্বাসাদি পরিধান করিয়া পথিস্থিত গোময়-সংগ্রহকার্য্য লোকচক্ষে দৈন্যের ও সরলতার জ্ঞাপক হইতে পারে কিন্তু উহা শুকাইয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে নেশা করিবার জন্য তাহাদিগকে ধূম্রপানের উপকরণরূপে পরিণত করিলে উহা শাস্ত্রানুসারে ভজনানুকূল বিষয় হয় না। সুগন্ধি তৈল ও সাবানাদি অঙ্গমার্জ্জনী বিলাসানুকূল বস্তু। বিরক্তাভিমানীর

ভজনগুহ্যায় উহা স্থান পাইলে এবং ভোগীর অঙ্গে স্থান পাইলে তাহার কেহই আদর করেন না।

———

রাধাকুণ্ড, কুসুমসরোবর, গোবর্দ্ধন, যাবট, নন্দীগ্রামাদি ব্রজবীথিসমূহ যাঁহাদের নয়নপথ আকর্ষণ করেন তাঁহারা কখনই জড় সুগন্ধি তৈল ব্যবহারাদিতে মুগ্ধ হন না। তাঁহাদিগকে পাশকক্রীড়া ও বৃহদ্ধুম্রযাত্রাদিতে মত্ত হইতে দেখা যায় না। যেখানে সেরূপ ভজনবিরোধী চেষ্টাসমূহ ছলকীর্ত্তনকারীকে গ্রাস করে, তাহাদিগকে বঞ্চক ইন্দ্রিয়াসক্ত সহজিয়াগণ গুরুপদে স্থাপিত করিয়া তাহাদের পদাবলেহন, গঞ্জিকা সমীকরণাদির সাহায্য করেন কিন্তু তাহারা কখনই হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভে সমর্থ হন না।

———

অর্ব্বাচীন, কপট, মূর্খ, অজ্ঞগণ এইরূপ ক্রীড়োন্মত্ত বিলাসপর নেশাখোর-দিগকে ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদর্শ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের মুখোচ্চারিত নামাপরাধকে 'নামকীর্ত্তন' বলিয়া চালাইতে চাহিলে উহা ভগবানের ও ভক্তের প্রীতি উৎপন্ন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। গৌড়ীয়গণ কখনই দ্যূতক্রীড়াসক্ত, আমিষভোজী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মৎস্যমাংসাশী, জিহ্বালোভী, যক্ষনামধারী, মুদ্রাহেষী, মর্কটবৈরাগিগণকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। পাপাসক্ত গৃহমেধিগণও 'গৌড়ীয়' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

———

গৃহমেধের যাজ্ঞিক, কপট, আচার্য্যবংশ্যাভিমানিগণ নিজ নিজ দৌর্ব্বল্য ও মূর্খতাদ্বারা চালিত হইয়া লোকসংগ্রহ মানসে ভ্রষ্টাচারিগণকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া আপনাদিগকেও স্ত্রৈণ, নেশাখোর, লাকবঞ্চনাপটু, অর্থগৃধ্নু ও জিহ্বাদাস করিয়া ফেলেন। কোন আচার্য্যবংশ্যক্রব স্বীয় প্রতিষ্ঠাশা-সংরক্ষণমানসে পাপাচারিগণকে 'গৌড়ীয়' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা দূরে থাকুক্ তাহাদিগের চাটুকারসূত্রে পাপাদির প্রশ্রয় দেন মাত্র। আবার কেহ কেহ তাহাদিগের পাপকার্য্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে 'পরমার্থী' বলিয়া পক্ষ সমর্থন করেন।

———

পাপাচারী ও ভগবদ্ভক্তিহীনের সঙ্গবর্জ্জননীতি উপেক্ষা করিয়া যাহারা

তাদৃশ দুঃসঙ্গবর্জ্জনকে বৈষ্ণবনিন্দা বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদের সত্য-নিষ্ঠার প্রতি সাধুগণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। ধর্ম্মের ছলনায় যে 'কৈতব', ধর্ম্ম নামে চলিতেছে তাহা উপেক্ষা করাই সত্যনিষ্ঠের ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা গোপন করিবার উদ্দেশে বৈষ্ণবনিন্দা বা পরচর্চ্চা করা নীতি-বিরুদ্ধ—এই ছলনা যাঁহারা বিস্তার করেন তাঁহাদের কাপট্য সকলেই অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। সমন্বয়বাদী নিজের বুরা মালকে 'খাঁটী' বলিয়া চালাইতে গিয়াই সমন্বয়ের ছলনা বিস্তার করেন।

———

মানব নিজের দোষ আবরণ করিতে গিয়া যে ছলনা করেন, তাহা চতুর পরমার্থী ব্যতীত অপরে বুঝিতে সমর্থ হয় না। পরচর্চ্চা করা পাপের অন্তর্গত, কিন্তু চিকিৎসক রোগীর রোগের কারণ নিরূপণ করিতে গিয়া তাহার পাপের পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করেন বা সমাজহিতৈষী সামাজিক অসুবিধা অপনোদন করিতে গিয়া যে পাপের প্রশমনোদ্দেশে পরচর্চ্চাপ্রতিম আলোচনা করেন, তাহাকে কেহ পরচর্চ্চা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বেদানুগত্রুব ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

৪৬। অনর্থযুক্ত জীবের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টা কি হিতকর ?

"ভাক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম লোপরূপ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ও ব্রহ্মবাদী-দিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টাসকল—অত্যন্ত অহিতকর।" —চৈঃ শিঃ, ২।৫

৪৭। উপধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের 'ব্রহ্মচারী' 'সন্ন্যাসী', 'পরমহংসা'দি পরিচয়-প্রদান দ্বারা কি অপকার হয় ?

"আজকাল নানাপ্রকার উপধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুতর ব্যক্তি আপনাদিগকে 'ব্রহ্মচারী', 'সন্ন্যাসী', 'পরমহংস' পরিচয় দিয়া প্রকৃত আর্য্য-ধর্ম্মের উৎসাধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

—'ব্রহ্মচারী আশ্রম', সঃ তোঃ ১০।৭

৪৮। যে-কোন মতকে 'মহাপ্রভুর মত' বলিলেই কি প্রভুর শিক্ষা লাভ হইবে ?

"অনেক স্থলে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ম্ম-বিপাকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তি-রহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেই সকল দুষ্ট মতকে প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন।"

—'বিবোধন', চৈঃ শিঃ

৪৯। বাউলাদির মত কি বৈষ্ণব-মত ?

"বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে-সকল মত আছে, সে-সমুদায়ই অবৈষ্ণব-মত। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না।"　　—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫০। বাউল-মত কি শ্রীসনাতন গোস্বামী বা শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত ?

"বাউল-ধর্ম্ম যে আকারে বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা—দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করে না ; রাগানুগা ভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। * * ঐ প্রথার প্রবর্ত্তক যে কে, তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখনও শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং কখনও শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কু-প্রথা শিক্ষা দেন নাই।"

—'বাউল-মতের বিচার', সঃ তোঃ ৪।৪

৫১। অভদ্রবেশ কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত ?

"মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী শ্রীসনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ির একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া দিলেন। অতএব **বাউল বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেই কালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে।**"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫২। বাউলগণ কি শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় ?

"বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।" —'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৩। সাঁই, দরবেশাদি সম্প্রদায় কি শ্রীচৈতন্যানুগ-সম্প্রদায় ? যদি না হয়, তবে তাহারা কি ?

"সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করাতেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুসলমানের ফকির-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে এবং আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা মুসলমান ফকিরের বেশ-ধারণ ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে, 'ইহার প্রমাণ—গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন।' কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ কারণ **সাঁই, দরবেশ** প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে **একপ্রকার মহম্মদী সম্প্রদায়ী** বলিতে হইবে।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৪। 'বৈষ্ণব-বংশ', বৈষ্ণব-জাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ' প্রভৃতি কথা কি ঠিক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরবজনক ?

"বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরায় যে কেহ 'বৈষ্ণব' হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক 'বৈষ্ণব' উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং **বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে**

বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।" —'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

৫৫। 'সহজিয়া'ধর্ম্ম কি বৈষ্ণবধর্ম্ম ?

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই 'সহজিয়া' বলিয়া একটি ঘৃণিত মত গোপনে গোপনে চলিতেছে, ঐ মতের কার্য্যসকল অত্যন্ত হেয়। 'সহজ-ধর্ম্ম' বলিয়া যাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহা পৃথক্। **চিন্ময় জীবের চিন্ময় কৃষ্ণসেবাই সহজধর্ম্ম**। যদিও এই ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে সহজ অর্থাৎ আত্মার সহিত জাত হইয়াছে, তথাপি জড়বদ্ধাবস্থায় তাহা সহজ নয়। সেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণরতিকে বঞ্চিত ও বঞ্চকগণ জড়ের সহজ-ধর্ম্ম যে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ, তাহাতেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা সেরূপ নয়। **আত্মার সহজধর্ম্মে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ-শরীরের সংযোগ নিতান্ত হেয় ও অনুপযুক্ত।** সম্প্রতি যে-ধর্ম্মকে 'সহজিয়া'-ধর্ম্ম বলে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ।"

—'সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৫৬। মুষ্টি-ভিক্ষা কি উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হয়? বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা কি ?

"আদৌ শুদ্ধবৈষ্ণবের উপকারার্থ মুষ্টি-ভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। * * ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ জগতের কোন কার্য্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে।" —'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

৫৭। কেন মুষ্টিভিক্ষা-প্রথার ব্যভিচার হইল ?

"বৈষ্ণবগণ মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া এই অযোগ্য স্ত্রীপুরুষ-দল মুষ্টিভিক্ষা-প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন।"

—'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

৫৮। ব্যবসায়ি-গায়কগণের মুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কি আদর করেন ?

"ব্যবসায়ি-গায়কগণ প্রকৃত-সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে **বজ্রাঘাতের ন্যায়** পড়িয়া থাকে।" —'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৫৯। আখ্‌ড়াধারি-মহান্তগণের অবৈধ-যোষিৎসঙ্গ কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত ?

"গোবিন্দদাস বাবাজীর ন্যায় মহান্তদিগের জন্য গৌড়ভূমির দেবালয়-সকল দূষিত হইয়া গেল। আমাদের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই প্রকার দোষ আশঙ্কা করিয়াই ছোট হরিদাসকে বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চ্যুত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়াও কি ধর্ম্মধ্বজীদিগের ভয় হয় না?"

—'শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর পাট', বিঃ পঃ, ১ম বর্ষ

৬০। শ্রীভক্তিবিনোদের সমসাময়িক গৌড়মণ্ডলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল?

"বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"—এই ন্যায়ানুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা।" —'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬১। শ্রীভক্তিবিনোদের সময় শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম কিরূপ আদৃত হইয়াছিল?

"কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না। উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দদাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরম ধর্ম্ম পুনরায় বিপ্লুত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন, বা কর্ম্মকাণ্ডী হউন, আচার্য্য-বংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায্য প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও (?) শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। একদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব; আবার বাউল-সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্দ্দশা এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।" —'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতের কিরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল।

প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাববশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কু-পন্থার প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সর্ব্ব-সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়-মণ্ডলের এরূপ শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংরস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সকল গ্রন্থ পথ-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিগ্রন্থ হইয়া নিজ-নিজ ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"　　—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর কাহারা শুদ্ধভক্তির উৎসাদন-চেষ্টা করিয়াছিল ?

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্ত-কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদি-গণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, তৎপক্ষে সহায়তা করিবার ছলে তদপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। **শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে 'ব্রাহ্মণ'** করিবার চেষ্টা, **শ্রীঈশ্বর পুরীকে 'শূদ্র'** বা **'ব্রাহ্মণ' বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস**, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপন নিতান্ত **অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ**। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব ভক্ত-বৈষ্ণবের এইসকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।　　—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

৬৪। অবতারের অপ্রকট-লীলার পর বঞ্চনার উদয়ে ভজন-প্রয়াসীর কর্ত্তব্য কি?

"অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল **বঞ্চনা** জগতে উদিত হইবে, তাহাতে সাধকের নিশ্চয় পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন-প্রয়াসীর সতর্ক হওয়া ভজনাঙ্গ।" —আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬৫। কলির দাস কে?

"কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা—সকলই এক। ইহাতে যে ভেদবুদ্ধি করে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৬৬। অনেকেই বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন কেন?

"কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন।" — জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৬৭। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে কি কোন প্রকার প্রকৃতি সঙ্গের সমর্থন আছে?

"ছোট হরিদাস স্বয়ং প্রকৃতি হইয়া পুরুষভাবে অপর প্রকৃতির সম্ভাষণ-অপরাধে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। ধূর্ত্ত লোকেরা "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ"—এই পদ্যের দুষ্ট অর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পন্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধু-বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৫।৬

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য— ১·০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

মায়ামুক্ত জীব

চিৎকণ জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ।
'মুক্ত' আর 'বদ্ধ' ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ॥
জীব চিৎস্বরূপে শুদ্ধ-কৃষ্ণদাস।
ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস্য বদ্ধ-মায়াপাশ॥
মায়ারে তরিয়া শুদ্ধরূপে অবস্থান।
তাহারেই বলে 'মুক্তজীব' আখ্যান॥
চিৎকণ জীবের সূক্ষ্ম স্থূল ঔপাধি।
বৈরূপ্য অবস্থা তাহার মুক্ত-অবধি॥
বৈরূপ্য হইতে যদা স্বরূপেতে স্থিতি।
লভিয়া চিন্ময়-বৃত্তি হয় তার 'মুক্তি'॥
মায়ামুক্ত জীবের অষ্টবিধ লক্ষণ।
আত্মা, বিজর. বিমৃত্যু, বিশোককথন॥
আর বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম।
সত্যসঙ্কল্প—এই অষ্টবিধ নাম॥
আত্মা—অবিদ্যা-পাপবৃত্তি-সম্বন্ধশূন্য।
বিজর—জরাধর্ম্মরহিত, নিত্য নূতন॥
বিমৃত্যু-শব্দে কহে তিনি মৃত্যুরহিত।
বিশোক—শোক-দুখ-আশা হইতে মুক্ত॥
বিজিঘৎস—ভোগ-বাসনা পরিহরি।
অব্যর্থকাল গা'ন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি'॥
অপিপাস—প্রিয়তমের সেবা ভিন্ন।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি না মাগে অন্য॥
সত্যকাম—কৃষ্ণসেবার যোগ্য কামনা।
সর্ব্বক্ষণ চিন্তা তা'র নহে অন্যমনা॥
সত্যসঙ্কল্প—যাহার যেই অভিলাষ।
মুক্ত হঞা লভি তাহা পায়েন সন্তোষ॥
বদ্ধজীবে নাহি থাকে এ লক্ষণাষ্টক।
শুদ্ধসত্ত্বে ইহা মুক্তজীবের প্রাপক॥

ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি এই মাত্র চাই।
কর্ম্ম-যোগ-সাংখ্য-জ্ঞান-ব্রতাদিতে নাই॥
সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি কৃষ্ণ-চরণে শরণ।
শোক-পাপ-মুক্ত হঞা গোলোকে গমন॥
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ আছে অবরুদ্ধ।
তাঁর পদধূলি লইয়া জীব হয় শুদ্ধ॥
শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের হইলে অধিষ্ঠান।
ভক্তি-বিঘ্ন 'অনর্থাদি' হয় অন্তর্দ্ধান॥
চতুর্ব্বিধ অনর্থ গণে বুধগণ।
স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি অসতৃষ্ণা হন॥
আর অপরাধ, হৃদয়দৌর্ব্বল্য যত।
চতুর্ব্বিধ এ অনর্থ মুক্তজীবে হত॥
স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি—জীব চিৎকণ।
ভুলি' নিত্যকৃষ্ণদাস্য স্বরূপের ভ্রম॥
পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা তিন।
অসতৃষ্ণা ইহা ইতে কভু নহে ভিন॥
দশবিধ 'অপরাধ' আছে হরিনামে।
সর্ব্ব ত্যজি' শ্রীনাম লয়েন বুধজনে॥
'হৃদয়-দৌর্ব্বল্য' যা'র, শোকে অভিভূত।
কার্পণ্য-দোষে তাহার শুদ্ধনাম হত॥
অনর্থমুক্ত যিনি তিনিই শুদ্ধভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ড-তারণ-ক্ষম, নহে জড়াসক্ত॥
সাধন-ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায়।
ঘনীভূত হইলে ভাব-ভক্তির উদয়॥
দৃঢ়ীভূত ভাবভক্তি যাহার যখন।
স্থূল-লিঙ্গ আবরণ ত্যজিবে তখন॥
চিচ্ছরীরে অবস্থান জীব চিৎকণ।
চিন্ময় বৃত্তি তাহার মায়ামুক্ত হন॥

মায়ামুক্ত জীব হন দুই ত প্রকার।
'নিত্যমুক্ত' আর 'বদ্ধমুক্ত' নাম যার॥
যে-সকল জীবে নাই কভু মায়াগন্ধ।
'নিত্যমুক্ত' তারে কয়, সেই নিত্যশুদ্ধ॥
মায়াবদ্ধ জীব সাধন-ভক্তিক্রমে।
মায়ামুক্ত হলে তারে 'বদ্ধমুক্ত' গণে॥
সেইকালে জীব লভে কৃষ্ণ-প্রেমধন।
স্বরূপেতে সেই প্রেম নিত্য-প্রয়োজন॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে রমাপতিদাস।
মুক্ত হ'য়ে যা'ব কবে শ্রীকৃষ্ণের পাশ॥

—**পণ্ডিত শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী**, ভক্তসুহৃদ (আসাম)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৫)

শ্রীগোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর সিদ্ধান্তিত হওয়ায় সাধক জীব-বিশেষের নন্দাদিরূপে আবির্ভাব অসম্ভব। বসুদেব ও দেবকী যেমন অংশে জীববিশেষে প্রবিষ্ট হইয়া সুতপা ও পৃশ্নিরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদা দ্রোণ ও ধরাতে আবিষ্ট হইয়া অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতে যশোদার মহিমা এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৫)

বেদ, উপনিষদ, সাংখ্যযোগ এবং পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন, সেই শ্রীহরিকে যশোদা নিজ গর্ভজাত সন্তান মনে করেন। এই শ্লোকে যশোদার প্রেমভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ লাভ হইয়াছে বুঝা যায়।

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৬)

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যশোদার মাহাত্ম্য শ্রবণান্তে পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! নন্দ পরম শুভজনক কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং

মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি শ্রেয় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছেন।

পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং কৃষ্ণদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা (বসুদেব-দেবকী) শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্যলীলা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, তাঁহার জগৎপবিত্রকারী বালচরিত্র মহাবিজ্ঞ কবিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা নন্দ-যশোদার ভাগ্যে আস্বাদনের সুযোগ ঘটিয়াছিল কি-প্রকারে?

"পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং" শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বসুদেব-দেবকীর বাল্যলীলা আস্বাদনের সৌভাগ্য না হইয়া নন্দ-যশোদার ভাগ্যেই তাহা ঘটিল কিরূপে?

তদুত্তরে শ্রীশুকদেবের উত্তর—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—আমরা যখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন আমাদের যেন বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে ভক্তি হয়। ব্রহ্মা তাহাই হইবে বলিয়া বর দিয়াছিলেন। সেই মহাযশাঃ দ্রোণ ব্রজে নন্দ নামে খ্যাত এবং ধরা যশোদারূপে অবতীর্ণ হন।

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত॥ (ভাঃ ১০।৮।৫১)

হে ভারত! জনার্দ্দন ভগবান তাঁহাদের পুত্রীভূত হইলে এই দম্পতীর তাঁহাতে নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল।

পুত্রীভূত—পুত্র শব্দের উত্তর চ্বি প্রত্যয় যোগে পুত্রী নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ—যিনি কখনও অন্যের পুত্র হন না সেই শ্রীকৃষ্ণে ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর পুত্রভাব সঞ্জাত হইয়াছিল। কারণ, ভক্তি-বিশেষ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাৎসল্য-প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া কখনও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত শ্রীনৃসিংহদেবের ঐ স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসা হইতে আবির্ভূত শ্রীবরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্ব প্রযুক্ত হইত। যদি বলা যায়, ইঁহারা ত গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন নাই, এজন্য পুত্র হইতে পারেন না, কিন্তু যিনি গর্ভে প্রবেশ করেন, তিনিই পুত্র হইতে

পারেন। তাহাও হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের জননী উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি উত্তরার পুত্র বা উত্তরা তাঁহার মাতা—এ কথা কখনও শুনা যায় না। সুতরাং বাৎসল্য-প্রেমই পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু। সেই বাৎসল্যপ্রেম শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদিবিহীন নন্দ-যশোদাতে উদিত হইয়াছিল। তজ্জন্য গর্ভ প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণের নন্দযশোদার পুত্ররূপে খ্যাতি।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। (ভাঃ ১০।৫।১)

এই শ্লোকে আত্মজ উৎপন্ন হইলে মহামনা নন্দের পরমানন্দ হইয়াছিল; এখানে 'আত্মজ' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনরূপে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছেন। আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদি কথন-প্রসঙ্গে "নন্দতনয়ো দেবতা" বলিয়া মন্ত্রের দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে 'নন্দতনয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভাদির পুত্ররূপে শ্রীনৃসিংহদেবাদির কথা কখনও শুনা যায় নাই বা কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত জীব যেমন চরম-ধাতুতে প্রবেশ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাদৃশরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় নাই। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান বসুদেব-দেবকীর অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হইয়াই আবির্ভাবলীলা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বলা হইয়াছে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ (ভাঃ ১০।২।১৬)
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥
(ভাঃ ১০।২।১৮)

বিশ্বাত্মা ভক্তগণের অভয়দাতা ভগবান প্রথমে বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হন। তৎপরে বসুদেব কর্ত্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ মনদ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন। বহিঃ প্রাকট্যের পূর্ব্বে মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে দেবকী-বসুদেবে ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়। শ্রীনারদ-ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়—প্রথমে তাঁহাদের মনে আবির্ভূত হইয়া পরে বহির্দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান যেমন নারদাদির প্রেমের বিষয়, তদ্রূপ বসুদেব-দেবকীরও। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব কল্পনা করা যায়। ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনাদ্বারা জানা যাইতেছে, যখন দ্রোণ ও ধরা বর প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিলেন। এজন্য অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই প্রার্থনা করেন। অতএব প্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু। প্রকটলীলায় উক্ত সিদ্ধান্ত হইল। এক্ষণে অপ্রকটলীলায়ও ব্রজরাজদম্পতির নিত্যসিদ্ধত্ব বিচারিত হইবে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অনাদিকাল হইতেই আদি-রসসিদ্ধ দাম্পত্যের ন্যায় ব্রজরাজদম্পতির ও শ্রীকৃষ্ণের অনাদিকাল হইতেই বাৎসল্যরসসিদ্ধ পিতৃ-পুত্রভাব বিদ্যমান। এইজন্য 'পুত্রীভূত' স্থলে কোন কোন স্থানে 'পুত্রভূত' পাঠও দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই ব্রজরাজ-দম্পতির পুত্ররূপে বর্ত্তমান।

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নন্দরাজপ্রতি উক্তি—

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োঽবাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা॥
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥

(ভাঃ ১০।৪৬।৩৭-৩৮)

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকলই সমান। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, উত্তম, অধম বা অসমান কেহ নাই, তিনি নিরভিমান। তাঁহার মাতাপিতা, ভার্য্যা, পুত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় দেহ বা জন্মাদি কিছুই নাই।

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৪২)

এই ভগবান্ হরি কেবল আপনাদের পুত্র নহেন, সেই ঈশ্বর সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতামাতা ইত্যাদি। এই শ্লোকের বাহ্যার্থ—কৃষ্ণ-বিরহাতুর ব্রজরাজদম্পতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাৎকালিক ঔদাসীন্য প্রকটদ্বারা সান্ত্বনা-বিষয়ক তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেও বাস্তব অর্থ—প্রিয়াপ্রিয় মাতাপিতা প্রভৃতি রহিত ভগবান হরি শ্রীকৃষ্ণরূপে বিশেষভাবে আপনাদেরই পুত্র। তিনি ঈশ্বররূপে অন্তর্যামিসূত্রে সকলেরই পুত্রাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যত্র তাহা মায়াময় বলিয়া তাহাতে আমাদের আদর নাই। আর আপনাদের পুত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তজনের প্রেমময়

বলিয়া তাঁহাতে আমাদের নিরতিশয় আদর। নন্দযশোদার শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরাগ দর্শন করিয়া তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিল গুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৩০)

আপনারা এ জগতে দেহধারিগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আপনারাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। যেহেতু অখিলগুরু নারায়ণে এইরূপ মতি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নন্দ মহারাজের প্রতি উক্তি—

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে॥ (ভাঃ ১০।৪৫।২২)

তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, যে দম্পতি পোষণ-রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুজনত্যক্ত শিশুকে পুত্রবৎ লালন পালন করেন। এই বাক্য ব্রজেশ্বরের সান্ত্বনার জন্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীবলরামের পরপুত্রত্বহেতু একথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরপুত্রত্ব সূচিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন—

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ-দুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥
(ভাঃ ১০।৪৫।২৩)

হে তাত, আপনারা ব্রজে গমন করুন। সুহৃদগণের সুখবিধান করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগের দর্শনার্থ আমরা আসিব। অর্থাৎ আপনাদিগকে দর্শন করিয়া আপনাদের নিকট অবস্থান করিব।

ব্রজবাসিগণের ভক্তিবশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য ব্রহ্মার বরদান যথার্থ কারণ নহে—একথা মনে করিয়া শ্রীশুকদেব ব্রহ্মাদি হইতেও তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয় স্থাপনের জন্য ব্রহ্মার বরদান প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই দামবন্ধন-লীলাত্মক অধ্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অধ্যায় প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবানের বন্ধনরূপ মহাবশীকরণের কারণ-স্বরূপ বাৎসল্য-প্রেমের মহিমাদ্বারা জানা যায় যে, ভগবৎপ্রসাদ—যাহা শিব, ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীদেবীরও দুর্লভ, যশোদা প্রচুররূপে সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ (ভাঃ ১০।৯।২০)

সুতরাং প্রেমই তাঁহাকে বন্ধন করিবার একমাত্র কারণ।

ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিপদ্মে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অনেককাল চিন্তা করিয়াও নিজকর্ত্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই, পরে শ্রীহরির নিকট মন্ত্র ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হন। শ্রীব্রহ্মা আদি-দেবের প্রথম শিষ্য বলিয়া তিনি আদর্শ বৈষ্ণব, কিন্তু তদপেক্ষা শম্ভুর ভক্ত্যাধিক্যহেতু অধিক মাহাত্ম্য; এজন্য "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" বলিয়া দ্বাদশস্কন্ধে তাঁহার বৈষ্ণবতা শ্রেষ্ঠ—ইহা জানাইয়াছেন। তদুভয় অপেক্ষা লক্ষ্মীদেবীর মহিমা অধিক; যেহেতু তিনি অঙ্গ-সংশ্রয়া। কিন্তু তিনিও ব্রজেশ্বরীর মত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্রোণ-ধরা যদি সাধারণ দেবতা মাত্র হন তবে ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সৌভাগ্য অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্তগণের পক্ষে যে দুর্লভ পুত্রভাব, ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে সেই বর প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত—"ব্রহ্মা এই প্রসাদ লাভ করেন নাই"—বাক্যে সেই প্রসাদ প্রাপ্তি-বিরহিত ব্রহ্মার পক্ষে তাদৃশ বর প্রদানও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। তাহা তিনি "তদ্ভূরিভাগ্যং" শ্লোকে পূর্ব্বেই উক্তি করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তার যেমন কোন কারণ নাই, তদ্রূপ নন্দ-যশোদারও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির কোন কারণ নাই। যশোদা-নন্দনরূপেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—একথা চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের মত লীলা করিবার জন্য তাঁহারা দ্রোণ-ধরারূপ অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলমধ্যে শ্রীব্রজ-রাজদম্পতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরমাশ্রয়-স্বরূপ।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানি-নাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ (ভাঃ ১০।৯।২১)

গোপিকাসুত ভগবান ভক্তিমান জনের যেমন সুখাপ (সুখে পাওয়া যায়), দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের বা দেহাভিমান-নিবৃত্ত জ্ঞানিদেরও তদ্রূপ সুখাপ নহেন। সুতরাং 'গোপিকাসুত' এই বাক্যে তিনি গোপিকার (যশোদারই) সুখলভ্য—ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। 'গোপিকাসুত' এই বিশেষণ দ্বারা ত্রৈকালিক ভক্তগণের সম্বন্ধে গোপিকাসুতের সুখাপত্বের বিরোধী গোপিকাসুতত্বের অযোগ এবং অন্যসুতত্বের যোগ ব্যবচ্ছিন্ন হইল। মূল শ্লোকে এই 'গোপিকাসুত' বিশেষণযুক্ত থাকায় তাঁহার নিত্য যশোদা-নন্দনত্বের বিচ্ছেদ ঘটে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

আরাধ্য, আরাধক ও আরাধনা

(পরম-পূজ্যাস্পদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত)

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির একমাত্র উদ্দিষ্ট ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই সকলের আরাধ্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫।৪ মন্ত্র) বলেন—"একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয় ; তিনি জন্ম-স্বভাব-প্রাপ্ত সমস্ততত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজমান। কেন তিনি সকলের আরাধনীয়, পূজনীয় ? সে প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন,—সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে একমাত্র ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব। প্রমাণ-স্বরূপে গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্য, যথা —

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। (গীঃ ৭।৭)

[হে ধনঞ্জয়, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।]

ব্রহ্মসংহিতা বলেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (৫ অঃ ১ শ্লোক)

[সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।]

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাব্দিক অবতার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর প্রতিধ্বনি রহিয়াছে, যথা—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ (আঃ ২।১০৬)

শ্রীকৃষ্ণের সমান বা তদূর্দ্ধ কোন বস্তু নাই সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণতত্ত্বকে অসমোর্দ্ধ তত্ত্বরূপে আখ্যাদান করিয়াছেন।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাতে বড়, তার সম কেহ নাহি আন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৩৪)

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ পোষণ করিলে তন্নিরসনে সিদ্ধান্ত এই যে—"ভগবৎ-শব্দের আদ্যক্ষর ভ-কারের সংভর্ত্তা ও

ভর্ত্তা এই দুই অর্থ; গ-কারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা; প্রাণিগণ অখিলাত্মা ভূতাত্মায় বাস করেন, ইহাই ব-কারের অর্থ।

সংভর্ত্তা-শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা-অর্থে ধারক ও স্থাপক, নেতা-অর্থে নিজ ভক্তফলের অর্থাৎ প্রেমর প্রাপক। নিজলোকপ্রাপক গময়িতা। স্রষ্টা-শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্‌গুণের উদ্গমকারী। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিদ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও স্বাংশলক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু সেই তত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া মহাজনগণ (চৈঃ চঃ অনুভাষ্য আঃ ২।১০) বলিয়াছেন।" কৃষ্ণচন্দ্রে পূর্ব্বোক্ত সকলগুণই লক্ষিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবচ্ছব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেই কৃষ্ণচন্দ্রের ভগবত্তা আরও পরিস্কৃত হইবে।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টীর সমাহার 'ভগ' নামে খ্যাত; এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত, তিনিই ভগবান্। এখন দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্তগুণগুলি কৃষ্ণচন্দ্রে পরিলক্ষিত হয় কিনা।

প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্য – শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একবার ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপাল গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, কোন্ ব্রহ্মা, তাহার নাম কি? দ্বারী আসিয়া ব্রহ্মাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া দ্বারীকে জানাইলেন যে, সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছে। (এখানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার বিস্মিত হইবার কারণ এই যে—তিনি ব্যতীত আর কোন ব্রহ্মা থাকিতে পারে ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল।) দ্বারপাল কৃষ্ণকে তাহা জানাইয়া ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে —

ব্রহ্মা কহে,—তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন॥

'কোন্ ব্রহ্মা ?' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?
আমা বই জগতে আর কোন ব্রহ্মা হয়ে ?
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥

দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি নয়ন ॥

দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তীগণ-মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥

যোড়হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
"বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি'।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি ॥" (চৈঃ চঃ)

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এই বিরাট, অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেন ; এবং নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রণত হইলেন। শাস্ত্রে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ত্রিপাদ বিভূতির কথা উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যানে যে বিরাট ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তাঁহার একপাদ বিভূতির কিঞ্চিৎমাত্র, সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনন্ত, তাহার পরিমাণ কেহ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ বীর্য্য—বীর্য্য অর্থে শক্তি-সামর্থ্য বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসামর্থ্যের কথা কি বলিব ; যিনি দ্বাপর যুগীয় লীলায় মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়সে স্বীয় বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে বিরাট গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ করত ইন্দ্রকৃত প্লাবন হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পাই।

তৃতীয়তঃ যশঃ— শ্রীকৃষ্ণের যশসৌরভে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত। তিনি

প্রহ্লাদাদি ভক্ত-রক্ষক, ভক্ত পালক; তাঁহার যশঃমহিমা সকলেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

চতুর্থতঃ শ্রী— শ্রীকৃষ্ণ-রূপের তুলনা নাই। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবর লিখিয়াছেন—

পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্ত-হর॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

(মধ্যলীলা ৮।১৩৮,১৪২ ও ১৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বজন-চিত্তহারী। শ্রীমদ্ভগবতে (১০।১৬।৩৬) শ্লোকে প্রমাণস্বরূপে দেখিতে পাই—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

হে দেব, যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্ত-কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়সর্প যে কি সুকৃতিদ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভুবনমোহন, মদনমোহন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবলী হইতেই শ্রীকৃষ্ণের অপার রূপ-মাধুরীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ জ্ঞান—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল জ্ঞানের আকর। বৃহদারণ্যক (২।৪।১০) উপনিষদে লিখিত আছে যে,—

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদার্থবাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥ অর্থাৎ মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে বিবৃত আছে যে—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়া ছলাম। ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে উহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।]

ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারতের অন্তর্গত সর্ব্বজনমান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অতুলনীয় তত্ত্বজ্ঞান তাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসীম জ্ঞানের পরিচয় লাভ করা যাইতেছে।

ষষ্ঠতঃ বৈরাগ্য—শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যের পার পাওয়া যায় না। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তদীয় লীলা সঙ্গোপনের কিয়ৎপূর্ব্বে তদীয় প্রেরণাবশে বিশ্বামিত্র-প্রমুখ মুনিগণ দ্বারকা-সন্নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারকতীর্থে গমন করিলে যদুকুমারগণ শাম্বকে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীবেষে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট আগমনপূর্ব্বক শাম্বের প্রসবের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ কুপিত হইয়া শাম্ব কুলনাশন-মুষল প্রসব করিবেন বলিয়া অভিসম্পাত করেন। যদুকুমারগণ তৎক্ষণাৎ শাম্বের উদর-মোচনপূর্ব্বক মুষল দেখিতে পাইয়া যদুরাজ উগ্রসেনের নিকট সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে উগ্রসেন মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ মুষলচূর্ণসকল এরকা বনের সৃষ্টি করিল। কোন উপলক্ষে যদুকুমারগণ এরকা বনে উপস্থিত হইলে পরস্পর এরকা দণ্ডদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া স্বধামে গমন করেন। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিন্দুমাত্রও শোক বা দুঃখ প্রকাশ করিলেন না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়-পরিবারের প্রতি অনাসক্তি বা বৈরাগ্যের নিদর্শন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের পূর্ব্বোক্ত যে ছয়টী গুণের কথা উল্লেখ আছে তাহা কৃষ্ণচন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতমভাবে পরিলক্ষিত

হয়। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রই যে পরতত্ত্ব ভগবান, তাহা প্রমাণিত হইল। শাস্ত্রকার-গণ ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে অর্থাৎ যাঁহার তুল্য দ্বিতীয়বস্তু নাই, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম', দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' এবং তৃতীয় প্রতীতি 'ভগবান'।

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর তাদৃশ বৈশিষ্ট্যের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম—ভগবানের খণ্ড অসম্যক্ আবির্ভাবমাত্র ; অদ্বয়জ্ঞানের শুষ্ক ও নিঃশক্তি-প্রতীতিই 'ব্রহ্ম'। জড়মধ্য-প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই 'পরমাত্মা'। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতিই ভগবান।

উপাসনার তারতম্যানুসারে অদ্বয়তত্ত্বের তিনপ্রকার প্রতীতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের 'ব্রহ্ম', যোগীগণের 'পরমাত্মা' এবং ভক্তগণের 'ভগবান' প্রতীতি হইয়া থাকে।

শ্রীগোপাল-তাপনীর কারিকায় লিখিত আছে—

কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ।
পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণই যে ভগবান তাহা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রমাণ-শিরোমণি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে যে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (১।৩।২৮)

[ইহাঁরা (রাম-নৃসিংহাদি) পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্]।

কেহ যদি এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নারায়ণকে বা অন্য কোন অবতারকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে এখানে মহাজনবাক্য (চৈঃ চঃ অমৃতপ্রবাহ আঃ ২।৭৪, অনুভাষ্য আঃ ২।৮০-৮৬) এই যে "আলঙ্কারিক-বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে 'বিধেয়' এবং পরিজ্ঞাত বিষয়কে 'অনুবাদ'

কহে। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন, তাহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। যথা—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥
(একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্কে ধৃত আলঙ্কারিক ন্যায়)

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে সর্ব্বাগ্রে "এতে চাংশকলা" রহিয়াছে। 'এতে' শব্দে রাম-নৃসিংহাদি অবতারসকল সকলেরই পরিজ্ঞাত; সুতরাং 'এতে' শব্দ অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ, তাহা পূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল. সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ানুসারে 'পুংস' বিধেয়-রূপে জানা গেল। ঐ শ্লোকে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে জানা গেল, কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয় সংবাদ উপস্থিত হইল। এই জন্যই কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ কহিয়া, কৃষ্ণ যে 'স্বয়ং ভগবান' ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান—ইহাই এ-স্থলের সাধ্যসংবাদ অর্থাৎ বিচার দ্বারা সাধিত হইবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই কথায় 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান'—এই অর্থই বাধ্য হইল অর্থাৎ এই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ স্বয়ং ভগবান এবং কৃষ্ণ যদি অবতার হন, তাহা হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ" এইরূপ বিপরীত হইত; কিন্তু আর্ষ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ না থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ বা অন্য কোন অবতার স্বয়ং ভগবান হইতে পারেন না।"

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অনন্তগুণধৃক। তন্মধ্যে সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি চতুঃষষ্টিগুণ প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের ষষ্টিসংখ্যকগুণ নারায়ণে সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু অবশিষ্ট চারিটী অসাধারণগুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না—যথা (১) লীলা-মাধুর্য্য, (২) প্রেম-মাধুর্য্য (৩) রূপ-মাধুর্য্য ও (৪) বেণু-মাধুর্য্য। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই কেবল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসে সেবিত হন। নারায়ণও পঞ্চরসে সেবিত হন না। সে কারণে শাস্ত্রকারগণ সকল দিক দিয়া ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বোত্তমত্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বারাধ্যতত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

অস্মদীয় পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্যবস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম-পুরুষার্থ - ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্যমতে আদর নাই।

যাঁহারা আরাধনা করেন তাঁহাদিগকে আরাধক বলা হয়। জীবমাত্রেই কৃষ্ণের আরাধক বা সেবক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্য, যথা—

জীবের 'স্বরূপ' হয় 'কৃষ্ণের নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ (মধ্য ২০।১০৮)

জীবনিচয়ের ধর্ম্মই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা বা আরাধনা করা বা সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি হইতে নিখিলজীব নিঃসৃত হইয়াছে। এই জীবের চিদ্ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভগবান কৃষ্ণের সহিত নিত্য অভেদ এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য ভেদ রহিয়াছে।

এই জীবসকল 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' ভেদে দুই প্রকার। মুক্তগণ চিদ্ধামে নিত্য কৃষ্ণসেবা-রস উপভোগ করিতেছেন, আর বদ্ধগণ জড়-জগতে নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছেন। বদ্ধজীব আবার দুইশ্রেণীর। উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। যে-সকল মানব বৈষ্ণবপথাবলম্বী, তাঁহারা উদিত-বিবেক, আর মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমার্থ চেষ্টা নাই ও পশুপক্ষিগণ, ইহারা অনুদিত-বিবেক বদ্ধজীব। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা চেষ্টাই আরাধনা বা ভজন।

জ্ঞান-যোগমার্গে ভগবানের আরাধনাপেক্ষা ভক্তিমার্গে ভগবান অধিক প্রীতিলাভ করেন। কেননা উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০)

[হে উদ্ধব ! আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ কেবলাদ্বৈতজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারাও আমি সেরূপ বাধ্য হই না।]

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥
(৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন)

[ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকটে লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান একমাত্র ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ভক্তি কাহাকে বলে ? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ (শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, ১।২)
ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগদ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন তথা দাস্য, সখ্যাদিভাবে তাঁহার সেবাই শ্রেষ্ঠ আরাধনা বা সাধন ; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন।

শ্রীভাগবতে আছে—

কলের্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (১২।৩।৫১-৫২)

অর্থাৎ হে রাজন্ ! দোষনিধি কলির একটি মহৎগুণ আছে ; কলিযুগে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। সত্যযুগে

বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফললাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮।১২৬)

অর্থাৎ কলিতে হরিনাম বিনা আর গতি নাই; হরিনামই একমাত্র গতি।

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পাঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান হরিঃ॥
(মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমাধ্বধৃতবচনম্)

এস্থলে বিশেষ কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বৈধীভক্তি নববিধা। রাগানুগা সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় কৃষ্ণসেবা। রাগানুগা ভক্তের সংখ্যা নিতান্তই দুর্লভ।

ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রথমে 'সাধন' ভক্তি সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাব সম্পূর্ণ হইলে শ্রীকৃষ্ণে পরমাপ্রীতি উপস্থিত হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। উত্তম বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণান্তর সচ্চরিত্রতার সহিত নিরপধাধে কৃষ্ণনামানুশীলন করিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধ-চিৎস্বরূপে কৃষ্ণ-সেবা-রস অস্বাদন করিতে পারা যায়, অন্যথায় জন্ম-জন্মান্তর সংসারানলে অহরহঃ দগ্ধীভূত হইতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

প্রচার প্রসঙ্গ

দুমকা জিলায় প্রচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

রাজবন্দ পলাশী

১৯শে এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম সগোষ্ঠী প্রাতঃ ৬টায় সারসা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তৎকালে গ্রামস্থ সকলেই অশ্রুপূর্ণলোচনে বিরহজনিত বেদনা ও আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন এবং গ্রামের বহু স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সহিত রাজবন্দ গ্রাম পর্য্যন্ত (প্রায় দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে) অনুগমন করিয়া সেইস্থানে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত গোপাল বাবুর সেবাচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু সময়াভাবে এস্থানে তাঁহার নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় মাত্র একদিন অবস্থিতি হয়। আমাদের বক্তৃতাবলী শুনিয়া গোপালবাবু এতই আকৃষ্ট হন যে তাঁহাদের এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্য দুই একটী গ্রাম হইতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় ছাগবলি-কুপ্রথাটী বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ইনি গত গৌরপূর্ণিমায় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীনামাশ্রয় করেন।

বক্তৃতাবলী

শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী—ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ধর্ম্মের লক্ষ্য।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—মানবের অবলম্বনীয় বৃত্তি কি হওয়া উচিত—তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা (হিন্দীতে)।

শ্রীল আচার্য্যদেব—ধর্ম্মজীবন যাপনের প্রধানতম আবশ্যকতা।

বারমাসিয়া

সারসাজোল রাজবন্দ গ্রামে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারে এতদ্দেশীয় অন্যান্য গ্রামের বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হন। প্রত্যেকেই মদীয় আচার্য্যপাদপদ্মকে সগোষ্ঠী তাঁহাদের গ্রামে পদার্পণ করিয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ জানান। শ্রীজগৎ নারায়ণ সাউ নামীয় বারমাসিয়াস্থ এক বিহারী ভদ্রলোক তাঁহাদের অন্যতম। এই গ্রামে সমিতির শ্রীহরিবোল দাস নামক একজন অনুগত শিষ্যও আছেন। এই দুইজনের আকর্ষণে আমরা ২০শে এপ্রিল সোমবার সকালে বারমাসিয়া (রাজবন্দ হইতে ৭ মাইল উত্তরে) যাত্রা করি। মোটর বাস সার্ভিস থাকা সত্বেও গোযানে মালপত্রাদি দিয়া পদব্রজে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদকে শিবিকাযোগে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রামটী অর্দ্ধ-নগরের ন্যায়। এখানে সরকারী হাসপাতাল

এবং কয়েকটী সরকারী অফিস আছে। এইস্থানে সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবকে এক বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রায় এক সহস্র লোক পতাকা, পুষ্পমাল্য, মৃদঙ্গ করতালসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমন প্রতীক্ষায় থাকে। নির্দ্দিষ্ট শিবিকা পৌঁহাইবামাত্র সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিতে থাকে। সকলেই শ্রীআচার্য্যদেবের শিবিকা বহন করিতে চায়। কাহাকে নিষেধ করা হইবে? শেষে প্রায় ৩০ ৩৫ জন লোক শিবিকাটী বহন করিতে থাকে। যাহারা সম্পূর্ণরূপে বহনের সুযোগ পায় নাই তাহারা শিবিকাটী স্পর্শ করিয়া চলিতে থাকে। সে বিরাট দৃশ্য ভাষায় বর্ণনাতীত।

বক্তৃতাবলী

আচার্য্যদেবই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রায় ৩০০০ শ্রোতা সভার গৌরব বর্দ্ধন করেন।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—নির্ব্বিশেষবাদ ও শঙ্করের পারমার্থিক কূটনীতি বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীলআচার্য্যদেব— বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কোন্‌টী—তৎসম্বন্ধে সুদার্শনিকতাপূর্ণ বক্তৃতা।

বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে হিন্দীতে 'রামলীলা' বর্ণনমুখে অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বাপেক্ষা কৃষ্ণের বিশেষত্ব-কীর্ত্তনপূর্ব্বক, কৃষ্ণই যে পরতমতত্ত্ব পরন্তু রামচন্দ্র নহে—তাহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারে স্থাপন করিয়া সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়া দেন।

সভার শেষে অনেকে বলিতেছিলেন, আমরা ত এতদিন জানিতাম, রামচন্দ্রই পরতমতত্ত্ব। কিন্তু আজ আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইল। পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গুণগানে শ্রোতৃগণ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের বক্তৃতা এমনই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল যে পরদিবস সকাল হইতেই স্থানীয় বহু শিক্ষিত, গণ্যমান্য ব্যক্তি আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট শাস্ত্রালোচনা করিতে আসেন।

ধাদিকা

বারমাসিয়াতে একরাত্র অবস্থান করিয়া তৎপরদিবস ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় বাসযোগে ধাদিকা গ্রামে যাত্রা করা হয়। এই গ্রামের ভক্তদ্বয় শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী এবং সজ্জনকিঙ্কর শ্রীযুত রত্নাকর দাস মহাশয়গণের আকর্ষণই ধাদিকা গ্রামে

প্রচারের একমাত্র কারণ। ইহাঁদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় আগ্রহ সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীল গুরুদেবের বজ্রনিঃস্বনে আকৃষ্ট হইয়া স্কুল-কলেজে পাঠরত এই গ্রামের বহু বালক আমাদের প্রচারকার্য্যে সেবার অংশ গ্রহণ করায় শ্রীহরিপাদপদ্মে নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া গ্রাম হইতে অন্যান্য পাষণ্ডগুলিকে ধ্বংস করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জয়ডঙ্কা স্থাপন করুন—ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

সভা-সমিতির বিবরণ

অত্রস্থ প্রত্যেকটী সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বক্তৃতা-দান করেন।

২১শে এপ্রিল :—

শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রজবাসী—ভাগবত ধর্ম্ম যাজনের ফল।

শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী—মানবজীবনের কর্ত্তব্য।

শ্রীল আচার্যদেব—অমেধ্যভোজী অভক্তের কল্পিত ঈশ্বর ও ভক্তের ভগবান এক নহে।

২২শে এপ্রিল :— অদ্য বৃষ্টির জন্য পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ গ্রামস্থ 'সরস্বতী-ঘরে' শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৩শে এপ্রিল :—

শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী—ধর্ম্মে আন্তরিক সদাচার ও বাহ্যিক সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতাদান করেন।

ইনি শ্রীল গুরুদেবের রন্ধনাদি কার্য্য করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট এইরূপ সুন্দর বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বলিতে থাকেন, "দেখিতেছি এঁদের কেহই কম নহেন। একজন রাঁধুনিও কি রকম বক্তৃতা দান করেন। ইহা হইতে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রণালী যে কিরূপ উন্নত ও সুবৈজ্ঞানিক তাহা আমাদের ধারণাতীত।"

শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী—ভগবৎ পূজায় অধিকার বিচার।

শ্রীল আচার্য্যদেব—বর্ত্তমান সমাজের উন্নতি বিধানে ঈশসেবাবিমুখ দেশ-কর্ণধারগণের ভোগ-বিলাসে ইন্ধন যোগান নীতি আশু দেশ ও সমাজ-ধ্বংসকারী।

এইদিন সভায় প্রায় ১৫০০ শ্রোতা হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের এই বক্তৃতা সভাস্থ সকলের মনে প্রেরণার সৃষ্টি করে। তাঁহারা সকলেই শ্রীল গুরু-

দেবের এই বক্তৃতার এবং অন্যান্য উপদেশাবলী-মত সাত্বত-সমাজ-গঠনে ব্রতী হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে "কৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

কুমড়াবাদ

কুমড়াবাদের (ধাদিকা হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে) বহু লোক ধাদিকা গ্রামে বক্তৃতা শুনিতে আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী তাহাদের হৃদয় এরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল যে, প্রচারপার্টী-সহ ঐ গ্রামে পদার্পণ-করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ইহার মূল উদ্যোক্তা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু। ইনি জগদ্বরেণ্য শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদানুকম্পিত। এই বৃদ্ধ বয়সে (৬২ বৎসর) তিনি আমাদের সহিত প্রচারে থাকিয়া যেরূপ সেবোৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কোমলশ্রদ্ধ জনেরই অনুসরণীয়।

আমাদের উপস্থিতির পূর্ব্ব হইতেই ব্যাণ্ড পার্টি, মৃদঙ্গ-করতাল, পুষ্পমালা-সহ গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই বিরাট সম্বর্দ্ধনার মধ্য দিয়া শ্রীল আচার্য্যপাদের শিবিকা গ্রামের মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে। এস্থানেও গ্রামস্থ বহু উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের শিবিকা আপনাদের স্কন্ধে বহন করিয়া এই দুর্ল্লভ মানব-জন্ম সার্থক করেন। এই গ্রামে প্রচার কার্য্যে অন্যান্য উদ্যোগিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর (সমিতির আশ্রিতা) নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর একমান পুত্র সন্তান শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস মদীয় গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনামাশ্রিত হন।

বক্তৃতাবলী

প্রতিটী সভায় শ্রীল গুরুদেবই সভাপতির আসন ভূষিত করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ বক্তৃতাদান করেন। প্রত্যেকের পার্শ্বে বক্তৃতার বিষয়গুলি উল্লিখিত হইল।

২৪শে এপ্রিল :—

শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যানিধি—বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ গৃহস্থগণের কয়েকটি প্রাত্যহিক অসদাচার।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—বর্ত্তমান সমাজের অধঃপতিত গতির জন্য ধর্ম্মবিরোধিগণই দায়ী।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—দুর্ল্লভ মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন ভগবদ্ভক্তি-লাভ। (হিন্দীতে)

শ্রীল আচার্য্যদেব—বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য দেবতারা মুক্তিদান করিতে পারে না।

২৫শে এপ্রিল :—

শ্রীল আচার্য্যদেব—ঈশ-ভক্ত-বিরোধি-দেবগণের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে "কৃষ্ণলীলা" বর্ণনা করেন।

দুমকা

দুমকা-নগরী কুমড়াবাদ হইতে ৭মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ২৬শে এপ্রিল সকাল ৬টায় আমরা দুমকা যাত্রা করি। মালপত্রাদি গো-শকটে প্রেরিত হয়। বেলা ৮-৩০ দুমকা পৌঁছাইয়া পূর্ব্বব্যবস্থিত 'পুরাতন ধর্ম্মশালায়' আমরা অবস্থান করি। কুসিদ্ধান্তপর-পরমত-নিরসনে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের বজ্রনির্ঘোষ-বাণী সভার প্রথম দিনেই নগরের সর্ব্বত্রই আধিপত্য স্থাপন করে। এই স্থানে বহু শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণের যাতায়াত ছিল। কিন্তু সে সকল নিস্তব্ধ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তসমিতির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। বিশেষতঃ স্থানীয় উকীলগণ, বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকনিচয়, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট জনগণ মধ্যে এক বিপুল-প্রেরণার সঞ্চার হয়। আচার্য্যদেবের বৈকুণ্ঠ বাণী তাঁহাদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে। যখনই আমরা সভা সমিতি স্থিরীকরণের জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করিয়াছি, কেবল ঐ একটি কথাই শুনিয়াছি, "আপনাদের আচার্য্যপাদপদ্ম সগোষ্ঠী আগামী বৎসর আবার কৃপাপূর্ব্বক এদেশে আগমন করিবেন ত। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী মহাপুরুষের পাদপদ্মাশ্রয়ে আপনাদের জীবন সত্যই ধন্য হইয়াছে। ভোগপ্রবণ বর্ত্তমান বিশ্বে তিনিই একমাত্র সনাতনধর্ম্ম-রক্ষা করিতে পারেন।"

বক্তৃতাবলী

প্রতিটি সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবই সভাপতিত্বে বৃণীত হন।

২৭ শে এপ্রিল : —(স্থান—Popular club)

শ্রীল আচার্য্যদেব- ষড়-দর্শন ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতগুলির তুলনামূলক আলোচনাদ্বারে বেদান্ত-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য মতগুলির অসারতা ও অযৌক্তিকতা

প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে সুতত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

২৮শে এপ্রিল :— (স্থান—যতীন বাবুর রাধাকৃষ্ণ-মন্দির)

শ্রীল আচার্য্যদেব—নিরাকারবাদ অসনাতনী ও অশুদ্ধ মত—শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারাই স্থাপিত।

২৯শে এপ্রিল :— (স্থান—ধর্ম্মস্থান, ডুমকা)

শ্রীল আচার্য্যদেব—নিরাকারবাদ আসুরিক মত। তাহারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদের সহিত চিরকালই অপাংক্তেয় —ঐতিহ্য-প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করেন।

পরে পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে "রামলীলা" প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব-স্থাপন করিয়া সভাস্থ সকলের ধর্ম্মজগতে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা নিরসন করেন। সভাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এবং অত্যুন্নত হিন্দী ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৩০শে এপ্রিল :— (স্থান—ডুমকা জিলা-পরিষদ ভবন)

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য···" শ্লোকটীর ব্যাখ্যা-মুলে সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

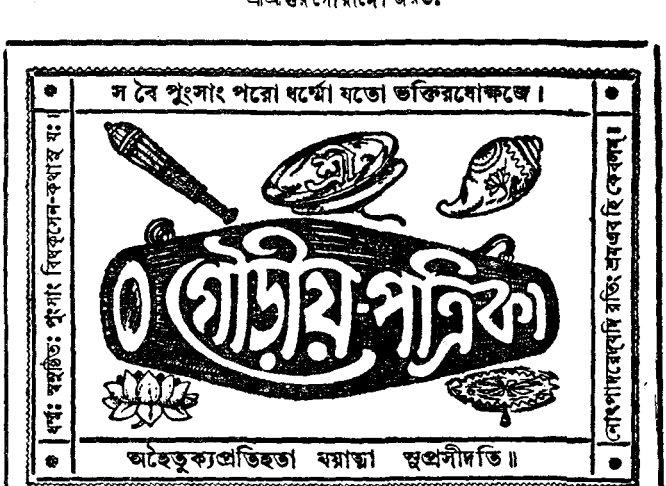
পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ— "জীবেপ্রেম", ও "জীবসেবা", শব্দগুলির অযৌক্তিকতা এবং "হরিজন কে"—তাহা বিশদভাবে আলোচনা করেন।

অদ্য সভায় একজন শ্রোতা "দেশসেবা কি ধর্ম্মসেবা নয়"—প্রশ্ন উত্থাপন করিলে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম উন্নতকণ্ঠে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জানাইয়া দেন, "ধর্ম্ম-সেবাই সমাজ-সংস্কার। দেশনেতৃগণ যেদিন ইহা স্বীকার করিবেন সেইদিনই দেশের মঙ্গল, অন্যথায় নহে।"

শ্রোতৃগণ আচার্য্যদেবের এইরূপ উন্নততম বিচার শ্রবণে নির্ব্বাক্ হইয়া যান। আরও দুইদিবস এস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে হরিকথা-প্রচার করিয়া ৩রা মে সকালে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘ-সহ সমিতির চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—নিজস্ব-সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



১৬শ বর্ষ | বাসুদেব, ২৩ শ্রীধর, ৪৭৮ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭১ ; ইং ১৬।৮।১৯৬৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

শ্রীগোদ্রুম ধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি।
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াৎ
শ্রীগোদ্রুমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা ॥১৮॥

যদি আমার এই দেহ খণ্ড খণ্ডরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিম্বা যদি বিষম বিপত্তিজালও আমার উপর পতিত হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ ; কিন্তু হায়! তথাপি ইহ-জীবনে শ্রীগোদ্রুম ভিন্ন অন্য তীর্থপদের জন্য যেন কদাচ আমার অভিলাষ না হয় ॥১৮॥

প্রাকৃত-ভোগলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের মধুর লীলা-দর্শন-বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-বাস-লালসা—

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োঽঞ্জলীভিঃ পিবন্।
কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্ ॥১৯॥

কবে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-পতিত পত্ররাজি অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিব? কবে অঞ্জলি অঞ্জলি সুরধুনীর পূতবারি পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিব? আর কবেই বা শ্রীরাধিকারমণের মধুর রাসকেলি-স্থান দর্শনপূর্ব্বক প্রেমরসে চিত্ত মগ্ন করিয়া গৌরাটবীতে বাস করিব?১৯॥

ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য নবদ্বীপবাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করতলগত—

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থীকৃতঃ।
তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম-
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ ॥২০॥

তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল-পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতম কোন অপূর্ব্ব বস্তু করতলগত করিয়াছেন (অর্থাৎ নিখিল-পুরুষার্থ-শিরোমণি অনর্পিতচর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন), তিনিই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ তাঁহারই নিকট অবনত হন, যিনি দেহান্তকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বাস-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ॥২০॥

পশুপক্ষীকেও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার —

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দমুন্মদপ্রেম্নঃ।
প্রীণয়দমৃতরসৈর্নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত ॥ ২১ ॥

যে নবদ্বীপ-বন হর্ষগর্ব্বান্বিত প্রেম-পীযূষরস-কদম্বদ্বারা মৃগ-বিহগ-বিটপী-কুলকে প্রেমোন্মত্ত করিতেছেন, সেই নবদ্বীপ-বনকে নমস্কার কর ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতগণের অন্যতীর্থে অভিলাষ থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌর-ভক্তগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপধামাশ্রয়েই অভিরুচি—

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থমানিনো ধীরাস্তদেতন্ন বয়ন্তু বিদ্মঃ।
শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনন্তু সংশ্রয়ঃ॥ ২২॥

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যতীর্থের মানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। অনন্যভক্তিদ্বারা শ্রীরাধামাধবপ্রিয় (লীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম) "নবদ্বীপ-বনই" আমাদিগের নিত্য আশ্রয়স্থল ॥ ২২ ॥

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজ গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম—

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ল্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী।
গৌরাটবীমুজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ॥২৩॥

(সর্ব্ব) দোষের আকর, গুণলেশশূন্য, সর্ব্বাপেক্ষা অধম হইয়াও দুর্ল্লভ বস্তু-লাভে অভিলাষী—আমি কবে উজ্জ্বলভক্তিসারবীজ গৌরাটবী আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম হইব ? ২৩ ॥

গৌরবনের স্বরূপ—

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেমরসামৃতাব্ধেরনন্তপারস্য কিমপ্যুদারম্।
রাধাপ্রদত্তং যদপূর্ব্বসারং তদেব গৌরাঙ্গবনং গতির্মে॥২৪॥

বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও অনন্তপার প্রেমরস-সুধাসিন্ধুর শ্রীরাধাপ্রদত্ত কোন অনির্ব্বচনীয় ঔদার্য্য-রসময় অপূর্ব্ব সার শ্রীগৌরাঙ্গ-কাননই আমার একমাত্র গতি (হউক) ॥ ২৪ ॥

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদ্বীপধাম-সেবাফলে সর্ব্বসাধন-বিহীনেরও পরমপ্রয়োজন লাভ—

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্॥ ২৫॥

সর্ব্বসাধনহীন হইয়াও যে-কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম-নবদ্বীপকেই একান্ত-ভাবে (ধামাপরাধশূন্য হইয়া) আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীবার্ষ-ভানবীর প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন ॥২৫ ॥

নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা—

ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ মাহস্তু বা।
ন নবদ্বীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক্, অথবা আমার দেহবৃত্তিই অচল হউক্, তথাপি নবদ্বীপ-সীমা হইতে আমার পদ যেন কুত্রাপি গমন না করে ॥ ২৬ ॥

নবদ্বীপধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী নিজজনও পর, সুতরাং দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাজ্য—

সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
যো মে ন রাধাবনবাসমিচ্ছেৎ ॥ ২৭ ॥

আমার সেই 'পিতা' 'পিতা' নহে, সেই 'মাতা' 'মাতা' নহে, সেই 'বন্ধু' নহে, সেই 'সখা' (হিতৈষী) 'সখা' নহে, সেই 'মিত্র' (উপকারক) 'মিত্র' নহে, সেই 'গুরু' 'গুরু' নহে, যে আমার "রাধাবন" শ্রীনবদ্বীপ-বাসের প্রতিকূল ॥ ২৭ ॥

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা—

কিমেতাদৃগ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধির্যদিহ তদ্ গোদ্রুমভুবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্নব-নব-বিলাসৈর্বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্গোঽপি ভবিতা ॥ ২৮ ॥

আমার মত পাপ-প্রতিমূর্ত্তির কি এমন ভাগ্য হইবে যে, দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই গোদ্রুমস্থলীতেই বাস করিতে পারিব ? সেই গোদ্রুমে নবনব-বিলাসে বিহরণ-শীল ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণজ্যোতিঃ-প্রবাহের সহিত কি আমার সঙ্গ (সম্বন্ধ) ঘটিবে ? ॥ ২৮ ॥

ভাগবত-বিবৃতি

মানবগণের স্বরূপানুভূতিতে যে বৃত্তি নিত্যা, তাহাই হরিভক্তি। বাহ্য জগতের ও খণ্ড বস্তুসমূহের অখণ্ড নিত্য আধার বৈকুণ্ঠ বস্তু ভগবান্। সেই ভগবানে ভক্তিই সকল জীবের একমাত্র প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়জ্ঞানে খণ্ড প্রতীতিক্রমে জীবগণ কাল্পনিক মায়াবাদ অথবা ফলভোগবাদে প্রমত্ত হইয়া সত্যবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। সেজন্য প্রত্যক্ষবাদিগণের নিত্য মঙ্গলের জন্য তদুপযোগী করিয়া হরিলীলা বর্ণন কর, যাহাতে তাহারা জড়ভোগবাদ ও মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য হরিসেবাপর হইতে পারে। এই জন্য ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পাঠ করা কর্ত্তব্য নতুবা অক্ষজ-জ্ঞান-প্রতারিত মায়াগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী ভক্তিবর্জ্জিত হওয়ায় ভাগবতবর্ণন বা অধ্যাপন করিতে পারে না। (ভাঃ ২।৭।৫১)

ভগবদ্বৈভব দুই প্রকার—ভক্তিবৈভব বৈকুণ্ঠ ও মায়াবৈভব ব্রহ্মাণ্ড। বৈকুণ্ঠকথার বর্ণন শ্রবণ করিলে জীবের মায়িক-বৈভব-মাহাত্ম্য হইতে মুক্তি-লাভ ঘটে। জীবের অশুদ্ধচিত্তে বৈকুণ্ঠ-বৈভব-পরিস্ফুট হয় না। তজ্জন্য মায়িক বৈভবমিশ্র পরমাত্মতত্ত্ব-প্রকটিত মায়াশক্তিপ্রচুর বিরাট্ প্রভৃতির বর্ণনায় বিপরীতভাবে শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যের উপলব্ধি ঘটে। যাহার ভগবৎ-সেবাপর নিত্যরুচি প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য মায়াময়-বৈভব বর্ণনের উপযোগিতা আছে। ভগবল্লীলা কখনই মায়িকী নহে। উহা গুণাতীত অপ্রাকৃত বলিয়া জীবগণ লীলাশ্রবণে মায়িকবোধে লীলার সহিত নশ্বর ক্রিয়ার সাম্যবোধ করেন না। সেবাপর-ভক্ত মায়ায় মুগ্ধ হন না বলিয়া তাঁহারা লীলাকে জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগপর অনুষ্ঠান বলিয়া জানেন না। (ভাঃ ২।৭।৫২)

সাধনবিষয়ে পূর্ব্বেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ জানিয়াছেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথে উপায় ও উপেয়ের ভেদ থাকায় উহা নিত্য নহে, ভক্তিই একমাত্র নিত্য। ভক্তির সাধনকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদিসাধনের ন্যায় অনিত্য জানিয়া ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণলীলাকে ভোগ্য জগতের অন্যতম মনে করিতে হইবে না। পরীক্ষিৎ হরিলীলাপ্রবেশকে অপর সাধনজাতীয় জ্ঞানে বলিলেন, আমি নির্জ্জনে সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যজগতের অন্যতম কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিব, আপনি তাহাই বর্ণন করুন্। তদুত্তরে শুকদেব পরীক্ষিতের তাদৃশ স্মরণপদ্ধতির ধারণা সংশোধনমানসে বলিলেন,

স্মরণ-প্রযত্ন ঐরূপ নহে। জড়বস্তু বিষয়ক স্মৃতিতে স্মরণীয় বস্তুর স্বতন্ত্রতা ও চিন্মাত্রতা ও চিদ্বিলাসের অযোগ্যতা থাকায় অণুচিত জীব নিজ চেষ্টায় কল্পনাপূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশ করে, কিন্তু কৃষ্ণ তাদৃশ মায়িকবস্তু না হওয়ায় মায়িক চেষ্টার ন্যায় তাঁহাকে জড়বস্তু মনে করিয়া কল্পনাপূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। তিনি স্বয়ংরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ-ধর্ম্মবিশিষ্ট।

কৃত্রিম নশ্বর জড়চিন্তার ন্যায় তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির স্মরণের আবশ্যকতা নাই। প্রাকৃত জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে-প্রকার কৃত্রিম অষ্ট কালীয় লীলা-স্মরণ পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে সেরূপ অপ্রাকৃত হরি-রূপ-গুণ-লীলা না হওয়ায় তদ্বিষয়েবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভগবান্ নিত্যকাল স্বতন্ত্র চিন্ময়-লীলাবিশিষ্ট, সুতরাং জড়জগতের নশ্বর বস্তু ধ্যানের ন্যায় তাঁহার চিন্তা করিবার পদ্ধতি সুষ্ঠু নহে। সাধু ও গুরুমুখে সর্ব্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে তাহা সর্ব্বদা গান করিবার চেষ্টা হয়। তাদৃশ নামশ্রবণ ও সেই স্মরণ-প্রভাবে নিত্যকাল কীর্ত্তন-চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ কৃপা করিয়া স্ব-স্বরূপ নিত্যগুণ ও নিত্যলীলায় মুক্ত পুরুষকে প্রবেশ-অধিকার প্রদান করেন। হরিশ্রবণ-কীর্ত্তনপর ভক্তের কৃত্রিম স্মরণাদি বিহিত নহে। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণপ্রভাবে নিত্য কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য স্মরণীয় কৃষ্ণলীলা হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রকাশিত হন। কৃত্রিমভাবে নির্জ্জনতা সম্ভবপর নহে। অনর্থমুক্তিতে ভোগময় বাহ্য জগতের সহিত ভোগসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। তাহাকেই নামভজনকারী সাধুগণ নির্জ্জনে হরিনাম কীর্ত্তন বলিয়া থাকেন। নামকীর্ত্তন পরিহার করিয়া স্মরণাঙ্গ যাজন করিবার ছলে যে নির্জ্জনভজন-প্রয়াস তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিতনহে।

নির্জ্জনে অনেক সময় অনর্থ বৃদ্ধি হইয়া ভগবৎকীর্ত্তনের বাধা উৎপন্ন করে। নিজের কৃত্রিম অনর্থযুক্ত সাধন প্রবল হইয়া শ্রীমহাজন গুরুবর্গের বাক্যাবলীর প্রতিকূল অর্থ সৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধাসহ নাম শ্রবণ করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থনাশের ফল নামকীর্ত্তন। শ্রদ্ধাসহ নিত্যকালীয় ভজন-জ্ঞানে নামকীর্ত্তন করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থ নষ্ট হইলে ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে নিজরূপ-গুণ-লীলা প্রকট করান। এই প্রকটকার্য্য জড়ভোগসাধ্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। জড়বস্তু ধ্যান কাল্পনিক, কিন্তু অপ্রাকৃত স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ধ্যেয় জড়বস্তু মাত্র না হওয়ায় নিত্য কীর্ত্তনকারী ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাভাবে

অভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহাদের নামকীর্ত্তনরহিত নশ্বর কৃত্রিম নির্জ্জন ভজন ভাণ। তাহাতে অনর্থবৃদ্ধি ব্যতীত কৃষ্ণস্মৃতির সম্ভাবনা নাই। কীর্ত্তনকালে শ্রদ্ধার অভাব হইলেই জনসঙ্গ, তাহা ভজনের ব্যাঘাত মাত্র। সেজন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তিমান্ জনগণ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে বহির্ম্মুখ জনসঙ্গে অনবধানদোষে দুষ্ট হইবেন না। নিঃসঙ্গ বা নির্জ্জনে নাম শ্রবণ ও নাম কীর্ত্তনপ্রভাবে ভগবান্ অনর্থমুক্ত জীবহৃদয়ে অচিরেই প্রবেশ করেন। অশ্রদ্দধান জনগণকে নামদান অপরাধ মধ্যে গণ্য। নাম-মহিমা-প্রচার অপরাধ-মোচনের একমাত্র পন্থা। যাঁহারা নির্জ্জনে হরিভজন না করিয়া অপরাধ প্রবল করেন তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ প্রবেশ করেন না। দুঃসঙ্গ-পরিহারকার্য্য নামশ্রবণ ও কীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট হইলেই অবশ্যম্ভাবী। জড়চিন্তাপর নির্জ্জনতা ভক্তের বিহিত নহে, বহু ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনই বিহিত। গুরুমুখশ্রুত নির্জ্জনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণে ব্যক্তিবিশেষের উপকার হয় সত্য, তাহাতে জীবেদয়ার দৃষ্টান্তে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে। "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার।"—এই অমোঘবাণী শুনিয়া নিত্য কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া পরোপকারফলে ভগবানকে হৃদয়ে অবরোধ করিতে সমর্থ হন। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিজাচরণময়। আপনি আচরণশীল হইয়া কীর্ত্তনপ্রচারফলেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রুত না হইয়া থাকিলে জীবের কীর্ত্তনাধিকার হয় না। যাঁহারা সাধু-গুরু-প্রসাদে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনন্যশরণ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া জীবের উপকার করেন। তাঁহাদের বহির্ম্মুখজনসঙ্গ বা অশ্রদ্দধান জনগণের বাধ্য হইতে হয় না। তাঁহারা নৈসর্গিক নির্জ্জনতা সংরক্ষণ করিয়াই ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৩)

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিষয় কৃষ্ণকথা-শব্দাত্মক। উহা কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ভোগপরজীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া হৃদ্গত ভোগবাসনাস্থলে হরিসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। হরিসেবোন্মুখ হৃদয়ে কোনপ্রকার মলিনতা প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। জীব অপর ভোগান্ধ জীবের নিকট হইতে নশ্বর অসৎকথা শিক্ষা করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হন তাহা শারদীয় মেঘবর্ষণে মলিনতা নষ্ট হইবার ন্যায় বিনষ্ট হইয়া নিত্য হরিসেবোন্মুখী চেষ্টায় রুচিলাভ করেন। (ভাঃ ২।৮।৪)

যেমন পথক্লিষ্ট নর গৃহে আগমন করিয়া গৃহসুখ লাভ করিলে ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং গৃহসুখ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ হরিকথা শ্রবণে যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়া সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাসুখ ভক্তিমান জন কেহই ছাড়িতে চান না। (ভাঃ ২।৮।৫)

স্বেচ্ছাবিহারশীল ভগবান্ পূতনাবধাদি যোগমায়াদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মৌষললীলায় ভগবানের অপ্রাকট্য প্রভৃতি মূঢ়বিমোহনার্থ প্রদর্শন করিয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ প্রলয়যোগ্য কিরূপে হন। (ভাঃ ২।৮।২২)

ব্যাস যেকালে শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রৌত ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছিলেন তৎকালে মায়াদ্বারাই জীবের ভগবদ্বিমুখতা ও মোহাদি সম্ভবপরতা জানিয়াছিলেন। জীবাত্মার স্বরূপানুভূতিতে মায়াসম্বন্ধ নাই। ভগবানের সহিতই তাঁহার কেবলানুভব-সম্বন্ধ। মায়ারচিত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। স্বপ্নকালে যেরূপ দ্রষ্টা বা অনুভবকারী জ্ঞাতার কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠান, কিন্তু দৃশ্যজগতের নশ্বর বাস্তব অধিষ্ঠানের অভাব এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসত্য চালনাহেতু দৃশ্যের অধিষ্ঠান না থাকা কালেও মিথ্যা প্রতীতি, তদ্রূপ প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি-সহ সম্বন্ধ নশ্বর মাত্র। ভগবানের মায়া ভগবদচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী। তাঁহার দ্বারাই জীবাত্মার দেহসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। স্বপ্নোত্থ অসত্য অনুভূতি দৃষ্টান্তের ন্যায় জীবের তত্ত্বজ্ঞানাভাব-জনিত প্রতীতি কৃষ্ণোন্মুখ জীবের নশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অসমর্থ। মুক্তজীব ভগবদনুভবময়, সেখানে মায়া-সম্বন্ধীয় ভোগপর স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ ঘটে না। (ভাঃ ২।৯।১)

ভগবান্ বাসুদেবে প্রীতি না হওয়া কাল পর্য্যন্ত জীব দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগ হইতে বিরত হন না। দৃশ্যজগৎকে ভোগময় বিচার করিয়া হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়িকগুণজাত দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি আমার' বুদ্ধি করেন। কাল ও মায়া ভগবদ্বিমুখের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পরতত্ত্বাশ্রিত হরিসেবোন্মুখ নিত্য জীব কাল ও মায়া অতিক্রম করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠরাজ্যে নিত্যকাল অবস্থিত হন। (ভাঃ ২।৯।৩)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

কৃষ্ণধাম—স্বরূপ ও তত্ত্ব

১। দেবীধাম হইতে হরিধাম-পর্য্যন্ত ক্রম কি ?

"প্রথমে 'দেবীধাম' অর্থাৎ এই জড়-জগৎ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তদুপরি শিবধাম, সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিনাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠ-লোক।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৩

২। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ-ধর্ম্ম নাই, ইহা কি বেদ বলিয়াছেন ?

"উপনিষদ্‌গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। সে-সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জড়জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু,—ইহারা যে জড়ীয় বিশেষধর্ম্ম দ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয়বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই, এরূপও কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ, ইহারা যুগপৎ সর্ব্বত্র অবস্থান করে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৩। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের বিশেষ-ধর্ম্মে পার্থক্য কোথায় ?

"চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি বিশদ ও চিদানন্দময়।" —ব্রঃ সং ৫।৫৬

৪। গোকুলে কি বৈকুণ্ঠের মোক্ষ ও চতুর্দ্দশ লোকের ধর্ম্মার্থ-কাম আছে ?

"বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মূল-বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর।" —ব্রঃ সং ৫।৫

৫। গোলোক ও গোকুলে পার্থক্য কি ?

"গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এই মাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান।"

—ব্রঃ সং ৫।২

৬। মাথুরমণ্ডল ও গোলোকে পার্থক্য কি ?

"যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী মথুরাধাম, অপ্রকট-লীলার গোলোক।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৭। প্রকট ও অপ্রকট-লীলার ব্রজ কিরূপ ?

"নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজে সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয় রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥" 'ব্রজের সহিতে' এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটি চিন্ময় ধামের অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোক-অন্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকট-ব্রজে অপ্রকট-ব্রজেরই বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ৪।৪৬-৫০

৮। গোকুলে গোলোক-দর্শন কিরূপ ?

"কৃষ্ণের চিন্ময়ী লীলা নিত্যা। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু-দর্শনে অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন; এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায়-পীড়িত, তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক-বিশ্ব দর্শন করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৯। কৃষ্ণধামের স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই, সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ; ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি; গোধন-সমূহই প্রজা; রাখালগণ সখা; গোপীগণই সঙ্গিনী; নবনীত, দধি, দুগ্ধই খাদ্য-দ্রব্য; সমস্ত কানন ও উপবনই কৃষ্ণ-প্রেমময়; যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা; সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ-পরিচারিকা।

যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখনও উপাসকের তুল্য, কখনও তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

১০। গোলোকে কি অসুর-মারণাদি লীলা আছে?

"গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান-মাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। ধাম-দর্শনে অধিকারী কে?

"ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্ম্মুখ-চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অপরাধী

গুরু অপরাধ, গুরুপদে আমি, করেছি যে কত শত।
তে কারণে মোর, না হইল ভবে, আসা-যাওয়া সুসংহত॥
অজ্ঞ জীব আমি ক্ষুদ্রাধম দীন, অভিজ্ঞে অবজ্ঞা কৈলু।
লঘু সম জ্ঞান গুরুরে করিয়া গর্ব্বশেলে বিঁধি মৈলু॥
প্রতিষ্ঠাশাকামী, জ্ঞানমদে স্ফীত, দুর্ব্বৃত্ত ও দয়া পায়।
তাহা হতে হীন, পরছিদ্রে রত (তাই) উপেক্ষিতগুরু হায়!!
গুর্ব্ববজ্ঞা আর, বৈষ্ণবে উপেক্ষা, পরমেশ রুষ্ট তায়।
পতিতের গতি, কৃষ্ণপ্রেমদাতা দেহ দাসে পদাশ্রয়॥
অতি দুরমতি, অধম পামর, আমা-সম ভবে নাই।
দুষ্কর্ম্মে লালসা, ভারবাহি-গাধা, বৃথা সুখে মত্ত তাই॥
কতকাল মোর হয়েছে বিগত ভুলিয়া পরম চেতনে।
পরোক্ষে থাকিয়া জানিয়া সেসব, হিতোপদেশ দিলে দীনে॥
মূরখ চতুর, চোরসাধুসাজে, মর্কট-বৈরাগ্য পেষা।
স্বকার্য্য সাধনে, ছলে ভুলাইতে, আসুরিকী বুদ্ধি খাসা॥

আমি ত লম্পট, কলিগুপ্তচর, উপস্থিত রাজদ্বারে।
দুষ্কর্ম্মের সাজা, গুরু মহারাজ! দেহ চোরে কৃপা করে॥
পর-অবিশ্বাসী, উত্তমে অশ্রদ্ধ, 'অহং মম' অভিমান।
ভূতের বেগারে, দিন বৃথা গেল, বিভুতে সামান্য জ্ঞান॥
কৃষ্ণকথা-হীন, মিথ্যাভাষপটু, মায়াবাদ সুপ্রমত্ত।
গ্রাসিয়াছে মোরে, কিসে হবে মোর এত অপরাধ হত॥
ছলভরা দৈন্য, লালসিত ত্যাগ, কত দ্বন্দ্বময়ী বৃত্তি।
রহিয়াছে মোর অন্তর-বাহিরে, নাহি প্রীতি তোমা-প্রতি॥
পরের সম্মানে সদা ব্যথী আমি, পরশ্রীকাতর অতি।
পর সুখে দুঃখী, পরদুঃখে সুখী, পরোদ্বেগে মহা প্রীতি॥
ফাঁকিবুদ্ধিজীবী, অলস প্রকৃতি, দেহারামে সদা আশ।
এহেন পতিত পাবে কি উদ্ধার, পরিহরি' জড়-বাস??
এ পাপিষ্ঠের ইষ্ট অন্যে নাহি দিবে, তব কৃপামাত্র আশা।
অধম তারণ-সম্রাট তুমি, ঘুচাও কামের তৃষা॥

—ডাক্তার অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ২৬)

যদি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে পরিকরগণের সহিত নিত্যবিহার করেন, তবে ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণ কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন? শ্রীনারায়ণের অবতরণ যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশপূর্ব্বক হইয়া থাকে, তবে নিত্যই দ্বারকায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীনারায়ণকে নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন কেন? কেনই বা জন্মাদি লীলাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা, দ্বারকা ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর—

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাদিতে নিত্যবিহার করেন, তিনি ব্রহ্মাদির নিকট প্রায়ই অপ্রকট থাকেন। আর ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ নামা বিষ্ণু ব্রহ্মাদির নিকট প্রকট হইয়া তাঁহাদের পালনাদি করেন। তজ্জন্য ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি কংসের অত্যাচার-পীড়িতা পৃথিবীর ভার-হরণ জন্য শ্রীবিষ্ণুর নিকট

নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ ব্রহ্মাদিকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বয়ং ভগবানের অবতরণ-সময় উপস্থিত। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। প্রকটলীলাবসানে সেই বিষ্ণুই বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাদি ধামে নিগূঢ়ভাবে লীলা করিতে থাকেন। এ বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—"নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ"—ভগবান মধুসূদন দ্বারকাতে নিত্য সন্নিহিত আছেন। (ভাঃ ১১শ স্কন্ধ, ৩১ অঃ ২৪)

প্রাচীনগণের উক্তি—সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতে জলরাশি হইতে উদিত হন ও অস্তকালে তাহাতেই প্রবেশ করেন। একথা সমুদ্রতীরবাসীদের দৃষ্টিতেই পতিত হয়; কিন্তু উহা বাস্তব ঘটনা নহে। যদি সূর্য্যের সুমেরু পরিক্রমণাদি বাক্য প্রমাণে উক্ত শ্রুতির অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠারোহণ প্রসঙ্গেও অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। বহু বাক্য যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাদিতে নিত্য-বিহার সম্বন্ধে প্রমাণ দিতেছে, তখন তাঁহার বৈকুণ্ঠারোহণ বাক্যের অন্য অর্থ করিতে হইবে। তিনি বিষ্ণুরূপ অংশে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদিতে নিত্যলীলা করেন। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধা। প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট যে লীলা অপ্রকাশিত থাকে তাহা অপ্রকট-লীলা। আর তাহাদের নিকট প্রকাশিত লীলা প্রকট-লীলা। অপ্রকট-লীলা আদি-মধ্য-অবসানরূপ পরিচ্ছেদরহিত, ইহা অনন্ত কাল চলিতেছে। এই লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্ররূপে বা ব্রজযুবরাজ-রূপে মহাসভায় উপবেশনাদি বা গোচারণাদি লীলা-বিনোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদির ক্রমে বিকাশ প্রাপ্তি হয় এবং ভগবদিচ্ছাশক্তিদ্বারা আদি, মধ্য, অবসান হইয়া থাকে; কালের কোন শক্তি ইহাতে নাই।

অপ্রকট-লীলা—মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার উপাসনানুযায়ী একস্থানে নিত্যস্থিতি। স্বারসিকী লীলা বহুস্থান-ব্যাপিনী, নানাপ্রকাশময়ী ও আদি-মধ্যাবসানহীনা। বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকাশে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা বিদ্যমান। স্বারসিকী সে-সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিবিধ বিচিত্রতার সহিত অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে। মন্ত্রোপাসনাময়ীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জে উপবিষ্ট আছেন, আর স্বারসিকীতে অভিসারের পর উভয়ের মিলন, কুঞ্জ-প্রবেশ, তথায় অবস্থানানন্তর বন ভ্রমণ ইত্যাদি বহু বিচিত্রতা আছে।

শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজদম্পতিকে বলিতেছেন—

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ (১০।৪৬।৩৬)

হে মহাভাগদ্বয়! আপনারা খেদ করিবেন না, কৃষ্ণকে সমীপেই দর্শন করিবেন। তিনি কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায় ভূতসমূহের অন্তর্হৃদয়ে বর্ত্তমান। তাঁহাদের নিকট স্থিতির অব্যভিচারী দৃষ্টান্ত—প্রাণিগণের হৃদয়ে পরমাত্মলক্ষণ জ্যোতিসদৃশ, আর কাষ্ঠে অগ্নিলক্ষণ জ্যোতিসদৃশঃ তিনি সতত বিদ্যমান। আপনাদের নিরন্তর স্ফূর্ত্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ। এস্থলে 'অপ্রকট লীলা'র নিকটে স্থিতি অর্থ না করিয়া অন্য অর্থ করিতে গেলে অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। কারণ অন্তর্হৃদয়ে আছেন বলিয়াই যে দর্শন হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবদ্বারা গোপীগণের নিকট যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতেও নিত্যস্থিতির কথা বলিয়াছেন—

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ। (ভাঃ ১০।৪৭।২৯)

আপনাদের সহিত আমার সর্ব্বস্বরূপে কোনরূপ বিচ্ছেদ নাই।

প্রকটলীলায় বিরাজমান এক প্রকাশে বিয়োগ, অপ্রকটলীলায় বিরাজমান অপর প্রকাশে সংযোগ আছে; সুতরাং সর্ব্ব-স্বরূপে বিচ্ছেদ নাই ইহাই তৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয় তখন তদীয় বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রকাশ ও ভ্রান্তিজনক নহে। প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠানহেতু লীলারস পোষণের জন্য সেই প্রকাশ সকলে অভিমান ভেদ এবং পরস্পরের অনুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিপর বলিয়া নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রকটনে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-বিবাহে দেবকী প্রভৃতিতেও প্রকাশভেদ দেখা গিয়াছিল—দেবর্ষি নারদ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীনারদ একস্থানে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ও উদ্ধবসহ পাশা খেলিতেছেন, আবার অন্যত্র উদ্ধবাদির সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। এইরূপ দেবকীদেবীও কোথাও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতেছেন। কোথাও বা কৃষ্ণ-অদর্শনে উৎকণ্ঠিতা। সুতরাং দ্বারকায় প্রকাশ ভেদ হইলে তজ্জন্য অভিমানভেদ ক্রিয়াভেদাদি যদি দৃষ্ট হয়, তবে বৃন্দাবনলীলাতেও তদ্রূপ দৃষ্ট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবদ্বারা গোপীগণকে বলিতেছেন—

যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায্বগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ (ভাঃ১০।৪৭।২৯)

আকাশ প্রভৃতি কারণরূপ ভূত সকল নিজ নিজ কার্য্যরূপ ভূতে বর্ত্তমান আকাশের স্থিতি বায়ুতে, বায়ুর স্থিতি তেজে, তেজের স্থিতি জলে, জলের স্থিতি পৃথিবীতে, তদ্রূপ আমি আপনাদের মন প্রভৃতির আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি। আমি না থাকিলে আপনাদের মনঃ প্রাণাদি আমার বিচ্ছেদে ক্ষণকালও থাকিত না। উগ্রসেনকে বিরহসংযোগে যুগপৎস্থিতি বর্ণন করিয়া সেই স্থিতি যাহাতে সম্ভবপর হয় এমন প্রকাশ বৈচিত্র্যের বিষয়ে বলিতেছেন—

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মনা ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩০)

আত্মমায়ানুভাব দ্বারা ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মা আমি আত্মাতে আত্মাকে সৃষ্টি নাশ ও পালন করি।

আত্মাতে—অনন্ত প্রকাশময় শ্রীবিগ্রহ লক্ষণ আপনাতে স্বয়ং আত্মাকে নিজ প্রকাশ বিশেষকে সৃষ্টি করি—অভিব্যক্ত করি। আত্মানুভাব—অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি করি, ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মাভূত পরমার্থ সত্যস্বরূপ যে আমার ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি যে সকল গুণ এবং তৎসমুদয়ের প্রকাশস্বরূপ—তদ্দ্বারা সৃষ্টি করি। এইরূপ প্রকাশ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আবার কখনও অন্যত্র গমন করি। তৎপশ্চাদ আবার কখনও পালন করি অর্থাৎ স্বয়ং আসিয়া নিজ বিরহব্যথিত জনগণকে রক্ষা করি।

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রকট প্রকাশে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত স্থিতি বর্ণন পূর্ব্বক পক্ষান্তর অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্ত-স্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩১)

আত্মা আমি শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের সুষুপ্ত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট মনোবৃত্তিসমূহ দ্বারা অনুভূত হইতেছি। তাহা জ্ঞানময়—নানাবিদ্যাবিদগ্ধ, শুদ্ধ, ব্যতিরিক্ত (বিগত অতিরিক্ত যাহা হইতে) সর্ব্বোত্তম; গুণান্বয়—সর্ব্বগুণশালী। অতএব সেই স্ফূর্ত্তিরূপ অনুভব কোন সময়ে সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হইবে।

সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা ছাড়া অন্য কাহারও স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু ব্রজ-

গোপীগণের সুষুপ্তি অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি নির্দ্দেশ থাকায় সর্ব্বদা তিনি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। জাগ্রৎস্বপ্ন—দুই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু সুষুপ্তি অন্তরিন্দ্রিয় ব্যাহেন্দ্রিয় কোনটীরই সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গোপীগণের জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থার অনুভব সুষুপ্তিতেও বিদ্যমান থাকে। প্রাকৃত লোকের সুষুপ্তি হইতে গোপীদের সুষুপ্তির বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার সমাধিলক্ষণ সুষুপ্তিতেও শ্রীকৃষ্ণানুভব লাভ করেন। গরুড় পুরাণের উক্তি—

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ।
যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া।

জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় যোগস্থ যোগিগণের মনোবৃত্তি যাহা কিছু সকলই অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

যদি বল—সর্ব্বাবস্থায় আমরা তোমাকে অনুভব করি, কিন্তু আমাদের বিরহই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তজ্জন্য বলিতেছেন আমার বিয়োগিতাভিমানী মনোবৃত্তি কোনরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে স্বতঃই নিত্য-সংযোগিতা উদিত হইবে। তজ্জন্য যোগশাস্ত্রের যুক্তি দিতেছেন—

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩২)

সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন মিথ্যাভূত স্বপ্নের চিন্তা করে এবং ইন্দ্রিয়ার্থ প্রভৃতিকে যে মন দ্বারা চিন্তা করে এবং ইন্দ্রিয়গণ যে মন দ্বারা উহা প্রাপ্ত হয় সেই মনকে নিরুদ্ধ করিবে। যদিও ব্রজরমাগণ স্বপ্নাদির মত অজ্ঞান জন্য অভ্যস্ত নহেন তথাপি প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি হেতু অপ্রকট-লীলায় অনুভবসিদ্ধ নিত্যসংযোগ অনুসন্ধান করাইবার জন্যই তাদৃশ উপদেশ দান। মনোনিরোধ ভিন্ন বিক্ষিপ্তচিত্তে নিকটস্থ বিষয়ও উপলব্ধি হয় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট প্রকাশে গোপীদের নিকট বিরাজিত থাকিলেও প্রকট-লীলাগত বিরহবিক্ষেপজন্য তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য মনোনিরোধের প্রশংসার্থ বলিতেছেন—

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাং।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥ (১০।৪৭।৩৩)

বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত নদীসকল যেমন সাগরে সম্মিলিত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় দমন ও সত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন মনোনিরোধেই পর্য্যবসিত হয়। বেদবিদ্‌গণ মনোনিরোধের

প্রশংসা করেন ; অতএব তোমরাও আমার বিচ্ছেদাভিমানী মনোবৃত্তির নিরোধ সাধন করিলেই তোমাদের নিত্যসংযোগের উপলব্ধি হইবে।

যদি এরূপ বল, তোমার বিরহে দুঃখিতা আমাদিগকে নিজপ্রাপ্তি-সাধন উপদেশ না করিয়া নিজে উপস্থিত হইতেছ না কেন? এই বিতর্কের আশঙ্কায় বলিলেন—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩৪)

আমি তোমাদের নয়নের প্রিয়, আমার দর্শন ভিন্ন তোমরা আর কিছুতেই সুখলাভ করিতে পার না। সেই আমি দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা কেবল নিয়ত আমার ধ্যানের জন্য মনের সান্নিধ্য ঘটাইবার নিমিত্ত। প্রিয়জনের প্রতি মনের যত আবেগ ঘটে ততই আনন্দ। যদি আমি নিকট থাকি তাহা হইলে তোমাদের আমার নয়নে আবেশ থাকিবে। আর দূরে থাকিলে মনেই আবেশ থাকিবে। তাহাতে কি হইবে?

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩৬)

তোমার অশেষ বৃত্তিরহিত মনকে আমাতে আবিষ্ট করিতে, নিয়ত আমার স্মরণ করিতে থাকিলে অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতেছেন,—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্ম্মদ্বীর্য্য চিন্তয়া॥ (১০।৪৭।৩৭)

হে কল্যাণীগণ! বৃন্দাবনে রাসবিহার কালে যে সকল অবলা অবরুদ্ধ হওয়ায় আমার সহিত রাসক্রীড়'য় বঞ্চিতা ছিল, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

—ঃ চরিত্র ঃ—

বাদ্‌শা হোসেন শা (গৌড়ের সম্রাট্)
সনাতন বা সাকরমল্লিক (প্রধান মন্ত্রী)
কেশব ছত্রী (রাজ-অনুচর)
ঈশান (প্রধান মন্ত্রীর ভৃত্য)
শ্রীকান্ত (প্রধানমন্ত্রী সনাতনের ভগিনীপতি)
ভট্টাচার্য্য (পাঠক)
১ম নাগরিক
২য় নাগরিক
গায়ক
বৈদ্য
চন্দ্রশেখর
সৈন্যাধ্যক্ষ
পথিক
ভূইঞা সর্দ্দার
মহাপ্রভু
শ্রীরূপপাদ (সনাতনের কনিষ্ঠ সহোদর)
১ম বৈষ্ণব
২য় বৈষ্ণব
পাইক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—গৌড়ের রাজপ্রাসাদ

বাদশাহ হোসেন শা ও প্রধানমন্ত্রী—সাকরমল্লিক—সনাতনের প্রবেশ।

বাদ্‌শা— (সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) সাকরমল্লিক, তোমার ন্যায় একজন সুদক্ষ বুদ্ধিমান মন্ত্রী থাক্‌তে আমার রাজ্যে এত অনাচার কেন ?

সাকরমল্লিক—কি অনাচার সম্রাট ?

বাদ্‌শা—শুধু অনাচার নয়,—অত্যাচার!

সাকরমল্লিক—অত্যাচার?

বাদ্‌শা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের এক সন্ন্যাসী লক্ষার্ব্বুদ লোক সঙ্গে নিয়ে আমার রাজ্যের পল্লী-নগর সব তোলপাড় করে ফেল্‌লে। দেখলে ভয় হয়,—এ যেন কোন প্রচ্ছন্ন শত্রু দলবল নিয়ে আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে। হয়ত এ সিংহাসনও কেড়ে নেবে।

সাকর—(সভয়ে) কি বল্‌ছেন সম্রাট!

বাদ্‌শা—(অট্টহাসি হাসিয়া) কেন, ভয় হচ্ছে?

সাকর—হুজুর, তিনি তো সন্ন্যাসী! দলবল তাঁর শিষ্যভক্ত।

বাদ্‌শা—আমি যদি বলি, ঐ দলবলই তাঁর সৈন্য।

সাকর—জি, না; তা' কখনই হতে পারে না। উনি সর্ব্বত্যাগী।

বাদ্‌শা—যদি বলি, ঐ সন্ন্যাসী গেরুয়া বসন প'রে সর্ব্বত্যাগের ধুয়ো তুলে রাজ্যের প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর্‌ছে,—তা'হলে? (সাকরমল্লিকের দিকে তাকাইয়া) কি, ভয় হচ্ছে? ভাবছো, সন্ন্যাসীকে আমি হত্যা কর্‌বার আদেশ দেবো, নয়?

সাকর—আজ্ঞে, আপনার মত দয়াবান, ন্যায়কুশলী রাজা আমি দেখি নাই এবং ইতিহাসেও কোন নজির মিলে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি কখনও অন্যায় আদেশ দেবেন না।

বাদ্‌শা—সত্যিই তুমি বড় ভীত হয়েছো! না, তোমার কথাই রাখবো। তুমি আমায় চিনেছো—সাকর, তুমিই আমাকে চিনেছো। আর কেউ তো আমায় চিনে না। তোমার কেশ যেমন পক্ক হয়েছে তেমনি তোমার বুদ্ধিও পক্ক। (সাকরমল্লিকের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া) ভাই, তোমরা হিন্দু! তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের কাছে সুন্দর। তা'বলে আমি তাকে ঘৃণা কর্‌ব কেন ভাই! তোমাদের সন্ন্যাসীকে কি আমি হত্যা কর্‌তে পারি? তোমাদের যেমন ঐ সন্ন্যাসী,—আমাদের তেমনি পীর পয়গম্বর!

সাকর—ঐ সন্ন্যাসীর পর্য্যটনই কি অত্যাচার বলে ধারণা করেছিলেন, সম্রাট?

বাদ্‌শা—না,—না, মন্ত্রী তা' নয়! ঐ পর্য্যটন অত্যাচার নয়, ওটা সু-আচার ও প্রচার। আমি জেনেছি তোমাদের সন্ন্যাসীর কাছে মানুষ হিসাবে

হিন্দু-মোস্লেম কোন ভেদ নেই, ইচ্ছা করলে মুসলমানও হিন্দু হতে পারে এবং হিন্দুও মুসলমান হতে পারে,—সকলেই জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে উপাসনানুরূপ ভগবদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে,—এই তাঁর বাণী। হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য কেহ কেহ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগুলিকেই সমান বলতে চায়। আমরা কেন, অনেকেই কিন্তু তা আদৌ স্বীকার করেন না। তবে এইটুকু বুঝি, মানুষের ন্যায় আকার সকলের হলেও প্রত্যেকের চিন্তাধারা কখনই এক নহে। চিন্তাধারার পার্থক্য অনুযায়ী খোদার দুনিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সে যা-ই হোক্, তোমাদের ঐ নবীন সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আমি কিন্তু যা শুনেছি, তাতে তাঁকে জীবন্ত পীর বলেই মনে হয়। ধন্য! ধন্য!! তোমরা এমন মহাপুরুষকে কলিযুগে নিজেদের মধ্যে পেয়েছ।

সাকর—তবে কি উদ্দেশ্যে অত্যাচার বল্‌ছেন সম্রাট?

বাদ্‌শা—অত্যাচার বল্‌ছি কেন জান? আমাদের যবন জাতির অনেকে ঐ সন্ন্যাসীকে হিংসা করে। শুধু হিংসাই নয়, তাঁর প্রচারকার্য্যে অর্থাৎ তিনি যে জীবগণকে হরিনাম দান কর্‌ছেন তা'তে বাধা দেয়। অবশ্য তা'র ফলও আল্লা দিয়েছেন,—অনেক পেয়াদা হরিনাম প্রচারে বাধা দিতে গেছ্‌লো; হঠাৎ আগুনের হল্কায় তাদের মুখ পুড়ে গেছে। তবু তাদের চেতনা নাই; মুখপোড়া বাঁদরের মত অবস্থা হয়েও তারা নির্লজ্জ। তারা চায় হিন্দুয়ানী চল্‌বে না, সবাইকে যবন হ'তে হবে। (সাকরমল্লিকের দিকে তাকাইয়া) বোধ করি এ খবর তুমি পেয়েছো?

সাকর—জি, হ্যাঁ সম্রাট! আমি পূর্ব্বেই কোতোয়ালের মুখে সংবাদ পেয়েছি। তবে ইহাও সত্য, অনেক হিন্দু ভাইও সন্ন্যাসীর প্রতি শত্রুতাচরণ কর্‌ছেন।

বাদ্‌শা—তবে তুমি পাঠিয়ে সেই সব নির্লজ্জদের নিষেধ করনি কেন?

সাকর—হুজুর, ভুল হ'য়ে গেছে!

বাদ্‌শা—এ তোমার ইচ্ছাকৃত ভুল, সাকর! তুমি যেম্‌নি আমার হৃদয় যাচাই কর্‌তে পার, আমিও তেম্‌নি তোমাকে চিনি।

সাকর—মাপ কর্‌বেন সম্রাট!

বাদ্‌শা—তুমি তো জান সাকর, আমার অভিমত! আমি চাই, যে যে ধর্ম্ম ইচ্ছা করে সে সেই ধর্ম্মই সুখে পালন করুক্। কারো ধর্ম্মে কারো কোনদিন বাধা দেওয়া উচিত নয়। তবে স্বেচ্ছায় কেউ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করলে কে আর আপত্তি করবে?

[কেশব ছত্রীর প্রবেশ। ছত্রী জানে না যে প্রাসাদে বাদ্‌শা স্বয়ং উপস্থিত আছেন। ছত্রী মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে জানাবার উদ্দেশ্যে চঞ্চলগতিতে দ্রুত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল]

ছত্রী— (প্রাসাদ দ্বারের কিঞ্চিৎ দূর হইতে) মন্ত্রী মশাই, মন্ত্রী মশাই, একটা বড় আনন্দ-খবর! (প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া বাদ্‌শাকে দেখিয়া হতভম্ব ও ভয়ে পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান)

বাদ্‌শা—কি ছত্রী! সুসংবাদ জানাতে এসেছো মন্ত্রীর কাছে, কেমন?

ছত্রী— (আরো ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল।)

বাদ্‌শা—কি, তথ্য প্রকাশ কর!

ছত্রী—(পূর্বের মত নীরব রহিল।)

বাদ্‌শা—(হাসিতে হাসিতে) এ মোস্লেম রাজার রাজ্যে দেখ্‌ছি তোমরা সকল হিন্দুই বড় ভীত হয়েছো। শোন ছত্রী, ভয় পরিত্যাগ কর। জেনে রাখ—এ মোস্লেম রাজা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই সম্মান করতে জানে। যাঁকে দেখে আজ তোমাদের হিন্দু জাতির আনন্দ, আমি নিজে তাঁকে প্রাসাদের ছাদ হ'তে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি দেখেছি তাঁর শ্রীঅঙ্গে সেই নূর,—যা' সাধারণ মানুষে সম্ভব নয়।

(সাকর মল্লিকের প্রতি)—শোন মন্ত্রী, আমার আদেশ আজ থেকে নগরে নগরে ঢাক বাজিয়ে প্রচার করে দাও গে, যেন কেউ ঐ সাধুর প্রতি অত্যাচার করতে না যায়,—যে যাবে তা'কে কঠিন দণ্ড পেতে হবে। (প্রস্থান)

ছত্রী—এঃ, বাদ্‌শা তো দেখ্‌ছি আজকাল ভাল লোক হয়ে গেছে, মন্ত্রীমশাই!

সাকর—হবেই তো, সব কিছু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

ছত্রী—ইচ্ছাময় কে? ইচ্ছাময় তা'হলে কি ঐ সন্ন্যাসী?

সাকর—হ্যাঁরে, হ্যাঁ—যা ভেবেছিস্ তাই।

ছত্রী—উনি ইচ্ছাময় কবে থেকে হ'লেন ?

সাকর—উনি চিরন্তন ইচ্ছাময়। সে এখন জান্‌বি না, যে দিন তাঁর কৃপা হবে সে দিন জান্‌বি ?

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"

ছত্রী—ও সব শোলোক টোলোক আমি বুঝিনা। কবে তাঁর কৃপা হবে আমার উপর, বলুন্ দেখি।

সাকর—সে আমি কি করে জান্‌বো ? ও সব অবান্তর প্রশ্ন এখন রেখে দে।

ছত্রী—আমি বল্‌তে গেলেই অবান্তর হয়ে যায়, নয় ? বেশ আর বল্‌ব না ; বলুন, আপনার কথাই শুনি।

সাকর—সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যক্ষ দেখেছিস্ ?

ছত্রী—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সাকর—সেই সন্ন্যাসীকে কেমন করে দেখলি, বল্ দেখি ?

ছত্রী—সুন্দর, —খুব সুন্দর !

সাকর—তবু কি রকম সুন্দর বল্ দেখি ?

ছত্রী—কি রকম আবার ? যেটা সুন্দর, তা' সুন্দর। আর তেমন সুন্দর কি কিছু আছে নাকি বাপু। পূর্ণিমা-চাঁদের মত যেমন মুখ, তেমনি চোখ দু'টা টানা টানা—নাকও বাঁশীর মত ; আহা দাঁতগুলি যেন মুক্তো দিয়ে বাঁধানো। গায়ের রং যেন ঠিক কাঁচা সোনার মত। পরণে গেরুয়া রঙের কৌপীন, গলায় একখানি পীত রঙের ওড়না দুল্‌ছে। আর কি সুন্দর ফুলের মালা কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে ! চরণ দু'খানিতে কে যেন আল্‌তা ঢেলে দিয়েছে—এত টক্‌টকে। হাতের ও পায়ের নখগুলি যেন সূর্য্যের কিরণের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। হাত দু'খানি বড় লম্বা—একেবারে জানু পর্য্যন্ত এসে পড়েছে। দেখুন মন্ত্রী মশাই, আমি যখন তাঁকে দেখি তখন মনে হ'ল,—তিনি দু'চোখ মেলে আমাকে যেন ইসারা করে ডাক্‌ছেন, আর সেই দুই হাত তুলে এমনি নাচ্‌ছেন যেন আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাক্‌ছেন। আমি যতবার তাকিয়েছি ঠিক একভাবেই আমাকে ডেকেছেন। আমি কিন্তু দূর থেকে প্রণাম করে চলে এলাম, ভাব্‌লাম এ খবর আপনাকে দিতেই হবে।

(মন্ত্রী সাকরমল্লিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) কি হ'ল মন্ত্রী মশাই,

ওদিকে কি দেখছেন?···একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন যে। কিছু ভাবছেন?

সাকর—ও কিছু না। আচ্ছা এখন চল্। দেখি, রাজার হুকুম তো আবার তামিল কর্‌তে হবে!

ছত্রী—আবার কিসের হুকুম হল?

সাকর—ঐ শুন্‌লি না বাদ্‌শা কি বলে গেলেন? এরই মধ্যে ভুলে গেলি?

ছত্রী—ও! এবার মনে পড়েছে। ও তো ভাল কথা—আমাদেরই ভালোর জন্যে।

সাকর—হ্যাঁ ভাই; এখন চল্। (উভয়ের প্রস্থান।) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শনের

সুবর্ণ সুযোগ!

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রায় ১৫।২০ বৎসর যাবৎ সর্ব্বসাধারণকে তীর্থ দর্শনাদির সুযোগ দিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষেও এই সুযোগ দানের জন্য আগামী **২রা কার্ত্তিক ১৩৭১, ইং ১৯শে অক্টোবর ১৯৬৪, সোমবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবেন। সুতরাং যাত্রিগণ ঐ দিবস বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনের ৬নং প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।** এই সমস্ত তীর্থস্থানের অধিকাংশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত হইয়াছে। সুতরাং আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ এই অপূর্ব্ব সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

এই **তীর্থযাত্রার বৈশিষ্ট্য এই যে**—যাত্রিগণ প্রত্যহ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-পাঠ ও ব্যাখ্যা, অনুক্ষণ সাধুমুখে হরিকথা ও তীর্থ-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ এবং দুইবেলা মহাপ্রসাদ-সেবা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানের তালিকা ঃ—

১। হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া, ২। গয়া, ৩। কাশী, ৪। প্রয়াগ, (এলাহাবাদ) ৫। অযোধ্যা, ৬। লক্ষ্ণৌ, ৭। হরিদ্বার, ৮। কংখল, ৯। হৃষীকেশ, ১০। লছমনঝোলা, ১১। কুরুক্ষেত্র, ১২। ভদ্রকালী, ১৩। দিল্লী, ১৪। হস্তিনাপুর, ১৫। মথুরা, ১৬। গোকুল, ১৭। ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, ১৮। বৃন্দাবন, ১৯। রাধাকুণ্ড, ২০। গোবর্দ্ধন, ২১। বর্ষাণা, ২২। নন্দগ্রাম, ২৩। সংকেত, ২৪। আগ্রা (ঐতিহাসিক তাজমহল), ২৫। জয়পুর (গোবিন্দ-গোপীনাথ মন্দির, গল্‌তাপাহাড়), ২৬। আজমীড় (পুষ্কর, সাবিত্রী), ২৭। চিতোরগড়, ২৮। উজ্জয়িনী (অবন্তিকা), ২৯। নাথদ্বার (গোপালজী), ৩০। ডাকোর (দ্বারকাধীশ), ৩১। বরোদা, ৩২। ব্রোচ (বলিরাজার স্থান), ৩৩। নাসিক (গোদাবরী, পঞ্চবটী বন), ৩৪। বম্বে (মুম্বাই দেবী), ৩৫। পুনা, ৩৬। মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ), ৩৭। কভুর (মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-মিলন-স্থান), ৩৮। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), ৩৯। ভুবনেশ্বর, ৪০। সাক্ষীগোপাল, ৪১। পুরীধাম হইয়া হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাতায়াত **রেল ভাড়া**, কুলি, ব্রজমণ্ডল ও অন্যান্য সুদূরবর্ত্তী স্থানের **বাসভাড়া**, বাল্যভোগ ও দুইবেলা প্রসাদ প্রভৃতি বাবদ **প্রতি যাত্রীকে ৪০০৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। তন্মধ্যে ২০০৲ টাকা ১৭ই আশ্বিন, ইং ৩।১০।৬৩ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অগ্রিম দিতে হইবে**; **বাকী টাকা** নিম্ন ঠিকানায় বা হাওড়া ষ্টেশন ৬নং প্লাটফরমে বেলা ২টা হইতে ৬টার মধ্যে দিলেও চলিবে।

যাত্রিগণ শীতবস্ত্র, বিছানা, ১টি ঘটি, ১টি বাটি ও ১টি থালা (হাল্কা) **সঙ্গে আনিবেন।**

যাত্রিগণ অতি সত্বর নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা পত্র দ্বারা নিম্ন ঠিকানায় রেজেষ্টারী করিবেন। **এই পরিক্রমায় একমাসের কিছু অধিক সময় লাগিবে।**

বিশেষ বিবরণ জানিবার ও স্ব স্ব নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য টাকা জমা দিতে হইলে **পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিকট **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরি-পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)** ঠিকানায় সাক্ষাৎ বা পত্র ব্যবহার করুন।

ইতি—১৫ই ভাদ্র, ১৩৭১; ইং ৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৪।

বিঃ নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে **স্থান-কালাদির পরিবর্ত্তন** গ্রহণীয়।

জ্ঞান-ই অজ্ঞান

'জ্ঞান' বলিতে অদ্বৈতবাদিগণের নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-কেই সাধারণে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাই কি প্রকৃত জ্ঞান? নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান যদি প্রকৃত জ্ঞান হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে বহু স্থানে যে জ্ঞান ধিক্কৃত হইয়াছে সেই জ্ঞানটী কি প্রকার? শাস্ত্রে আবার বহুস্থানে 'জ্ঞানে'র প্রশংসাও আছে। অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, জ্ঞান দ্বিবিধ—ধিক্কৃত ও প্রশংসিত। এই ধিক্কৃত জ্ঞানই নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান এবং প্রশংসিত জ্ঞানই সবিশেষ-জ্ঞান। প্রকৃত-পক্ষে 'সম্বন্ধজ্ঞান', 'তত্ত্ব-জ্ঞান', 'অভিধেয়-জ্ঞান' 'প্রয়োজন-জ্ঞান'—এইগুলির সম্যক্ আয়ত্ত না হইলে 'ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান' জীবের হৃদয়ে কখনই উদিত হয় না; এই সকল জ্ঞানই বাস্তব জ্ঞান। ভক্তিরাজ্যে চরম ব্যর্থতাই এই সকল জ্ঞানান্ধগণের একমাত্র গতি।

অদ্বৈতবাদ-সমর্থক জ্ঞানবাদী বেদে ধিক্কৃতই হইয়াছেন। ঈশোপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি 'উ' অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তদপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ-বিরচিত,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—শ্লোকটী হইতে জানা যায়, 'উত্তমা ভক্তি' জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত। এই জ্ঞান অপরাবিদ্যাশ্রিত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকেই অভিহিত করে; কারণ 'ভগবজ্-জ্ঞানই জীবের অভিধেয় বলিয়া নিখিল শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় গগনোদ্ভাসিত শুদ্ধভক্তি-ভগীরথ সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভগবচ্ছরণাগতির প্রাক্কালেই জানাইয়াছেন,—

"পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল
সে-জ্ঞান অজ্ঞান জানি॥

সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের জ্ঞানই অজ্ঞান—শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক বিজ্ঞানসম্মতভাবে তত্ত্বাৎপর্য্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইলাম।

'জ্ঞান' শব্দ দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুভূতিকেই লক্ষ্য করা হয়। তদ্বিপরীত ভাবই 'অজ্ঞান'। অসৎ বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান আহরণ করিয়া তদ্‌গ্রহণ বৃত্তিই অজ্ঞানতার পরিচয়। জ্ঞান জীবকে উর্দ্ধগামী করায়। নিম্নগামী বৃত্তি-বাসনা জ্ঞানীর আরাধিত নহে। দার্শনিক জগতে "দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত-ই জ্ঞানীর লক্ষণ। কখন ও 'দুঃসঙ্গ' পরিগ্রহ পূর্ব্বক 'সৎ' বস্তুর বিনাশ সাধন বা তদুপেক্ষা নীতি 'জ্ঞান' বলিয়া কথিত হয় না। উহাই 'অজ্ঞান'-শব্দে মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্ত-মলিনতা বৃদ্ধি করে।

জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ ও অতীন্দ্রিয়জ। যাহাই হউক্, বিশেষত্বহীনতা জ্ঞানের প্রতিপাদ্য নহে। মূঢ়, অর্ব্বাচীন, মূর্খ ও উচ্ছৃঙ্খলগনই এই প্রকার জ্ঞানের (?) পক্ষপাতী। জ্ঞান আলোক-স্বরূপ, অজ্ঞান তিমির-স্বরূপ। বস্তুর স্ব-স্বরূপ আলোকরশ্মিতেই প্রকাশিত হয়। এজন্য জ্ঞান-ভাস্কর উপমাটীর বহুল প্রচলন আছে। অপরপক্ষে, নির্ব্বিশেষ চিন্তা অজ্ঞান-তিমিরোত্থা। বস্তুবস্তুর গুণাগুণ বিচার শিশুর নাই। তজ্জন্য নির্ব্বিশেষে সকল বস্তুকেই তাহার ভক্ষ্যজ্ঞানে, বিষভাণ্ড এবং স্ব-ত্যক্ত বিষ্ঠাকুণ্ডলীকে ও উদরস্থ করিতে প্রয়াস পায়। অর্ব্বাচীন বালকগণ সর্ব্ববিষয় অবগত নহে। এজন্য মানাপমান, আত্মীয়-অনাত্মীয়তা, মূর্খতা-পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচার রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষ-স্তরে তাহারা অবস্থান করে। পরে সুশিক্ষা প্রভাবে তাহারা এতাদৃশী বিভীষিকাময়ী নির্ব্বিশেষ-চিন্তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-প্রণালী জ্ঞাপন। নির্ম্মোহ ব্যক্তির আন্তর ভাবধারা অনুধাবনে মূঢ় সর্ব্বপ্রকারে অপারঙ্গত। অতএব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের সাহায্যে আপনার ন্যায় মায়াগ্রস্তকে মায়ামুক্ত-সম জ্ঞান করিয়া ক্ষণিকের তরে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত আনন্দ নহে—সে বুদ্ধি নির্ব্বিশেষ-চিন্তাধিপত্যে লুপ্ত হয়। হীন, জঘন্য কর্ম্মে লিপ্ত পাপমলিনচিত্তগণ ন্যায় ব্যক্তির কর্ম্মধারাকে প্রশংসা করিবার সৎসাহসশূন্য-তাকে স্বীয় অন্যায় সমর্থন কল্পে ব্যয় করিবার দুঃসাহসকে "ন্যায় যা অন্যায় ও তাই—কোন ভেদ নাই, সকল বস্তুই ত ব্রহ্ম।"—এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের (?) সাহায্যে পুষ্ট ও রক্ষা করিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করে। ইহাতে কাহারও নিকট হাস্যাস্পদ হইলে ও ঐ সকল উপহাসগুলিকে

অপমানজনক মনে না করিয়া "বিষ্ঠা-চন্দনে সমদর্শী জ্ঞানীর ন্যায় আনন্দ (?) লাভ করে। ইহাই তাহাদের নির্ব্বিশেষ সুখ। ইহাই তাহাদের নির্ব্বিকল্প আনন্দ। পণ্ডিত পাঠকগণ, একটু চিন্তা করিলে এতাদৃশ সুখ ও আনন্দের অসারতা-বোধ হইবে। সুশৃঙ্খলপূর্ণ কর্ম্মকে উচ্ছৃঙ্খলতার সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার নির্ব্বিশেষ-নীতি ব্যতীত উচ্ছৃঙ্খল জনগণের গত্যন্তর নাই। এই প্রকারে তিলে তিলে নির্ব্বিশেষ-চিন্তা Rational জীব, মানবের বুদ্ধিবৃত্তি হরণ করিয়া তাহাকে অতিবুদ্ধির সমস্তরে অবতরণ করাইলে জগৎ ভয়াবহ অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ইহাই নির্ব্বিশেষ-চিন্তার সুদূরগামী বিষময় ফল। অতএব ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান, জ্ঞান নহে, উহাই প্রকৃত অজ্ঞান।

অন্ধকারই নির্ব্বিশেষ চিন্তার উৎপত্তি স্থল। অন্ধকার কোনও বস্তুর রূপ গুণ, আকার, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে না। ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে চতুর্দ্দিকের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি কালো বস্তু সমগ্র জগদ্ব্যাপ্ত করিয়া আছে, মনে হয়। সমগ্র বিশ্বকে শূন্য, শূন্য বোধ হয়। অতএব এই নির্ব্বিশেষ চিন্তা বস্তুর জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুতরাং এই নির্ব্বিশেষ-বাদই সত্যের আচ্ছাদনকারী অজ্ঞান। অন্ধকারই ইহার জনক। কিন্তু আলোক জ্বলিলে চতুষ্পার্শ্বস্থ কোন্ বস্তুর কোথায় কিভাবে কিরূপ অবস্থিতি, তাহার রূপ-গুণ-বৈশিষ্ট্য যাবতীয়াদি দ্রষ্টার নিকট মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রকাশিত হইয়া বাস্তব সত্যটী প্রকাশিত করে। এই সবিশেষ তত্ত্বই মানবমনের শূন্যতা দূর করিয়া তাহাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, অজ্ঞানতাই নির্ব্বিশেষবাদ। অন্ধকারই উহার উৎপত্তিস্থল। শূন্যবাদ ইহারই অন্যদিক। অপরপক্ষে, সবিশেষ-তত্ত্বই প্রকৃত জ্ঞান; আলোক হইতেই ইহার উৎপত্তি; শূন্যবাদের ইহা পরিপন্থী।

বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই বস্তু নিরূপিত হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ বস্তুকে নির্দ্দেশ করা যায় না। যাহার বিশেষত্বই নাই, তন্নির্দ্দেশের আবার প্রয়োজনই বা কি? অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়কম্" বাক্য-সাহায্যে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করতঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নির্ব্বিশেষে কেবল একটী বস্তুই বিদ্যমান, তাহাই ব্রহ্ম; দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই—এইরূপ বিচার-বিভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। নির্ব্বিশেষ '১' যে কোন বস্তুই নহে,—ইহাই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য।

"সাংখ্য-বাণী" গ্রন্থের ভূমিকায় মদীয় গুরুপাদপদ্ম আচার্য্যশিরোমণি

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত অসমপাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগত্যর্থে এস্থলে তাহার কিঞ্চিদুদ্ধৃতি দিতেছি,—

"……গাণিতিক বিচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা '১' বলিয়া একটী সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত '১'-এর মৌলিকত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহা গণিত-শাস্ত্রবিদ্‌গণের 'কাল্পনিক অর্থ' বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে-বস্তু বা সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস-রাজ্যের 'কাল্পনিক' পদার্থ বলা হয়। **পৃথিবীতে '১' বলিয়া কোন বস্তুই নাই**, তথাপি '১' সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা এবং '১' হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যা-সমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে—ইহা গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ '০' শূন্যকেও গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধপদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ '১'-এর ধারণা কি, তাহা অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—'Diversity in Unity' অর্থাৎ **একত্বের চিন্তায় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নির্ব্বিশেষ '১' কোন বস্তু নহে।** যে বস্তুর মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলীক ও অসম্ভব।" অতএব নির্ব্বিশেষ '১' কে স্বীকার করতঃ অদ্বৈতবাদিগণ যে সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন বা করিতে চাহেন,—তাহা সর্ব্বৈব পরিত্যাজ্য।

আগামী সংখ্যায় "অদ্বিতীয়" শব্দের বৈয়াকরণিকগণ কি প্রকার অর্থ করেন এবং উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়কম্" বাক্যের লক্ষ্যীভূত বস্তুর অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপ, তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তৎসহ "অদ্বৈতকার" হইতেই যে "নিরাকার-বাদ" সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত
"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"-এর পদ্যানুবাদ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি ॥১॥

(১) অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর

নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গা'ন।
পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ ॥
রসিক পণ্ডিত যাঁরে 'ব্রজ' বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময় ॥২॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র-নর্ত্তন-বিলাস।
দেখি প্রেম-মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস ॥৩॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে-শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে-শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥
এ-ধাম-বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ ॥৪॥
স্ত্রী-গর্দ্দভী সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিদ্যা-যশে শীঘ্র পড়ু বাজ ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য ॥৫॥
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল ॥
বৃক্ষ-লতা ফুল-ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥৬॥

(২) গোদ্রুমদ্বীপ

কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির॥৭॥

(৩) মধ্যদ্বীপ

সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে।
সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে॥
ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা-কল্পলতা ফল মহাধন॥৮॥

(৪) কোলদ্বীপ

খগ-মৃগ-তরু-লতা কুঞ্জ-বাপী-নগ।
জল-স্থল-হ্রদ আদি সমস্ত সৌভগ॥
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব॥৯॥

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ

পদ! চর রুদ্রদ্বীপ, তুমি মনোলোভা।
আখি মোর সদা হের মোদদ্রুম-শোভা।
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান॥
সেই ধামে গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর॥১০॥
জগদ্ ভ্রমিতে যার গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যার পথ হয় ভাই॥
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি।
আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি॥১১॥
উজ্জ্বলরসের প্রেম-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী॥

রাধা-প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রস-পীঠ হৃদে মোর হউন্ প্রকাশ ॥১২॥

(৭) জহ্নুদ্বীপ

দেবরাজ-পূজনীয় জহ্নুমুনি-স্থান।
নবদ্বীপ-জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান ॥
সেই গৌরলীলা-স্থলে তৃণ-গুল্মভাব।
পাইলে আশার হয় উল্লাস-বিভাব ॥১৩॥

(৮) সীমন্ত দ্বীপ

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি, শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচরি,
সেবি সাধু-পদরজঃ, ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই ॥
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
যে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি, অতএব গৌর ভজি,
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয় ॥১৪॥

শ্রীশ্রীগৌর-ব্রজ নবধা-ভক্তিপীঠভূমি

শ্রীনবদ্বীপধাম-মহিমা

রাধাকৃষ্ণ-সম্মেলন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর ॥
সে দুয়ের প্রেমোদ্‌ঘূর্ণ রসলীলাপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর ॥১৫॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী ॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল ॥১৬॥

যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে ॥
ব্রহ্মা, শিব যাঁহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে ॥১৭॥

নবদ্বীপ-ধামে যাঁর নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্ম্মে মতি ॥
পুরুষার্থাধিকতত্ত্ব তাঁর করতলে।
ব্রহ্মাদি-প্রণম্য তিনি কৃষ্ণ-কৃপাবলে ॥২০॥

নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর।
যাঁহার পীযূষ-রস অতীব প্রচুর ॥
খগ-পশু-দ্রুম-বল্লীগণকে মাতায়।
প্রেমমত্ত করি মোর চিত্তকে নাচায় ॥২১॥

অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে ॥
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥২২॥

সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন।
দুর্ল্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম দীন ॥
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি-সার-বীজরূপ।
গৌড়াটবী লভি হব পূর্ণরসকূপ ॥২৩॥

শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্ত-সার ॥
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বন মম গতি কত দিনে হবে ॥২৪॥

সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপবন-মাঝে ঘর ॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে রতি দিতে পারে ॥২৫॥

আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে ॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাই যাউ অন্য পথে ॥২৬॥

শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে-জন ॥
মাতাপিতা-বন্ধু-সখা-মিত্র গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার ॥২৭॥

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠকুর প্রভুপাদের ত্রুমকা জিলায় বিভিন্নস্থানে প্রচারের সারমর্ম্ম

হিন্দু শব্দের তাৎপর্য্য (আসনবনিতে বক্তৃতা)

সনাতনমতাবলম্বিগণ কখনও হিন্দু নহেন। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুগণকে (বর্ত্তমান সরকার-কথিত) দমনে রাখিবার জন্য এবং মুসলমান প্রাধান্যস্থাপন-মানসে 'মুসলমান' শব্দের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তগণকে "অমুসলমান" শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত করিয়া গৌণপর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা-ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ইদানীন্তন সরকারও 'হিন্দু'-শব্দের দ্বারা ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণকে পরিচিত করায়। 'হিন্দু' ও 'অমুসলমান' শব্দদ্বয় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সরকারের এরূপে প্রচ্ছন্নভাবে পূর্ব্বরাজন্যের অনুবর্ত্তিত্ব সন্দেহজনক। দ্বিতীয়তঃ, 'হিন্দু' শব্দ অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয়। ইহার ঐতিহাসিকত্বও অতি নবীন। সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী স্থানই হিন্দুস্থান নামে মুসলমানগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহা একটী মুসলমানী সংজ্ঞা মাত্র; সুতরাং ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত 'অমুসলমান' শব্দের প্রতীক। 'সিন্ধু' শব্দের অপভ্রংশই 'হিন্দু'।

মানব কে?

(সারসাজোলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

'মনু' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' প্রত্যয়যোগে মানব শব্দটী সাধিত হয়। অতএব যাহারা মনুর অনুগত তাহারাই মানব। অন্য সকলে দানব বা পাশব। মনুসংহিতা বলেন,—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।"
(মনুসংহিতা ৫ অঃ ২১ শ্লোক)

এই মনুবাক্যের বিরোধী জনগণই দানব, রৌরবলাভ ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি নাই। পঞ্চসূনা শ্রাদ্ধের দ্বারাও তাহাদের আত্মার অধিক ক্ষেত্রেই উদ্ধারলাভ হয় না। শাস্ত্রের অন্যত্র আছে,—

জলজৈরভিশপ্তাণাং নারীনাং বৈধব্যং সদা।
মাং স খাদতি নিত্যং চ সুরথো সদৃশ যথা॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ নারীগণ জলজ জীবজন্তু মারিয়া রন্ধন করে। মৃত্যুকালে সেই-সকল প্রাণিগণের অভিসম্পাতে তাহারা সর্ব্বদাই বৈধব্যদশা লাভ করে।

(আমি যাহাকে খাইব) সুরথরাজার দৃষ্টান্তের ন্যায় সে-ও আমাকে নিত্যকাল খাইবে।

পরিসংখ্যান দপ্তরের Report-এ (রিপোর্ট) ও দেখা যায়, মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্যভোজন ও ভগবদস্তিত্বে সন্দেহবুদ্ধিকারী রং-তামাসাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ-তৎপর সভ্যতার অত্যাধুনিকতায় শীর্ষস্থানাধিকারী ভোগক্লান্ত পাশ্চাত্যদেশে শতকরা ৯০-৯৫ জন নারীই বিধবা। ভারতবর্ষে এই হার একটু কম। তন্মধ্যে বাংলাদেশেই এই হার সর্ব্বাধিক। কারণ-স্বরূপ আমরা বাংলা-দেশের খাদ্যোচ্ছৃঙ্খলতাই লক্ষ্য করি। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের পরিসংখ্যান হইতেও আমাদের শাস্ত্রের এই মতের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়।

'মাংস'-শব্দের অর্থ, মাং—আমাকে, সঃ—সে (খাদতি ভক্ষণ করে); অর্থাৎ আমি যাহাকে, সেও আমাকে ভক্ষণ করিবে। মনে হয় এই বাক্যটী অবলম্বনে 'মেদ' শব্দের প্রতিশব্দ 'মাংস' শব্দ প্রচলিত হয়। সুরথ রাজা লক্ষ ছাগ-বলিদ্বারা সশরীরে স্বর্গগমন-ব্রত পালন করিয়াছিলেন। পরে স্বর্গ-গমনকালে ঐ লক্ষ ছাগ খড়্গহস্তে সুরথ রাজাকে লক্ষ-বার হত্যা করিয়াছিল।

শাস্ত্রান্তরে,—

"মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

আমি যাহাকে এ-স্থানে ভক্ষণ করিব, সে-ও আমাকে অন্যত্র ভক্ষণ করিবে; মনীষিগণ ইহাকেই মাংসের 'মাংসত্ব' বলিয়া থাকেন।

সামান্য মৎস্য মাংসের প্রতি যাহারা আসক্তি বা লোভত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা আবার বিশ্বমায়াসক্তি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা করিবে—ইহা নিতান্ত অনুর্ব্বরমস্তিষ্কগণই তাহাদের স্বভাবসুলভ কষ্টকল্পনা আশ্রয়পূর্ব্বক বলিতে পারে।

বর্ত্তমানে সমাজ উন্নয়ন-চেষ্টার স্বরূপ

(ধাদিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

বর্ত্তমান সমাজে যে উন্নতির চেষ্টা সরকার ও বিভিন্নদলের মধ্যে দেখা যায়, সেটা কেবল "চাচারামের ভালবাসা, মুসলমানের মুর্গী-পোষা"-নীতির ন্যায়। তারা স্বয়ং অশান্তিতে ভুগছে। অতএব অন্যেও যাতে সেই প্রকার অশান্তি ভোগ করে, তজ্জন্য কিছু আপাত সুখের ব্যবস্থা করে দেশ-সেবার ঢক্কা-নিনাদে জগৎ ভরপুর করিয়া দেয়। এবিষয়ে আমি বহু প্রবন্ধ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি। তার কিছু ফলও হয়েছে। শুধু মুসলমানের ঘরে কেন, হিন্দুর ঘরেও আজ মুর্গী-পোষা দেখা যায়। সরকার শেখাচ্ছে,—Poultry Farm কেমন করে করতে হয়। আমাদের দেশের কয়েকটী ধর্ম্মমিশনের তথাকথিত সন্ন্যাসিগণও মুর্গী-চাষ করছেন। বর্ত্তমানের আসুরিক বিজ্ঞান-বলে, "ইন্দ্রিয় দমন করার কোন প্রয়োজন নাই। পশুগণ উলঙ্গ থেকে ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে, তাই তারা খুব ক্ষমতাবান।" আজকাল সমাজের দিকেও দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের কম পোষাক পরিধানের প্রতিযোগিতা। যারা যত কম পোষাক পরিধান করবে, তারা নাকি ততই ক্ষমতাবান ভদ্রসমাজের (?!?) উপযোগী !! জাতিকে বলবান করার উদ্দেশ্যে আমেরিকাতে আবার ছেলেমেয়েদের উলঙ্গ রেখে একটা পরীক্ষাও চালানো হয়েছিল। যত সব পশুর দেশ। ব্যভিচারিতা সেজন্য তথায় ভদ্রতা বলে বিবেচিত হয়। এগুলি কলির সভ্যতা। এতে দেশের শান্তি কোনোদিন আসেনি, আসবেও না। ভারতও আজ এই পাশ্চাত্ত্যের মোহে মুগ্ধ !!! (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদদাতা

বিরহ বার্ত্তা

শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিশান্তলীলায় প্রবেশ

কলির প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জড়রসমত্ত, অবিদ্যাগ্রস্ত, কলিহত জীবগণকে শুদ্ধধর্ম্মকথায় স্নাত করাইতে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ভক্তি-সিদ্ধান্তরাজ্যের সরস্বতী স্বয়ং এই প্রপঞ্চে উদিত হইলে যে কয়জন নিষ্কপট মহাপুরুষ তাঁহার সেবার্থ এই ধরায় আগমন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার আত্যন্তিকী সেবাচেষ্টা মুগ্ধ তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ তাঁহাকে "গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি"-উপাধিতে ভূষিত করেন এবং শুদ্ধ ভক্তসমাজে পরিচয় প্রদানকল্পে তাঁহার অপ্রাকৃত-স্বরূপে ভক্তিসারঙ্গ নির্ঘোষ যোজনা করেন। বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়ের গ্রামে ইং ১৮৮৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী মাঘী কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে ভক্তিমান বৈষ্ণবকুলে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতৃ-প্রদত্তনাম শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গদেশের গভর্ণর **স্যার জন অ্যাণ্ডারসন** শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর পরিদর্শনান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ভক্তি-বিজয় ভবনের সম্মুখে শ্রীল গোস্বামী মহারাজের অনুরোধে এই প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। জগদ্গুরু **শ্রীল প্রভুপাদ** আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় **শ্রীল আচার্য্যদেব** ও বামপার্শ্বে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি **শ্রীল গোস্বামী মহারাজ**।

তাঁহার মঠাগমন ঘটনাটী মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত বিজড়িত। একদা গ্রীষ্মের দিন বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় ইনি অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের (Chief Clerk, E. I. Rly, ধানবাদ ; পরে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত হইয়া অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী) সহিত মায়াপুরে "শ্রীচৈতন্যমঠ" পরিদর্শনে আগমন করেন। তখন মঠে বৈষ্ণববৃন্দের মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ সেবন হইয়া গিয়াছে। মদীয় গুরুপাদপদ্ম (তখন শ্রীচৈতন্য মঠের Manager) তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে স্নান করিতে বলিয়া সত্বর রন্ধন করাইয়া প্রসাদাদির সুবন্দোবস্ত করেন। এই যত্নে তিনি এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মঠে মাসিক পাঁচ টাকা আনুকূল্য বিধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। এই

ঘটনার কিয়ৎ মাসান্তর সেই পূর্ণ যৌবনেই গৃহস্থ সুখের মুখে ভস্মনিক্ষেপ করতঃ ধানবাদের রেলওয়ে চাকুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবামানসে তিনি শ্রীমায়াপুর চলিয়া আসেন। সেই হইতেই তিনি মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত প্রগাঢ় প্রীতিডোরে আবদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বপৃষ্ঠার প্রতিকৃতি ইহা সুস্পষ্ট করিবে।

অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রচেষ্টাবলে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা তথা শ্রীচৈতন্যমঠের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবলে তিনি ভারতের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারকল্পে লণ্ডন ও অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে শুভবিজয় করেন। লণ্ডন গমনকালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকেই তথায় শ্রীনাম প্রদান করিবার অধিকার দেন (মদীয় গুরুদেবের সাক্ষাতে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে এই ব্যাপারটী ঘটে)।

ব্রিটেনে তৎপূর্ব্বে আর কোনও হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক মিশন প্রবেশ করিতে পারে নাই; কিন্তু শ্রীল গোস্বামী মহারাজের প্রচার এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে লণ্ডনে যাইয়া সনাতন ধর্ম্ম-প্রচার করিতে কোন বাধা দেয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মমত-প্রচারে লণ্ডনে প্রবেশ করিবার কোন অধিকারই পান নাই; সেজন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আমেরিকা যাইতে হইয়াছিল। লণ্ডনের বুকে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার ক্ষমতা তৎকালে আর কাহারও ছিল না। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই তাঁহার নিজজনে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উচ্চতম চিন্তাস্রোত, ভক্তির বাণী সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাফল্যের সহিত লণ্ডনে প্রচার করেন। তাঁহার শক্তি-সঞ্চারিতগণমধ্যে শ্রীল গোস্বামী মহারাজই অগ্রণী। তাঁহার প্রচার সমগ্র লণ্ডনে এরূপ আলোড়ন আনিয়াছিল যে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি "লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ"-প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথাকার অধ্যক্ষ ঐ দেশেরই এক বিদুষী মহিলা, Miss C. Bowtell. মঠটী বর্ত্তমানে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের অধীনে। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার অপেক্ষা গোস্বামী মহারাজের ধর্ম্ম-প্রচার বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। একমাত্র তিনিই লণ্ডন শহরে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাপেক্ষা শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। এই লণ্ডন নগরীতেই তিনি (শ্রীগোস্বামী মহারাজ) অত্যাশ্চর্য্যভাবে শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন।

তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অলৌকিকী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁহার ভক্তিরাজ্যের একমাত্র পাথেয় ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের নাম লইয়া একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও তাঁহার নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিত এবং তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিত। ইহাই ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আহার বিহারাদিতে তাঁহার সরলতা তদীয় সতীর্থগণ উপমা-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে প্রায়ই "আমার একলা নিতাই পার করে"—উক্তিটী করিতেন।

মদীয় পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্মকে শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র অন্তরঙ্গ জানিয়া তাঁহাকে তিনি "পাষণ্ড-গজৈকসিংহ"--এই উপাধিতে সম্বোধন করেন। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মদীয় গুরুপাদপদ্মের পরামর্শে সন্ন্যাস গ্রহনান্তর ভারতের সর্ব্বত্র তদীয় গুরুদেবের বাণী-প্রচার-কল্পে "শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ" নামক এক মিশন স্থাপন করিয়া তিনি বহু মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব তিথি অঙ্গীকারপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বকে অন্ধকার করিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ তালতলার "শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাশ্রমে" নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করেন। নিমেষে বজ্রপাতের ন্যায় এই সংবাদ মদীয় গুরুপাদপদ্মের নিকট পৌঁছাইলে তিনি তাঁহার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থা লইয়াও তালতলা মঠে গমন করেন। সেইকালে তাঁহার বিরহ-বিচ্ছেদ-সূচক উক্তিসকল উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যথিত করে। এই দৃশ্য হইতেই মাদৃশ গুরু-পাদপদ্মের সহিত শ্রীল গোস্বামী মহারাজ আজীবন কিরূপ গভীর, অচ্ছেদ্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

হা বদান্যবর ভক্তিসারঙ্গ প্রভু! আপনি আপনার নিত্যধাম হইতে মাদৃশ ভক্তিহীন পাষণ্ডের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করুন—ইহাই ভবদীয় শুদ্ধবৈষ্ণব-জগদ্বিমোহন শ্রীচরণকমলতলে অধমের শেষ নিবেদন।

—জনৈক বিরহী

উৎসব-সমীক্ষা

(১) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ৩১শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া তিথি—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস। সমিতির ইতিহাসে ইহা বিশেষ স্মরণীয়। প্রতিবৎসরই এই দিবসটী সমারোহের সহিত সমিতির বিভিন্ন শাখামঠে উদ্‌যাপিত হয়। এবৎসরও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত এই উৎসব পালিত হয়। সকাল হইতেই মঠ-মন্দির-প্রাঙ্গন অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হন। উক্ত মঠদ্বয়ে মাধ্যাহ্নিক ভোগারতিকালে গৌড়ীয়ের পরমোপাস্য শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা

গিরিধারীকে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী নিবেদন করিলে পর আহূত, অনাহূত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন অপরাহ্নে সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ মঠে এক বিশিষ্ট সজ্জনমণ্ডলীর সভায় "গৌড়ীয় বেদান্ত" শব্দের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা হয়। আজকাল মায়িক বাণী-দাসত্বে শুদ্ধ-ভক্তিবিনোদবাণী অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ হওয়াকে অনেকেই ব্যক্তিত্বজনক ব্যাপার মনে করিতেছেন। তাঁহারা মনে হয়, গৌড়ীয়ের গুরু-পরম্পরায় "গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য"-শব্দদ্বয় লক্ষ্য করিতে চক্ষুহীন হইয়া গিয়াছেন।

(২) শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা-উৎসব

গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-তিথি সমিতির মূল কেন্দ্র মঠ ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে প্রতিপালিত হন। সমিতির শাখামঠত্রয় চুঁচুড়াস্থ "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ," কালনাস্থ "শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম" ও মেদিনীপুরস্থ "শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ"-এ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ক) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

স্নানযাত্রা উৎসব চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের একটী বিশেষ পর্ব্ব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ একমাত্র এই মঠেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে। স্নানযাত্রা-দিবস সকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রৌপ্য কলসের ১০৮ কলস জলে স্নান করান হয়। তৎপর সিদ্ধান্তধ্বনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে স্নানযাত্রা অধ্যায় পঠিত হয়। চুঁচুড়া শহরের আত্মমঙ্গলেচ্ছু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রই এই উৎসবে যোগদান করিয়া আপনাদিগের জীবন ধন্য করেন। বলা বাহুল্য, সমাগত সকলকেই এইদিন মধ্যাহ্নে মঠে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(খ) শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ

এই স্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত। স্নানযাত্রা তিথিতেই এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। বহু ব্যক্তি উৎসবস্থলীতে আগমন করেন। তাঁহাদের প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদদানে পরিতুষ্ট করা হয়। উৎসব পরিচালনে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীপাদ ভগবানদাস ভক্তিরঞ্জন, শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসীর ও উক্ত মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দের নামও সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

(গ) শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম

কালনাস্থ "শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রমে" এই দিবস সহস্রাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতৃপ্ত হন। সকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে স্নানযাত্রা-পর্ব্ব পাঠ এবং বিবিধ কীর্ত্তনাদি গীত হয়। স্থানীয় উচ্চতর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক, স্থানীয় চিকিৎসকাদি ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী সমিতির সকল সেবকের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন! এতাদৃশী সেবাচেষ্টায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অজস্র আশীর্ব্বাদ যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

(৩) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ২৫শে আষাঢ় লুপ্ততীর্থ শ্রীমায়াপুর-আবিষ্কর্ত্তা, শুদ্ধভক্তি-প্রবাহক, গোস্বামী-ধুরন্ধর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি সমিতির অধীনস্থ প্রত্যেক মঠেই বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রতিপালিত হয়। সমিতির চুঁচুড়া, নবদ্বীপ ও মথুরা মঠত্রয়ে অপরাহ্ণে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, আসামী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ প্রবন্ধাদিতে শ্রীল ঠাকুরের পূত চরিত্র ও অমল-শুদ্ধভক্তি প্রচারকল্পে তাঁহার অলৌকিক দৃঢ়তা ও কৃতিত্ব আলোচিত হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট জনগণকে ঠাকুরের পূত চরিত্র শ্রবণে বিশেষ অভিভূত হইতে দেখা যায়।

(৪) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা

গত ২৫শে আষাঢ় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব তিথি ও অব্যবহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে চুঁচুড়া মঠে **একাদশ দিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব** আরম্ভ হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন সমিতির প্রতিটী মঠের একটী বিশেষ প্রাত্যহিক কৃত্য হইলেও এই কয় দিবস তাহার গুরুত্ব লক্ষ্যণীয়। এই রথযাত্রা উৎসব চুঁচুড়া শহরের একটী প্রসিদ্ধ উৎসব। শহরতলী হইতে বহু ব্যক্তি প্রত্যহ দুইবেলাই মঠে পাঠ ও কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। দূর দূর দেশ হইতে আগত বহু যাত্রী উৎসবের এই কয় দিবস মঠে অবস্থান করেন। বিবিধ শাস্ত্রাদি হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ এই উৎসবে আলোচিত হয়। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" অর্থাৎ "হস্তপদাদি ব্যতিরেকেই আমি চলিতে পারি"—এই শ্রুতিবাক্য-কথিত বিগ্রহই শ্রীজগন্নাথদেব। কিন্তু নাস্তিকগণ তাহা স্বীকার করিবার শক্তি কখনই লাভ করিবে না।

এই বিরাট উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবসে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। কত অগণিত নরনারী যে উৎসবকালে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই উৎসব Management-র দায়িত্ব সমিতির অন্যতম তেজস্বী প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের উপর অর্পিত ছিল। এই মহোৎসব পরিচালনে তাঁহার ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সমিতির প্রতিটী সেবকেরই অনুসরণীয়। —**প্রচার-সম্পাদক**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৭১ { ৭ম সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২৪ হৃষীকেশ, ৪৭৮ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭১ ; ইং ১৬।৯।১৯৬৪ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

মায়াঞ্জনাবৃতচক্ষু গৌরবনসম্বন্ধি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও ধামের স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময়—

ভূতং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকঘনাকৃতি-স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।
মায়ান্ধীকৃত-দৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানাবিরূপাত্মকং
তদ্‌গৌরাঙ্গপুরং কদাধিবসতঃ স্যান্মে তনুশ্চিন্ময়ী ॥২৯॥

অহো! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিবহ যে-স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি এক অনির্ব্বচনীয় ঘনানন্দস্বরূপ স্বানন্দে বিভোর হইয়া নিত্যোৎসবে ভাসমান্ হইতে থাকে, মায়ামোহান্ধ চক্ষুর নিকট যে-স্থান (চিন্ময়ধাম) নানাবিধ

(জড়ময়) বিরূপাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গপুরে বাস করিয়া কবে আমার চিন্ময়ী তনু লাভ হইবে ? ২৯ ॥

সম্বন্ধ-কৌশলের সহিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দ রূপতা-প্রাপ্তি ; উহা বহির্ম্মুখ-দৃষ্টির অগোচর—

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ সর্ব্বঃ পদার্থোঽপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ।
সানন্দ-সম্বিদ্-ঘনতামুপৈতি তদেব গৌরাঙ্গপুরং শ্রয়ামি ॥৩০॥

যে স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবই আনন্দ-সম্বলিত চিদ্‌ঘনতা (সম্বিতের সার, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে, যে-স্থানের পদার্থনিচয় বহির্ম্মুখজনগণের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, আমি সেই 'শ্রীগৌরাঙ্গপুর'কেই আশ্রয় করি ॥ ৩০ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী, সুতরাং বঞ্চিত—

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু।
আনন্দমূর্ত্তিষ্বপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ কথং স্যুঃ ॥৩১॥

যাহারা সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রিত শ্রীধাম-নবদ্বীপের আনন্দময় স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দোষারোপ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভ করিবে ? ৩১ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী, গোদ্রুমের সহিত অন্যতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য—

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্।
যে মোদদ্রুমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তেন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ ॥৩২॥

যাহারা গৌরস্থলবাসি-জনগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যে-সকল দুর্ব্বুদ্ধি-জন "গোদ্রুমের" সহিত অন্যস্থানের তুলনা করে এবং "মোদদ্রুমকে" এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য-চিৎসুখস্বরূপ মনে না করে, সেইসকল পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে ॥ ৩২ ॥

পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরধামাশ্রয়কারী পুরুষেরই
বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি—

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য লোভা-
নৃত-পরুষ-পরাভিদ্রোহ-মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা ॥৩৩॥

পরধন, পরদার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোভ, মিথ্যা ও কর্ক্কশভাষণ, পরদ্রোহ এবং স্তোভ বা বৃথালাপাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভজনা করেন, তাঁহার বৃন্দাবন-লাভের আশা কখনও বন্ধ্যা (বিফলা) হয় না ॥ ৩৩ ॥

গৌরধাম-বাস-নিষ্ঠার অনুকূল কার্য্যই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল যাবতীয়
তথাকথিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বা পাপ—

কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মং
ত্যজ গুরুমপি গৌড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ।
স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তির্গুরূণাং
স কিল কলুষরাশির্যদ্ধি বাসান্তরায় ॥৩৪॥

'নবদ্বীপ'-বাসের অনুরোধে অশেষ অধর্ম্মেরই (অর্থাৎ লৌকিক বা অক্ষজবিচারে যাহা অধর্ম্ম বলিয়া বিচারিত) অনুষ্ঠান কর, কিম্বা সকল স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমাদি), এমন কি গুরুজনকেও (পিতামাতা প্রভৃতি লৌকিকগুরু) যদি ত্যাগ কর, তবে তাহা তোমার পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য, এবং তাহাই গুরুজনের প্রতি ভক্তি বলিয়াও গ্রাহ্য; পরন্তু নবদ্বীপবাসের যাহা অন্তরায়, তাহাই পাপরাশি বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৪ ॥

ঔদার্য্যধাম গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং
গৌরারণ্য য নবদ্বীপ-ধাম।
য কোঽপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশো বা
দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্ ॥৩৫॥

যাহা "নবদ্বীপ-ধাম" বলিয়া আখ্যাত, সেই অসীম ও আশ্চর্য্য-কারুণ্য-পূর্ণ গৌরারণ্যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই (ধামাপরাধশূন্য হইয়া)

অবস্থান করুন না কেন, দেহান্তে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

লৌকিক ও বৈদিকধর্ম্ম-কাননে ক্ষত-বিক্ষত না হইয়া অবিলম্বে দীনতার সহিত শ্রীগোদ্রুমবন আশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তা—

ন লোক-বেদোদিত-মার্গভেদৈ-
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্ ॥৩৬॥

ওহে মূঢ় জীবগণ! তোমরা বৈদিক ও লৌকিকভেদে বিভিন্ন মার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া (বৃথা) ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছ, বলপূর্ব্বক (অর্থাৎ হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া চিদ্‌বলে বলী হইয়া) সকল পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে "শ্রীগোদ্রুম"-স্থলীতে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৬ ॥

নানা মনোধর্ম্মোত্থ-মতবাদ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঔদার্য্যধাম গৌরধামাশ্রয়নিষ্ঠা—

যত্তজ্জল্পন্তু শাস্ত্রাণ্যহহ! জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীণঃ।
অস্মাকন্তূজ্জলৈকোন্মদ-বিমলরস-প্রেমপীযূষমূর্ত্তে
রাধাভাবাপ্তলীলাটবীমিহ ন বিনান্যত্র নির্য্যাতি চেতঃ ॥৩৭॥

অহো! শাস্ত্রসমূহ নানাবিধ জল্পনাই করুক্, (অতাত্ত্বিক) জনসমূহ সেই সকল গ্রহণই করুক্, শুষ্কতর্কমাত্রে প্রবীণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি (হৈতুক) তার্কিককুল নিজ নিজ মত স্থাপনই করুক্, আমাদের চিত্ত কিন্তু উন্নতোজ্জ্বল, হর্ষ-গর্ব্বাদি অপ্রাকৃতভাব-সমন্বিত বিমল প্রেম-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের রাধাভাবসম্বন্ধী লীলাকানন ব্যতীত অন্যত্র যাইতে চায় না ॥ ৩৭ ॥

অনর্গল-প্রেমামৃতাকর-গৌরবনে রতিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা—

অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনী-নাগরং
মুহুঃ সুবহু-কাকুভির্নতিভিরেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গলবহন্মহাপ্রণয়সীধুসিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে ॥৩৮॥

অপার করুণানিধান সেই ব্রজবিলাসিনী-নাগর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে বারম্বার কাকুবাক্যে নত হইয়া এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, যেখানে অনর্গল মহা-

প্রেমামৃত-সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র সেই নবদ্বীপেই যেন কোন না কোন জন্মে আমার রতি উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাফলে সুদুরাচারেরও সর্ব্বসাধুত্ব প্রাপ্তি—

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূর-ভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তন্নৌমি "মায়াপুরম্" ॥৩৯॥

নানামার্গরত অর্থাৎ মনোধর্ম্মাশ্রয়-হেতু চঞ্চলমতি, অতি দুর্ম্মতি, স্বধর্ম্মাচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধগন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও কামলোভবশে যে নবদ্বীপে বাস করিয়া সর্ব্বোত্তমত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বভক্তিগুণাকর হয়), সেই পরমশ্রেষ্ঠ রস-নিলয় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখ মাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত—

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি চরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।
তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম
নিখিল-নিগম-গূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধির্ন বেদ ॥৪০॥

এই সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে ভক্তিসুখই শ্রেষ্ঠতম; তাহাও আবার শ্রীধাম নবদ্বীপেই চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের এই নিখিল বেদগুহ্য নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ—

ভজন্তমপি দেবতান্তরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-
প্রগাঢ়রস-মোহিতং কুরুত এব কোলাটবী ॥৪১॥

কেহ অন্য দেবতার ভজনাই করুন, অথবা অক্ষর-ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকুন কিম্বা পশুর ন্যায় একমাত্র বিষয়ভোগেই বা রত হউন্, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত (গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী) কোলাটবী নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বগত রাধা মাধবের নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আজকাল যে যুগ বা কাল চলিতেছে, তাহাকে কলিকাল বা কলিযুগ বলে। 'কলি' শব্দে বিবাদ অর্থাৎ প্রেমের অভাব। কলিযুগের লোক স্বাভাবিক পরস্পর বিবাদপ্রিয়। সেইজন্য কলিযুগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রেমময়-বিগ্রহ চৈতন্যচন্দ্র প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন।

জনসঙ্ঘের মধ্যে যে বাদ-বিসম্বাদ প্রবল, তাহা প্রেমের প্রচারে প্রশমিত হয়; এ জন্য প্রেমধর্ম্ম সর্ব্বজনাদৃত। যেখানে অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব, সেইখানেই বিবাদ। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যবিমুখগণ পরস্পর-বিবদমান-অপ্রীতিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন, সে-জন্য তাঁহারা অচৈতন্য-বস্তুকে তাহাদের প্রেমের আধার করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাই হরিবিমুখতা।

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্ম অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। যাঁহারা ভগবৎ-বিস্মৃতিক্রমে ভগবৎ-প্রীতি ভুলিয়া আর কিছু লইয়া আছেন, তাঁহারা প্রেমময়-বিগ্রহের সহিত বিগ্রহ করিয়া অপ্রীতি-বিগ্রহকে পূজা করেন। প্রেমধর্ম্মের লক্ষ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় নির্ণয়পূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞানের বিপরীত অবস্থায় প্রেমের যোজনা করেন। ফলে, তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

"গৌড়ীয়" সাময়িক-পত্ররূপে সর্ব্বজনাদৃত প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। কলি বা বিবাদ লইয়া যাহারা ব্যবসায় করেন, তাহারাই গৌড়ীয়ের সহিত যুগধর্ম্ম-অপ্রীতি স্থাপন করেন। গৌড়ীয়োপাস্য চৈতন্য-প্রীতিরাহিত্যই গৌড়ীয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ হইবার কারণ। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত নিত্যানন্দের অনুগজন যে ভূমিতে বাস করেন, তাহা 'গৌড়দেশ' নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্দেশবাসিগণ সকলেই নৈসর্গিক প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। দেশজ ভেদবুদ্ধিক্রমে কোন হরিজনই আপনাকে "গৌড়ীয়" বলিতে কুণ্ঠিত হন না। উৎকলদেশস্থিত শ্রীরায় রামানন্দ, দাক্ষিণাত্যবাসী ত্রিদণ্ডি-প্রবোধানন্দ ও গোপাল-ভট্ট, স্থানেশ্বরী জগন্নাথ সকলেই বিভিন্ন দেশবাসী হইলেও 'গৌড়ীয়' বলিতে সঙ্কোচিত হন না। আবার চৈতন্যসেবাবিমুখ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগগণ গৌড়দেশের অধিবাসী হইয়াও আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়' বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা প্রেমহীন ধর্ম্মের যাজকসূত্রে অগৌড়ীয়।

গৌড়ীয়ের সহিত অগৌড়ীয়ের ভেদ কোথায় জানিতে হইলে, গোড়ায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জীবের স্বরূপ নিরূপণে গৌড়ীয় আপনাকে

প্রেমাকর কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যদাস বলিয়া জানেন। অগৌড়ীয় আপনাকে নির্ব্বিশেষবাদী বা কর্ম্মপথের পথিক বলিয়া অভিমান করেন। নিত্য-বৈষ্ণব-স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলেই আপনাকে কিছুদিনের জন্য অবৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিতে গিয়াই গৌড়ীয়কে সৎসাম্প্রদায়িক বলিয়া তাহাতে তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এই স্বতন্ত্রতার ফলেই তিনি নিত্য-প্রেমধর্ম্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাকে অসৎসাম্প্রদায়িক বা সার্ব্বজনীন নামে অগৌড়ীয় আখ্যায় ভূষিত করিয়া সুখী হন। কলি বা বিবাদযুগে বিশ্বজনীন ভাবের নামে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধক্রমে কর্ম্মের দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ফলকামী কর্ম্মবীর নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন। কেহ বা তাদৃশ বিরোধক্রমে জ্ঞানের দোহাই দিয়া ফলরহিত নির্ব্বিশেষ পদার্থবিশেষে লীন হইবার মানসে গৌড়ীয়ত্ব-নিজত্ব বিনাশ করেন।

দেহ ও মনোধর্ম্মের সেবকসূত্রে অগৌড়ীয়গণ আত্মধর্ম্মবিৎ গৌড়ীয়ের সহিত পার্থক্য স্থাপনে ব্যস্ত। ভগবৎ-প্রেমার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি ফল-প্রার্থনায় তাঁহারা অস্থির। চিত্ত-চাঞ্চল্যই তাহাদিগকে কুপথসমূহে প্রধাবিত করায়। দেহ ও মনকে অনাত্ম বলিয়া বুঝিতে না পারিলেই জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়, আবার কেহ কেহ আলস্যক্রমে ভোগরহিত নির্জ্জীবতাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে চিত্ত-চাঞ্চল্য হইতে শান্তিলাভ করিতে ব্যগ্র হন। এই দুই শ্রেণীর অগৌড়ীয় চৈতন্য-চরণাশ্রয় করিবার পরিবর্ত্তে অনাত্মচেষ্টাবলে বিপথগামী হন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত-লেখক শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ গৌড়ীয়ের শুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম-প্রচারপ্রণালী বর্ণন করিতে গিয়া উপদেশ দেন যে—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

গৌড়ীয়ের এই উপদেশই সর্ব্বতোভাবে বরণীয় জানিয়া গৌড়ীয় সেই পথেই পাঠকের পদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া তৃণগুচ্ছ-সম্বলিত বদনে তাঁহাদিগকে সাধু সম্বোধন করতঃ সমস্ত দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের প্রার্থনা জানাইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ভক্তিপথে অগ্রসর হউন্—বলিলেন।

অনেক বৈঠকে বৈষ্ণবের বেষ লইয়া কথোপকথন হয়। বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও

আশ্রম ধর্ম্মের অতীত। সুতরাং তাঁহারা পরমহংস। শ্রীমৎ অদ্বৈতপ্রভু অবধূত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন—'পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী।' সুতরাং বৈষ্ণব বা অবধূত-বেশে কোনও বর্ণ বা আশ্রমের চিহ্ন নাই। "স-লিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।"

"বৈষ্ণবের রক্তবস্ত্র পরিতে না যুয়ায়" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামী-প্রভু প্রমুখ পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। কাষায়বস্ত্র বা ত্রিদণ্ডাদি ধারণ বর্ণাশ্রমের চিহ্ন। কিন্তু সাধারণ অনর্থযুক্ত পুরুষ এককালেই বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস হইতে পারেন না। অপক্ক অবস্থায় পরমহংসের বেষ বা কৌপীনাদি গ্রহণ করিলেও গোপনে নানাপ্রকার ব্যভিচার করিয়া থাকেন। সেবাদাসী-গ্রহণ ও নানাভাবে অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করেন। ইহা তাঁহাদের সমাজের মুখোজ্জ্বল করে না।

আজকাল লোকের 'বৈষ্ণব' সম্বন্ধে বড়ই বিকৃত ধারণা। 'বৈষ্ণব' বলিলেই লোকে অশিক্ষিত শাস্ত্রযুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসী, গলায় মালা, নাকে তিলক, হাতে ঝোলা, কৌপীন আটা, সাদা বেষ পরিহিত, সঙ্গে সেবাদাসী, গাঁজা ও ধূম্রপানে পটু, গালে পান, আঁকু-পাঁকু ভাববিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ এই যে—

১। অতএব যার মুখে এক 'কৃষ্ণ'নাম।
সেইত বৈষ্ণব, তাঁহার করহ সম্মান॥

২। কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

৩। যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে হরিনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥

অতএব বৈষ্ণব নামপরায়ণ।

মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব না হইয়া যাহারা গাঁজা-ধূম্রপানাদিতে ব্যস্ত, স্ত্রীসঙ্গী, তাহাদের মুখেও ত খুব নাম (?) শুনিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাহারাও বৈষ্ণব? তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলেন—

"এক 'কৃষ্ণ' নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক 'কৃষ্ণ'-নাম।
সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাহার সম্মান।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ অঃ)

ঐ সকল ব্যক্তিতে এই লক্ষণের একটীও দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের মুখোচ্চারিত নামাক্ষরগুলি 'নাম' নহে; নামাপরাধ মাত্র। ধান্য হইলে ভিতরে শস্য থাকিবে। খাইলে পুষ্টি-তুষ্টি হইবে। শ্যামা গাছের বীজ দেখিতে ধান্যের মত হইলেও তাহার দ্বারা ধান্যের উপকার পাওয়া যায় না।

অল্পকথায় বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—

"কনক কামিনী,　　প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যাঁরে, সেইত বৈষ্ণব।"

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীপুরুষোত্ত-ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ভজন

১। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে কৃষ্ণানুশীলন করেন?

"পুরীতে * * * আমি গোপীনাথ পণ্ডিতকে আমার পাঠের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিলাম। প্রথমে সমস্ত দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শ্রীধরস্বামীর টীকার সহিত আমি তাঁহার নিকট পড়িলাম। আমার সঙ্গে তখন হরিদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডের মহাপাত্র ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ৫।৭ দিনের মধ্যে উঁহারা এত পশ্চাৎপদ হইলেন যে, শেষে আমার নিকট পড়িতে লাগিলেন। উঁহারা তৎপূর্ব্বে নদীয়া ও কাশীতে ন্যায়-বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছিলেন। * * * পুরীতে রীতিমত গ্রন্থ পাঠ করিলাম। ভাগবত শেষ করিয়া 'ষট্‌সন্দর্ভ' নকল করিয়া লইয়া পড়িলাম। বেদান্তের বলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য লিখিয়া লইয়া পড়িলাম।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পড়িলাম। 'হরিভক্তিকল্পলতিকা' লিখিয়া লইলাম। নিজে কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা করিতে লাগিলাম। 'দত্তকৌস্তুভ' নামক সংস্কৃত-গ্রন্থ পুরীতেই রচনা করি। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র অনেক শ্লোকই সেই সময়ে রচনা করি। * * * পরমানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন আমার নিকট ভাগবত পড়েন। ঐ সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের বাটীতে আমাদের ভাগবত-সংসদ্ হয়। মহান্ত নারায়ণদাস, মোহনদাস, উত্তরপার্শ্বের মহান্ত হরিহরদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই সেই সভায় যান। কন্থাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় আমাদের সে সভার বিরোধী হইয়া অনেকগুলি লোককে সে সভায় যাইতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথ দাস বাবাজী তখন হাতী আখড়ায় থাকেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং সকল কথা জানিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা করিয়া কহিলেন,—'আপনার তিলক-মালা না দেখিয়া আমার অবজ্ঞা করা অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন।' আমি বলিলাম,—'বাবাজী মহাশয়! আমার দোষ কি? তিলক-মালা দীক্ষাগুরু দিয়া থাকেন, প্রভু আমাকে এখন পর্য্যন্ত দীক্ষাগুরু দেন নাই। আমি কেবল মালায় হরিনাম জপ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক-মালা লওয়া কি ভাল?' বাবাজী মহাশয় সকল কথা বুঝিয়া আমার প্রশংসা করিলেন। আমাকে কৃপা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অনুগত থাকিলাম।

টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাতাসন ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ অনুক্ষণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। তিনি সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন।

কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—'তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২। পুরীতে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপভাবে ভজন করিয়াছেন?

"পুরীতে থাকায় * * * আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম-কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্য যাইতাম। মহাপ্রসাদ অরহর ডাল না খাইলে একদিনও তৃপ্তিলাভ করিতাম না। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিবা-মাত্র 'কে-যেন' আমাকে প্রত্যহই ডাল আনিয়া দিত।

মন্দিরের এক পার্শ্বে মুক্তিমণ্ডপ; সেখানে শাসন-ব্রাহ্মণ-মাত্র বসিতে পান, তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। সেদিকে গেলে আমার মন তুষ্টি লাভ করিত না। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে অথবা শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট বসিতাম। আমরা বসিলে মুক্তিমণ্ডপের অনেক পণ্ডিত আসিয়া তথায় বসিতেন। আমি ঐ স্থানটীকে 'ভক্ত-প্রাঙ্গণ' বলিয়া নাম দিয়াছিলাম; সেইখানেই ক্রমশঃ আমাদের বিদ্বৎসভার উন্নতি হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির যেরূপ উচ্চ ও মনোহারী, সেবাও তদ্রূপ অপরূপ। যে লীলাই দর্শন করা যায়, তাহাই চিত্তকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যা-আরাত্রিক প্রভৃতি দৈনন্দিন উৎসব দেখিতে প্রত্যহই ৫।৭ শত লোক উপস্থিত থাকেন, কি আনন্দ! পর্ব্বযাত্রায় নানাবিধ যাত্রী সমস্ত ভারত হইতে আসিতে থাকে; দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। * * * দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিতে অনেক যাত্রী হয়। আমার প্রতি তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। * * পর্ব্বকালে যাত্রীদিগকে যে পরিশ্রমের সহিত দর্শন করাইতাম, তাহা আমি আর নিজে কি লিখিব। যাত্রীদিগের দর্শন-সুবিধা ও শীঘ্র প্রসাদ-সেবনের সুবিধা করিতে গিয়া অনেক লোকের বিরাগ-ভাজন হইতাম। রাজা প্রভৃতি মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ কখনও কখনও স্বার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে অন্যায় কার্য্য করিতেন। আমি সেই সকল নিবারণ

করিতে গিয়া রাজা ও রাজার লোকদিগের শত্রুতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রভু জগন্নাথদেব আমার সহায় থাকায় কেহ আমার কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি স্বচ্ছন্দে প্রায় পাঁচ বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় কাটাইয়াছিলাম। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বাসা বদল করি। * * * ১২৮০ সালের ২৫শে মাঘ 'বিমল' রামচাঁদ আঢ্যের দরুণ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অন্নপ্রাশনাদি সকল শুভকর্ম্ম শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদদ্বারা নির্ব্বাহ হয়। সকল কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া আমরা প্রসাদনিষ্ঠ হইয়াছিলাম।" —ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ 'ভজনকুটী' কেন আশ্রয় করিলেন?

"আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভজন-কুটীরে উপবিষ্ট। বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিসেবিত বহুজনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করত কেনই বা আমরা এই সুদূর প্রদেশে পলাইয়া আছি? বহুদিবস পূর্ব্বে যখন আমরা সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটি আশা ছিল যে, এই পত্রিকা দ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন নিরাকারবাদী কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সংসারসেবিগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনাঃ হইলেন। বহির্ম্মুখ গীতবাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রাণ-মনঃ ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ক্রমে-ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আশাতিরিক্ত ভাব-দর্শনে যখন আমরা দিন দিন নবোৎসাহে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-তপনের প্রখরতাপে যে-সমুদয় খদ্যোতিকাপ্রায় উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ

করত উপস্থিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আসুরিক ধর্ম্ম কতকগুলি স্মৃতি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক স্মার্ত্ত-অধ্যাপক-তরণীর আশ্রয়ে বক্তৃতা-ছলে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগিস্বরূপে উদিত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-বিলাসী কতকগুলি জগজ্জঞ্জাল পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জনসমাজে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠার কতিপয় কীট স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মূর্খ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা-আপনকে নানারূপ আচার্য্য-পদোচিত প্রতিষ্ঠা-ভূষায় ভূষিত করত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মত-নিচয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থার দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ গাঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিল—

'কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
ভক্তিপথ এবে কোটি কণ্টকাদিময়॥
কোথা যাব, কি করিব, হ'য়েছি বিকল।
না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপা-বল॥'

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকট-স্থান শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন—

'অয়ি সজ্জনতোষণি! তুমি শান্তি লাভ কর। এই সংসারে জীবগণ জন্মজন্মান্তরীণ স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্ত্তী

হইয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ম্মপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না; সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা-আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমা শ্রবণে তাহাদের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে, তৎকৃপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।' হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন উত্তালতরঙ্গমালা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম।"

—'নববর্ষ আর্ত্তি-নিবেদন,' সঃ তোঃ ১৫।১

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণই পরতত্ত্ব

সাকার সবিশেষ পরব্রহ্ম সনাতন।
গোলোক-বিহারী হরি,—শ্রীনন্দনন্দন॥
নিত্য দ্বিভুজ শ্যাম, মুরলী বদন।
সচ্চিদানন্দময় গোপীপ্রাণধন॥

সর্ব্বরস-সার কৃষ্ণ, প্রেমের আকর।
তাঁহার প্রসাদে হয় ভবসিন্ধু পার॥
বাসুদেব আদি করি যত বিষ্ণুগণ।
সকলের মূল হন দেব সঙ্কর্ষণ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বদেবদেব।
যাঁর পদসেবা করে ব্রহ্মা আদি দেব॥
"একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, তৈছে করে নৃত্য॥"

বৃক্ষমূলে জল কেহ করিলে সিঞ্চন।
পত্র-পুষ্প-ফল-শাখা সবার তোষণ॥
সেরূপ কৃষ্ণের পূজায় সর্ব্বদেব তোষ।
তাঁদের স্বতন্ত্র পূজায় তাঁহাদেরই রোষ॥
পৃথিবীতে আছে যত দেবদেবীগণ।
কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য সবে বাঞ্ছে সর্ব্বক্ষণ॥
বিষ্ণু-পাদোদক গঙ্গা,—হর শিরে ধরি'।
প্রেমানন্দে 'হরি', 'হরি', বলে ত্রিপুরারি॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ভূভার হরণ।
বিষ্ণুদ্বারা সর্ব্বকার্য্য হয় সঙ্ঘটন॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় কৃষ্ণ হৈতে।
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভেদে ভক্তিসংজ্ঞা দুই।
মাধুর্য্যেতে ঐশ্বর্য্যের গন্ধমাত্র নাই॥
মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীনন্দ-নন্দন।
ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় হন প্রভু নারায়ণ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হন বলরাম।
তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি সেই নারায়ণ॥
'জীব', 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', পুরুষ অভিধান।
সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নাম॥
লীলাময় বিগ্রহ হরি, পরম মহান্।
কেহ নাহি জানে তাঁর লীলা অভিযান॥
কৃষ্ণের প্রসাদ লভি' কোন ভাগ্যবান।
বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার পান দরশন॥
শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ চিন্ময় পরতত্ত্ব।
বেদ পুরাণ শাস্ত্রাদিতে ঐছে হয় ব্যক্ত॥
অতএব বুধজনে লইয়া শরণ।
এ ভব তরিয়া করে গোলোকে গমন॥
রমাপতি দাসে মাগে কৃষ্ণের প্রসাদ।
অবিদ্যা-তিমির যেন হয় অবসাদ॥

—পণ্ডিত শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ
(আসাম)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ২৭)

আমি যদি এখন প্রকটরূপে ব্রজে যাই, তবে জরাসন্ধাদি মনে করিবে যে ব্রজে আমার প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট সাধনার্থ ব্রজে অত্যাচার করিবে। আমার বাহ্যিক ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছে যে আমার এখন আর ব্রজবাসিদের প্রতি সহানুভূতি নাই। সুতরাং তাহারা ব্রজে অত্যাচার করিতেছে না। আমি তাহাতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইব না। বিরোধিজনগণকে প্রতারিত করার জন্যই আমি এখন ব্রজে আসিতেছি না।

এসকল বিচারের পর নিত্যংসযোগময়ী স্থিতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৪)

আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা দ্বারা নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (বৈকুণ্ঠ গতি) লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ আমার প্রাপ্তি-সাধক। সুতরাং বৃন্দাবনে নিত্যলীলা বিদ্যমান। সেই লীলায় তোমাদেরও অবস্থিতি আছে। আমি ব্রজাগমন বিষয়ে যে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে তোমাদের প্রেমযন্ত্রিত হইয়া যদুপুরী হইতে সত্বর তোমাদিগকে সতত দর্শন দান করিব।

আমার প্রেমের উপর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাদের স্নেহ বলাৎকারে আমাকে তোমাদের সান্নিধ্য-প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। আমি তোমাদের নিকট যাই এবং প্রেমানুরূপ বিচিত্র বিহার করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা তাহা স্ফূর্তি মনে কর।

উদ্ধব দ্বারা অপ্রকট লীলায় নিত্য ব্রজে স্থিতি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছি। তোমাদিগকে অধ্যাত্ম-শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; কারণ বিরহানলে দগ্ধ চিত্তে অধ্যাত্মশিক্ষা দ্বারা বিরহ-সন্তাপ প্রশমিত হইতে পারে না। সাধারণ-ভক্তের নিকটও তাহা তুচ্ছ। ব্রজরামাগণের নিকট তাহা নিতান্ত রসবিরোধী।

উদ্ধব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন--

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহস্করঃ॥ (শ্রীভাঃ ১০।৪৭।২৮)

হে ভদ্রাগণ, তোমাদের প্রিয় সংবাদ শ্রবণ কর। তাহা তোমাদের অতি সুখকর। আমি তোমাদের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জন কার্য্য-সম্পাদক। সুতরাং উদ্ধবদ্বারে সংবাদ প্রেরণ অপ্রকটলীলায় নিত্যস্থিতির সংবাদ-জ্ঞাপক। ইহা বিদুরের যুধিষ্ঠিরের নিকট জতুগৃহদাহবার্ত্তা প্রেরণের মত। কেবল যুধিষ্ঠির মহারাজই তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এখানে ব্রজসুন্দরীগণও এই সংবাদের মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রিয়-তমের সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের স্মৃতি আগত হইয়াছিল। তাঁহারা উদ্ধবকে পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন—

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আমরা শোকসন্তপ্ত। ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণদ্বারা নিদাঘতপ্ত বনকে সঞ্জীবিত করে তদ্রূপ তিনি নিজ কর-স্পর্শাদি দ্বারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করার জন্য কি আসিবেন না? এই উক্তি অপ্রকটাবস্থায় মিলিতরূপে অবস্থান অনুভূত হওয়ায় তাঁহাদের চিত্তে সন্তোষ জন্মিয়াছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রকট প্রকাশে যে-সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, সে-সকল অপ্রকট প্রকাশগত লীলা হইতে পৃথক্ নহে। ব্রজগোপীগণও প্রকটাপ্রকট উভয় প্রকাশে বিরাজ করিলেও তাঁহাদের আত্মা দুইটী নহে। শ্রীবৃন্দাবনের উভয় প্রকাশ এবং গোপীগণের উভয় স্থানাগত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই আছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব আর গোপীগণ আশ্রিত তত্ত্ব। আশ্রিত-তত্ত্ব ছাড়া আশ্রয়-তত্ত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং উভয়ের বিচ্ছেদ সম্ভব নহে। তাহারা নিত্যলীলারূপ রহস্যার্থ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকটলীলাগত অভিনিবেশহেতু বিচ্ছেদভয় পাইয়া দৈন্যপ্রকাশের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৮)

হে পদ্মনাভ, অগাধজ্ঞানসম্পন্ন যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তনীয়, সংসার-কূপে পতিত জনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার শ্রীচরণকমল গৃহ-সেবিনী আমাদের মনে সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকুন।

নিষ্ঠুর বিধাতার কোপে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তোমার দর্শন, দর্শনবার্ত্তা দূরে থাকুক, আমরা তাহার আশা করি না, কিন্তু তোমার উপদেশ অনুসারে তোমার চরণকমল আমাদের মনে উদিত হউক। চরণকে যে কমলরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার হেতু—চরণস্পর্শেই বিরহতাপ প্রশমিত হয়; স্মরণ দ্বারা হয় না। যাহারা সংসার-কূপে পতিত, তোমার চরণ-চিন্তা দ্বারা তাহারা সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কিন্তু বিচ্ছেদ-দুঃখ-প্রশমন তদ্দ্বারা হইতে পারে না। কূপে পতিত ব্যক্তি সামান্য রজ্জু অবলম্বনে উঠিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধার-জন্য অর্ণবপোত প্রয়োজন।

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তাহা হইলে তোমরা এখানে আসিয়া আমার সাক্ষাৎ কর না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, আমরা গৃহসেবিনী—পর-গৃহিনী; অস্বাধীনা আমাদের সেরূপ আসার ক্ষমতা নাই।

গৃহসেবিনী-পদের অন্য অর্থ দেখাইতেছেন—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্ব-নিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

(কাব্যপ্রকাশ)

কোন নায়িকা নিজ সম্পর্কে বলিতেছে—যিনি কৌমারহর অর্থাৎ আমার পতি, তিনি আমার অভিমত বর। সেই চৈত্ররজনী,—মধুযামিনী, সেই মালতী কুসুমের গন্ধবাহী কদম্ববায়ু, আর সেই আমি। তথাপি আমার চিত্ত সুরতলীলাব্যাপার-বিষয়ে রেবাতীরবর্ত্তী বেতসীতরুতলে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

গোপীগণেরও উক্তি—তোমার সঙ্গ, তোমার পূর্ব্বসঙ্গম-বিলাসধাম শ্রীবৃন্দাবনই আমাদের অভীষ্টপূরণকারী। অতএব গোকুলেই তোমার সঙ্গ-

লাভ ছাড়া সে বাসনা পূর্ণ হইবে না। প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা গোপীগণের, গোপগণের ও সকল প্রাণীর অন্তশ্চরী এবং অধ্যক্ষ এই কথা জানাইবার জন্য শুকদেব বলিলেন—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামিহ দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নে নেহ দেহভাক্॥
(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৫)

সুতরাং অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ নিরন্তর ক্রীড়াশীল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

প্রথম অঙ্ক

২য় দৃশ্য—নগর পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৩ পৃষ্ঠার পর)

১ম ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ। ১ম নাগরিক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ও ২য় নাগরিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

১ম নাঃ—শুনেছো ভায়া, একজন হাঁদু সন্ন্যাসী এসেছে। সঙ্গে তার এক লাখেরও বেশী লোকজন।

২য় নাঃ—আমিও তাই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি রে ভায়া। সন্ন্যাসী মানুষের যে অত লোকজন থাকে, তা' এই শুন্‌ছি।

১ম নাঃ—একবার দেখে এসো না ভায়া, কি রকম দণ্ডিসন্ন্যাসী!

২য় নাঃ—তুমি দেখেছো নাকি?

১ম নাঃ—আরে—না—না। তুমি পাগল হয়েছো? আমরা কখনো হিঁদু সন্ন্যাসী দেখতে যাই?

২য় নাঃ—আমিও ভাই হিঁদু হ'লে কি হবে, সন্ন্যাসীর রীতিনীতি আমার মোটে ভাল লাগে না।

১ম নাঃ—কেন? তুমি হিঁদু হয়ে হিঁদু সন্ন্যাসী দেখতে ভালবাস না?

২য় নাঃ—সন্ন্যাসী দেখ্‌তে আর কে না ভালবাসে? এ সন্ন্যাসী আবার নাচ-গান আরম্ভ করেছে, ভগবানের নাম করে ধেই ধেই করে নাচে, আবার কখনো হাসে, কখনো কাঁদে—ভেল্কি দেখে বাঁচি না!

১ম নাঃ—তবেই বোঝ! তোমরা হিঁদু হয়েও ও-কথা বলছ। আর আমরা তো ইস্‌লাম,—বলবই।

২য় নাঃ—সন্ন্যাসী সদাই ভস্ম মেখে থাক্‌বে, মাথায় মস্ত বড় জটা থাক্‌বে; তবেই তো তা'কে লোকে ভক্তি কর্‌বে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে।

১ম নাঃ—হেঃ-হেঃ-হেঃ, তাই বল—তাই বল; এটা ভণ্ড কেমন?

২য় নাঃ—আরে ভণ্ড তো বটেই! তারপর আবার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকজন নিয়ে ঘুর্‌ছে। না জানি কোন ফাঁকে বাদ্‌শাহের রাজ্য আক্রমণ করে বসে।

১ম নাঃ—তা' যা বলছো, ও সন্ন্যাসী সব পারে। ওকে বিশ্বাস নেই। হয়ত এ রাজ্য আক্রমণ করবার জন্যই এই সব ঘটা।

২য় নাঃ—তবে ভাই এ খবরটা বাদ্‌শার কানে তুললে হয় না?

১ম নাঃ—আল্‌বৎ তুল্‌তে হবে। শত্রুকে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই ভাল নয়!

[নেপথ্যে :—এক জন পাইক ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা করিতেছে—'বাদ্‌শার হুকুম ঐ হিঁদু সন্ন্যাসীর প্রতি কোন প্রজা অত্যাচার করতে ও তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না। তিনি খুশীমত তাঁর ধর্ম্মমত প্রচার কর্‌বেন। যে ব্যক্তি বাদ্‌শার এ আদেশ অমান্য করে সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার কর্‌তে ধাবিত হবে তার কঠিন দণ্ড হবে।']

২য় নাঃ—আরে ভাই শুনলি, ঢাক বাজিয়ে কি ঘোষণা হচ্ছে?

১ম নাঃ—এই যাঃ,—সন্ন্যাসীর খবর তা'হলে বাদ্‌শার কানে পৌঁছে গেছে দেখছি। কিন্তু হা আল্লা, বাদ্‌শার এ কি হ'ল? সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করতে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে!

২য় নাঃ—হায়, হায়,—কি হলো! (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল)

[ইত্যবসরে পাইকের ঢাক-হস্তে প্রবেশ]।

১ম নাঃ—(পাইকের প্রতি) আচ্ছা পেয়াদা বাবা, বাদ্‌শার এ মতিগতি কবে থেকে হ'লো?

পাইক—কি বল্‌তে চাও, পরিষ্কার করে বলো—তবে তো।

২য় নাঃ—(ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া) হ্যাঁ বাবা পেয়াদা, কিসের লাগি ঢাক বাজাচ্ছো গো?

পাইক—বাদ্‌শার আদেশ—তোমরা কেউ হিঁদু সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করতে যেয়ো না, গেলে বিপদ হবে।

১ম নাঃ—তাইতো গো, তা হ'লে কি দেশ কাফেরে ভরে যাবে বল্‌তে চাও?

পাইক—তা' ভাই আমি কি কর্‌ব? পেটের দায়ে চাকরী কর্‌ছি, হাকিমের হুকুম তো মানতে হবে।

২য় নাঃ—তা' বেশ, তা' বেশ'! তুমি আর কি কর্‌বে বল? তবে ঢাক বাজাও, আর কি?

পাইক—এখানে আর বাজাবো না। ঐ সাধারণের বারোয়ারীতলায় গিয়ে একেবারে বাজাবো।

১ম নাঃ—তাই চল। ওখানকার লোকের হাবভাব দেখি গে। এসো এসো ভাই ২য় নাগরিক। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—

প্রধানমন্ত্রী সনাতনের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান

প্রধান মন্ত্রীর প্রবেশ।

সনাতন—(খুব চিন্তিত-হৃদয়ে আপন মনে) আহা কোথা প্রভু, ওগো প্রাণনাথ, তুমি এবার ধরণীর ভার হরণ কর্‌তে আস নি, এসেছো গোলোকের অমৃত ভাণ্ড নিয়ে। যত পাপীতাপীর উদ্ধার লাগি' তোমার অমৃত মধুর নাম বিলাতে এলে। তুমি না জানালে কে জান্‌বে তোমায়? তাই কলিহত জীবকে তার উদ্ধারের উপায় জানালে—হরিনাম মহামন্ত্র। রাধার অন্তর-বেদনা এবার নিজে কৃষ্ণ-বিরহী হয়ে তা' উপভোগ কর্‌ছো ও জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছ। লীলাময়,—ধন্য, ধন্য, তোমার অচিন্ত্য-লীলা !!

[জনৈক গায়কের প্রবেশ]

গীত

গায়ক—　　"জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন,
এবে কারি গৃহ-সুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞ-জন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন ॥
যদি সুমঙ্গল চাও সদা কৃষ্ণনাম গাও।
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥"

সনাতন—বাঃ সুন্দর,—সুন্দর!

[কেশব ছত্রীর প্রবেশ]

ছত্রী—মন্ত্রী মশাই!

সনাতন—কে?

ছত্রী—আজ্ঞে আমি ছত্রী।

সনাতন—(সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক) ভিতরে এস। কি খবর?

ছত্রী—(সেলামপূর্ব্বক) আজ্ঞে, আপনাকে শ্রীরূপপাদ এই পত্রখানি পাঠিয়েছেন।

[সনাতনকে পত্র প্রদান ও সনাতন তাহা গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। পাঠকালে তাঁহার দু'চোখ হইতে ঝরঝর ধারায় জল ঝরিতে লাগিল। পত্রখানি নিম্নরূপ :—]

বৃন্দাবন ধাম

পরম পূজনীয় শ্রীচরণেষু—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বকেয়ম্—

দাদা,

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরম্
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

[অর্থাৎ যদুপতির বিশাল মথুরাপুরী কোথায়, রঘুপতির উত্তর-কোশলও বা আজ কোথায় ? এই সকল চিন্তা করিয়া শীঘ্র মনস্থির করুন। এই জগতের কোনও বস্তু সৎ বা নিত্য নহে]

"তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"—দাদা, এই শাস্ত্রবাণী স্মরণ করে আপনিও চলে আসুন। আপনি তো জানেন—"ধন-জীবন-যৌবন-রাজ্যসুখং ন হি নিত্যমনুক্ষণ নাশপরম্।"

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—

—শ্রীরূপ

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) সত্যই তাই। ছত্রী, ছত্রী,—'ধন-জীবন-যৌবন-রাজ্য সুখং নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।' শ্রীরূপ, তুই গেলি তা' আমায় নিয়ে গেলি না! আমি কি এতই নরাধম, পাষণ্ড, তোর করুণা পাব না। ওরে মুক্তভূমিতে বিচরণকারী একটা পিপীলিকা সে যত ক্ষুদ্রই হোক সে মুক্ত, সে আমাদের সকলের নমস্য। আহা, সেই গোলোকবিহারী হরির আশ্রয়ে যাঁরা আশ্রিত, তাঁরা বড় ভাগ্যবান্! আমি অধমাধম কীটানুকীট। ছত্রী,—ছত্রী, তুমিও আমার নমস্য!

ছত্রী—এ কি বল্‌ছেন মন্ত্রীমশাই ? আপনার মাথা বিগ্‌ড়ে গেল নাকি ?

(চোখে জল আসিল।)

সনাতন—তাই বল্,—তাই আশীর্ব্বাদ কর্‌রে ছত্রী, আমার মাথা যেন বিগ্‌ড়েই যায়। আমি যেন অচিরেই সেই গৌরসুন্দরের চরণ-কমলে আশ্রয় নিতে পারি। তুই তবু তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখেছিস্। ওরে তোর জন্ম সার্থক, ওরে তোর বহু সুকৃতি ছিল তাই সাক্ষাৎ শ্রীহরির দর্শন পেয়েছিস্। আয়, আয়—বুকে আয়, তোকে বুকে নিয়ে আমার অন্তরকে একটু পবিত্র করি!

(ছত্রীকে বক্ষে আলিঙ্গন ও উভয়ে ক্রন্দন)

ছত্রী—(নিজ চোখের জল মুছিতে মুছিতে) কাঁদ্‌বেন না মন্ত্রী মশাই! তিনি তো বৃন্দাবনে রয়েছেন, খবর পাওয়া গেছে। তা' সেখানে গেলেই হবে।

সনাতন—বৃন্দাবন!

"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
বৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥"

(কাঁদিতে কাঁদিতে) সেই বৃন্দাবন থেকেই শ্রীরূপপাদ আমায় পত্রে আহ্বান জানিয়েছেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব, আমায় কৃপা করুন! এ মায়ার কারাগার থেকে আমায় উদ্ধার করুন!

(হাত উত্তোলন করতঃ প্রণাম)

ছত্রী, তুমি আমাকে সেদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যে রূপের বর্ণনা দিয়েছো, তা' আমি কোনদিন ভুল্‌তে পার্‌বো না—ভুল্‌তে পারি না। ঐ দেখ, আমার মানসে নিয়ত সেই মনোমুগ্ধকর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। নরম তুল্‌তুলে সুদীর্ঘ হাত দু'টি নিয়ে আমায় আয় আয় বলে ডাক্‌ছে! ঐ দেখ, চোখে মুখে আমায় কত ইসারা কর্‌ছে, বল্‌ছে—

"এ ধন-যৌবন-পুত্র-পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥"

যাব, যাব—আমি যাব। প্রভুজী তোমার ডাকে কে না সাড়া দেবে? তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার নিত্যদাস। প্রভু—প্রভু—। (প্রস্থান)

ছত্রী—তাইতো, প্রধান মন্ত্রীর একি অবস্থা হ'লো। আমার সেদিন বলাটাই তা' হ'লে কি ভুল হ'লো? এমন মন্ত্রী শ্রীরূপপাদের মত রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে এ রাজ্য কে চালাবে? তা হ'লে উপায়? না, এ খবর বাদ্‌শাকে জানিয়ে আর কাজ নেই। বাদ্‌শাকে জানালে হয়ত তিনি আর মন্ত্রীকে ছাড়বেন না। মন্ত্রীমশায় যেতে না পেয়ে দুঃখে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে কেঁদে মর্‌বেন। না, মন্ত্রীমশায়ের সেরূপ দশা আমি দেখতে পারবো না। তা'তে উনি যদি আমাদের ছেড়ে চলেও যান তবু শান্তি! যা'তে উনি মনেপ্রাণে শান্তি পান, তাই করুন। আমি মায়িক জীব। আমার প্রাণ তেমন তো কাঁদে না।

যদিও একবার সে কথা মনে হলে মনটা কেঁদে ওঠে, তবু পরক্ষণে যেন আবার ভুলে যাই। এসব কর্ম্মের দোষ! হায় রে ভাগ্য, মন্ত্রীজী আবার আমাকে ভাগ্যবান বল্‌লেন। কি জানি, ওঁর মত জ্ঞানী গুণী যা' বলেন আমি তার কী সমালোচনা করব? হয়ত মাথা বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় এরূপ বলেছেন। যাই হোক্, জয় ভগবান!—যা' মঙ্গল হয় তাই কর।

[জনৈক গায়কের প্রবেশ।]

গীত

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌর-চরণ।
গৌর যে শিখা'ল নাম, সেই নাম গাও।
অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গ-ভক্তি শিখাও সবারে॥

ছত্রী—চমৎকার! চমৎকার! (গায়কের সহিত গাহিতে লাগিল)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌর-চরণ॥
গৌর যে শিখা'ল নাম, সেই নাম গাও।
অন্য সব নাম মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গ-ভক্তি শিখাও সবারে॥

(গান গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য—রাজপ্রাসাদ

বাদ্‌শা হোসেন শা ও কেশব ছত্রীর প্রবেশ।

বাদ্‌শা—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) ছত্রী, আজ ক'দিন হ'ল সাকর-মল্লিকের দেখা নাই। রাজকার্য্যে অনেক শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। তা'র কি ব্যাপার বল তো? কোন অঘটন ঘট্‌ল নাকি? নইলে রাজ দরবারে আস্‌বে না-ই বা কেন?

ছত্রী—কি জানি হুজুর! হয়ত শরীর ভাল নেই—এমনও তো হ'তে পারে!

বাদ্‌শা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে পায়চারী করিতে করিতে) হ্যাঁ, কি বল্‌লে ছত্রী?

ছত্রী—বল্‌ছি, হুজুর! হয়ত মন্ত্রী মহাশয়ের দেহ খারাপও থাক্‌তে পারে।

বাদ্‌শা—তা' কথাটা বেশ বলেছো। আচ্ছা, বৈদ্যকে ডাক তো?

(ছত্রী বাদ্‌শাকে সেলামপূর্ব্বক প্রস্থান)

বাদ্‌শা—সেই সন্ন্যাসীর নাম শোনা অবধি সাকরমল্লিকের কাজকর্ম্মে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। মন যেন তার উড়ো উড়ো। সে কি দবিরখাসের মত আমায় ছেড়ে চলে গেল? কি জানি,—হা আল্লা, সাকরমল্লিককে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। সে আমার রাজ্যের পরিচালক ও রাজসভার শোভা-স্বরূপ।

(বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া) কই, ছত্রী তো এখনও বৈদ্যকে নিয়ে এলো না? কত দেরী হচ্ছে? সনাতনের খবর নিয়ে পরে প্রয়োজন হ'লে বৈদ্যকে পাঠালেও হয়। না—না, তা'তে ক্রমশঃ আরো দেরী হয়ে যাবে। বৈদ্য এলেই তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

(ইত্যবসরে ছত্রী ও বৈদ্য প্রবেশ করিয়া বাদ্‌শাকে সেলাম করিল।)

ছত্রী—জাঁহাপনা, বৈদ্য এসেছেন।

বৈদ্য—কি আদেশ জাঁহাপনা?

বাদ্‌শা—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) বৈদ্য, আপনাকে এখই প্রধানমন্ত্রী সাকরমল্লিকের বাড়ী যেতে হবে। তার শরীর খুব অসুস্থ বলেই মনে হয়। যাই হোক্, তার দেহ ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা'তে সে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করে তার সুবন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।

বৈদ্য—(সেলাম পূর্ব্বক) জি আজ্ঞে, জাঁহাপনা! (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

গোপালচম্পূ

বৈষ্ণবজগতে "গোপালচম্পূ" একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা আয়তনে যে-প্রকার বিস্তৃত সে-প্রকার ইহার বিচার-গাম্ভীর্য্যও অত্যন্ত গম্ভীর। ভারতবর্ষে ৪টী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই মৌলিক চারিটী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিশিষ্ট ৪টী শাখাও পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারাও স্ব-স্ব সম্প্রদায়কে মৌলিক সম্প্রদায়গুলির একটীর অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; যথা—রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'রামানন্দী' সম্প্রদায়, মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'গৌড়ীয়' সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'বল্লভ'-সম্প্রদায় ও নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'নিম্বার্ক' বা 'রাধাবল্লভী' সম্প্রদায় অস্মদ্দেশে সম্প্রতি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মূল ৪টী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উক্ত আরও ৪টী সম্প্রদায়কে পৃথক্ করিয়া ধরিলে ৮টী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপের সহিত স্মার্ত্ত, অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত বা তাহাদের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া সমগ্র বিশ্বে অত্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে "গোপালচম্পূঃ"-গ্রন্থখানি শাস্ত্র-সম্রাটের ন্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। "গোপালচম্পূঃ" একাধারে কাব্য, দর্শন, স্মৃতি ব্যাকরণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের সার ও শীর্ষ-স্বরূপ। এই গ্রন্থরাজ-সম্বন্ধে ভারতীয় অধিকাংশ পণ্ডিত সমাজকেই উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মৌলিক কারণ, ভাষার গাম্ভীর্য্য, দার্শনিক চিন্তার কাঠিন্য, বৈয়াকরণিক শব্দ বিজ্ঞানের কৌটিল্য, এবং নৈয়ায়িকের শব্দ-জাটিল্য। বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন, কাব্য ও ব্যাকরণে অধিক জ্ঞান না থাকিলে অথবা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে 'গোপালচম্পূঃ' আলোচনা করিতে সাধারণ লোক অক্ষম।

"গোপালচম্পূঃ" আখ্যার দ্বারা ইহাই বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম গোপাল; তাঁহারই লীলাবলম্বনপূর্ব্বক চম্পূ অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যে রচিত কাব্য-দর্শন শাস্ত্র। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যাবতীয় বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতের সুসামঞ্জস্য-পূর্ব্বক এইরূপ এক অপূর্ব্ব, অতুলনীয় সঙ্গতি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা রাধাকৃষ্ণোপাসক সকল বৈষ্ণবগণেরই একান্ত পাঠ্য।

দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই অত্যদ্ভুত, অপূর্ব্ব বিশাল গ্রন্থখানি আজকাল বহু অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। আমরা অতিকষ্টে ৪০৫ গৌরাব্দে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত অসম্পূর্ণ একখণ্ড 'গোপালচম্পূঃ', দ্বিতীয়তঃ, তড়াসের জমিদার বনমালী রায়বাহাদুরের অর্থসাহায্যে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ১৯৬১ বিক্রম সম্বৎ-এ (বর্ত্তমানে ২০২১ বিক্রমসম্বৎ) প্রকাশিত নাগরী অক্ষরে একখানা 'গোপালচম্পূঃ' এবং তৃতীয়তঃ, ৪২৬ চৈতন্যাব্দে প্রকাশিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ সহ একটী বিরাট সংস্করণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। এই সংস্করণত্রয়ের কোন সংস্করণেই ইহার সূচীপত্র বা কোন পরিচয়মূলক ভূমিকা প্রভৃতি কিছুই মুদ্রিত নাই। তবে কাহারও মতে এই গ্রন্থখানি ২৭০০০ শ্লোকে বা নিবন্ধে সমাপ্ত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধেও প্রকাশিত উক্ত তিনখানি সংস্করণেই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহারা গদ্য সংখ্যা ও পদ্য সংখ্যা এমনভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহার মধ্যে ৮।১০টী সংখ্যাও সঙ্কুচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির পূর্ব্বচম্পূতে ৩৩টী পূরণ (অধ্যায়) এবং উত্তরচম্পূতে ৩৭টী পূরণ (অধ্যায়) পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণের এই গ্রন্থখানি থাকিলে তাঁহারাও এই সূচীপত্রের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই "সূচী" শেষোক্ত সংস্করণ, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের বঙ্গভাষায় অনূদিত 'গোপালচম্পূঃ' অবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে।

সূচীপত্র

পূর্ব্বচম্পূ

বিষয়	পূরণ		পত্রাঙ্ক
গোলোকরূপনিরূপণম্	... ১মপূরণ	...	১-৮৫
শ্রীগোলোকবিলাসঃ	... ২য় „	...	৮৬-১৬২
শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম	... ৩য় „	...	১৬৩-২৪৮
শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবঃ	... ৪র্থ „	...	২৪৯-২৮২
পূতনাবধঃ	... ৫ম „	...	২৮৩-৩৩৭
শকটভঞ্জনাদিঃ	... ৬ষ্ঠ „	...	৩৩৮-৩৯৯
তৃণাবর্ত্তবধ-মৃদ্ভক্ষণাদিকথা	... ৭ম „	...	৪০০-৪৪৬

দামবন্ধনলীলা	... ৮ম „	...	৪৪৭-৪৯১
বৃন্দাবন-প্রবেশঃ	... ৯ম „	...	৪৯২-৫৩০
বৎসাসুরাদি বধঃ	... ১০ম „	...	৫৩১-৫৭২
ব্রহ্মবিমোহনম্	... ১১শ „	...	৫৭৩-৬১৪
গোচারণম্	... ১২শ „	...	৬১৫-৬৫০
কালিয়দমনম্	... ১৩শ „	...	৬৫১-৭০৪
গর্দ্দভাসুরবধঃ	... ১৪শ „	...	৭০৫-৭২৬
পূর্ব্বানুরাগঃ	... ১৫শ „	...	৭২৭-৮১৩
প্রলম্ব-দাবানল-সম্বর্ত্ত সংহার	... ১৬শ „	...	৮১৪-৮৪৫
ধেনুশিক্ষাচ্ছলেন প্রেয়সীভিক্ষা	... ১৭শ „	...	৮৪৬-৮৯৫
ইন্দ্রমখ-ভঙ্গঃ গোবর্দ্ধন-পূজনঞ্চ	... ১৮শ „	...	৮৯৬-৯৮৮
ইন্দ্রস্তুস্তনং গবেন্দ্রত্বপ্রাপ্তিশ্চ	... ১৯শ „	...	৯৮৯-১০৩৪
নন্দরাজস্য বরুণলোকগমনম্	... ২০শ „	...	১০৩৫-১০৬৮
বস্ত্রহরণ-কথা	... ২১শ „	...	১০৬৯-১১৫৪
যজ্ঞপত্ন্যন্নভিক্ষা	... ২২শ „	...	১১৫৫-১১৯৫
শ্রীরাসলীলারম্ভ	... ২৩শ “	...	১১৯৬-১২৬২
রাসেঽন্তর্দ্ধানে রাধা-সৌভাগ্যম্	... ২৪শ “	...	১২৬৩-১৩৩১
বিপ্রলম্ভাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ	... ২৫শ „	...	১৩৩২-১৩৬৬
শ্রীরাসবিলাস-বিস্তারঃ	... ২৬শ „	...	১৩৬৭-১৩৯৮
জলকেলির্বনভ্রমণং রাসসমাপ্তিশ্চ	... ২৭শ „	...	১৩৯৯-১৪৩৮
অম্বিকাবন-গমনম্	... ২৮শ „	...	১৪৩৯-১৪৫৭
নির্জ্জনবিলাসবাহুল্যম্	... ২৯শ „	...	১৪৫৮-১৫১১
শঙ্খচূড়বধো নির্ল্লজহোরিকাক্রীড়া	... ৩০শ „	...	১৫১২-১৫৫৭
নানারাগবিচিত্রচরিত্রম্	... ৩১শ „	...	১৫৫৮-১৬২৫
কেশিদৈত্যবধঃ	... ৩২শ „	...	১৬২৬-১৬৪৭
সর্ব্বমনোরথপূরণম্	... ৩৩শ „	...	১৬৪৮-১৮৫৬

উত্তরচম্পূ

বিষয়	পূরণ		পত্রাঙ্ক
ব্রজানুরাগসাগর-প্রথনম্	... ১ম „	...	১-৫২
অক্রুর-ক্রূরতা-পূরণম্	... ২য় „	...	৫৩-১০০
মথুরাপুর-প্রস্থানম্	... ৩য় „	...	১০১-১২৮

মথুরাপুর-প্রবেশঃ	... ৪র্থ ,, ...	১২৯-১৮৪
কংসবধ-কথা	... ৫ম ,, ...	১৮৫-২৫৭
নন্দবিসর্জ্জনম্	... ৬ষ্ঠ ,, ...	২৫৮-২৯৯
ব্রজে নন্দপ্রবেশঃ	... ৭ম ,, ...	৩০০-৩১৫
চতুঃষষ্টিবিদ্যাধ্যয়নম্	... ৮ম ,, ...	৩১৬-৩৬০
গুরুতনয় সমানয়নম্	... ৯ম ,, ...	৩৬১-৩৯৫
উদ্ধব-সন্দেশঃ	... ১০ম ,, ...	৩৯৬-৪৪৩
দূত-ভ্রমকর-ভ্রমরসম্ভ্রমঃ	... ১১শ ,, ...	৪৪৪-৫০৭
উদ্ধবস্য-ব্রজানন্দ-সম্পাদনম্	... ১২শ ,, ...	৫০৮-৫৭৭
জরাসন্ধ-বন্ধনম্	... ১৩শ ,, ...	৫৭৮-৬০৮
কালযবন-জয়-বিবরণ	... ১৪শ ,, ...	৬০৯-৬৭৫
বলদেববিবাহ	... ১৫শ ,, ...	৬৭৬-৬৯৭
রুক্মিণীপাণিপীড়নম্	... ১৬শ ,, ...	৬৯৮-৭৬০
সত্যভামাদি-বিবাহসপ্তকম্	... ১৭শ ,, ...	৭৬১-৮৬৮
নরকবধ-পারিজাতহরণ-ষোড়শ-সহস্র কন্যা বিবাহ	... ১৮শ ,, ...	৮৬৯-৯১৫
বাণযুদ্ধ কথা	... ১৯শ ,, ...	৯১-৯৬৭
বলদেবস্য ব্রজগমনম্	... ২০শ ,, ...	৯৬৮-১০২৬
পৌণ্ড্রকাস্যর্থং বলদেব-দ্বারকাগমনম্	... ২১শ ,, ...	১০২৭-১০৬০
দ্বিবিদদানব কথা	... ২২শ ,, ...	১০৬১-১০৮৯
নন্দাদিসম্মিলনী কুরুক্ষেত্রযাত্রা	... ২৩শ ,, ...	১০৯০-১১৫০
ব্রজবাসিনাং ব্রজং প্রত্যাগমনম্	... ২৪শ ,, ...	১১৫১-১১৮৯
উদ্ধবমন্ত্রণা	... ২৫শ ,, ...	১১৯০-১২৩৬
জরাসন্ধবধ-রাজন্যমোচনঞ্চ	... ২৬শ ,, ...	১২৩৭-১২৮৪
রাজসূয়যজ্ঞ-শিশুপালবধশ্চ	... ২৭শ ,, ...	১২৮৫-১৩২৩
সাল্ববধঃ	... ২৮শ ,, ...	১৩২৪-১৩৫০
ভাবিকথা-প্রথনম্	... ২৯শ ,, ...	১৩৫১-১৪৩৫
দন্তবক্রবধঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনঞ্চ	... ৩০শ ,, ...	১৪৩৬-১৪৯৯
শ্রীরাধাদি-রাধাসমাপনম্	... ৩১শ ,, ...	১৫০০-১৫৬০
রাধাসমাধানাৎ বিবাহারম্ভঃ	... ৩২শ ,, ...	১৫৬১-১৬৩৪
শ্রীরাধামাধবাধিবাসঃ	... ৩৩শ ,, ...	১৬৩৫-১৬৮০
বিবিধালঙ্কার পরিধানম্	... ৩৪শ ,, ...	১৬৮১-১৭২৭
শ্রীরাধামাধববিবাহ-নির্ব্বাহঃ	... ৩৫শ ,, ...	১৭২৮-১৮০৭
শ্রীরাধামাধব-ব্যতিষঙ্গঃ	... ৩৬শ ,, ...	১৮০৮-১৯০৫
সর্ব্বসুখপূর্ণ-গোলোকপ্রবেশঃ	... ৩৭শ ,, ...	১৯০৬-২০৮৪

—সম্পাদক

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত
"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"-এর পদ্যানুবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

কলুষ-স্বরূপ আমি এভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব ॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার-সময়।
পদ-জ্যোতিঃ দেখি হবে আনন্দ উদয় ॥ ২৮ ॥
যে ধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম-স্থাবর।
ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর ॥
মায়া যার জড়দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে ॥
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে।
বসিয়া চিন্ময়স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে ॥ ২৯ ॥
সম্বন্ধ-কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্‌ভাব মিলে ॥
অতাত্ত্বিক বহির্ম্মুখ দেখিতে না পায়।
দিউন গৌরাঙ্গপুর আশ্রয় আমায় ॥ ৩০ ॥
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার ॥
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায় ॥ ৩১ ॥
নবদ্বীপবাসি-নিন্দারত যেই জন।
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন ॥
অন্য তীর্থে যে মূর্খ গোদ্রুম-সম জানে।
মোদদ্রুম-সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে ॥
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি ॥ ৩২ ॥
চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ।
মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, স্তোভ ॥
ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয় ॥ ৩৩ ॥
নবদ্বীপ-বাস লাগি করয় অধর্ম্ম।
ত্যজে গুরুজন আর সকল স্বধর্ম্ম ॥

তাহে তার দোষ কিবা এই মাত্র সার।
যাহে গৌড়বাস বাধা সেই পাপভার ॥ ৩৪ ॥
আশ্চর্য্য কারুণ্যপূর্ণ শ্রীগৌড়নগরী।
সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি ॥
যে সে রূপে থাকি জীব নবদ্বীপ ধামে।
দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে ॥ ৩৫ ॥
ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
আচরি বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হয়ে ॥
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটি করহ বিহিত ॥ ৩৬ ॥
শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা ॥
তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া ॥
আমরা সে সব ছাড়ি উজ্জ্বল বিমল।
রস-প্রেম-সুধা-সার যেখানে সম্বল ॥
সেই রাধা-ভাবান্বিত পুরুষের স্থান।
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান ॥ ৩৭ ॥
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে ॥
তব অনর্গল প্রেমসিন্ধু-গৌরবনে ॥
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে ॥ ৩৮ ॥
চঞ্চল, দুর্ম্মতি আর স্বধর্ম্ম-বিরত।
দুরাচার, গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধ-রহিত ॥
কাম লোভে যথা আসি অত্যুত্তম হয়।
নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বসুখসার ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল।
পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল ॥
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার।
মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার ॥ ৪০ ॥
ভজে অন্য-দেব কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত ॥
গঙ্গার পশ্চিম তীরে কোলাটবী তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥ ৪১ ॥

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিবিধ সংবাদ

(১) চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

গত ৮ই শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সকল মঠেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ হয়। এই ব্রত একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যেরূপ একান্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। এই ব্রতকালে লাউ, বেগুন, পুঁই, শিম, বরবটী, পটল, মাষকলাই ৪ মাস অবশ্য বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ (অর্থাৎ যে-সকল বস্তু কার্ত্তিক মাসে আমিষত্ব প্রাপ্ত হয়) নিষিদ্ধ।

(২) ঝুলন যাত্রা

গত ২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার সমিতির মূলকেন্দ্র ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে ঝুলন যাত্রা আরম্ভ হয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে এই মহোৎসব অতীব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল মঠসমূহে অপূর্ব্ব দোলনায় শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজিউকে স্থাপন করা হয়। সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই ঝুলন-সজ্জা অতীব সুন্দর হইয়াছিল। এই উৎসব ৭ই ভাদ্র, রবিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি দিবসে সমাপ্ত হয়।

(৩) শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি

শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তি দিবস—শ্রীবলদেব পূর্ণিমা তিথি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রতিবৎসর এই তিথিতে সমগ্র দিবস উপবাসী থাকিয়া শ্রীবলদেব-তত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব মুহূর্ত্ত গত হইলে অনুকল্প গ্রহণ করা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

এবৎসর শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথি ১৪ই ভাদ্র তারিখে গত হইয়াছে। এইবার এই তিথিতে জয়ন্তী যোগ হয়। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও শাখা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১২টায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হয়। তদন্তর কিছু

অনুকল্প গ্রহণ করা হয়। অন্যত্র এই মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ শস্যাদি-প্রস্তুত অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা কখনই শুদ্ধ বিচার সম্বলিত নহে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের সম্পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃকই এই বিচার সুষ্ঠুরূপে গ্রহণ করা হয়। পরদিবস অর্থাৎ নন্দোৎসব দিবসে প্রায় ২০০০ সমাগত আহূত-অনাহূত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী

এই উৎসব উপলক্ষে জন্মাষ্টমী দিবস হইতেই প্রদর্শনীর উন্মোচন করা হয়। প্রদর্শনীতে কংসের কারাগৃহে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব, বসুদেব-দেবকী-কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব, নন্দালয়ে বসুদেব কর্ত্তৃক তাঁহার আনয়ন, শৃগাল কর্ত্তৃক শ্রীবসুদেবকে পথ প্রদর্শন, তাঁহাদের যমুনা নদী অতিক্রম, যশোদা দেবীরও কৃষ্ণ ও যোগমায়াকে প্রসব ইত্যাদি সকল তথ্যাদি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সাহায্যে ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় উপায়ে প্রদর্শিত হয়। সমগ্র প্রদর্শনী চলমান অবস্থায় দেখা যায়। এই প্রদর্শনী এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, সমগ্র নবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু অঞ্চল হইতে প্রত্যহ ১৪।১৫ সহস্র দর্শক ইহা দর্শন করিতে আসিতেন। নবদ্বীপ শহরের বহু ব্যক্তি আসিয়া বলিতে থাকেন, "এরূপ প্রদর্শনী আমরা কখনও দেখি নাই। এই প্রথম আমরা এইরূপ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিলাম। ধর্ম্ম-বিষয় লইয়া এইরূপ প্রদর্শনী দেশের সর্ব্বত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনারা দিকে দিকে এইরূপ শাস্ত্র-শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর উন্মোচন করিয়া দেশকে কুশিক্ষার কবল হইতে রক্ষা করুন।" প্রতিটী Stall (ষ্টল)-এ মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ সমাগত দর্শকদিগকে এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রমাণ অবলম্বনপূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন। এই প্রদর্শনী প্রথমে ৪ দিন উন্মুক্ত থাকিবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু দর্শকবৃন্দ ও নবদ্বীপবাসীগণের বিশেষ অনুরোধে ইহার সময় বর্দ্ধিত হইয়া **শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী দিবস** পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকে। ঐ দিবস আবার একটী নূতন Stall-এ বৃষভানু রাজার গৃহে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব প্রদর্শিত হয়। এই দিবসই প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাত্রী ও দর্শকবৃন্দ অনুরোধ করিতে থাকেন—যাহাতে এই প্রদর্শনী আরও কিছুদিন উন্মুক্ত থাকে। যাহা হউক্, জনগণ যদি ইহাদ্বারা কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে—এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ এই

প্রদর্শনীর স্থিতিকাল আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেন এবং আগামী ১লা আশ্বিন শ্রীপার্শ্বৈকাদশীতিথিই এই প্রদর্শনীর অন্তিম দিবস বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মাইকযোগে এই প্রদর্শনীর বিবিধ শিক্ষা প্রচারিত হয়।

এই প্রদর্শনী তৈয়ারী করিতে ও তাহার বিবিধ সজ্জায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীরোহিণী নন্দন ব্রজবাসী, শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য; তন্মধ্যে শ্রীরোহিণী নন্দন ব্রজবাসীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম আচার্য্যকুল-শিরোমণি পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ এই প্রদর্শনী উন্মোচন করেন। তৎকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা সম্বন্ধে যে সুগভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ

সমিতির সভ্যগণ আমাকে অদ্য জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি তদনুসারে অদ্য বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতে আসিয়াছি। প্রথমেই আমার বক্তব্য এই যে, এখন বৈকাল ৪টা হইয়াছে। অদ্যই রাত্রি ১২টার সময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে। সেজন্য বৈকাল ৪টার সময় জন্মাষ্টমীর প্রদর্শনী উন্মোচন করায় একটা বিশেষ কৈফিয়তের প্রয়োজন হইয়াছে। মধ্য রাত্রে যে-জন্মলীলার আবির্ভাব, দিবসে সেই লীলার উন্মোচন একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। দিবাভাগে নৈশ-লীলার অদর্শনই হইয়া থাকে; অথচ দিবাভাগেই তাহার উন্মোচন করা হইল। ইহার তাৎপর্য্য আমাদের অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যিনি 'অজ'-অর্থাৎ যাঁহার জন্ম নাই বা যিনি জন্মরহিত, তিনি জন্ম-গ্রহণ করিলে 'অজত্বের' কোন ব্যাঘাত ঘটে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যিনি অনন্ত কোটী অর্থের মালিক তিনি যে কোন পরিমাণের অর্থ প্রদান করিলে তাঁহার অনন্ত কোটী অর্থের অধিপতিত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। সমুদ্র অসীম; তাহা হইতে সূর্য্য প্রচুর জল আকর্ষণ করিয়া লইলেও সমুদ্রের

যে-প্রকার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না, সেই প্রকার 'অজ' বস্তু জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অজত্বের কোনও হানি হয় না। যাহারা 'অজের' জন্মগ্রহণ করা হেতু ভগবানের অজত্বের প্রতি সন্দেহ করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগকে অসুরশ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। অনেক আসুরিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনা যায়, ভগবান নাই; কারণ, ভগবান না থাকিলে তাহাদের অসৎ, কুৎসিৎ এবং ঘৃণিত কার্য্য-সমূহ অবাধ গতিতে চলিতে পারে। ঈশ্বর স্বীকার করিলে অপকার্য্যের অবাধ গতি চলে না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান অথবা অচিন্ত্যশক্তিমান তিনি যদি তাঁহার কোন শক্তি প্রকাশ করেন বা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার বিন্দুমাত্রও হানি হয় না—ইহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অসীম বস্তুতে সসীম সমাবেশ যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অচিন্ত্য অসংখ্য বালুকণার সীমা নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে; কিন্তু অসংখ্য বালুকণার মধ্যে শত, সহস্র বালুকণা সংখ্যাগতভাবেই বর্ত্তমান—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অজের জন্মলীলাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গাদি সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টিকর্ত্তা ও উপাস্যতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি একই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বের আকর্ষণকারী; তজ্জন্যই তিনি কৃষ্ণ শব্দে সংজ্ঞিত। দৈব-দানব, মনুষ্য ইত্যাদি প্রাণিগণের যাবতীয় চিন্তাপ্রসূত পার্থিব ও অপার্থিব—সমগ্র তত্ত্বের একমাত্র আকর্ষণকারী কৃষ্ণই অদ্য রাত্রিতে জন্মলীলা পরিগ্রহ করিবেন। ইহা অজের পক্ষে কৃপাপরবশ হইয়া একটা অনুগ্রহ-স্বরূপ।

শাস্ত্রজ্ঞ-শিরোমণি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাকে নিত্য এবং সনাতন বলিয়া সকলের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। নিত্য ও সনাতন শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য আধুনিক তথাকথিত ধার্ম্মিক সমাজের সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়াও নিত্য এবং সনাতন শব্দদ্বয় বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাদের উক্ত ব্যবহার অশাস্ত্রীয়, অনিত্য ও অসত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। তজ্জন্য আমরা আধুনিক অভিধানকার বা কোষকারগণকেও দায়ী করিতে প্রস্তুত। স্মার্ত্তগণের নিত্য-ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে 'নিত্য' শব্দের যে প্রয়োগ, তাহা বিশুদ্ধ দার্শনিক-সাহিত্যিকগণের পক্ষে উপহাস্যাস্পদ। 'নিত্য' শব্দ তাহারা প্রাত্যহিক

অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা মূর্খলোকের ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃত শুদ্ধসাত্ত্বিক দার্শনিকগণ ইহা কোনমতেই স্বীকার করেন না। অপার্থিব বস্তুকে পার্থিব বস্তুর অন্তর্গত করিয়া তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অবৈদিক এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; আজকাল বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ, শঙ্করবাদ আমাদের দেশে প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য-শব্দের নৈমিত্তিক ধারণা চিন্তাশীল-জগৎকে মুগ্ধ করিয়া বিপথে চালিত করে। আমরা শব্দের এতাদৃশ অশাব্দিক ব্যবহার জন্মাষ্টমী দিবসে আদৌ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহি।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ-শহর স্মার্ত্ত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণ মূর্খতায় ভরপুর হইয়া অজ্ঞতাকেই বিজ্ঞতার পোষাকে চালাইতে চেষ্টা করেন। শব্দ-জ্ঞানের নিতান্ত অভাবই ইহার মূল কারণ। পার্থিব জগৎ বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশকে বর্ত্তমানে অনুকরণ করিতে গিয়া অজ্ঞানকেই বিজ্ঞান মনে করিতেছে। তথাকথিত বিজ্ঞান অজ্ঞানরাশিতে বিশ্বকে অঘাসুরের ন্যায় গ্রাস করিতে বসিয়াছে। সেই পাপাসুরকে কৃষ্ণই বিধ্বংস করিয়া উন্নতচেতাকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ সেই কৃষ্ণেরই জন্মতিথি। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণের মূর্খতা ও শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতা প্রদর্শনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তাঁহার দাসদাসীগণের দ্বারা পৃথিবীর অসুরগণকে বিনাশ করাইয়া থাকেন। অসুরগণ দেবদেবীর পদাবলেহন করিতে মত্ত থাকায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিশ্চিন্তে ও অবাধে পরম-পরতত্ত্বের উপাসনায় নিত্যকাল সুযোগ পাইতেছেন। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ আজও বুঝিতে পারেন না যে, তাহাদের উপাস্য বা উপাস্য-তত্ত্বই তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে। ইহাই কৃষ্ণের একটী বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা। এই শ্রেণীর উপাসনা মার্গে সর্ব্বত্রই শাস্ত্র এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তথাকথিত উপাস্য-তত্ত্বই তাহাদের উপাসকগণকে নির্ম্মূল ও ধ্বংস করিয়া বিশ্ব এবং অবিশ্বে শান্তি-স্থাপন করিয়া থাকেন। ইহাই অসুর-বিনাশের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

অসুরকুলকে বিধ্বংস করিবার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং নিজকে অথবা তাঁহার দাসদাসীগণকে আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। কিন্তু অদ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই

আবির্ভূত হইবেন। সুতরাং সেই স্বয়ং-কৃষ্ণের নিজ শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে দুই-একটী কথা আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্লোকের কিঞ্চিৎ এস্থলে আলোচনা করিতেছি। ইহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই উক্তি, অন্য কাহারও নহে। সুতরাং ইহা বেদ অপেক্ষাও অধিক পূজ্য, এইজন্য গীতাকে ধার্ম্মিক সমাজ 'উপনিষদ্' আখ্যা দিয়া থাকেন। তজ্জন্য ইহার নাম 'গীতোপনিষদ্'। বেদ অপেক্ষাও ইহার গৌরব অধিক বলায় আপনারা কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না। কারণ বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ (শঙ্করাচার্য্য মতে)। কিন্তু এই 'গীতা' বা 'গীতোপনিষদ্' স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃতা বাণী। সুতরাং নাসাগর্জ্জন অপেক্ষা অধরামৃতের প্রাধান্য দিতে কোন্ দার্শনিক-সমাজই বা কুণ্ঠিত হইবেন? এইরূপ যুক্তিক্ষেত্রে অর্থাৎ বেদাপেক্ষাও গীতোপনিষদের প্রাধান্য বিচার ক্ষেত্রে বিপদে পড়িয়া কোন কোন দার্শনিক ব্যবহারজীবী একটী তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "গীতা গ্রন্থখানি বেদব্যাসের কাল্পনিক। উহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নহে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ এইরূপ কথা কখনও বলিবার সুযোগ পাইতে পারেন না। আর যদি বলিয়াও থাকেন, তাহা হইলে বেদব্যাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন ইতিহাসেই বেদব্যাসের যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ উপস্থিতির কথা উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং কৃষ্ণ যদি অর্জ্জুনকে এতাদৃশী শিক্ষা দিয়াও থাকেন তথাপি বেদব্যাসের উহা লিপিবদ্ধ করা কল্পনা মাত্র। উহা ব্যাসেরই শিক্ষা। স্বয়ং কৃষ্ণের শিক্ষা বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। বেদব্যাসের উক্তিসমূহকে বেদের উক্তি বলিয়া অথবা ঈশ্বরের নিঃশ্বাস বা অপৌরুষেয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বেদাপেক্ষা ইহার প্রামাণিকতা অধিকতর নহে।" পক্ষান্তরে আমরা বলিতে চাই, বেদব্যাসের 'মহাভারত' পঞ্চম-বেদরূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি-লাভ করিয়া সম্মানিত হইতেছে। বেদ-চতুষ্টয়ের সহিত এই পঞ্চম-বেদ খুব প্রাধান্যের সহিতই লোকসমাজে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমি আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়াই গীতা কৃষ্ণেরই উক্তি, বেদব্যাস কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করিতেছি। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিল বলিয়া বিদ্বৎ সমাজ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এমনকি, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশও ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন যে, শব্দশক্তির প্রভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহাদের সেই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া আপনাদের নিকট জানাইতেছি এবং তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল এই গীতা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

পরলোকে শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভু

বর্ত্তমানেআমাদের অতীব দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একান্ত অনুগত জনগণ ক্রমশঃই জগৎ অন্ধকার করিয়া নিত্যধামে গমন করিতেছেন। আমরা সংবাদ পাইলাম, গত ৪ঠা শ্রাবণ, ইং ২০শে জুলাই সোমবার শয়নৈকাদশী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ গৃহস্থ সেবকগণের অন্যতম শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাস, ভক্তিকোবিদ্ প্রভু (অমূল্যদা) নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন। সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস্-এ আক্রান্ত হইবার অভিনয় করিয়া কলিকাতায় আর, জি, কর, হাসপাতালে অবস্থানকালেই শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-স্মরণমুখে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অপ্রকট হন। শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের একান্ত আশ্রিত সেবকগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও আপনবোধ অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাই তাঁহার গুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয়। 'গুরুর সেবক হন মান্য আপনার'—এই শিক্ষার আদর্শ আমাদের অমূল্য দা।

যদিও তিনি গৃহস্থ ছিলেন তথাপি মঠই তাঁহার আপন ছিল। ব্যবহারিক জীবনে তিনি একজন ইঞ্জিনীয়ার। সরকারের অধীনে তিনি চাকুরী করিতেন। কর্ম্মোপলক্ষ্যে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার চাকুরীক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তত্তৎ স্থানে প্রভুপাদের কোন মঠ বা আশ্রম না থাকিলে তিনি স্বয়ংই সেই সকল স্থানে মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিতেন। এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের শ্রীগৌড়ীয় মঠরাজি তাঁহারই কীর্ত্তি। বাস্তবিক পক্ষে মঠই তাঁহার জীবন ছিল। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তিনি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেন না। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"—এই উন্নততম শিক্ষার আদর্শ ও বিচার তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

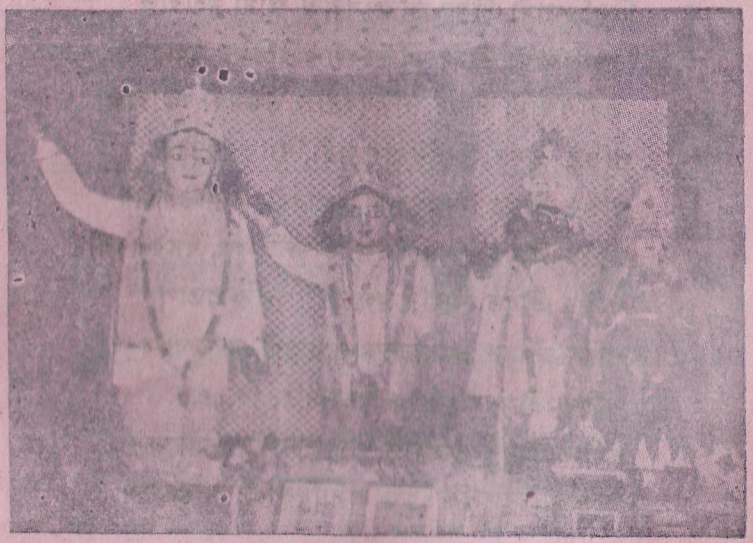
তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার। তদীয় সতীর্থগণের প্রতি তাঁহার মধুর ও অকপট ব্যবহার এমনই এক অমূল্য সম্পদ ছিল যে, তাঁহার শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত নাম "অধোক্ষজ" হইলেও সমগ্র গৌড়ীয় মিশনে তিনি "অমূল্যদা" বলিয়াই সুপ্রিয় ও সুপরিচিত। তাদৃশ ভক্তৈকপ্রাণ ভক্তের বিরহে আমরা আজ অতীব ব্যথিত ও সন্তপ্ত। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকিলেও আমরা ঈশ্বরের নিকট সেই অনুপ্রেরণার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

—সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭১ { ৮-৯ম সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২৬ পদ্মনাভ, ৪৭৮ গৌরাব্দ শনিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭১; ইং ১৭।১০।১৯৬৪ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

বেদাতীত অচিন্ত্যাদ্ভুত-স্বরূপ শ্রীগোদ্রুমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা—

যৎ কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্ন বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদ্দৃশ্যং কদা লোকয়ে
তচ্ছ্রীগোদ্রুম-রূপদ্রুমতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ ॥৪২॥

বেদ যাঁহার কোটি অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারেন না; যোগিগণও যাহা অবগত হইতে পারেন না; লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুকদেব, অর্জ্জুন ও উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণও কখনও যাহা দর্শন করেন নাই; অথবা, অন্যের

কথা কি, ব্রজবাসিগণেরও যাহা নয়নগোচর হয় নাই, সেই অদ্ভুত গোদ্রুম-ধামের স্বরূপ একমাত্র রাধা-চরণযুগল আশ্রয় করিয়া কবে আমি দর্শন করিব !! ৪২ ॥

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা—

দুর্ব্বাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং
আকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন গৌর।
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পাদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে ॥৪৩॥

দুর্ব্বাসনারূপ সুদৃঢ় রজ্জুশতদ্বারা আমার চিত্ত নিবদ্ধ। হে গৌরচন্দ্র, তুমি নিজশক্তিবলে আমার এই চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া রাধার সহিত রাধাবনে ক্রীড়াশীল তোমার পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপনীত কর ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপ চন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি—

বশীকর্ত্তুং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক্ব যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ময়ীশোঽপ্যকরুণো
নবদ্বীপে বাসং বত বিতর মামন্যগতিকম্ ॥৪৪॥

আমার ইন্দ্রিয়গণকে আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেছি না। আমাতে একটিমাত্র গুণও বিদ্যমান নাই, (অথচ) দোষ-সমূহ সর্ব্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে! আমি কোথায় যাইব! কি করিব! হরি। হরি! (হায়, হায়!) ভগবান্‌ও আমার প্রতি নির্দ্দয়! অহো অনন্যগতি আমি, (হে নবদ্বীপচন্দ্র) আমাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি বিতরণ কর ॥ ৪৪ ॥

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা—

জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভৎস্যতাম্।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্লুপ্তপ্রতীকারতঃ
শ্রীগৌরাঙ্গপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ ॥ ৪৫॥

আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক; সুযশোরাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক; আমার আচরিত সদ্ধর্ম্মসমূহ বিলয়প্রাপ্ত হউক; সকলে

আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক্, এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ায় প্রতিকারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক্, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয় ॥ ৪৫ ॥

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা—

গৌরারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরন্তর্ব্বহির্ব্বাপি ।
নৈবাস্তি মধুরাবস্থিত্যবিকলিতং যৈর্নমস্তেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রকৃতির অন্তরে ও বাহিরে, নবদ্বীপ ব্যতীত আর মধুর বসতিস্থল নিশ্চয়ই নাই,—এইরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়—

বিভ্রাজত্তিলকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরৌঘ-শুক্লাম্বরো-
দঞ্চৎ কাঞ্চা-চম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী ।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত-সম্মোহিনী
শ্রীমিশ্রাত্মজবল্লভা বিজয়তে গৌড়ে তু গৌরাটবী ॥৪৭॥

অহো ! তিলক-সুশোভিতা জাহ্নবীজলরাশি দ্বারা (প্রক্ষালনহেতু) শুভ্রবসন-পরিহিতা, কাঞ্চন-চম্পক (গৌর)-বর্ণ কোন পুরুষের পূজানিরতা (সেবাতাৎপর্য্যময়ী), নানারসে উল্লসিতা, (আনন্দ)-রস-বর্ষণরত কৃষ্ণ-প্রেম-পয়োধর দ্বারা সৌন্দর্য্যময়ী, জগন্নাথ-মিশ্রতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের অতি-প্রিয়তমা, গৌড়দেশান্তর্গত গৌরাটবী (শ্বেতদ্বীপ) সর্ব্বতোভাবে বিজয় লাভ করুন্ ॥ ৪৭ ॥

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য—

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি ।
যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে
তদ্দ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥৪৮॥

যে-স্থানে বৃক্ষগণ কোটি কোটি সুরেন্দ্রতুল্য বৈভবযুক্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন ; যে-স্থানে মহারাসময়ী ভক্তিরূপা সাধ্বীবনিতা স্বয়ং (আযাচিতভাবে) আলিঙ্গন করিতেছেন এবং যে-স্থানে ব্রহ্মপুরাদি তীর্থসমূহ

নানাস্থলে দীপ্তিমান্ হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই সুখময় শ্রীধাম-নবদ্বীপকে কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন ? ৪৮ ॥

নবদ্বীপবাস-নিন্দকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিন্দন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥৪৯॥

জীবকুল যতদিন নবদ্বীপবাসকে নিন্দা করিবে, ততদিন তাহাদের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-মূল শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে সুষ্ঠু প্রেমভক্তি লাভ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধর-শ্যামলধাম বিদ্যুৎ-
কোটি-জ্যোতিস্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমানম্।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভির্জৃম্ভমানঃ
প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতী কোঽপি গৌরস্থলীষু ॥৫০॥

কোটী-সৌদামিনী-প্রভাময়ী শ্রীরাধিকার তনুলতিকা দ্বারা আলিঙ্গিত নব-জলধর-শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে সর্ব্বাঙ্গাবৃত রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপকে স্মরণ করিতে করিতে, ঐকান্তিক ভক্তিরসযুক্ত কাকুতি দ্বারা তারস্বরে (হা গৌরাঙ্গ, তুমি কি আমাকে কৃপা করিবে,—এইরূপ) বলিতে বলিতে, প্রেমাবিষ্ট হইয়া, কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীগৌরস্থলী নবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বম্ভরস্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরপ্রেম্না হরি হরি।
কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্রুরুল্লসৎ পুলকঃ ॥ ৫১ ॥

হরি ! হরি ! কবে আমি গাঢ়প্রেমবশে উল্লাস-পুলকিতাঙ্গে প্রতিপদে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের পাদসরোজসংযুক্ত (পূত-) ভূমিতে লুণ্ঠন (অঙ্গ পরিবর্ত্তন বা গড়াগড়ি) করিতে থাকিব ? ৫১ ॥

রাধাভাবসুবলিতকৃষ্ণের ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ়
প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি—

পূর্ণোজ্জ্বলং প্রেমরসৈক-মূর্ত্তির্যত্রৈব রাধাবলিতো হরির্মে।
তদেব গৌরস্থলমাশ্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥৫২॥

পূর্ণোজ্জ্বল-প্রেমরসের অখণ্ড-মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীহরি আমার যে-স্থানে রাধা ভাববিভাবিত হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৌরস্থল যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছে-তাঁহাদেরই পরম-নিগূঢ় ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বহির্মুখ-লোকের শত চীৎকারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা—

চণ্ডাল-শ্ব-খরাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তির-
স্কারং দুর্ব্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোঽস্ত্যণীয়ানপি।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চাত্মদা
ভক্তির্যদ্ গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ ॥৫৩॥

লোকসকল চণ্ডাল, কুক্কুর ও গর্দ্দভাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমাকে দুঃসহ তিরস্কার করিলেও তাহাতে আমার অণুমাত্রও দুঃখ নাই, যদি আমার সেই শ্রীধাম-নবদ্বীপে (গ্রহসংখ্যক—নব, খণ্ডে দ্বীপ) অবস্থিতি হয়, যথায়—শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

দেহধর্ম্ম-মনোধর্ম্মাখ্য যাবতীয় সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক
ধামসেবাই সর্ব্বমঙ্গলাকর—

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুর্য্যুঃ ॥৫৪॥

প্রাক্তন-বাসনাবশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেরূপই আচরণ করুক্ না কেন,—হে ভ্রাতঃ, (তুমি) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-স্থলই আশ্রয় কর। ।৫৪॥

শ্রীধামসেবার্থ নবদ্বীপের স্বপচগৃহে ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ
সর্ব্বাংশে শ্লাঘনীয়—

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খর্পরভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং শ্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ।
তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈরত্র মিলিতং
ন নেষ্যাম্যন্যত্র ক্বচিদপি ক্বথঞ্চিদ্ বপুরিদম্ ॥৫৫॥

আমি করে ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া বরং এই রম্য নবদ্বীপ ধামে চণ্ডালাদির দ্বারে দ্বারেও প্রত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তথাপি পূর্ব্বকৃত-পরমসুকৃতিলব্ধ এই (সুদুর্ল্লভ মানব)-দেহকে কোনও ভাবে অন্য আর কোথায়ও লইয়া যাইব না ॥৫৫॥

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা—

জরৎকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কেলি-লহরীম্।
ফলং বা মূলম্বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
নবদ্বীপে নেষ্যে বনভুবি কদা জীবনমিদম্ ॥৫৬॥

একখানি ছিন্নকন্থা ও কৌপীন পরিধান এবং দিবসান্তে কিঞ্চিৎ ফলমূল ভোজন করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন-কেলিকথা সতত কীর্ত্তন করিতে করিতে কবে আমি নবদ্বীপ-বনভূমিতে এই জীবন অতিবাহিত করিব ? ৫৬ ॥

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গৌড়মণ্ডল, তন্মধ্যে আবার বৃন্দাবন—

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিত-বৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্।
তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং
মহারসময়ঞ্চ তৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥৫৭॥

প্রকৃতির ঊর্দ্ধদেশে অবিমিশ্র চিৎ-সুখ-সমুদ্র পরব্রহ্মে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তদ্রূপ-বৈভব বিষ্ণুর পরমপদ 'পরব্যোম' নামক ধাম (অবস্থিত); তাঁহার অভ্যন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও মহাভাবরসময় শ্রীগৌড়মণ্ডল জয়যুক্ত হউন। সেই গৌড়মণ্ডলের মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবনকে দর্শন কর ॥৫৭॥

———

সাময়িক প্রসঙ্গ

কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ। তিনি "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—প্রথম খণ্ড" নামে একখানি ৫৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্টা পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তিকাখানিতে অনেক গবেষণা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয় আপনাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অনুগত বলিয়া অভিমান না করায় বাহিরের লোকের মত ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বিষ্ণুভক্তির সহিত তাহার ব্যক্তিগত ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কিছু প্রশংসা যে ইহাতে স্থান পায় নাই, এরূপ নহে। তবে লেখক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সমাজের একজন হইয়া লেখনী ধারণ করিলে আমরা তাঁহার নিকট আরও ভাল কথা শুনিতে পাইতাম। বৈষ্ণবে তাঁহার শ্রদ্ধা আর একটু বৃদ্ধি হইলে কর্ম্মের সহিত ভক্তির পার্থক্য দেখিতে পাইতেন। উপেন বাবু বলেন, "বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্য যে বিবিধ উদ্যম এবং চেষ্টা, তাহাকেই কর্ম্ম বলে।" শ্রীভগবানে মনঃ কল্পনা বা মনোনিবেশরূপে ভজনকেই ভক্তি বলা হইল।

উপেন বাবু বলেন,—"গীতা কর্ম্মযোগের গ্রন্থ। নিম্বাদিত্য—বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী এবং বিষ্ণুস্বামী—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।" প্রকৃতপ্রস্তাবে এইসকল বিচার সত্য নহে। নিম্বাদিত্য ও পুরী-সম্প্রদায় উভয়েই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। পুরী-সম্প্রদায় বলিতে উপেন বাবু কাহাকে লক্ষ্য করেন? তিনি আরও বলেন,—"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণমাত্রেই নর নারায়ণ-সম হয়েন। যুগলে দ্বৈতবুদ্ধিকে বড় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। হরিদাসের তিরোভাবের পর ইঁহার চরণোদক * * * সপার্ষদে পান করিয়াছিলেন।" কিন্তু ঘটনা তাহা নহে।

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।"—এই চরিতামৃতোক্ত কথাকে মহাপ্রভুর প্রতি চাপাইতে গেলে অপরাধ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ঐস্থানে অপরাধ হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া তারা চিহ্ন দেওয়া হইল। মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন করা উপেন বাবুর ভাল হয় নাই। আবার মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া তিনি লিখেন—

"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতেরাম শিবেশিব।
যাসি সাসি নমো নিত্যং যোসি সোসি নমোঽস্তুতে ॥"

এই সব আজগুবি ছড়া কোথা হইতে পাওয়া যায়, আমরা তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। উপেন বাবু যেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিবার পর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে নানাপ্রকার অসমঞ্জস কথা তাহাকে ধর্ম্মের প্রকৃত সমালোচকের স্থান হইতে ভ্রষ্ট করিবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অত্যুচ্চ স্থান এবং সাংসারিক চক্ষে তাঁহার প্রৌঢ়তা ও বার্দ্ধক্য নব্য পাঠকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে বিপন্ন না করে, এই আশঙ্কায় আমাদের কয়েকটি কথা বলিতে হইল। আশা করি, জীবনের শেষভাগে উপেন বাবুর ন্যায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কথাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হইবেন।

"শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥
ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥"

এই উদ্ধৃত বচনটীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিতেছেন,—"শ্রীভগবতোঽংশত্বেন সম্বন্ধাদ্দেতোর্বিশোধনং। অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ তদাত্মকতয়া।" ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সকল হোমাদি ক্রিয়া নিষ্ফলা। দীক্ষাবিধানে বায়ু-অগ্নিবরুণ বীজদ্বারা কৃতভূতশুদ্ধি শিষ্যকে গুরুদেব দীক্ষাবিধি শুনাইবেন। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত শিষ্যের ক্রিয়া নিষ্ফলা হয়।

দীক্ষা-হোমবিধিবশে সংস্কার করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত অগ্নির স্বরূপ বোধাপ্তি সম্ভবপর হয় না। শ্রুতি বলেন,—"ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবতি উপধাবামি।" অর্থাৎ "হে অগ্নে, তুমি দেবলোকে ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্যলোকে ব্রাহ্মণ। যেহেতু ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের সমীপে গমন করে, ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের সেবা করে, এজন্য হে অগ্নে! আমি আপনার সেবা করিব" ইত্যাদি। দীক্ষা-বিধানে

সংস্কৃত অগ্নির প্রতিষ্ঠাবিধি ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়াবর্জ্জিত নহে। বারাহী দীক্ষা-বিধিতে অগ্নির দশবিধ সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণতা হইতে ভেদ প্রতিপন্ন করা বিহিত নহে।

বিশেষতঃ দীক্ষাবিধানের অঙ্গপূজায় অগ্নির যে দশ সংস্কার, তাহা বিষ্ণুশক্তিবাচক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ভূতশুদ্ধি ক্রিয়ায় পৃথক্ নহে। আবার দীক্ষাবিধানকালে "ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে" প্রভৃতি ষোড়শাক্ষর মন্ত্রদ্বারা নির্দ্দিষ্ট অগ্নি শক্তিমান্ হইতে অপৃথক্ বিচার জানিতে হইবে। সেকালে উপাসক ব্রাহ্মণতত্ত্বের অগ্নিতত্ত্ব সহ পৃথক্ কল্পনা বিহিত নহে, ক্রমদীপিকা-টীকাকার স্পষ্টতঃই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সাগ্নিক বিপ্রের পিতৃ-মাতৃ-বিবাহ তাঁহার নিজ সংস্কারেরই অন্তর্ভুক্ত। গর্ভাধান যেরূপ ব্রহ্মচারীর দশসংস্কারান্তর্গত শৌক্রদেহ-লাভের পূর্ব্বানুষ্ঠান, মাতা-পিতার বিবাহও ব্রহ্মচারীর দশসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

যাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপমদে মত্ত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত ধাম বা অপ্রাকৃত-লীলা দর্শন হয় না। গৌরপ্রণয়ী নিষ্কিঞ্চন ভক্তজনের অকৃত্রিম-সেবাফলে শ্রীধামকৃপা লাভ হয়। সেবোন্মুখ-নেত্রে ধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত থাকিয়া শ্রীধাম ভক্তক্রুবগণের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। যে নীলাচল ক্ষেত্র একদিন শুদ্ধ হরিকথার প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, সেই শ্রীক্ষেত্র এখন বহির্ম্মুখের নিকট স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, দ্যূত, পান, স্ত্রী ও পশুহনন প্রভৃতি কলির কত বিভীষিকাময়ী লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার কারণ শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের অভাব।

নীলাচলবাসী আজ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত। সে দুর্ভিক্ষের কারণ শুদ্ধ হরিকথার দুর্ভিক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইলেই ত্রিতাপ, দেহ, দ্রবিণ ও সুহৃন্নিমিত্ত শোক, স্পৃহা, পরিভব ও বিপুল লোভ এবং সুযোগ বুঝিয়া তৎসঙ্গে অধর্ম্ম-বন্ধু কলির প্রবেশ।

তাই সেই স্থানে হরিকথার নামে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়ের কথা, নির্গুণ মঠ বা হরিনিকেতনের আবরণে কলির স্থান, সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের নামে ভোগযজ্ঞ ও তৎফলে পিত্তবৃদ্ধি, সাত্বতশাস্ত্রালোচনা ও আচার্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ বিশ্ববাসী মানব-মণ্ডলীকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত সাধক ও সিদ্ধের আর অন্য সাধন বা সাধ্য নাই। সুতরাং যে হরিকীর্ত্তনে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, তাহাতে নিত্য মঙ্গলপ্রয়াসী ব্যক্তিরই যোগদান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগৌরসুন্দর বৃক্ষলতা, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি জন্তুকেও হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই নীলাচল ক্ষেত্রে শিবানন্দ সেনের ভাগ্যবান্ কুকুর নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হরিভজন-পরায়ণ ব্যক্তির জাতিকুল নিরর্থক বুঝাইতে যবনকুলে উদ্ভূত হইয়াও নামাচার্য্য জগদ্‌গুরু হইয়াছিলেন। তিনি এই শ্রীক্ষেত্রে অপতিতভাবে প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলিতে বলিতে নির্য্যাণলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণ লইয়া ঠাকুর হরিদাসের শ্রাদ্ধ-মহোৎসব করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীহরিদাসের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণস্বরূপ বিমল প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী কেন ?

"পরম তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটীই বিমল প্রেমের একমাত্র অধিকতম উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে 'আল্লা'র ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না ; অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্য-তত্ত্ব সর্ব্বগত হইয়াও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যে 'গড'-এর ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত-তত্ত্ব। ব্রহ্মের ত' কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ-প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না ; পরন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপে চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২ কৃষ্ণ ব্যতীত কি বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই ?

"যদিও ভগবত্তত্ত্বে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি পদার্থের কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তদ্রক্ষণে লক্ষিত নাম ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ কি ?

"শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণতত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন,' সঃ তোঃ ১১।৬

৪। ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ কি পৃথক্ তত্ত্ব ?

"ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব; যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।"

—চৈঃ শিঃ, ১।৩

৫। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৩য় পঃ

৬। ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহাদের উপাসনাগত ফলের তারতম্য কি ?

"ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা-বিভূতি; ব্রহ্ম—ব্যতিরেক গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তি-সম্পন্নতা-ভাব-মাত্র। প্রকটিত-অবিচিন্ত্য-অদ্ভুত বিচিত্র-শক্তিবিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্; এইজন্যই সগুণ-নির্গুণাদি বিরুদ্ধ গুণ-সমূহ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্মে কেবল শুষ্কজ্ঞান সংযোগ দ্বারা জীবের মোক্ষমাত্র তুচ্ছ-সুখ-লাভ। ভগবানে নির্ম্মল ভক্তিরসাস্বাদন-রূপ ভূমা-সুখের সম্ভব॥"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৭। ব্রহ্ম ও ভগবৎস্বরূপের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শর্করা পিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্মই সুখরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল

সেই সুখ-মাত্র, কিন্তু সুখাধার ন'ন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শক্তি হইতে পর্য্যবসিত হয়।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৮। শ্রীকৃষ্ণে কি দেহ-দেহি-ভেদ আছে?

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয় শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ, সেই দেহী; যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৩য় পঃ

৯। পরব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা অযৌক্তিক কেন?

"যাহা কিছু আছে, তাহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা সে-বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে সৃষ্ট-বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন? যদি সৃষ্ট-বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

১০। পরমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব সম্ভব নহে কেন?

"পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৫ম প্রঃ

১১। ব্রহ্মকে কেন ভগবত্তত্ত্বের অঙ্গকান্তি বলা হয়?

"ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ-স্বরূপ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্য-তত্ত্ব; ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণ-দ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না, তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্ট হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'—এই ভাবে ভগবানের একটি বিশ্ব-সম্বন্ধী আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটি—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; দ্বিতীয়টী—সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক-চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই

বিশ্ব-সম্বন্ধী ভাব। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থই হইয়া থাকে।"

—'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২৬

১২। ব্রহ্ম কি বস্তু? তিনি পূর্ণ-সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রকাশ?

"শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতীরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

১৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যে ব্রহ্মের আশ্রয়, তৎসম্বন্ধে গীতা-প্রমাণ কি?

"নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।"

রসিকরঞ্জন ভাষ্য ১৪।২৭

১৪। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পার্থক্য কি?

"পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তিক-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একদেশ-মাত্র।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৩২

১৫। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ কি কি?

"পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি প্রকাশ-দ্বারা তিনি বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

১৬। ব্রহ্ম-দর্শন, পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবদ্-দর্শনে পার্থক্য কি?

"ব্রহ্ম-দর্শন ও পরমাত্ম-দর্শন—সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীত-ভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ মাত্র লক্ষিত হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৪র্থ পঃ

১৭। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ কি ?

"নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ-ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবানই স্বরূপতত্ত্ব, ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবরূপ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাও তাঁহারই জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ।"

—শ্রীমঃ শি. ৪র্থ পঃ

১৮। অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণে কোন্ সময় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার উপস্থিত হয় ?

"অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। 'জ্ঞান'-চর্চ্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়।"

—'নাম মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১৯। কৃষ্ণলীলার স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে ॥
সেই-ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড-অনন্ত ॥"

—'সম্বন্ধ-বিজ্ঞান লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কলতরু

২০। কৃষ্ণের স্বকীয় ও পারকীয় রসের বিচার কিরূপ ?

"কৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম্ম নিত্য হইলেও লীলারামতা-ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

২১। আশ্রয় ও বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা কোন্ কোন্ তত্ত্ব ?

"শ্রীরাধিকার অনুরাগরূপে আশ্রয় তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

২২। কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট-লীলার স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবন-লীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট লীলা। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা

প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন।"

—ব্রঃ সং, ৫।৩

২৩। 'মথুরা', 'বসুদেব', 'দেবকী', 'কংস', 'কংস-কারাগার'—এ সকল তত্ত্বতঃ কি?

"মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান-বিভাগরূপ মথুরায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিগের বংশ-সম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন।" (ক্রমশঃ)

—কৃঃ সং, ৪।১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্গুরু পরমহংসস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর

(১)

প্রণাম তোমা' জগদ্গুরু
মাগ তোমার বশ্যতা,
তোমার পদ-স্পর্শে পূত
বসুন্ধরার মৃত্তিকা।
জহুরীতেই জহর চেনে,—
ভক্ত-সাধক তোমায় জানে,
ঐ মহিমা বুঝার মত
নাই তো আমার যোগ্যতা!

(২)

গৌড়ীয়-রবি আচার্য্য-বর
তুমি গৌর-নিজ-জন,
বাণী-বিনোদ-ধারার পুনঃ
কর্‌লে শুদ্ধ প্রবর্ত্তন।
তোমায় পেয়ে গরব করি,
তোমায় নিয়ে কাব্য গড়ি,
ধেয়ানে যে ধ্যান করি গো
নিত্য তোমার শ্রীচরণ।

(৩)

ব্যাসাভিন্ন দয়াল প্রভু
কৃষ্ণ-প্রেমে তুমিই ধনী,
কৃষ্ণ পেতে তোমার পদে
লুটায় যত জ্ঞানী-গুণী।
ফণী-শিরে মানায় মনি—
ভব-ভালের শোভা তুমি ;
তোমায় ঘিরে নিত্য যে তাই
উঠ্‌ছে কত জয়ধ্বনি।

(৪)

তুমিই মোদের পরম শরণ—
মনে প্রাণে তোমায় স্মরি,
বৈষ্ণবতার মহা আদর্শ
স্থাপিলে এ জগৎ জুড়ি'।
ভুবনে তুমি চির সত্য,
দরশনে কর পবিত্র,
প্রাণের ঠাকুর তোমার পদে
রাখ আমায় কৃপা করি'।

—জনৈক গুরুসেবাকাঙ্ক্ষী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৮)

শ্রীবৃন্দাবনাদি-ধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট, অপ্রকট উভয় লীলাই বিদ্যমান। এক শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলার নিমিত্ত বহু প্রকাশ আবিষ্কার করেন, ধামেরও তদ্রূপ লীলাধিষ্ঠানহেতু প্রকাশ-ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে এক লীলাস্থান দ্বারা অন্য লীলাস্থানসকল আক্রান্ত হয় না। প্রকট লীলাতেও না মিশিয়া লীলাসকল সমাহিত হইতে পারে; ধামসমূহে এরূপ বিচিত্র অবকাশ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দ্বাদশ যোজন পরিমিত দ্বারকা পুরীতে ক্রোশদ্বয় পরিমিত কোটিগৃহের সমাবেশ। আবার অল্প পরিমাণ গোবর্দ্ধন-গর্ভে (শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায়) ব্রহ্মা দেখিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ-তৃণ-পক্ষী প্রভৃতির যথাযোগ্য অবকাশ থাকাসত্ত্বেও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডাদি অনন্ত বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে। অপর দৃষ্টান্ত—শ্রীনারদদৃষ্ট বৈভবে একই সময়ে প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সায়ংকালীন লীলার সমাবেশ।

সকল ধামেরই এই প্রকার বিচিত্র লীলাসমাধানের জন্য প্রকাশভেদ ঘটিয়া থাকে। অপ্রকটলীলাগত প্রকাশভেদ সম্বন্ধে যামলে রুদ্রগৌরী সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে গৌরি! শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি বীথিতে (পথে) রত্নময়-অঙ্গ কল্পবৃক্ষসকল অবস্থিত। তন্মধ্যে কতিপয় বৃক্ষ কোটি পূর্ণচন্দ্র-কিরণ-সমুজ্জ্বল। কতিপয় বৃক্ষ নিশাবসানে সমুদিত সূর্য্যদ্যুতিতুল্য দ্যুতিমান হইয়া বিরাজিত। কতিপয় বৃক্ষ এসকল হইতেও দীপ্তিশালী। সে সকল বৃক্ষের কান্তি সুবর্ণরচিত মুকুলের মত। যে ফুল, যে ফল, যখন অনুসন্ধান করা যায়, বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষসকল সেই ফুল-ফল তখনই প্রসব করে। ব্রহ্মসংহিতায় দেখা যায়—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি-গণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥"

অর্থাৎ যেস্থানে লক্ষ্মীগণ কান্ত পরম পুরুষ কান্ত বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, কথা গান, গমন নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিও আস্বাদ্য, অপ্রাকৃত চিদানন্দ সুরভিগণ [illegible] সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয়, যথায় নিমেষার্দ্ধকালও বৃথা অতীত হয় না— সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজন করি, যাহাকে এজগতে অতি অল্পসংখ্যক সাধুপুরুষ 'গোলোক' বলিয়া জানেন।

সে ধাম যদিও স্বপ্রকাশ, তথাপি তথায় লৌকিক লীলামাধুর্য্য নির্ব্বাহ-জন্য মহাপ্রলয়ে অবিনশ্বর সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ বিদ্যমান। সেই জ্যোতি এবং গোলোকবাসিগণের আস্বাদ্য যত বস্তু সবই চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্ববস্তু, প্রাকৃত নহে; তথায় চন্দ্রসূর্য্যের বিলক্ষণরূপে স্থিতি। গৌতমীয় তন্ত্রে 'সমানোদিত চন্দ্রার্ক' বলিয়া উক্তি আছে। প্রতিবাসর ত পূর্ণচন্দ্র বলিয়া, সমানোদিত চন্দ্র, বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, সূর্য্য প্রতিদিন সমানভাবে উদিত হয়। তথায় যদি কালের পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে পূর্ব্বাপর লীলার স্বরূপ-হানি হয়। যেমন—প্রাতে জাগরণ, মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃ লীলা, আসন্ন সময়ে গোষ্ঠে গমন ইত্যাদি। সুতরাং সময়ের আবর্ত্তন না থাকিলে বিভিন্ন কালোচিত লীলা নির্ব্বাহ হয় না। তবে সেই আবর্ত্তন কালের অনুসারে না হইয়া লীলানুসারে হয়।

ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি, পরে বলিলেন—শ্বেতদ্বীপেরও ভজন করি। শ্বেত—শুভ্র, দোষরহিত, দ্বীপ। দ্বীপ যেমন সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অন্যস্থানের সঙ্গশূন্য থাকে তদ্রূপ ইহা অন্যসঙ্গশূন্য অর্থাৎ সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। সরোবরে যেমন পঙ্ক [illegible] সম্পর্ক শূন্য হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ গোলোক পার্থিবসম্পর্কশূন্য হইয়া বর্ত্তমান

নারদপঞ্চরাত্রে 'শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে' শ্বেতদ্বীপের শোভা এইভাবে বর্ণিত— তাহার চতুর্দ্দিক, কোণসকল, ঊর্দ্ধ অধঃ—দশদিকে দশদিক্‌পাল অবস্থিত। জল সেখানে ক্ষীরামৃত। বৃক্ষসকল, কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিময়ী, লক্ষ ক্রীড়া-বিহঙ্গ, বহু প্রকার সুরভি, নানাচিত্রিত রাসমণ্ডল ভূমি, কেলিকুঞ্জাদি তথায় শোভা পাইতেছে। প্রাচীর-ছত্রের রত্নসকল শেষের ফণার ন্যায় বিরাজিত। বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলানুগত প্রকাশই গোলোক।

প্রকটলীলানুগত প্রকাশে যে প্রাকৃত প্রদেশের মত দেখা যায়, তাহা শ্রীভগবানের মত স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক লীলাবিশেষবশতঃ বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ ভগবান্ যেমন স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক লীলা অঙ্গীকার করিয়া কোন কোন লোকচেষ্টা প্রকাশ করেন, শ্রীধামও তদ্রূপ নরলোকে প্রাকট্যহেতু লৌকিক লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করিয়া জাগতিক প্রদেশ বিশেষের, রীতি-বিশেষের ন্যায় রীতি প্রকাশ করেন। যেমন বৃন্দাবনের কোন স্থানে যমুনা প্রবাহে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোথাও নূতন চড়া পড়িতেছে, কোন স্থানে বন সৃষ্টি হইতেছে, কোন বন প্রান্তরে পরিণত হইতেছে ইত্যাদি। এসকল কালকৃত পরিণাম নহে, কিন্তু লীলাগত জানিতে হইবে; কারণ দৃশ্যমান ধামসকলের এ প্রপঞ্চাতীতত্ব শ্রুতি-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

বসন্তি যে মথুরায়াং বিষ্ণুরূপা হি তে খলু।
অজ্ঞানান্তান্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ (আদিবারাহ)

মথুরায় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরূপধারী। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না তাঁহারা কেবল জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির দৃশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবলদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃ-ফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৫।৫)

হে দেববর! যাহারা তমোনাশের জন্য তরুজন্ম প্রকট করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষসকল ফলফুল উপহার দিয়া শিখাসমূহ দ্বারা অমরার্চ্চিত আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছে; অর্থাৎ বৃন্দাবনের বৃক্ষসকল দর্শন করিলে বা তাহাদের কথা শ্রবণ করিলে সংসারী জীবের তমোনাশ হইবে। এজন্য তাহারা বৃন্দাবনে বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

সপত্নেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃ স্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্॥
যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৩।৫৯-৬)

ব্রহ্মা সকল দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন, জনগণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী বহু বৃক্ষাকীর্ণ সমাপ্রিয় বৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে, যাহাতে স্বভাবতঃ দুর্নিবার শত্রুতাবিশিষ্ট মনুষ্য, পশু প্রভৃতি

প্রাণীসকল মিত্রের ন্যায় বাস করিতেছে ; আর সেই ভগবন্নিবাস-স্থলী হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে। সমাপ্রিয় অর্থাৎ সম—আত্মারামগণের সম শ্রীভগবানেরও, আ—সর্ব্বতোভাবে, প্রিয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

বাদ্‌শা—ছত্রী, সাকর মল্লিকের কিরূপ অবস্থা বুঝ্‌ছ বল দেখি ? সে কি দবিরখাসের মত আমায় ছেড়ে চলে যাবে ?

ছত্রী—কি জানি হুজুর, মনটা কিন্তু তাঁর ভাল নয় ? সব সময় কি যেন একটা ভাবেন, আর আপন মনে সেই সাধুর কথা বলেন। সাধু-তো হুজুর আমিও দেখেছি ; কিন্তু আমার তো ওরকম হয় না।

বাদ্‌শা—(উদ্বিগ্ন চিত্তে) এ্যাঁ, সাকরমল্লিক সব সময় সেই সাধুর চিন্তা কর্‌ছে নাকি ? কি বল্‌ছ তুমি ছত্রী !

ছত্রী—হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমি ঠিকই বল্‌ছি। আমি হলপ্ করে বল্‌ছি, আমার কথায় এতটুকু মিথ্যে নেই।

বাদ্‌শা—তাইতো, তুমি আমায় বড় উদ্বিগ্ন করে তুল্‌লে ছত্রী ! আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে। তা'হলে কি আমি যা' ভাবছি শেষে তাই হ'লো ? তবে তো তা'র অসুখ কিছু হয় নি ! হায়, হায় ! ঐ বৈদ্য তার কি কর্‌বে ?

ছত্রী—হুজুর, বৈদ্য গেছে ভালই হয়েছে। তাঁর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। দু'দুটো ভাই সংসার ছেড়ে চলে গেছে ; তার একটা দাগা আছে তো হুজুর।

বাদ্‌শা—বৈদ্য কি তা'কে ভাল কর্‌তে পার্‌বে ?

ছত্রী—পার্‌বে বৈ কি হুজুর—পার্‌বে। এ যে সে বৈদ্য নয়, এ বাংলার মধ্যে সব চেয়ে বড় বৈদ্য।

বাদ্‌শা—(উদ্বিগ্ন চিত্তে) তাই যেন হয়,—তাই যেন হয়। যদি বৈদ্যের

হাত-যশ থাকে, আর আমার বরাৎ নেহাৎ ভাল হয় তবে সাকর-মল্লিকের মাথা ভাল হ'বে, তাকে আমার রাজদরবারে ফিরে পাব। আচ্ছা ছত্রী, একবার সাকরমল্লিককে গিয়ে দেখে এলে হয় না ?

ছত্রী—হুজুর, আপনি যদি তাঁর কাছে যেতে চান তো বলুন, তাঁকে আমি সংবাদ দিয়ে আসি।

বাদ্‌শা—না ছত্রী, এবার আমি সংবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব না। বৈদ্য ফিরে আসুক্ বৈদ্যের কাছে তার খবর জানি, তারপর ব্যবস্থা। যদি যেতে হয়, আমি গোপনে হঠাৎ গিয়ে দেখ্‌বো সে কি কর্‌ছে ও কেমন আছে।

ছত্রী—জাঁহাপনা, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

বাদ্‌শা—কি, বল ?

ছত্রী—বল্‌ছিলাম, দয়া করে মন্ত্রীজীর পথে বাধা দেবেন না। তা'হলে তিনি দুঃখে গুম্‌রে গুম্‌রে থেকে মারা যাবেন।

বাদ্‌শা—(ঈষৎ হাসিয়া) কেন, ও-কথা হঠাৎ বলে ফেল্‌লে ?

ছত্রী—আজ্ঞে, তিনি সুকৃতিবান্ পুরুষ। নইলে সাধুর জন্যে তাঁর মন অমন উতলা হবে কেন ? আমি ভেবেছিলাম এ খবর আপনাকে জানাবো না, পাছে তাঁর কোন অনিষ্ট হয়। কিন্তু আমার আজ আর সে ভয় নেই। আজ আমি দেখ্‌ছি, আপনি গুণগ্রাহী, কৃপাবান্, ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ। আপনি কখনও এমন মন্ত্রীর কার্য্যে বাধা সৃষ্টি কর্‌বেন না—আমি বিশ্বাস করি। আপনি রাজা, বিষ্ণুর অংশ আপনাতে রয়েছে। আপনি প্রজাগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আপনি ইচ্ছা করলে সব কর্‌তে পারেন। (হাত জোড় করিয়া) তাই অনুরোধ, মন্ত্রীজী যে পথে শান্তি পান, সেই পথে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

বাদ্‌শা—তুমি কি ভেবেছো ছত্রী, সাকরমল্লিক চলে গেলে তোমার পক্ষে সুবিধা হয়, না ? ভাব্‌ছ,—তুমি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হবে !

ছত্রী—আজ্ঞে না হুজুর, আমি তা' ভেবে বলি নি। আমি কোন দিন স্বপনেও তা' চিন্তা করি না। মাপ কর্‌বেন এ অধমকে।

(বাদ্‌শার পদতলে পড়িয়া হাত জোড় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন)

বাদ্‌শা—আমি বিষয়টি নিজে তদন্ত ক'রে দেখে তারপর যা' উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তাই কর্‌ব স্থির করেছি।

ছত্রী—জি আজ্ঞে! জাঁহাপনার যা' ইচ্ছা—

বাদ্‌শা—বৈদ্য ফিরে এলে তা'কে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বোলো।

ছত্রী—জি হুজুর! (সেলামপূর্ব্বক প্রস্থান।)

বাদ্‌শা—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে) হে খোদা,—মেহেরবান, সাকরমল্লিককে কেড়ে নিও না—কেড়ে নিও না! (প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য—নগর পথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ।

(১ম নাগরিক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ও ২য় নাগরিক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী)

১ম নাগরিক—কেমন ভায়া, সন্ন্যাসীটা তো পালিয়ে গেছে।

২য় নাগরিক—আঃ বেঁচেছি। আমাদের উৎপাতে পালিয়ে গেছে বল!

১ম নাগরিক—আলবৎ! এমনি কি যেতে চায় গো! কত ভণ্ডামিই না সাধুটা জান্‌তো। নাচ্‌তে নাচ্‌তে আবার কেঁদে ফেলে, আবার ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি যায়; হিঁদুরা বলে কিনা এসব মহাপুরুষের লক্ষণ। হাঁ গো মহাপুরুষ কি ওকে লে? আশ্চর্য্য! হিঁদুর মত এমন ধর্ম্ম আর দুনিয়ায় আছে?

২য় নাগরিক—তা' যা বলেছো—ও সমস্ত শুধু ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

১ম নাগরিক—কথায় আছে, হুচুকে হিঁদু একটা হুচুক্ পেলে সব ছুট্‌লো সেটা দেখ্‌তে। আরে বাবা, সত্যিকারের সাধুরা যে আবার লোকসমাজে আসে তা তো কোনদিন শুনি নি। তারা তো হিমালয়ের গুহায় বসে তপস্যা করে বলে জানতাম্।

২য় নাগরিক—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয়, ঠিকই বলেছো ভায়া সত্যিকারের সাধু লোকালয়ে আসে নাকি? এসব ভেল্কি! তবে বাপু যাই তোক্, শুনেছি—সাধুটীকে দেখ্‌তে কিন্তু খুব সুন্দর।

১ম নাগরিক—আরে ভায়া, সুন্দর পুরুষ কি নেই গো! ওতে কি এসে যায়?

২য় নাগরিক—নারে ভায়া, এ যেন বড্ড সুন্দর! নইলে দেখ্‌ছিস্ না—অত লোক কি এমনি জোটেরে। আরো লোকে আসে চেহারা দেখ্‌তে,—সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে।

১ম নাগরিক—সে তো বটেই। দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। রামকেলি নগরে লোকের ভীড়ও জীবনে এমন কখনও দেখি

নি। গুণে শেষ করা যায় না—যত দূর দৃষ্টি যায়, শুধু দেখি লোক আর লোক।

[কেশব ছত্রার প্রবেশ]

ছত্রী—কোথায় এত লোক দেখ্‌লে ?

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিক—আরে এসো এসো ছত্রী ভায়া !

১ম নাগরিক—তোমাদের সেই সন্ন্যাসীর কথাই হচ্ছে

ছত্রী—বেশ, তা'হলে তোমরা সন্ন্যাসীর গুণগান কর্‌ছ, কেমন ?

২য় নাগরিক—১ম নাগরিকের প্রতি। আরে ভায়া এ রাজার লোক; বুঝে সুঝে কথা বল্‌বি। যেন বে-ফাঁস কিছু বলে ফেলিস্ না।

১ম নাগরিক—ছত্রী ভায়া, ও সব কথা বাদ দাও। এখন রাজার খবর টবর কিছু বল দেখি, জিগ্যেস্ করি।

ছত্রী—আরে, বল না ছাই কি বল্‌বে ? আমি বাঘ না ভালুক ! আমাকে অতভয় কেন ?

১ম নাগরিক—জান্‌ছি, দবিরখাস তো পালিয়ে গেছে। সাকরমল্লিক এখনও টিকে আছে নাকি ?

২য় নাগরিক—সাকরমল্লিক কে রে ভাই ?

ছত্রী—উনি গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী সনাতন।

২য় নাগরিক—আরে সর্ব্বনাশ ! (১ম নাগরিকের প্রতি) মন্ত্রী-টন্ত্রীর কথা পাড়লি কেন রে ? আদার ব্যাপারী আমরা জাহাজের খবরের কি দরকার ?

১ম নাগরিক—না, ভাই জিগ্যেস করছি। বল তো ছত্রী ভায়া, আমি কিছু অন্যায় করেছি ?

ছত্রী—মন্ত্রীজীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বেশ ভাল নয়। বোধ হয় উনিও বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

২য় নাগরিক—তা হলে বাদ্‌শার তো খুব ভাবনা হয়ে গেছে ?

১ম নাগরিক—তা' ভাবনা হবে না ? অমন দক্ষ হুঁশিয়ার মন্ত্রী কি আর মিলবে ?

ছত্রী—প্রধান মন্ত্রীর জন্য বাদ্‌শাহ বিশেষ চিন্তিত। আমাদেরও মন-মেজাজ ভাল নেই। তোমাদের এত আনন্দ শোভা পায় না। যাও—এখন এখান থেকে মানে মানে সরে পড়।

১ম নাঃ ও ২য় নাগরিক—জি আজ্ঞে, জো হুকুম ছত্রী ভায়া।

(সেলাম করতঃ উভয়ের প্রস্থান)

ছত্রী—প্রধান মন্ত্রীর সমস্ত ঘটনাই একরকম বাদ্‌শাকে বলে ফেলেছি। প্রথম ভেবেছিলাম বাদ্‌শা তো যবন, হয়ত হিন্দুর উপর অত্যাচার করতে পারে। কিন্তু সে দিন প্রধান মন্ত্রীর উপর বাদ্‌শার টান দেখে আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি নি,—মন্ত্রীজী যে সাধুর চিন্তা কর্‌ছেন, এ কথা জানিয়ে দিয়েছি। অবশ্য বাদ্‌শাকে মন্ত্রীজীর প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্য অনুরোধও করেছি। কি জানি মন্ত্রীজীর ভাগ্যে যে কি আছে! আমি আর কি কর্‌ব? শেষে বাদ্‌শার কাছে গোপন কর্‌তে গিয়ে আমিও ধরা পড়ে যেতাম, শেষে আমারই বিপদ ঘনিয়ে আস্‌তো। বাদ্‌শার থেকেও আমার বেশী ভয় লাগে এই দুষ্ট নাগরিকদের। এদের হৃদয় যেন পাষান দিয়ে তৈরী,—এতটুকু মায়া মমতা এদের মধ্যে নেই। সন্ন্যাসী এখান থেকে চলে যাওয়ায় তাঁর ভক্ত শিষ্যদের ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু এই সব কুলাঙ্গার পাষণ্ডদের আনন্দই হয়েছে। আশ্চর্য্য লোক এরা,—উদারতা কি এদের মধ্যে এতটুকু নেই!! আমাদের বাদ্‌শাহ যদিও যবন, তথাপি তাঁর তুলনা হয় না। তেমনি লোক যবন কুলে আর আছে কিনা সন্দেহ! আমাদের নদীয়ার ঐ সন্ন্যাসীকে তিনি বলেন সাক্ষাৎ দেবতা। সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে বাদ্‌শার তাক্ লেগে গেছে। সত্যি, নদীয়ার ঠাকুরটি সাক্ষাৎ ভগবান! নইলে তাঁকে যে দেখে সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, এমন অদ্ভুদ্ শক্তি কার আছে? আর এই বেটা নিন্দুক পাপিষ্ঠরা বলে কিনা ওটা কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি! এদের চোখ থেকেও অন্ধ। ধন্য বাদ্‌শা তোমার উদারতা! এখন যদি ঈশ্বরের কৃপায় মন্ত্রীজীর প্রতি উদারতা দেখাও তবেই তো মঙ্গল, তবেই তো তুমি সকলের প্রিয় বাদ্‌শা! (প্রস্থান)

ক্রমশঃ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত
"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"-এর পদ্যানুবাদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রভৃতি না জানে যাঁরে অচিন্ত্যবৈভব ॥

আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রস না পায় যাহা তথা সংঘটন ॥

সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার ॥৪২॥

দুর্ব্বাসনা-রজ্জুশত-বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ-বলে, হে শচীনন্দন ॥

রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ ॥৪৩॥

দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ!
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্ব-দোষোৎপাত ॥

কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি ॥৪৪॥

জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সদ্ধর্ম্ম আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার ॥
ব্যাধি-জীর্ণ-কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি ॥৪৫॥

প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু, ভাই।
নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি না[illegible] ॥
এই ত সিদ্ধান্ত যাঁর তাঁহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে ॥৪৬॥

তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা।
কাঞ্চনচম্পকভাসা রসোল্লাসপরা।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী।
শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী ॥৪৭॥

সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ।
মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে।
হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে ॥৪৮॥

নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন।
ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন ॥

ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয়।
গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয় ॥৪৯॥
বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত।
নবজলধর শ্যাম ধ্যানে সমাহিত ॥
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া।
গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥৫০॥
গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে ॥
প্রতিপদে গলদশ্রু-পুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুঠিব অনায়াসে ॥৫১॥
পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধা-ভাবময়।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয় ॥
সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন।
সুভক্তি-রহস্য তার একমাত্র ধন ॥৫২॥
চণ্ডাল, কুক্কুর, খর-সম তিরস্কার।
করুক্, তাহাতে খেদ নাহিক আমার ॥
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হয়ে নবখণ্ড বনে।
বসিব সর্ব্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে ॥৫৩॥
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি।
গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি ॥
প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥৫৪॥
বরং আমি নবদ্বীপে খর্পর ধরিয়া।
শ্বপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া ॥
তথাপি সুকৃতিলব্ধ দুর্ল্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥৫৫॥
ছেঁড়াকাঁথা-কৌপীন ধরিয়া আমি কবে।
দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে ॥
নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা ॥৫৬॥
প্রকৃতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে।
বেদে যাকে পরব্যোম পরপদ বলে ॥
তাহা মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল।
তাহে শোভে 'নবদ্বীপ' বৃন্দাবন-স্থল ॥৫৭॥

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

Wireless অর্থাৎ বিনা তারে দূরদেশে বৈদ্যুতিক প্রগতি আমরা আজকাল লক্ষ্য করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমি কোন এক স্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলে সেই কথাগুলি সহস্র সহস্র মাইল দূরে নীত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। ইহা রেডিও সাহায্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। গীতা-ক্ষেত্রেও সেটা মনে করিলে অন্যায় হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার মুক্ত সখার নিকট যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা রেডিও সাহায্যে বা বিনা তারে শব্দপ্রসারণ-পদ্ধতিতে ব্যাসের নিকট অবিকল অবিকৃত পৌঁছিয়াছে। এবং বেদব্যাস তৎক্ষণাৎ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ইহা কৃষ্ণেরই উক্তি—বেদব্যাসের কাল্পনিক কথা নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে যদি এই প্রকার আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, যে-ভারত পূর্ব্বে সমগ্র মর্ত্ত্য জগৎ হইতে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার পক্ষে কোনটাই অসম্ভব নহে। আধুনিক মূর্খ বৈজ্ঞানিকগণের অসমর্থতাহেতু বহু ভারতীয় বিজ্ঞানের ব্যবহার অনুভব করিতে না পারিয়া উহা অসম্ভব কাল্পনিক বলিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। তাহাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত উক্তি শিক্ষিত সমাজ কখনই স্বীকার করিবেন না।

পাশ্চাত্যদেশ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে কোন বিজ্ঞানের বিস্ফারণ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে আসিবার পরই ভারতীয় বেদ, উপনিষদ্ ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্যদেশ বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কিছুই দেখা যায় নাই। ইহার দ্বারা ঐতিহাসিকরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যদেশ ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াই কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও সভ্য হইতেছে। এখনও পাশ্চাত্যদেশ ভারতীয় সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিস্কার করিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

কৃষ্ণের শিক্ষা বেদব্যাসের কাল্পনিক নহে—উহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই উক্তি। বেদব্যাস বিনা তারে রেডিও (Radio) সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ ও দর্শন করিয়া গীতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ

বাণী এবং উপনিষদ্-স্বরূপে বেদ হইতেও সম্মানিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলিয়াই বৈদিক সমাজ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই গীতা উক্ত পঞ্চমবেদেরই শিরোদেশ বা সার অংশ বিধায় বেদের অন্ত বা বেদান্ত বা উপনিষদরূপ সম্মানার্হ। ইহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেও আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি।

আমরা "বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" এই শঙ্কাটী অবলম্বন করিয়া গীতার কথা উত্থাপন করিয়াছি। শ্রীগীতোপনিষদের ষোড়শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্লোকদ্বয়েরও অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্লোক দুইটি এস্থলে আপনাদের অবগতির জন্য উদ্ধার করিলাম,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥" (গীতা ১৬।৬)
"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥" (গীতা ১৬।৮)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ' ইত্যাদি ৬ষ্ঠ শ্লোকটীর অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, যে, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক বাস করিতেছে। একশ্রেণীর লোক দৈবভাবাপন্ন—যাহাদের কথা কৃষ্ণ পূর্ব্বে অনেক বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণী—অসুরগণের কথা তিনি বর্ত্তমানে এই ষোড়শ অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। আপনারা শ্রোতৃমণ্ডলী গীতার এই বাক্য সর্ব্বদাই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোকেরই বাস। এমন কি, একই গৃহে একই পিতা বা মাতার ঔরস বা গর্ভজাত সন্তানগণের মধ্যে কেহ দৈবভাবাপন্ন, কেহ বা অসুরভাবাপন্ন হইতে পারে বা হইয়া থাকে। দেবাসুরের বাহ্য শরীর বা আকার-বিকারের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষতঃ উভয়ই মনুষ্য-শ্রেণী বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানুষ হইলেই যে সে আমাদের আদরণীয় হইবে—এইরূপ শিক্ষা গীতা বা আমাদের কোন শাস্ত্রই দেন নাই। মানুষ হইলেই তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে—ইহা শাস্ত্রীয় শিক্ষা নহে। যদি কোন মানুষের ভিতরে আসুরিক-ভাব লক্ষ্য করা যায়, তবে তাহাকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাদের সদসৎ বিবেচনা নাই, শুচি-অশুচির জ্ঞান নাই, তাহারাই প্রথমতঃ অসুর-শ্রেণীভুক্ত। কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক এবং কি বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইবে অর্থাৎ

পরিত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে শুদ্ধাচার বলে, কোন্‌টী শুচি অথবা কোন্‌টী অশুচি; কোন্‌টী সত্য ও কোন্‌টী অসত্য—এই সকল বিষয়ে যাহাদের জ্ঞান নাই তাহারাই প্রথমতঃ অসুর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আমরা গীতার শ্লোক এস্থলে উদ্ধার করিয়া আপনাদের সংশয় বিদূরিত করিতেছি। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটীর প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"আমি নিম্নে আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকের পরিচয় দিতে বসিয়াছি। তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।" ইহার পরেই অর্থাৎ উক্ত ১৬শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের পরবর্ত্তী ৭ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥" (গীঃ ১৬।৭)

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি, আজকাল ধার্ম্মিকের পোষাকে পরিচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ গৈরিক বসন বা লাল কাপড় পরিধান করিয়া বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে সদসৎ জ্ঞানহীন, শৌচাশৌচ বিচারহীন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আচারহীন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। এমনকি, তাহারা ম্লেচ্ছাচারী হইয়া মুর্গীর চাষ, মৎস্য চাষ, ছাগ ও মেষের চাষ আরম্ভ করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। 'তপোবেশোপজীবিনঃ' বাক্যের পূর্ণ সার্থকতা আধুনিক আসুরিক ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে। এমনকি, বহু ধার্ম্মিক সম্প্রদায় পেঁয়াজের চাষ, মসুর ইত্যাদি হিন্দুর অখাদ্য দ্রব্যগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছে। ইহাই শৌচাশৌচ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ইত্যাদি আচার-বিচার-হীনতার পরিচয়। ইহারাই প্রথমতঃ আসুরিক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাদের মুখে ধর্ম্মকথা কখনই শ্রবণ করিতে নাই। কারণ তাহারা মনুষ্যের হৃদয়ে আসুরিক প্রবৃত্তি প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলেন, শাস্ত্রের কথা অতীব উন্নত এবং পবিত্র হইলেও অসদ্ব্যক্তি বা আসুরিক অবৈষ্ণবগণের মুখে কখনও শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে নাই। প্রমাণ-স্বরূপ আমি বলিতে চাই—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং পয়ো যথা॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অবৈষ্ণবগণের মুখে অমৃত-স্বরূপ শাস্ত্রীয় বাণী কখনও শ্রবণ করিতে নাই; যেহেতু দুগ্ধ অত্যন্ত পবিত্র ও পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও খল, আসুরিক, বিষাক্ত প্রাণী সর্পের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইলে সেই অমৃতের

ন্যায় দুগ্ধও বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং আচার-বিচার-জ্ঞানহীন মৎস্য-মাংসভোজী, পেঁয়াজ-রসুনভোজী, গৈরিক বসন-পরিহিত অবৈষ্ণব অসুরবগণের নিকট কখনও ধর্ম্মের কথা বা শাস্ত্রের কথা শুনিতে হইবে না। ইহাই গীতার একটী প্রধান শিক্ষা। যাহারা বলেন, ধর্ম্ম মনের বৃত্ত সুতরাং আহারের বিচার আবশ্যক নাই, যাহার যাহা কিছু খাইতে ইচ্ছা হইবে সে তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে বা তথাকথিত আসুরিক শরীর পুষ্টির জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ করিলেও ধর্ম্মের হানি হয় না, তাহারাই প্রকৃত অসুর এবং পাষণ্ড। সুতরাং আপনারা এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকিবেন। ধার্ম্মিকের অভিনয় করিলেই ধার্ম্মিক হয় না।

গীতা ইহার পরবর্ত্তী ৮ম শ্লোকেই আসুরিক ধর্ম্মের সুষ্ঠু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচনামুখে প্রকৃত আসুরিক ধর্ম্মের আরও বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতেছি। উক্ত ৮ম শ্লোকের অনুবাদ, যথা—"অসুর-স্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন।"

উক্ত ৮ম শ্লোকটীর অনুবাদটী ধীর ও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলে বর্ত্তমান-প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক সম্প্রদায় সকলেই আসুরিক প্রবৃত্তির মধ্যে পড়িয়া যান। অসুরগণের ধর্ম্ম নাই -ইহা আমাদের বক্তব্য নহে। আমি বহুপূর্ব্বেই আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি, মানুষ ধর্ম্মাচরণ করিলেই তাহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। 'ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'—এই প্রমাণ অনুসারে ধর্ম্মানুশীলন না করিলে সে পশুর সমান হইয়া পড়ে। অসুরগণকে মনুষ্যাকৃতি দেখা যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মানুশীলন করে তাহারা অসুর হইলেও মনুষ্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। দৈব ধর্ম্ম এবং আসুরিক ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম লইয়াই আমরা বর্ত্তমানে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। দৈবাসুর যখন সব সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অদ্য তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের তত্ত্ব এবং তাঁহার শিক্ষা আলোচনা করাই

প্রধান কর্ত্তব্য। এখানে আমি আমার একটী পূর্ব্বকথা আপনাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কথাটী এই,—"বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" পদ্মপুরাণের এই উক্তি অনুসারে বিষ্ণুর ভক্তগণই দৈব এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবদেবীর পূজা করাই আসুরিক ধর্ম্ম। এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, অসুরগণও মনুষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ধর্ম্মানুশীলন করে। তজ্জন্যই তাহারা মানুষ—ইহা আমরা বিনা দ্বিধায় বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আসুরিক ধর্ম্মের পরিণতি ও দৈব ধর্ম্মের পরিণতি এক নহে। আপনারা জানেন, চিরদিনই অনন্তকাল হইতেই দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অসুরগণ বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার চরমক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও দেবতাদের নিকট চিরদিনই পরাভূত হইয়াছে। দৈব-চেষ্টা, আসুরিক চেষ্টাকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। এবং স্বয়ং ভগবান দৈবপক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাধান্য সমগ্র বিশ্বে স্থাপন করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্যই দৈবভাবাপন্নের পক্ষপাতী, আসুরিক চেষ্টার অনাদরকারী। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্বের চরমপ্রকাশ-স্বরূপে আমাদিগকে গীতার মারফতে বেদ-ব্যাসের লেখনী হইতে এই শিক্ষাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা গীতা-বিরোধী, তাহারা বিষ্ণু-বিরোধী।

শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্যই আসুরিক ধর্ম্মের সহিত দৈবধর্ম্মের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া অতি সহজ ও সরলভাবে জীবের উদ্ধার করিতেছেন। আমরা প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের ঐতিহ্য আলোচনা করিলে জানিতে পারি—একই গৃহে দেব ও অসুর উভয়েরই বাহ্যিক অবস্থিতি। হিরণ্যকশিপুর গৃহে প্রহ্লাদ, রাবণের গৃহে বিভীষণ, কংসের গৃহে অক্রুর প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য বিষয়। তন্মধ্যে অসুরগণ ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তগণের প্রাধান্য নিত্যকাল বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণ কলির জীবের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের আভনয়ে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমাদের আদর্শ।

৮ম শ্লোকের শিক্ষা দার্শনিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কেহ যদি মনে করেন, বেদব্যাস আসুরিক ঋষিগণের মতবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন, আমি তাহাতেও আপত্তি করিতে চাহি না। বেদব্যাস পৃথিবীর যাবতীয় লেখনী-চালকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুধু তাহাই নহে—অতুলনীয়। ভারতের বা পৃথিবীর অন্যান্য ঋষিবর্গ শ্রীল বেদব্যাসের

কোটাংশের এক অংশের সমান যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই। ইহা শিক্ষিত সমাজে সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বেই একথা জানাইয়াছি - গীতা স্বয়ং কৃষ্ণেরই উক্তি, ইহা বেদব্যাসের কাল্পনিক নহে। যদি কাল্পনিক বলিয়াও কেহ স্বীকার করেন, তাহা হইলেও ব্যাসোক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিতে বাধ্য। বেদব্যাস যাহা বলিবেন তাহাই প্রমাণ; ইহাতে মতভেদ-কারীই আসুরিক-শ্রেণীভুক্ত; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খেয়াল-খুসীর ধর্ম্ম কখনও ধর্ম্ম নহে—উহা পরিত্যাগ করাই জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। গীতায় এই ষোড়শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে একটি কথা আমরা দেখিতে পাই, "অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্" অর্থাৎ অজ্ঞানতা একটি প্রধান আসুরিক সম্পদ্। অসুর প্রবৃত্তির দ্বারা জাত ব্যক্তিগণ জ্ঞানহীন হইয়া থাকে। জ্ঞানহীন অর্থাৎ অজ্ঞান বলিতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বুদ্ধিশূন্যতাকেই লক্ষ্য করে। "অজ্ঞানম্ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকধীশূন্যত্বম্"॥ সুতরাং কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি অকরণীয় এই বিচার-বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তিগণকেই অসুর বলা হয়। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ও গুরু-তত্ত্ব বিচারে এইরূপ উক্তি লক্ষ্য করিয়া থাকি। সেখানে বলা হইয়াছে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগো এব বিধীয়তে॥"

উক্ত শ্লোকে, স্বয়ং গুরু-পাদপদ্মও যদি কার্য্য এবং অকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান-হীন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনিস্বয়ং অজ্ঞানই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। তিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিবেন না। তজ্জন্যই তিনি পরিত্যাজ্য। অজ্ঞানতা বলিতেই, আসুরিক সম্পদ্ বুঝায়। স্বয়ং কৃষ্ণ উক্ত ৪র্থ শ্লোকের দ্বারা আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে তাঁহার এই শিক্ষা আমরা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে ধারণ করিব; অর্থাৎ নানা প্রকার দেব-দেবীর পূজায় যোগদান করাই অজ্ঞানতা বা আসুরিক সম্পদ্। আমরা তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ থাকিব। মহাজনগণ এতৎ প্রসঙ্গে আমাদিগকে আরও শিক্ষা দিয়াছেন যে,

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাম্।
ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানা-দেবৈক-সেবিনাম্॥"

অর্থাৎ বিষধর সর্প (ব্যাল), ব্যাঘ্র, কুম্ভীর নানাবিধ হিংস্র প্রাণীকে আলিঙ্গনকরাও ভাল, এমন কি বক্ষে শৈলবিদ্ধ হইলেও আপত্তি নাই; তথাপি

নানা দেব-দেবী-পূজকের সঙ্গ যেন কখনও না হয়। মৃত্যু হইলে শরীর নষ্ট হইবে কিন্তু চিত্ত-বৃত্তি খারাপ হইয়া গেলে আর কখনও মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। বাঘ, ভল্লুক আমার শরীর নষ্ট করিতে পারে, আমার চিত্ত-বৃত্তি তাহারা নষ্ট করিতে পারিবে না; কিন্তু দেব-দেবীর পূজারিগণ আমার চিত্ত-বৃত্তি দূষিত করিয়া দিলে আমি অসুর-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ভগবৎ পাদপদ্ম হইতে দূরে চলিয়া যাইব। ইহারই নাম অজ্ঞান। ইহাকেই বলে কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্যতা।

দার্শনিক জগতে এইরূপ দুঃসঙ্গ অর্থাৎ আসুরিক সঙ্গ আমরা প্রচুর লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদিগকে তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে প্রথমতঃ আলোচনা করিতেছি যে,—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্"।

'অসত্যম্' বলিলে 'মিথ্যা' বুঝায়; "জগদাহুরসত্যম্" বলিলে জগৎকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া সংজ্ঞা দেন তাহারা অসুর। স্বয়ং কৃষ্ণ গীতার উক্ত ৮ম শ্লোকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তারস্বরে এই কথাটি জানাইয়াছেন। আপনারা অধিকাংশ লোকেই জানেন, দার্শনিক জগতে অদ্বৈত-বাদিগণ প্রবল প্রতাপের সহিত "জগন্মিথ্যাত্ব-বাদ" লইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছে। কেবলমাত্র অদ্বৈত-বাদিগণ নহে অদ্বয়বাদী বৌদ্ধগণও "জগন্মিথ্যাত্ব-বাদ" এর জন্মদাতা। এই প্রকার আসুরিক চিন্তার দ্বারা কলির অধিকাংশ শিক্ষিত-সমাজই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; অথচ গীতাশাস্ত্রখানি ভারতবর্ষের প্রতি গৃহে গৃহে পূজিত হইয়া থাকে; কিন্তু গীতার এই তাৎপর্য্য তাঁহারা আদৌ চিন্তা করেন না। জগন্মিথ্যাত্ববাদী আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছে। "ব্রহ্ম-সত্য জগৎ মিথ্যা" আজকাল দার্শনিক জগতে 'ধূয়া' হইয়া পড়িয়াছে।

যাহারা "গীতার শিক্ষা স্বয়ং কৃষ্ণের নহে—বেদব্যাসেরই লেখনী-প্রসূত শিক্ষা" বলিয়া চীৎকার করেন, আমি তাহাদিগকে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যথা—আচার্য্য শঙ্কর যে-বেদব্যাসের স্ব-রচিত "ব্রহ্মসূত্র" বা "শারীরক মীমাংসার" ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই স্বয়ং বেদব্যাসই গীতায় বলিয়াছেন "জগদাহুরনীশ্বরম্" আসুরিক মত; অর্থাৎ "জগৎ মিথ্যা" উক্তিকারিগণ আসুরিক। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

প্রচারকের ডায়েরী

(৪)

এবারকাল পালা মেদিনীপুরের দিকে। বীরসিংহের পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্রের নাম সহসা স্মৃতিতন্ত্রী ধ্বনিত করিয়া তুলিল। দিনের পর দিন সমান ভাবে দৃঢ়পদে গ্রামাঞ্চলপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া চলিতেছি এমনই একদিন শুনিলাম—**নেহরুর মৃত্যুতে তাঁহার স্বজনগণ দুঃখিত।*** সহসা চিন্তার উদয় হইল— জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ॥ অর্থাৎ জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম সুনিশ্চিত। এই ধ্বংসশীল জগতের এই প্রকারই পরিণাম।

'দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্-ভস্মসংজ্ঞিতম্।'

(শ্রীভাঃ ১০।১০।১০

অর্থাৎ জীবিতকালে যে শরীর দেবতা নামে কথিত হয় (অর্থাৎ দেবগণের-শরীরও) মৃত্যুর পর তাহাও কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তবে এই বিনশ্বর শরীরের তৃপ্তির জন্য চেষ্টায় ফল কি? আমরা এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য যে জানি না, তাহা ত নহে। তবে মানুষের ঈদৃশ অবস্থা ও চিত্ত

---

* যমরাজ জওহরলালকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কোন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। তজ্জন্য ভারতীয় কোন ধার্ম্মিক সমাজই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে নাই। তিনি ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য দেওয়ার ফলে ভারতে প্রচুর দুর্নীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা রাজনীতি ক্ষেত্রেও একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। আমরা প্রাচীন ইতিহাসে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি দেশ-শাসকগণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকি। তাহাতে ঐ প্রকার সম্রাটগণের রাজ্য শাসন-প্রণালী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভারত ধর্ম্মের ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইলেও উহা ধর্ম্মনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া গীতার শিক্ষা। তাঁহারস অশুদ্ধ মতে ভীরু-কাপুরুষগণই ধর্ম্মানুশীলন করে। ইহা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ প্রত্যক্ষক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, ভীরু-কাপুরুষগণই রাজনৈতিকক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অন্য রাষ্ট্রের ভয়ে সৈন্যবিভাগ রক্ষা করিতে হয়। এমনকি রাজ্য শাসন করিতে হইলেও ভারতকে Militaryর ভয় দেখাইয়া শাসন-সংরক্ষণ করিতে হইতেছে। শাসনক্ষেত্রে আইনের ভয় দেখাইয়া অর্থাৎ বে-আইনী করিলে কারাগৃহের ভয় দেখাইয়া শাসন করা হয়। শাসন-বিভাগ, অর্থনৈতিক-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, সৈন্য-বিভাগ,

বৈকল্য কেন ঘটিয়া থাকে? এই অনাত্ম-দেহে আত্মজ্ঞান করিয়া তন্নাশের জন্য শোক শূদ্রতারই পরিচায়ক। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য ও অবিনশ্বর। অতএব এই সু-দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হইয়াও যদি আত্মজ্ঞান লাভ না করিতে পারি, তবে এ দেহধারণ শুধু বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মাও পরমাত্মা; বাসুদেবরূপী অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট। মানব যখন বাসুদেবত্ব অর্জ্জন করে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয় তখনই বাসুদেবের সন্ধান জানিতে পারে এবং আত্মার পূজ্য-জ্ঞানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে থাকে। শাস্ত্রে ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

'সা চ পরানুরক্তিরীশ্বরে।'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—

'তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥'

ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয় চিরতরে অবরুদ্ধ ও পূজিত।

'মদ্ভক্তপূজা ভ্যধিকো সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ'।"

এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে গড়ের রাজবটীতে উপনীত হইলাম। বিরাট রাজ-প্রাসাদ বটে, কিন্তু রাজা অভাবে রাজ্য শ্রীহীন। রাজ-নন্দন

পররাষ্ট্র-বিভাগ, গতি-বিভাগ সমস্তই "ভীতি-প্রদর্শন-নীতি"র দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ভয় প্রদর্শনই রাজনৈতিক শাসনের প্রধান উপাদান। তজ্জন্য ভীরুতাই রাজনীতির ভিত্তি। কিন্তু ধর্ম্মজগতে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, সেবা ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ, বৈরাগ্যের উপরই ভিত্তি। ইহার সহিত রাজনীতির ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের পার্থক্য। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও অনেক আলোচনা করিয়াছি; পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এতৎসম্পর্কে অরুণকুমার সেন "পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যাপরিচয়" নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি ও প্রাচীনযুগের রাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক বিচার করিয়া লিখিয়াছেন—"প্রাচীনযুগে রাষ্ট্র, আইনসভা, জেল, পুলিশ, সৈন্য প্রভৃতি ছিল না। তবুও সমাজজীবন বিশৃঙ্খল ছিল না।" (১৩।১৪ ছত্র ১২ অধ্যায় পৃ—১৪৫। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রাচীন-যুগে ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা শাসন অপেক্ষা ধর্ম্মনীতির দ্বারা শাসন সংরক্ষণ সুষ্ঠু, সুচারু ও শান্তিপ্রদায়ক ছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যধারা ভারতের অহিতকারিণী। সাধু সাবধান! —**সম্পাদক**

হইয়াও একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য প্রণামরূপ সম্মান দিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। অনন্তর তিনি তাঁহার পিতৃসেবিত বিষ্ণু-বিগ্রহ আমাকে দর্শন করাইলেন। নয়নমনোমুগ্ধকারী শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া এ পতিতাধমের পথশ্রান্তি বিদূরিত হইল। সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধতা এবং দুর্ব্বল চিত্তে শক্তির এবং আনন্দের উৎস অনুভব করিলাম।

যতক্ষণ দেব-দর্শনে প্রবৃত্ত ছিলাম ততক্ষণ ক্ষুত্তৃষ্ণারূপ দেহ-ধর্ম্ম ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত ছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর দেহ-ধর্ম্ম কিয়ৎ সময়ান্তর পারমার্থিক চিন্তা পরিত্যাগ করাইয়া বহির্বিষয়ে মনঃসংযোগ করাইল। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক দেহকে অবসন্ন করিতে লাগিল। বুভুক্ষুর কত রঙ্গীন আশা —বিষ্ণুসেবকের গৃহে আজ মহা মহোৎসব, সন্ন্যাসী-অতিথির সৎকারের বিপুল আয়োজন ইত্যাদি বক্ষ আলোড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! স্বপ্নবিলাসীর কল্পনারাশি নিরাশায় পর্য্যবসিত হইল। স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বৈত মিলনের কোন লক্ষণ না দেখিয়া আমি অবশেষে বিদায় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলাম। গৃহস্বামীও বহ্বভ্যস্ত মৌখিক মিষ্টভাষণে সন্ন্যাসীকে সেবা করিবার অযোগ্যতার অজুহাতে স্বীয় দুর্ভাগ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য তিনি যৎসামান্য অর্থ প্রণামী দিতে ভুল করিলেন না। বিদায়ক্ষণে তাঁহার গ্রামের অনতিদূরে জনৈক জমিদারের মন্দিরের সন্ধান দিলেন। শুধু মন্দিরের কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তথাকার সেবাইত একজন বিশিষ্ট ভক্তের গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া যোগক্ষেম বহনকারী বিনোদবিহারীর নাম স্মরণে ভক্তের উদ্দেশ্যে ত্বরিতপদে ধাবিত হইলাম। প্রায় দুই মাইল অতিক্রমণের পর জমিদার বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মন্দির দ্বার রুদ্ধ, পূজারী স্নানরত। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া পূজারীর নিকট আমার মনোহভীষ্ট ব্যক্ত করিলাম। প্রত্যুত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুষ্ক হইবার উপক্রম হইল। গৃহস্বামী নাবালক; তাঁহার জননী ধন-সম্পত্তির রক্ষয়িত্রী। শ্রীবিগ্রহের পূজার পারিপাট্য আছে বটে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতের কোন সেবার বন্দোবস্ত নাই শুনিয়া কি বলিব ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পশ্চাৎ-অপসরণে উদ্যত হইলে তত্রস্থ পূজারী অপর জনৈক ভক্তের নামোল্লেখ করিয়া আমাকে সেখানে যাইবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

দিবা তখন দ্বিপ্রহর; মধ্যাহ্নের তাণ্ডব লীলায় প্রকৃতি স্তব্ধা। পবনদেব

মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপে উত্তপ্ত হইয়া কোন্ এক উর্দ্ধদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উন্মত্ত প্রান্তর মধ্য দিয়া কেবল দুইজন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে উন্মত্তপ্রায় চলিয়াছি। মধ্যাহ্নে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধের ন্যায় পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক ভক্তের দর্শন মিলিল। সেবাইত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডা দণ্ডায়মান, অদূরে বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট তাঁহার যোগ্য পুত্র। পুত্রটী একটি কেদারায় আমাকে স্থান গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত করিলে, আমিও স্থান গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ধর্ম্মীয় আলোচনারূপ শাণিতবাণে সেবাইত মহাশয় আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন। একে ত' ক্ষুধায় নাড়ী নিষ্পেষিত, তদুপরি তর্কযুদ্ধে অংশ গ্রহণ—আমার পক্ষে অতীব দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িল। প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম,—"আপনি ত' তাহা হইলে কেবলাদ্বৈতবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রহ্ম ও ভগবান্ কি এক নহে?" আমি উত্তর দিলাম,—"কখনও নয়।" স্বয়ং ভগবানে ত্রিবিধ প্রকাশ (Three fold manifestation of God) যথা, ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্; শ্রীমদ্ভাগবত ইহার প্রমাণ দিতেছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

(শ্রীভা: ১।২।১১)

অর্থাৎ যাহা—অদ্বয়জ্ঞান—এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন। আমি আরও সবিশেষ অভিব্যক্ত করিলাম,

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"

অর্থাৎ উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবনের অঙ্গকান্তি—ভগবান্ নহেন। এতচ্ছ্রবণে প্রশ্নকর্ত্তা নিরুত্তর হইলেন। তদনন্তর আমার আগমনের কারণ অবগত হইয়া দুইটি টাকা ভিক্ষাদানে বিদায় করিলেন।

ক্ষুৎপীড়িত দেহখানি আর এক পদও অগ্রসর হইতে চাহিল না। অতিকষ্টে বলপূর্ব্বক এক ফার্লং অগ্রসর হইয়া এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখন আমার "তরুতল-বাসঃ শয্যাভূতলম্।" ছায়া সুশীতল আম্রবৃক্ষ-মূলে দূর্ব্বাদল শয্যায় শ্রান্ত দেহভার ন্যস্ত করিলাম। ক্ষুত্তৃষ্ণায় প্রাণ

তখন ওষ্ঠাগত। সঙ্গী-যুগলকে নিকটবর্ত্তী কোন ভগবৎ মন্দিরবিহীন ভক্তানুসন্ধানের নির্দ্দেশ দিলাম। শয়নাবস্থায় অস্ফুটস্বরে কাতর আর্ত্তনাদ করিলাম, —"হে গৌরহরি! এ দেশে কি কেহ ভক্ত নাই? ভক্তের মন্দির আছে, তথায় কি তাঁহার প্রাণের ঠাকুর নাই? আমি ভক্ত নহি, তবু জীব, প্রাণী ত' বটে।

"কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানি জীবে করিবে সম্মান।"

"কায়মনোবাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে।"

"এ হতভাগ্য কি এতটুকু সম্মান পাইবার যোগ্য নহে? এ দারুণ সঙ্কটে স্বল্পাহার্য্যদানে মুমূর্ষু ভিক্ষুকের প্রাণরক্ষা করে, এমন কি কেহ জগতে নাই?" এমন সময়ে ছিন্ন-মলিন-বসন-পরিহিত এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া অনুরোধ জানাইল, "নরাধমের জীর্ণ-কুটীরে পদার্পণ করিয়া ধন্য করিবেন কি?" কোন-রূপে উত্তর দিলাম,— "নিশ্চয়ই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গীদ্বয় তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধিতে বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এক্ষণে আমরা সাদরে এই প্রৌঢ় ব্যক্তির গৃহে গমন করিলাম। এই সুদূরবর্ত্তী এক অপরিচিত পর্ণকুটীরে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনী সাহায্যে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম,—ভক্ত চরিত্র কিরূপ অলৌকিক ও অমন্দোদয়-দয়ার আধার।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

সমিতি-সমাচার

(১) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব

বিগত ৩রা আশ্বিন শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠেই বর্ত্তমান কালে শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপকবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস সন্ধ্যায় সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের "হরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরে" এক বিদ্বন্মণ্ডলীর সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভাষণের মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ ও গুণাবলী কীর্ত্তন-মুখে তাঁহার বিভিন্ন ধর্ম্ম সংস্কার পদ্ধতির পর্য্যালোচনা করেন; দায়িত্বপূর্ণ

উচ্চরাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও ষড় গোস্বামীর কলিনাশন অমূল্য শিক্ষা-ধারা কিরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই ভবদাবদগ্ধ মর্ত্ত্যবাসিকুলকে তিনি বিতরণ করিয়াছিলেন—তাহা এক অভিনব, অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক সাধনার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটী বাণী স্বতঃই চিত্তে উদিত হয়; তাহা এই—"ভক্তিবিনোদ ধারা কখনই রুদ্ধ হইবার নহে। অচিরেই পঞ্চাশৎ সহস্র সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আগমন করিতেছেন।" আজ শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি সেই বাণীরই পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্রীল ঠাকুর রথযাত্রার পূর্ব্ব-অমাবস্যা তিথিতে তাঁহার অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিলেও দুইমাস পরে আমাদের ন্যায় অন্ধ জীবগণের নিকট তাঁহার পুনঃ প্রকট লীলা যে কিরূপ কৃপার পরিচয় তাহা বদ্ধজীবের ধারণাতীত। তাঁহার এতাদৃশী কৃপা শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বোক্ত বাণীরই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ভক্তিবিনোদ ধারা নিত্য, তাহার লয় বা ধ্বংস নাই; সৌভাগ্যজীবকুলই সেই ভক্ত্যমৃত-মন্দাকিনীর-ধারার আস্বাদক হইতে পারে। আজ তাঁহার আবির্ভাব তিথিতে আমরা পুনঃপুনঃ সংখ্যাতীত কাকু বাণী শ্রীল ঠাকুরের পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছি—"হে ঠাকুর, তোমার বাণী পালনে সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য আমাদিগকে বলাৎকারে বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সেবা-বিস্তারে নিয়োগ কর। আমরা আর আপন সুখ-সুবিধায় দৃষ্টিপাত করিব না; কারণ "তোমার সেবায় দুঃখ যত, সে-ও ত' পরম সুখ···!"

(২) শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব

ভাদ্র পূর্ণিমা বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস তিথি। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের অগ্রজ। ইনি গৃহত্যাগান্তর এই তিথির আশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের প্রথম ২ মাস সমাপ্তি সূচক পূর্ণিমা তিথিই শ্রীবিশ্বরূপ পূর্ণিমা-তিথি। ত্যক্তগৃহ বিশুদ্ধ সাত্বতগণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-পালন কালে এই তিথিতে একবার ক্ষৌরকার্য্য করেন। এইরূপ বিধি সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। গত ৫ই আশ্বিন এই তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে বিশ্বরূপ প্রসঙ্গ পাঠ হয়। শ্রীবিশ্বরূপ তূর্য্যাশ্রমে অবস্থিতিকালে শঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হইয়া পাণ্ডরপুর (বোম্বাই প্রদেশে) নগরে শ্রীশ্রীবিঠ্‌ঠলদেবের সমীপে অপ্রকট লীলার অভিনয় করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু

১৪৩৪ শকাব্দে এই পাণ্ডরপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশ্বরূপের অপ্রকট লীলার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমিতির সকল শাখা মঠেই এই তিথি যথারীতি সম্মানিত হন।

(৩) শ্রীল মধ্বাচার্য্যের শুভ আবির্ভাবোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্র শাখা মঠ হইতে প্রতিপালিত হয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কতকগুলি পাষণ্ড মত-প্রচারক এই সত্যের গ্রাহক হইতে অক্ষম বলিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাহার প্রচার কার্য্য স্তব্ধ করিবেন না। জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীই—"...শ্রীব্রহ্ম-(মাধ্ব)-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। .....যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু ইহাতে আর সন্দেহ কি?"—আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই তিথি সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদরণীয় হইলেও বিশুদ্ধ সারস্বতগণ মধ্যেই ইহা পরিলক্ষিত হয়। —নিজস্ব

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৫শে শ্রাবণ সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী ও শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী - এই তিন জনের নেতৃত্বে তিনটি প্রচার-সঙ্ঘ আসাম, শিলিগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ লইয়া বহির্গত হন। তাঁহারা প্রথমে সমিতির শাখা শ্রীগোলোক-গঞ্জ গৌড়ীয় মঠে গমন করেন। তথায় ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উৎসব সমাপন করিয়া তাঁহারা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ বঙ্গাইগাঁও অঞ্চলে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১০ই আশ্বিন শনিবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী চড়াইখোলা ও গোয়ালপাড়া জিলার অন্যান্য স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া এখন আলিপুরদুয়ারে হরিকথা প্রচার করিতে-ছেন। এই স্থানে তাঁহার প্রচারে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ও মনিভূষণ পণ্ডিত মহাশয়গণ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী গোয়ালপাড়া জিলার হেড কোয়ার্টার্স ধুবড়ী শহর, সাপটগ্রাম, ফকিরাগ্রাম, গোঁসাইগাঁও, তামারহাট অঞ্চলে তেজস্বিতার সহিত পরমত নিরাস করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা এর পর শিলিগুড়ি শহরে যাত্রা করিবেন। —নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম মুষ্টরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৬ দামোদর, ৪৭৮ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭১; ইং ১৬।১১।১৯৬৪ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব—

সানন্দ-সচ্চিদ্‌ঘনরূপতা-মতি-
র্যাবন্ন গৌরস্থলবাসি-জন্তুষু।
তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্॥৫৮॥

গৌরস্থলবাসী জীবকুলকে যে-পর্য্যন্ত সানন্দসচ্চিদ্‌ঘন-স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাদের উপর অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াও সেই গৌরস্থলবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে কেহ সর্ব্বোত্তম ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারিবে না॥ ৫৮॥

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ—

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধির্দ্বীপে নবেঽস্মিন্ স্থির-জঙ্গমেষু।
স্যান্নির্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ ॥৫৯॥

এই নবদ্বীপস্থ স্থাবর-জঙ্গম বস্তুতে পুরুষের যখন অকপটভাবে সচ্চিদানন্দবুদ্ধি উদিত হয়, তখনই তাঁহার শ্রীরাধাকান্তের সেবা-যোগ্য রূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥৫৯॥

নবদ্বীপধামসেবাতৎপরতা সর্ব্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্ব্বসিদ্ধির ফল—

সকলবিভব-সারং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং
সকল-ভজন-সারং সর্ব্ব-সিদ্ধ্যৈক সারম্।
সকল মহিমসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশি-সারং বিহারঃ ॥ ৬০ ॥

এই নবখণ্ড নবদ্বীপে বিচরণ সকল বিভবের সার, সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মহত্ত্বের সার এবং সকল মাধুর্য্য-সমুদ্রের সার ॥ ৬০ ॥

নবদ্বীপে সিদ্ধি-লালসা—

প্রগায়ন্নটন্মুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা
প্রধাবন রুদন্ সংপতন্ মূচ্ছিতো বা।
কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ-
শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহ্যঃ ॥ ৬১ ॥

কবে আমি মহাভাবরূপ প্রেমমাধ্বীক-পানে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় (কখনও) উচ্চৈঃস্বরে গান, (কখনও নৃত্য, (কখনও) উচ্চহাস্য, (কখনও) ভূমিলুণ্ঠন, কখনও দ্রুতগমন, (কখনও) ক্রন্দন, (কখনও) পতিত বা মূর্চ্ছিত হইয়া লোকবাহ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিচরণ করিব ? ৬১ ॥

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা—

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।
বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি গৌরস্থলে স্যাম্ ॥ ৬২ ॥

কবে আমি লোকভয়, লৌকিকধর্ম্ম, গৃহ, দেহ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ,—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষ-গর্ব্বাদিভাব-সমন্বিত প্রেমরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এই গৌরস্থলীতে অবস্থান করিব ? ৬২ ॥

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ—

হরেকৃষ্ণরামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান্।
তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং
কদাভ্যস্য গৌরস্থলে স্যাং কৃতার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

"হরে কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ"—এই মুখ্য ও মহাশ্চর্য্য নামাবলী এবং সিদ্ধমন্ত্র-সমূহ জপ এবং ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় সেবা করিয়া গৌরস্থলীতে কবে আমি কৃতার্থ হইব ? ৬৩ ॥

গৌরবনের ধ্যান—

হৈম-স্ফাটিক-পদ্মরাগরচিতৈর্মাহেন্দ্রনীলৈদ্রুমৈ-
র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঝঙ্কারস্ফুটদ্বল্লিভিঃ।
চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্লসৎ
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি গৌরস্থলম্ ॥ ৬৪ ॥

হেম, স্ফটিক ও পদ্মরাগমণি-খচিত ইন্দ্রনীলমণি-দ্রুমরাজি, নানারত্নময় বেদী, ভ্রমর-ঝঙ্কৃত প্রফুল্ল-লতাবলী, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত শুক-শিখি-পিকপ্রমুখ বিভিন্ন বিহঙ্গমকুল এবং প্রফুল্ল-কমলদল-সুশোভিত সরোবরসমূহ দ্বারা অভূতপূর্ব্ব দর্শন—সেই গৌরস্থলীকে আমি ধ্যান করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন-লালসা—

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্ ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্-
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং নন্থ পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী-
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥ ৬৫ ॥

কবে আমি মধ্যদ্বীপবনে নববিকসিত কদম্বকুসুমাদি-মণ্ডিত, নানাবিধ উজ্জ্বল কেলিকুঞ্জশ্রেণী-বিরাজিত, শ্রীরাসক্রীড়াস্থলী সুশোভিত 'স্বরাট্' পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে যুগলকিশোরের নিগূঢ়প্রেমে স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবান্ হইব ? ৬৫ ॥

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিকল্পে রাধা-বনের
সেবানুরাগ-লালসা—

অলং ক্ষয়ি-সুদুঃখদৈর্যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-
র্বিমুক্তি-কথয়াপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।

পরস্থিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ ॥ ৬৬ ॥

বিনশ্বর সুখ-দুঃখপ্রদ যুবতী স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির প্রয়োজন কি? বিমুক্তির কথায়ই বা কাজ কি? (ঐশ্বর্য্যধাম) বৈকুণ্ঠগত সম্পদের প্রতিও আমার নমস্কার। কিন্তু রাধিকার কান্তিসুবলিত হইয়া ব্রজনন্দন যে বনে বিলাস করেন, জন্মে জন্মে যেন সেই বনে আমার অনুরাগ থাকে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীগোদ্রুমধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্না
বদমি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে ॥ ৬৭ ॥

মস্তক দ্বারা আমি সেই শ্রীগোদ্রুমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোদ্রুমেরই কীর্ত্তন করি এবং মনোদ্বারা শ্রীগোদ্রুমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোদ্রুম ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না ॥ ৬৭ ॥

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজাভিষেক-লালসা—

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজরেণোরাশামেবাহমাশাসে ॥ ৬৮ ॥

রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের রতিনিলয় গৌরস্থলই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহাদের পাদপদ্মপরাগে অভিলাষই আমার প্রার্থনীয় ॥ ৬৮ ॥

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা—

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-
রম্যে গুল্ম-লতা-দ্রুমৈশ্চপরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানা জাতিসমুল্লসৎ খগ-মৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী-
প্রদ্যোত-দ্যুতি-রোচিষি-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে ॥৬৯॥

হে প্রিয়, নানাবিধ কেলিকুঞ্জমণ্ডপ-সুশোভিত, বহু সরোবর ও দীর্ঘিকা দ্বারা সুরম্য, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ গুল্ম-লতা-বৃক্ষ ও নানাজাতীয় হর্ষযুক্ত-পশুপক্ষী পরিশোভিত, বিবিধবিলাসস্থলীর সমুজ্জ্বল দ্যুতি-দ্বারা প্রদীপ্ত (জ্যোতির্ম্ময়) এই গৌরস্থলে কবে আমি তোমার ধ্যান করিব? ৬৯ ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগতের লোক ভোগ ও ত্যাগের কথাই জানেন। যুক্তবৈরাগ্য বা শুদ্ধবিরাগের কথায় অনেকেই অনভিজ্ঞ। যুক্তবৈরাগ্যকেই 'সেবা' বলে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান-মূলেই ভোগ বা ত্যাগের আদর্শ গৃহীত হয়। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ ভোগবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক্‌দেশে লুসিপস্, রোমদেশে লুক্রিসিয়স্, চীনদেশে ইয়াংচু তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষবাদী বলেন, "প্রকৃতির সকলেই চায় মিলন। স্রোতস্বিনী সাগরের সঙ্গমের জন্য প্রবাহিতা, লতিকার বিটপের অঙ্গে আলিঙ্গতা। সুতরাং দেহে দেহে, জড়ে জড়ে মিলনই বিধাতার নিয়ম। সুতরাং 'আমি কেন শুধু র'ব মিলন-বিহীন।"

প্রত্যক্ষবাদী বলেন, 'বিধাতা মনুষ্যকে কুকুরের মত অগ্রদন্ত (canine teeth) বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং মানুষ মাংসাদি ভক্ষণ করুক্, ইহাই বিধাতার ইচ্ছা।'

এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান হইতেই ভোগবাদের সৃষ্টি। এই ভোগ অনেক রকমের আকার ধারণ করিতে পারে— দস্যু যেমন বহুরূপী সাজিয়া গৃহস্থের দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ভদ্রলোকের বেশে দস্যুকে ধরা বড় কঠিন, তাই আজকাল শেষোক্ত-প্রকার দস্যুরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্যাগবাদেরও ভিত্তি প্রত্যক্ষজ্ঞান। ত্যাগী বলেন, জগতের সব বস্তুরই একটি নাম ও একটি রূপ আছে। জগতের বস্তু পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং নাম-রূপবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেরই নাম-রূপ স্বীকার করা হয়, তবে তাহাও পরিবর্ত্তনশীল বস্তু হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনশীল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। সুতরাং নিত্যসত্য চরমতত্ত্বের নিত্য নাম-রূপ নাই, তাহা নির্ব্বিশেষ নিরাকার।

ন্যায়ের যুক্তিতে সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়ায়—

"এযাবৎ যত কাক দেখা গিয়াছে সব কাল।"

আফ্রিকাতে কাক আছে, সুতরাং আফ্রিকার কাক কাল—ইহাকে অধিরোহ যুক্তি বলে। এইরূপ যুক্তিতে ভুল সম্ভবপর। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা কাক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত জগতেও তথাকার বস্তুর নাম-রূপ বিনশ্বর বলিয়া যে, অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিধাম ও শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মধ্যমাকারাদি রূপও অনিত্য হইবে, এইরূপ বিচার উপরি উক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান-চালিত অধিরোহ যুক্তিমূলে সংস্থাপিত। উহা ভ্রান্ত যুক্তি।

ত্যাগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তি করিয়া আরও বলেন, 'স্রোতস্বিনী আপনার ক্ষুদ্র জলরূপ উপাধি সাগরে বিলীন করে, বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া যায়, ঘটাকাশ-পটাকাশ তাহাদের সমান উপাধি অসীম অনন্ত আকাশে লয় করে; সুতরাং "জীব" উপাধিও ব্রহ্মেই লীন হইলেই পরাশান্তি লাভ করে।

ভোগীর লক্ষ্য স্বর্গসুখ, ত্যাগীর লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ, কৈবল্যসুখ, অষ্টাদশসিদ্ধি প্রভৃতি। উভয়েই চান নিজ সুখ। কেহ ক্ষুদ্র সুখ, কেহ বা বৃহৎ সুখের আকাঙ্ক্ষী। এক পক্ষ চান—কামদাত্রী দেবতাগণকে তোষামোদ ও কিছু উপহারাদি দিয়া কোনও রকমে নিজ সুখসাধন। আর একপক্ষ চান—অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানকে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, হস্ত-পদাদিবিহীন সাজাইয়া সব ভোগ নিজে কাড়িয়া নিতে! একজন চান—ক্ষুদ্র দেবতার সিংহাসন, আর একজন চান—পরমদেবতার পদবী ও আসন।

———

সেবকের লক্ষ্য—ভোগ বা ত্যাগ নহে। কারণ ঐরূপ ফল্গুত্যাগও প্রচ্ছন্ন ভোগমাত্র। সেবক অবরোহ বা অধোক্ষজ-বাদী। তিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানকে কখনও আদর করেন না। তিনি বলেন, ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি আছে মানবের অতি সূক্ষ্মতম বুদ্ধিও সেই অচিন্ত্য-শক্তির ধারণা করিতে পারিবে না।

ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার বলে একই সময় নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, বিভু ও মূর্ত্তিমান্। তাঁহার নিত্য নাম, নিত্য ধাম, নিত্য রূপ, নিত্য লীলা ও নিত্য পরিকর আছে। তাহা জগতের বস্তুর মত পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য নহে। তাহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

ভগবান্ জীবের প্রভু, মায়ার প্রভু। অনন্তজীব তাঁহার সেবক, মায়া তাঁহারই সেবিকা। জীব তাঁহার বিভিন্ন অংশ, মায়া তাঁহার ছায়াশক্তি। শুদ্ধজীব ভগবজ্জাতীয়, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নহে বা কখনও হইতে পারে না। ভগবান্ ও জীবে নিত্যভেদ; কারণ ভগবান্ বিভু জীব অণু।

ভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ ; কারণ ভগবান্ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, জীবও স্বরূপগঠনে সচ্চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ।

———

বিভু বস্তু বা ভগবানের ইচ্ছাপূর্ত্তিই অণুচিৎ জীবের নিত্যধর্ম্ম। ভগবানের নিষ্কপট প্রীতিবাঞ্ছাই সেবা। সকপট আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই ভোগ বা ত্যাগরূপ কাম।

সেবক কোনদিন নিত্যধর্ম্ম ত্যাগ করেন না। তাঁহার সাধন-ভজন ভোগী বা ত্যাগীর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য নহে। অনাদি-বহির্ম্মুখতা-হেতু যে সেবাধর্ম্ম লুপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে উদ্ধারের জন্যই সাধন। তাঁহার সাধনও যাহা, সাধ্যও তাহাই।

সেবক জন্মমরণ হইতে উদ্ধার হইতে চান না। কখনও আত্মবিনাশ চান না। সেবকের নিত্য প্রার্থনা—

কোটী জন্ম হউক যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে নাহি মোর আশ॥

———

সৎসম্প্রদায় স্বীকার ও ভগবত্তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার না করিলেই মানুষ মনের খেয়ালকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এখন অধিকাংশ লোকেই দেখাদেখি কার্য্য ও মনের বিচার যাহা ভাল বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। শাস্ত্র বা প্রকৃত সাধুর কাছে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করেন না ; ইহাকেই "গতানুগতিক বা মনগড়া ধর্ম্ম" বলে।

গঙ্গার ধারে কয়েক জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ স্নান ও সন্ধ্যাদি কৃত্য করিতেন। সকলেই 'কোশ ছিপ' লইয়া যাইতেন কিন্তু প্রত্যহই একজনের কোশছিপ অপর ব্যক্তির সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইত। একদিস এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজ কোশ-ছিপকে পৃথক্ চিনিয়া রাখিবার জন্য তদুপরি একতাল বালুকা রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। তাহা দেখিয়া বাকী ব্রাহ্মণগণ স্নানের পূর্ব্বে কোশছিপের উপর বালুকাপিণ্ড রাখিতে হয় মনে করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণের অনুবর্ত্তন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন যে, তাঁহার কোশছিপ চিনিবার উপায় নাই। সকলের উপরেই বালুকাপিণ্ড। তিনি আসিয়া বলিলেন 'লোকগুলি কি গতানুগতিক!'

আজকালকার ধর্ম্মকর্ম্মও সেইরূপ! আজকাল সভা-সমিতিতে একটা কথা খুব শুনিতে পাওয়া যায় "দরিদ্রনারায়ণ"।

একথাটার কোনও অর্থই হয় না! 'নারায়ণ' শব্দে শাস্ত্রে ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ লক্ষ্মীপতিকে বুঝাইয়া থাকে। যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর পতি, যাঁহাতে ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তিনি আবার দরিদ্র হন কি-প্রকারে? মাটির সোনার কলস কিরূপ!

'দরিদ্রতা' একটি ত্রিতাপের অন্তর্গততাপ। ভগবদ্ বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবেরই ত্রিতাপ সম্ভব। মায়াধীশ নারায়ণে ত্রিতাপের আরোপ! ইহার মত গুরুতর অপরাধ আর কি?

ভগবান্ যে কতরূপে অসুরমোহন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অসুর মোহনের জন্য 'কপ্যাংসং পুণ্ডরীকং এবমস্যাক্ষিণী' শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নারায়ণের চক্ষুকে কপি অর্থাৎ বানরের গুহ্যদেশের (লালবর্ণের) সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এই শ্রুত্যর্থ পাঠকালে শ্রীপাদ রামানুজের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, শ্রুতির অতি সুন্দর অর্থ থাকিতে আচার্য্যের এরূপ কদর্থ করিবার প্রয়োজন কি? অসুর-মোহন!

রামানুজ বলিলেন—'ক' শব্দের অর্থ 'জল'; জল গ্রহণ করেন যিনি অর্থাৎ সূর্য্য, তাহার দ্বারা বিকসিত হয় যাহা সেইরূপ পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত চক্ষু। অর্থাৎ ভগবানের চক্ষু সূর্য্যকিরণ-প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়। শঙ্করাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, বানরের পুচ্ছের ন্যায়, অধোভাগের ন্যায়, লালবর্ণ পদ্মের ন্যায়; এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

তাঁর (আচার্যের) দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥

ভগবান গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হইয়া জীবকে অপরাধের হস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য কিরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন। তদনীন্তন কাশীর মায়াবাদিগণের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য প্রকাশানন্দের প্রতিভা যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিভার নিকট ম্লান হইয়া পড়িল, তখন অনন্যোপায় হইয়া গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীজগদ্গুরু গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে, বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ-চিহ্ন ॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম-সম।
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে গণন ॥"

আরও বলিলেন

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি নারায়ণদেবকে জীবতত্ত্ব ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে দর্শন করে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

জীবন্মুক্তা অপি পুনার্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্বাঞ্ছিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥

জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যশক্তি-ভগবানের চরণে ঐরূপ অপরাধ করেন তাহা হইলে তাঁহারাও পতিত হন।

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মায়াধীশ নারায়ণের সহিত নিঃশক্তিক মায়াবশ জীবকে এক করাকে চিৎজড়-সমন্বয় বলে। চিৎ ও জড়ে কখনও সমন্বয় হয় না। চিৎ ও জড়ের সহিত আপোষ (compromise) নাই। বুদ্ধিমান সারগ্রাহী ব্যক্তি সাবধান হইবেন।

সেবক কখনও জগতের অভিজ্ঞতা লইয়া চিদ্বস্তু দর্শন করেন না। আয়ায়-বাক্যই তাহাদের চিদ্বস্তু দর্শনের পরিচালক এবং ভজন-পরিপক্কতা লাভ করিয়া বস্তুসিদ্ধি অবস্থায় তাহার সম্যক্ উপলব্ধি।

সেবক জগতের বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ বা গ্রহণ করেন না। সকল বস্তুতেই হরিসম্বন্ধী দর্শন করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তু শ্রীভগবানের। সকলই তাঁহার সেবোপকরণ। সুতরাং তিনি সকল বস্তুতেই পূজ্যবুদ্ধি করেন এবং যে-সকল বস্তু হরিসেবার অনুকূল তাহাদিগকে ভগবানের প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং যাহা ভগবানের সেবার প্রাতিকূল, তাহাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ (পরিহার) করেন।

আজকাল 'সম্প্রদায়' কথাটী শুনিলে অনেকে শিহরিয়া উঠেন। ঐ সকল লোকের ধারণা এই যে, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসাদিমূলে সম্প্রদায় গঠিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে সেইকাল হইতেই এরূপ ধারণার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রথমে আচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করিয়াছিলেন।

যাঁহারা জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিলেন, যাঁহারা এক বৃক্ষতলে দুইদিন পর্য্যন্ত অবস্থান করেন নাই, যে-সকল নিষ্কিঞ্চন সাধু পুরুষগণ প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন, যাঁহারা নিজগ্রন্থে স্বীয় নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, সেইসকল মহাজনগণও সৎসম্প্রদায়কে বহুমানন করিয়াছেন। অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীশুকদেব, হরিরসমদিরা-পানে নিরন্তর মত্ত শ্রীনারদ প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল পর্য্যন্ত সাত্বত-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অদূরদর্শী, অক্ষজবাদী, প্রত্যক্ষজ্ঞানদৃপ্ত, জড়ীয়জ্ঞানে মস্তিষ্ক পরিপূরিত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও মনোধর্ম্মযুক্ত "অসাম্প্রদায়িক-সম্প্রদায়" নির্ম্মাণ করিয়া ফেলেন! মনের খেয়ালকেই উদারতা বলেন এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাত্বতগণ-সেবিত পন্থা বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকেই সঙ্কীর্ণতা বলিয়া থাকেন।

অসৎসম্প্রদায়ের সহিত সৎসম্প্রদায়ের সমন্বয় হয় না। মনের খেয়ালের সহিত আত্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। মুড়ি ও মিশ্রি কখনই এক-জাতীয় বস্তু নহে।

দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যেরূপ মনুষ্যের পক্ষে হিতকর, আসুর বর্ণাশ্রম-বিরোধী ও বর্ণাশ্রম-সমাজ জগতের জঞ্জাল মাত্র। তদ্রূপ সৎসম্প্রদায়ও জীবের শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বিকাশের উপযোগী স্থান এবং অসৎসম্প্রদায়ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী ধর্ম্ম-জগতের মহা অনিষ্টকারক।

সৎসম্প্রদায় একমাত্র সৎ বা নিত্য সত্তাবিশিষ্ট বাস্তব বস্তু ভগবান্, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ভক্তগণের আলোচনায় রত। সৎসম্প্রদায় আস্তিক। অসৎসম্প্রদায় নিত্যসদ্বস্তু ভগবান্, ভগবানের নিত্য-সেবা ও ভগবদ্ভক্তগণের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা কেহ অপ্রচ্ছন্ন নাস্তিক, কেহ বা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক।

কালপ্রভাবে সৎসম্প্রদায়েও মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে। বাজারে ভালদ্রব্য পাওয়া যায় না বা ক্রাত্রমতা, ভেজাল প্রভৃতি চলিতেছে বলিয়া বাজার-প্রণালীটী উঠাইয়া দেওয়া বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বর্ণাশ্রম প্রণালাটী উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা কিছু বুদ্ধমানের কার্য্য নহে। শাস্ত্রানুমোদিত চেষ্টায় ঐ সকলের সংস্কার করাই উত্তম ও সমাজের হিতকর কার্য্য।

সৎসম্প্রদায়ের আনুগত্যে আমাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞ সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্মশিক্ষা, সৎসিদ্ধান্ত-নিপুণতা এবং সাধুগণ-পদাঙ্কিত ক্রমপন্থায় আরোহণ করিয়া অনায়াসে ও নির্ভীক-চিত্তে পরম প্রয়োজন লাভ হয়।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৫ পৃষ্ঠার পর)

২৪। দেবকীর ষষ্ঠপুত্র ও সপ্তম পুত্র বলদেব কি তত্ত্ব? দেবকীনন্দনকে কংসভয়ে ব্রজে আনয়নের রহস্য কি?

"সেই দম্পতীর যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বালাকালেই হনন করে। ভগবদ্দাস্য-ভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধজীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। —কৃঃ সং ৪।৫-৮

২৫। কৃষ্ণলীলা কি নর-চরিত্র হইতে গৃহীত কোন কল্পনা?

"নির্ম্মল কৃষ্ণ-চরিত্র শ্রীব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেন্নরূপে লক্ষিত হয় নাই; অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ-পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই।"

—কৃঃ সং ৩।১৬

২৬। কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য কেন?

"অধিকার-ভেদে কোন ভক্ত হৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-জন্ম হইতেছে,

কোন ভক্ত-হৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনা-বধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুব্জা-প্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত; এক জগতে এক লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী।"

—কৃঃ সং ৭।১

২৭। বস্ত্রহরণ-লীলাটী কি?

"যে-সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। ভক্তদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করিলেন।" কৃঃ সং ৫।৩৪

২৮। রাসাদি-লীলা কি অশ্লীল নহে?

"চিদ্গত মহারাস লীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব চিদ্গত ভোক্তা-ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই।" —কৃঃ সং ২।১৯

২৯। উগ্রসেন, কংস, কংস ভার্য্যা ও জরাসন্ধ কি তত্ত্ব?

"নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজ-সিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নাম্না কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধবদশা নিবেদন করিলেন।" —কৃঃ সং ৫।২৫-২৬

৩০। কৃষ্ণলীলা কি মানব-কল্পিত ব্যাপার নহে?

"কৃষ্ণলীলা কোন নরকল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের

অধম ও অন্ধ বিশ্বাস নয় ইহা কোন পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। * * তার্কিক ও নৈতিকবুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। * * তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহদীপক অপ্রাকৃত-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান হইয়া চিদালোক বিতরণ করে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

৩১। কৃষ্ণলীলা কি আধ্যাত্মিক বা রূপক?

"আমরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে অপ্রাকৃত মনে করি, আধ্যাত্মিক মনে করি না। রূপক বর্ণনদ্বারা শুষ্ক অভেদবাদকে বুঝাইবার জন্য যে সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; কেন না, তাহাতে প্রাকৃত-বৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক তন্নিরসনদ্বারা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু ব্রজলীলা বর্ণন সেরূপ নয়। প্রাকৃত-বৈচিত্র্যের আদর্শ-স্থলীয় অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈচিত্র্য আছে। যে সকল বর্ণন পাঠ করিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩২। কৃষ্ণলীলা কেন আধ্যাত্মিক নহে?

"কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিকী নয়। যে-স্থলে সকল তত্ত্বই একমাত্র ব্রহ্মাত্মায় পর্য্যবসিত করা যায়, সেই স্থলে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উদয় হয়: মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অর্থের ও ভাবের যেখানে প্রবলতা, সেখানে কৃষ্ণলীলা ও চিন্ময় বৃন্দাবন-লীলার নির্ব্বাণ হয়। কৃষ্ণলীলা বিচিত্র। আধ্যাত্মিক-ভাব ও বৈচিত্র্য-ভাব—পরস্পর বিপরীত। আধ্যাত্মিক-ভাবে সেই পরম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় সুপ্তশক্তিক ব্রহ্ম। বিচিত্রশক্তি-ক্রিয়াতেই কেলি নিত্যরূপে কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-তত্ত্বে পরস্পর বিরোধ করে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গে আধ্যাত্মিকভাবে যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্ম উদিত থাকেন, সেই কালেই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব নিত্যধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানব-বিচারে এইরূপ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্থান পায় না; কিন্তু যাঁহার প্রতি সেই পরম-তত্ত্বের কৃপা হয়, তিনিই সেই বিরুদ্ধ তত্ত্বে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।" —'সমালোচনা,' সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৩৩। কৃষ্ণলীলা কি পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার-বিশেষ?

"অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্যসত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। জড়ীয় ইতিহাস ও অপ্রাকৃত-লীলার ভেদ এই যে, জড়ীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভৌতিক ও দেশ-কালের অধীন, সুতরাং অনিত্য। অপ্রাকৃত-লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ন্যায় ভাসমান হইলেও তাহাতে ভৌতিকত্ব নাই; সে-সমস্তই চিন্ময়। ভৌতিক চক্ষে কৃষ্ণ-কৃপায় দৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহার কোন অংশই এই পাঞ্চভৌতিক জগতের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বলিলে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—এইমাত্র বুঝিতে হইবে; তাহা চিন্ময় জীবের চিদিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।" — সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৩৪। কৃষ্ণলীলা কিরূপে নির্গুণ? কৃষ্ণলীলার উপকরণ কি?

"এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্তই অনন্ত; সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ; দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত—ত্রিগুণাতীত; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রস পুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ কাল, নির্দ্দোষ-দেশ ও নির্দ্দোষ-আকাশ-জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয় কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়;—নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল—এইরূপ অষ্টকালে দিবা-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।"

— চৈঃ শিঃ ৬।৫

৩৫। প্রকট-ব্রজলীলা কয় প্রকার?

"প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুই প্রকার—ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য; আর পূতনা বধাদি ও দূর-প্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।"

—চৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

৩৬। অসুর-মারণাদি-লীলায় কি শিক্ষা আছে?

"অসুর-মারণাদি-লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

৩৭। ভগবান্ সাকার, না নিরাকার?

"তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও চিৎসাকার। চিৎসাকার হইতে পারেন না—এ কথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকার করা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

৩৮। বেদ পরমেশ্বরকে নিরাকার বলেন কেন ?

"জড়পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এইজন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না—এইজন্যই বেদে কোন কোন স্থলে তাঁহার নিরাকার (?) বলিয়া উক্তি হইয়াছে।"　　—চৈঃ শিঃ ১।১

৩৯। পরমেশ্বরকে সাকার অথবা নিরাকার, কোন্ বিচারে বিচার করা ভাল ?

"পরমেশ্বর—বস্তুতঃ চিৎসাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে-সকল ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না, বলিতে হইবে" (ক্রমশঃ)

—তঃ সূঃ ৪ সূঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বাঞ্ছা পূরণ

পরম ঈশ্বর গোরা　　নামে করে মাতোয়ারা
যত নীলাচল বাসিগণে,
ভক্ত-বাঞ্ছা পূরিবারে　　যেচে যাব ভক্তদ্বারে
হেন নাথ নাহি ত্রিভুবনে।

পুরী গোসাঞির মঠে　　ভাল জল নাহি কূপে
পুরী তাই দুঃখিত অন্তর,
জানিয়া পুরীর চিত　　অন্তর্যামী শচীসুত
ভক্ত লাগি' হইলা অস্থির।

ভক্তে দরশন দিতে　　পশিলা পুরীর মঠে
ভক্ত প্রেমে হ'য়ে বশীভূত,
পুরীর হৃদয়-নাথ　　ধরা দিলা পুরী-পাশ
লোহে যেন ধরিল চুম্বক।

পুরী-প্রাণে সুখ দিতে　　কহে প্রভু উঠি' কূপে,
"কূপ-জল হউ গঙ্গাজল,
ভোগবতী গঙ্গা হেথা　　পশি' আন পবিত্রতা
হেথা স্নানে গঙ্গা-স্নান ফল।"

পুরী লাগি' বিশ্বম্ভর কহিলেন হেন বর,
ভক্তগণে করে হরিধ্বনি,
প্রভুসনে ভক্ত সবে বাসায় ফিরিল তবে,
প্রেমোল্লাসে যাপিল রজনী।

সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী প্রভু-আজ্ঞা শিরে বহি'
পূর্ণ হ'য়ে পশিলেন কূপে,
হ'ল তবে কূপ-জল সুন্দর নিরমল,
হেরে সবে প্রভাতে পুলকে।

বিস্মিত হইল পুরী নেহারি' কূপের বারি,
বুঝিল এ ঈশ্বর-করুণা,
পুলকে উঠিল নাচি', কহে কেঁদে—"হে প্রভুজী,
হেন মোর পূরিলে বাসনা!"

ভক্ত-ডাক শুনি' কানে আসি' প্রভু সেইক্ষণে
কহিলেন পুরী বিদ্যমানে,
"হের ভক্ত তোমা' লাগি' এল কূপে গঙ্গাদেবী
কূপ-জল পূত যে এক্ষণে।
এ জলে করিলে স্নান হবে জেনো গঙ্গাস্নান
সত্য করি' কহিনু সবারে!"

অনন্তর গৌরহরি সেই জলে স্নান করি'
তুষিলেন পুরী গোসাঞিরে।

ভক্তবৎসল গোরাচাঁদ পূরিলা পুরীর সাধ,
লভে পুরী সাক্ষাৎ ঈশ্বরে,
প্রিয় ভক্ত লাগি' হরি : অকার্য্য সাধন করি'
ভক্ত-গুণ জগতে প্রচারে।

—জনৈক গুরুসেবাকাঙ্ক্ষী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৯)

দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান; এসকল তাঁহার আধার-শক্তি-লক্ষণ বিভূতি-স্বরূপ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"স ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী" ইত্যাদি; অর্থাৎ "হে ভগবন্, সেই ভূমান্ শ্রীহরি কোথায় অবস্থিত? তিনি নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। গোপালপুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম"—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই সকল ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবিচ্ছেদে লীলা করেন। প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে তাঁহার স্পর্শ-সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং তাহারা তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। প্রকট-লীলায় কখনও কখনও যে অন্যত্র গমনাগমন শুনা যায়, সেই সেই স্থানে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ স্থান সমূহের আবেশ হেতু তাহা সম্ভব হয়; অর্থাৎ দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন মিথিলায় গমন করেন, তখন দ্বারকা ধাম মিথিলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন—সর্ব্বত্রই এই প্রকার জানিতে হইবে।

যদিও তাঁহার অপ্রকট-লীলায় বাল্যাদিভাবও আছে, তথাপি কিশোর আকারেরই মুখ্যত্ব হেতু সেই আকার আশ্রয় করিয়াই সমস্ত লীলা প্রবর্ত্তিত হয়; আর প্রকট-লীলাও অপ্রকট-প্রকাশস্থিত কিশোর আকার আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন—এই তিন স্থানেই যুগপৎ একই কিশোরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের অগোচরে নিত্যলীলা ~~যমন~~ যমল ভূভার-হরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য করিলেও পরিকরগণের আনন্দ-চমৎকারিতা পোষণার্থ এই জগতে লৌকিক রীতি-সংযোগে অপূর্ব্ব নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ডাদি লৌকিক লীলা প্রকট করেন। তথায় দ্বারকাদি ধামে নিজ নিত্যাবস্থিত কৈশোরাদি বিলাস সম্পাদনের জন্য যাদবাদি পরিকরগণের সহিত প্রকাশান্তর দ্বারা বিহার করেন; অতঃপর বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বসুদেবের মত প্রকাশান্তরে অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করতঃ ব্রজের সহিত ব্রজরাজ গৃহেও আগমন করেন। ব্রজরাজের হৃদয়ে অনাদিকাল সিদ্ধা কৃষ্ণবিষয়িণী বাৎসল্য-মাধুরীকে নবীভূত করিবার জন্যই ব্রজরাজ গৃহে জন্মগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন। তথায় অবস্থান করিয়া গোকুলজনের অন্তর্বহির্নিরতিশয় বশীভূত করিয়া তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীবসুদেব

প্রভৃতিকে আনন্দিত ও পৃথিবীর ভার-স্বরূপ অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য মথুরায় প্রস্থান করেন। তৎপর দ্বারকা ধামকে প্রকাশ করিবার জন্য তথায় লীলামাধুরী পরিবেশন করেন; অতঃপর প্রসিদ্ধ লীলাসমূহ সিদ্ধ হইলে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রকট লীলাকাল একাদশ বৎসরব্যাপী।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ॥

(শ্রীভাঃ ৩।২।২৬)

সচরাচর পঞ্চদশবর্ষ বয়সে কৈশোর প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অল্পকাল মধ্যেই কৌমার অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৈশোরকাল গোকুলে স্থিতি; তৎপর মথুরা ও দ্বারকালীলা। মথুরার প্রকটলীলা দ্বারকায় অনুগমন করে।

কংসবধের পর কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ যাত্রা, তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে বসুদেব কুন্তী-দেবীকে বলিয়াছিলেন—

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৮২।২১)

অর্থাৎ, "হে ভগিনি, আমরা কংসের উৎপীড়নে বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি দৈব কর্ত্তৃক পুনরায় নিজ নিজ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।

তৎপরে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ; তাহাতে শিশুপাল বধ, তদনন্তর পাশা খেলা, দন্তবক্রবধ, পাণ্ডবদের বনগমন, শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা. কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও দুর্য্যোধন-বধাদি লীলার ক্রমবর্দ্ধন করিয়াছে। দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন।

দ্বারকার রাজবেশী কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়া গোপবেশ ধারণ করেন। এই বেশেই ব্রজবিহার। দন্তবক্র-বধান্তে তিনি যমুনা পার হইয়া ব্রজে আসেন। গোপবেশের বস্ত্রাদি সঙ্গে আনেন নাই; কিন্তু বৃন্দাবন-ভূমি স্পর্শমাত্রই গোপ-বেশে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির দ্বারাই সজ্জিত হন। বৃন্দাবনে গোপবেশ, পুরীদ্বয়ে রাজবেশ। ব্রজে দুইমাস প্রকটলীলার পরে অপ্রকট-লীলায়

প্রবেশ। দুইমাস প্রকট-লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বিরহার্ত্তিভয়ে পীড়িত দেখিয়া যাহাতে পুনরায় বিচ্ছেদ না ঘটে এজন্য তাঁহাদের নিকট নিজ গোকুলাখ্য-পদ আবির্ভাব করাইলেন। প্রকট-লীলাতে ভূভারহরণাদি প্রয়োজন থাকে; কিন্তু অপ্রকট-লীলা বহিরঙ্গ জনের জানা অসম্ভব বলিয়া তাহাতে বিরহ-সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বিরহব্যাধি-বিরহিত নিজ নিত্যস্থান প্রদানপূর্ব্বক দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অন্যপ্রকাশে দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ ব্রজাগমন স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু পাদ্মোত্তর খণ্ডে তাহার উল্লেখ আছে। তাহার উদ্দেশ্য—শ্রীশুকদেব বহির্ম্মুখ জনগণের নিকট ইহা গোপন করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্"

(শ্রীভাঃ ১১।২১।৩৫)

অর্থাৎ, "ঋষিগণ পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষ আমার প্রিয়।" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোকুলেই প্রকাশাতিশয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যগত, কারুণ্যগত, মাধুর্য্যগত ও লীলাগত এই চতুর্ব্বিধ প্রকাশ। ব্রহ্মমোহনলীলায় ঐশ্বর্য্যগত প্রকাশ; পূতনাকে মাতৃগতিদানে কারুণ্যগত প্রকাশ, অর্থাৎ অশেষ দোষদুষ্টার প্রতিও করুণা করা; ব্রজস্ত্রীগণে, পুলিন্দগণে, ব্রজের তৃণলতাদিতেও মাধুর্য্যগত প্রকাশ আর লীলাগত প্রকাশ—মথুরায় বসুদেব-দেবকী যে লীলা-আস্বাদন করিতে পারেন নাই তাহা ব্রজরাজ দম্পতি আস্বাদন করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীশুকদেবের উক্তি,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩২)

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃত পুণ্যপুঞ্জাঃ॥ (শ্রীভাঃ ১০।১২।১১)

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য॥ (শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

অর্থাৎ, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য তাহা বর্ণানাতীত।

যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম সুখানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত জনগণের নিকট নরবালকরূপে বর্ত্তমান, গোপবালকগণ তাঁহারই সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে কেবল ব্রজবাসিনী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণেরই দেহধারণ সার্থক; যেহেতু নিরুপাধিক প্রেমাস্পদ সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণে ইঁহারা অদ্ভুত রূঢ়ভাবসম্পন্ন অর্থাৎ পরম-প্রেমবতী। সংসারভয়ে ভীত মুনিগণ, মুক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী আমরা (উদ্ধবের উক্তি) পর্য্যন্ত মহিমাদৃষ্টিতে যে-ভাব বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাইনা সেই মহাভাব সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এই ব্রজবধূগণ। অপরিসীম মাধুর্য্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকথা-রসিক ব্যক্তিগণের ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় (ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য) জন্মদ্বারাই বা কি অথবা চতুর্ম্মুখ-জন্মেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্ব্বোত্তম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৪ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

প্রধান মন্ত্রী সনাতনের বাটী

সনাতন ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

সনাতন-পণ্ডিতজী, আমার প্রতি রাজার যে স্নেহ সেইটাই আমার বন্ধনের কারন। বাদ্‌শা যদি কোনক্রমে একবার আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'ন, তা'হলেই আমি অব্যাহতি পাই। তাই এই অসুখের অছিলা করে রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রে বাড়ীতে বসে আছি। জানি না—কবে আমার এ বন্ধন কাটবে!

ভট্টাচার্য্য—শুনলাম্ বাদ্‌শা নাকি গতকাল আপনার কাছে এক বৈদ্য পাঠিয়েছিলেন?

সনতন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বৈদ্য এলো, আমায় দেখ্‌লো ; বল্‌লে, কোন অসুখ দেখ্‌ছি না।

ভাচট্টার্য্য—(হাসিয়া) আপনার অসুখ কি কখনও ডাক্তারী ওষুধে সারে ? এ হ'ল ভবরোগ। ভবরোগের বৈদ্য ছাড়া এ রোগ ধরা সাধারণ প্রাকৃত চিকিৎসকের সাধ্য নয়।

সনাতন—তাইতো ভবরোগীর হাসপাতালে যাবার জন্য আমার এত আকাঙ্ক্ষা। না জানি—কবে গৌরসুন্দর কৃপা করবেন !

(দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন)

ভট্টাচার্য্য—মন্ত্রীবর, অত উতলা হবেন না। ধৈর্য্য ধরুন ! ভক্ত-বৎসল ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন !

সনাভন—আপনি পাঠ আরম্ভ করুন !

ভট্টাচার্য্য—বেশ, আপনি উপবেশন করুন।

(উভয়ে উপবেশন করিলেন ও ভট্টাচার্য্য পাঠ আরম্ভ করিলেন)

ভট্টাচার্য্য—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন), উদ্ধব ! আমার ঊর্জ্জিতা—শ্রেষ্ঠা, ভক্তি—প্রেমভক্তি যেরূপ আমাকে রুদ্ধ করে, বশীভূত করে, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য (আত্মানাত্মবিবেক), ধর্ম্ম (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম), স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) তপস্যা, এবং ত্যাগ (সন্ন্যাস) ইহারা কেহই আমাকে সেরূপ বশীভূত কর্‌তে পারে না।"

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস ॥"

ভক্তি স্বতঃ প্রবলা। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তিনি বশ হন। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে। ভক্তিই প্রাণীদের মোক্ষের করেন।

ব্রজরমনীগণ লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে শুদ্ধভক্তিপথ অবলম্বনেই কৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্।" অর্থাৎ, হে পার্থ, ঐ গোপীরা ছাড়া আমার প্রিয় পাত্র আর কেউ নেই।

[ঈশানের প্রবেশ।]

ঈশান—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক মন্ত্রীর প্রতি) প্রভু, জাঁহাপনা আস্‌ছেন।

সনাতন—আচ্ছা, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসো।

ঈশান—জি আজ্ঞে। (দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক প্রস্থান)

[বাদ্‌শার প্রবেশ।]

(সনাতন ও ভট্টাচার্য্য উভয়ে বাদ্‌শাকে স্বাগত জানাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সনাতন—(নমস্কারপূর্ব্বক) আসুন সম্রাট! আজ আমার কি সৌভাগ্য,—আপনি এ দীনের কুটীরে স্বয়ং পদার্পণ করেছেন।

বাদ্‌শা—আমি আস্‌তে বাধ্য হ'লাম সাকর, তুমি ক'দিন ধরে রাজসভায় যাও নি। রাজকার্য্যে বড়ই শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। তোমার কোন অসুখ হ'য়েছে ভেবে তোমার কাছে বৈদ্য পাঠালাম, বৈদ্য ফিরে গিয়ে বল্‌লে—তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কোন অসুখই তোমার নেই।

ভট্টাচার্য্য—(স্বগত) এ রোগ কে ধর্‌বে?

সনাতন—সম্রাট্! (দূরে নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়া) ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। বল্‌ছে—"বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল। বিষয় নয়,—ও বিষ। আমাকে মন-প্রাণ সঁপে দে, আমার শরণ গ্রহণ কর, আমিই তোকে উদ্ধার কর্‌বো!" ঐ দেখুন,—সেই গৌরবর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর কি অভিনব লীলা! আহা প্রভু শচীনন্দন, তুমিই তো যশোদা দুলাল! তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ-বিরহে পাগল! তোমার আগমনে এ অষ্টাবিংশ কলিযুগও ধন্য। ধন্য কলির মানুষ!

বাদ্‌শা—(ভট্টাচার্য্যের প্রতি) সাকরের মন বড় উতলা হয়ে গেছে, পণ্ডিত! তুমি কেতাব শুনিয়ে ওর মনটা একেবারে আরও পাগল করে দিয়েছো। এরকম পাগল করা তোমার উচিত হয় নি, বন্ধু। দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা কে জানে! চলে গেলে তখন বুঝ্‌বে, এই বাদ্‌শা কেন তা'কে ধরে রাখবার জন্য এত আগ্রহী ছিল।

(সাকরমল্লিকের প্রতি—সাকরমল্লিকের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া) ভাই সাকর, দবিরখাস চলে গেল দাগা দিয়ে। তুমিও কি সেইরকম আমায় ছেড়ে যাবে?

সনাতন—ঐ, ঐ দেখুন, আমার প্রভুর কি নৃত্যছন্দ! আহা, আজ প্রভুর

আগমনে বৃন্দাবন যেন নবীভূত ; সেখানকার ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী ইত্যাদি বনের পশু ও পাখীরা সকলেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচ্‌ছে। এ লীলার মহিমা কে জানবে! প্রভু আমার স্বয়ং নামী হ'য়ে নাম কীর্ত্তন কর্‌ছেন ও করাচ্ছেন। ঐ শুনুন, প্রভু উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর্‌ছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

বাদ্‌শা—শোন সাকর, আমার একটা কথা রাখ। আমি দিন কতকের জন্য দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাচ্ছি। সেখান থেকে আমার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রাজ্য-কার্য্য পরিচালনা কর।

সনাতন—সম্রাট্! আপনার এ অনুরোধ আমার দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আমাকে নিয়ত গৌরসুন্দর ডাকুছেন। তাঁর আহ্বানে আমায় সাড়া দিতেই হবে। আর মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত থাকলে চল্‌বে না। আপনি যেন মনে ক্ষুব্ধ হবেন না। আপনার আদেশের থেকেও তাঁর আদেশ বড়, সম্রাট! আপনিই তো তাঁকে দূর থেকে দর্শন করে বলেছেন—এ সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ দেবতা। সেটা অবশ্য আপনার অনুমান আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, সত্য।

ভট্টাচার্য্য—(করজোড়ে) জাঁহাপনা, ওঁকে যেতে দিন। যাঁর মন ছুটেছে তাঁকে কি আগলে রাখা যায়?

বাদ্‌শা—চিন্তা করে দেখি, কি করা যায়? এখন আমি প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি।

সনাতন ও ভট্টাচার্য্য—আচ্ছা, আসুন। (সেলাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদশার প্রস্থান।)

ভট্টাচার্য্য—চলুন মন্ত্রীবর, এখন বিশ্রাম কর্‌বেন।

সনাতন—শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম লাভ করা ব্যতীত পূর্ণ বিশ্রাম হতে পারে না, পণ্ডিতজী। চলুন কোথা যাবেন!

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

[বাদ্‌শা হোসেন শাহ ও কেশব ছত্রীর প্রবেশ]

বাদ্‌শা—(ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) ছত্রী, মন্ত্রী

সাকরমল্লিককে আমি খুবই স্নেহ কর্‌তাম; সে কোন দিন আমার কথা এড়ায় নি। কিন্তু আজ এ কি দুর্ব্বিব্যবহার! সম্রাট স্বয়ং তার দরবারে গিয়ে অনুরোধ জানালো, তবু সেই অনুরোধ সে তাচ্ছিল্য ভাবে প্রত্যাখ্যান কর্‌ল! সে ঔদ্ধত্যের সীমা ছাপিয়ে গেছে! তাকে যথোচিত শিক্ষা আমায় দিতেই হবে। সে কি ভুলে গিয়েছে যে আমি তার প্রভু এবং সে আমার ভৃত্য?

যাও— এই মুহূর্ত্তে সৈন্যাধ্যক্ষকে ডেকে আন।

ছত্রী—(ভয়ে ভয়ে) জি হুজুর—যথাদেশ!

বাদ্‌শা—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) সাকর, সাকর, সে কত বড় ধূর্ত্ত দেখি! এবার শয়তানকে নজর বন্দী করে রেখে দেবো। দেখি তা'কে কে মুক্ত করে দিয়ে যায়! সে রাজ্যের সম্রাটের অপমান করেছে, সে অপরাধী। সে যতই হোসেন শা'র প্রিয় হোক্, হোক্ না কেন সে গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী; তবু—তবু সে অপরাধী। তার বিচার আমাকেই কর্‌তে হবে। সে শয়তানী মতলব এঁটেছে যে আমার অধীনে সে কাজ কর্‌বে না। সে এত শক্তি ধরে! সম্রাটের শক্তির কাছে তার সমস্ত শক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে নস্যাৎ হয়ে যাবে। আমারই রাজ্যে বাস করে আমার অধীনতা স্বীকার কর্‌বে না? আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর্‌বে, আর আমি নির্ব্বিচারে তা' সহ্য করে যাব? তা'হলে আমাকে প্রজারা বল্‌বে—রাজা ভীরু, কাপুরুষ, রাজার পুরুষকার নাই। না—না, তা' হবে না। তা'কে আমি কিছুতেই ক্ষমা কর্‌ব না। সে আমার আর মিত্র নেই,—সে এখন আমার শত্রু, রাজ্যের শত্রু, রাজ্যের প্রজাদের শত্রু। সে রাজদণ্ড তথা রাজার অপমান করেছে।

(ছত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ বাদ্‌শাকে সেলাম করিয়া প্রবেশ করিল।)

বাদ্‌শা—শোন সৈন্যাধ্যক্ষ, তুমি এই মুহূর্ত্তে একশত সুশিক্ষিত সেনানী নিয়ে সাকর-মল্লিকের বাড়ী ঘেরাও করগে। দেখো যেন সে কোনক্রমে বাড়ী হ'তে পালিয়ে না যায়। আমি চাই তা'কে আটক-বন্দী করে রাখতে। স্মরণ রেখো সে প্রধানমন্ত্রী, তার বুদ্ধি তোমার থেকে ঢের বেশী। তার কোন অনুনয় বিনয়ে কিছুতেই কর্ণপাত ক'রো না। আর সাবধান, অতর্কিতে গিয়ে তার বাড়ী ঘেরাও কর্‌বে।

এ সংবাদ যেন সে পূর্ব্বে একটুও জান্‌তে না পারে ; তা হ'লে কিন্তু তুমি যাবার পূর্ব্বেই সে পালিয়ে যাবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ—নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা ! আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত। আমার উপর আপনি বিশ্বাস রাখুন। আমি এই দরবারে দাঁড়িয়ে আপনাকে কুর্নিশ করে বল্‌ছি, আপনার আদেশ আমি যথাযথ পালন কর্‌ব ! রাজ-আদেশের কাছে অন্য সকল বুদ্ধিই পরাভূত হবে। সেলাম ! (প্রস্থান)

বাদ্‌শা—ছত্রী, তুমি সাকরের বিশেষ স্নেহভাজন। তাই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এ খবর যেন প্রকাশ না হয়। কোনক্রমে এ কথা প্রকাশ পেলে গর্দ্দান যাবে। যাও,—এখন আমার অন্তঃপুরে যাবার ব্যবস্থা করগে।

ছত্রী—জি আজ্ঞে, জাঁহাপনা ! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

বাদ্‌শা—এইবার, এইবার দেখি সাকর তুমি বড় না আমি বড় !

[জনৈক গায়কের প্রবেশ।]

গায়ক—　　গীত

"মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার। ধন-জন-বিত্ত যত,এ দেহের অনুগত, দেহ গেলে সে সকল ছার ॥ বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা, কেহ দেহ রাখিবারে নারে। অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ, জীব নাহি থাকেন আধারে ॥ ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর হইত রাবণ। ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ, অতএব কি করিবে ধন ?? যদি থাকে বহু ধন, নিজে হবে অকিঞ্চন, বৈষ্ণবের কর উপকার। জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ আরাধন, কর সদা হ'য়ে সদাচার ॥"　　(প্রস্থান)

বাদ্‌শা—কে, কে তুমি গায়ক, আমায় শিক্ষা দিয়ে গেলে ?

(সিংহাসন হইতে উঠিয়া) হায়, হায়,—আমি কি কর্‌লাম ! রাজ্য, ঐশ্বর্য্যমদে আমি এমনই অন্ধ যে, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বৈষ্ণবকে বাঁধ্‌তে আদেশ দিলাম ! হায়, আমি ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে অন্যায় কর্ম্ম কর্‌লাম ! হে খোদা, আমি কি কর্‌লাম ! আমি কি কর্‌লাম !!

(প্রস্থান)　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন।
সানন্দসচ্চিদ্ভাব না হয় প্রবীণ॥
ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট।
ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট॥৫৮॥
নবদ্বীপে স্থাবর-জঙ্গমে যেই দিন।
সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন॥
সেই দিন রাধাকান্তসেবা যোগ্যরূপ।
লভে জীব ব্রজধামে অতি অপরূপ॥৫৯॥
নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার।
সকল বিভব আর সর্ব্বধর্ম্মসার॥
সকল ভজন-সার সর্ব্বসিদ্ধি-ফল।
সকল মাধুর্য্য-সার বিহার নির্ম্মল॥ ৬০॥
কবে আমি নবখণ্ডে লোকধর্ম্ম ত্যজি।
মহাপ্রেম-মাধ্বী-রসে নিরন্তর মজি॥
গাহিব হাসিব আর ভূমিতে লুটিব।
দৌড়িব কাঁদিব পড়ি মূর্চ্ছিত হইব॥ ৬১॥
গৌরস্থলে লোকধর্ম্ম গেহ দেহ ভুলি।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে কুতূহলী॥
উন্মদ প্রেমেতে মত্ত গ্রহগ্রস্ত মত।
বিচরিব কত দিনে করি ধামব্রত॥ ৬২॥
কৃপামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-অনুসারে।
হরেকৃষ্ণ রামনাম সিদ্ধ মন্ত্রাক্ষরে॥
মহাশ্চর্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে বা কৃতার্থ হব এ গৌরস্থলীতে॥ ৬৩॥
ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষষণ্ড নানামত।
পুরট স্ফটিক পদ্মরাগ-বিনির্ম্মিত॥
রত্নবেদী যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ।

শুক পীক ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন ॥
পদ্মপুষ্প-সুশোভিত নানা সরোবর।
সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর ॥
সেইধাম-ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া।
বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া ॥ ৬৪ ॥
মধ্যদ্বীপে স্বরাটাখ্য পর্ব্বতের পাশে।
কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাসমণ্ডল দেখিয়া।
প্রেমপূর্ণ হব আমি সুকৃতি স্মরিয়া ॥ ৬৫ ॥
অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর ॥
রাধাভাব-দ্যুতি-মাখা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে ॥ ৬৬ ॥
মস্তক নোয়ায়ে নমি শ্রীগোদ্রুমবন।
বাক্য সদা শ্রীগোদ্রুম করিয়ে কীর্ত্তন ॥
সূক্ষ্ম বুদ্ধিযোগ স্মরি শ্রীগোদ্রুম ধাম।
গোদ্রুম ছাড়িয়া মোর অন্য নাই কাম ॥ ৬৭ ॥
রাধাকান্ত রতিকন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন।
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণের জীবন ॥
সেই সব ভক্তজন চরণের ধূলি।
আশামাত্র আশা করি বাস গৌরস্থলী ॥ ৬৮ ॥
নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে সুশোভিত।
নানা সরোবর-বাপী-তড়াগ-মণ্ডিত ॥
নানা গুল্ম-লতাদ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত।
নানাজাতি খগ-মৃগদ্বারা উল্লসিত ॥
অনেক বিহারস্থল জ্যোতির্ম্ময় ধামে।
কবে আমি গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে ॥ ৬৯ ॥

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আউলাদি মত কি শুদ্ধ

(পত্র-মীমাংসা)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এ তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥

এই তেরটীর পরিচয় বিশেষভাবে বিস্তারিতরূপে জানিবার একান্ত লালসা। বিশদভাবে জানাইয়া বাধিত করিলে উপকৃত হইব।

'তোতা কহে'—এ 'তোতা' কে? তাঁহার জীবনী জানিতে ইচ্ছা করি। ইনি কি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়-বর্জ্জিত? তাঁহার বাক্য কি বেদবাক্যের ন্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবশ্যই প্রতিপাল্য? যদি আমার উপরি উক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে। ইতি—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী

* * * দত্ত

শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর

অসমোর্দ্ধ পুরুষোত্তম ভগবান্ শক্তিমতত্ত্ব; শক্তি—তাঁহার আশ্রিত। সেই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ,—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি এবং অতি উপাদেয়রূপে ভগবানের নিত্য আশ্রিতা। তদ্বিপরীত মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তিরও শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সেই মায়াশক্তি গর্হিতভাবে পূর্ণপুরুষ ভগবানেই আশ্রিত। ইহাই প্রমাণ চূড়ামণি বিদ্বদনুভব-স্বরূপ বাদরায়ণের সমাধিলব্ধ প্রত্যক্ষ এবং চতুঃশ্লোকীর "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" শব্দ-প্রমাণদ্বারা সমর্থিত। অতএব যেখানে যেখানে শ্রীভগবানের স্বরূপ বা তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইখানেই সম্যক্-প্রণিহিত অমলচিত্ত বিদ্বদ্‌গণ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করেন। ভক্তিযোগ

প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে ভগবানে সমাহিত না হইলে, কেহই স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত পূর্ণপুরুষ এবং অপকর্ষ-ভাবে তদধীনা বহিরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। শ্রীনারদোপদিষ্ট ব্যাসদেব সমাধিযোগে ভগবৎ স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তিযোগী ব্যাসানুগগণও তাহা দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু অপরে পারেন না; যেমন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে যে ভূত আক্রমণ করিয়াছে, ইহা কিঞ্চিৎ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ জীবও বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত থাকিয়া সেই বিমুখবিমোহিনী পিশাচিনীকে চিনিতে পারে না। ব্যাসদেব যেরূপ নারদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মায়ার স্বরূপ জানিবার অভিনয় ও আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মায়াবিমোহিত জীবও মায়ানির্ম্মুক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও সম্যক্ প্রণিহিত হইয়া স্বরূপশক্তিসমন্বিত ভগবান্ ও তদপাশ্রয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন।

উপরি-উক্ত পদ্যে যে তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের নাম দৃষ্ট হয়, তিনি সেই প্রকার ব্যাসানুগ অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের কোন এক মহাপুরুষ। ভক্তিযোগ-প্রভাবে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধীভূত এবং ভগবানে সম্যগ্‌রূপে সমাহিত ছিল; তাই তিনি একদিকে যেমন স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবক ছিলেন, অপরদিকে আবার ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা বিমুখবিমোহিনী মায়ার বিচিত্ররঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ পরদুঃখ-কাতরতা বশে মায়ার নাট্যগুলি পরমার্থ-পথে প্রবেশেচ্ছু জনগণকে জানাইয়া তাঁহাদের সাধন-পথের পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর কার্য্য করিয়াছেন। সর্ব্ব-কালেই মহাজনগণের এইরূপ অযাচিত করুণায় জীবকুল স্নাত হইয়া থাকে! বেদান্তসূত্রে শ্রীব্যাসদেব ভট্টপ্রাভাকর, কণাদ, প্রশস্তপাদ, ক্ষণিকবাদি-বৈভাষিক, শূন্যবাদি-সৌত্রান্তিক, স্যাদ্‌বাদি মাধ্যমিক, বিজ্ঞানবাদি যোগাচার, চারুবাকনিপুণ চার্ব্বাক প্রভৃতি মায়াবৈচিত্র্যরঙ্গবাদিগণের মতবাদসমূহ বেদান্ত অর্থাৎ বৈদিক সনাতনযাজিগণকে জানাইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ব্যাসানুগ-আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরও—

"নামামত-গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥

ব্যাসানুগ মহাত্মা তোতারামও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যাহা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে সকল শ্যামাশস্য

অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ অর্থাৎ সেগুলি যে প্রকৃত ধান্য নহে, তাহা উপরি উক্ত পদ্যে সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলির প্রসারে মহাত্মা তোতারাম-কথিত ত্রয়োদশটী অসৎসঙ্গ আরও বিভিন্ন আকারে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। উপরি উক্ত তেরোটী বিদ্ধমতের বিস্তৃত পরিচয় একটী প্রবন্ধে অসম্ভব। যাহা হউক্, আমরা ক্রমশঃ সংক্ষেপে উহাদের পরিচয় এবং ঐ সকল মতের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। অসৎসঙ্গিগণের কথা আলোচনা করিলে জগতের অধিকাংশ লোকেরই অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। কারণ জগতের অধিকাংশই আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অসৎসঙ্গে পতিত। শ্রীগৌড়ীয় ঐরূপ অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াও লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত আছেন। অসৎসঙ্গের আলোচনায় অনেক অসৎকথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইবে। কারন, তাহা না হইলে অসদ্-ব্যক্তিগণের স্বরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন না। আশা করি, এজন্য আমাদিগকে গৌড়ীয়ের সহিষ্ণু ও সদাশয় পাঠকবর্গ এবং কৃপাময় বৈষ্ণববর্গ ক্ষমা করিবেন।

উপরি-উক্ত তেরটী বিদ্ধ সম্প্রদায়ই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের মতটীই মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতের অনুশীলনকারী। ঐ সকল বিদ্ধমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের ব্যতিরেকভাবে 'পুষ্টি' অর্থাৎ নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে ঐ সকল কদর্য্য বিদ্ধমত বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া পরমোপাদেয় বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের নির্ম্মল সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে সাহায্য করিলেও ঐ সকল মতের সহিত অন্বয়ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সর্ব্বসৎ-সিদ্ধান্তসন্মণির কোনও সম্বন্ধ নাই। উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধমত শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা এবং মনোধর্ম্মের মুক্ত-প্রগ্রহবৃত্তি হইতে উদিত হইয়াছে।

ঐ সকল মতবাদিগণের সকলেই মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আনুকরণিক। সৎসিদ্ধান্তবিৎ শ্রৌতপন্থী সদ্গুরুর অনুসরণে আত্মধর্ম্মানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে বিপরীত ফল ফলে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বা তদনুরূপ অন্যান্য বিদ্ধসম্প্রদায়। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-লেখকগণের দু'একটী শব্দের

কদর্থ ও বিপর্য্যয় করিয়া স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠার্থ প্রযত্ন এবং অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্‌কে মনোধর্ম্মের কারখানায় ফেলিয়া (?) স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে মাপিবার, গড়িবার অসতী প্রবৃত্তি ও রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১। আউল বাদ—'আউল' শব্দটী 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দের পরিণাম। আর্ত্ত, আতুর, কাতর, বিহ্বল প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ। সাহিত্যে প্রেমার্ত্ত, প্রেমাতুর, কামার্ত্ত, কামাতুর, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধাতুর, শোকার্ত্ত, শোকাতুর প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাবনিক ভাষায় 'আউল' শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রথম বুঝায়। শ্রেষ্ঠের অনুগত অবরগণ তাঁহাদের পূজ্যকে বা ভাইকে আউল বলিয়া থাকেন।

সর্ব্ববিধহেয়তাবিবর্জ্জিত সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত চিদ্বিলাস-রাজ্যে নায়ক বা বিষয়ালম্বন একজন; তিনি অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই একমাত্র বিষয়ালম্বনের আশ্রয়ালম্বন অবশিষ্ট সকলেই। সেইরূপ বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে যে স্বাভাবিকী নিরুপাধিকা প্রীতি, তাহাই প্রেম। সেই প্রেমে কোনও প্রকার কামগন্ধ নাই। চিদ্বিলাস-রাজ্যের হেয়-প্রতিফলনস্বরূপ জড়বিলাসরাজ্যে ভোক্তাভিমানী পুরুষের বহুত্ব-হেতু হৈতুককাম-ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতের বিচারে তাহা যতই শুদ্ধ ও উচ্চ হউক না কেন, তথাপি তাহা কৃষ্ণৈকসুখতাৎপর্য্য না হইলে নিশ্চয়ই কামগন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্ব-ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়ালম্বনগণের নিরুপাধিকা প্রীতি সম্পূর্ণ নির্ম্মল; কারণ সেখানে—"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ", "স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।" তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥" অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণ যখন একমাত্র অধোক্ষজ বিষয়ালম্বনের সুখৈককামী হইয়া তাঁহার সেবাতুর হন, তখন যে ব্যাকুলতা, কাতরতা ও বিহ্বলতা, তাহা প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার হৃদ্রোগোত্থ কাতরতার সহিত সমান নহে। বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের জন্য, অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণের যে অপ্রাকৃত সহজ আতুরতা, প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া তাহার অনুকরণ করিতে গিয়াই জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সেই উৎপাত বিভিন্ন আকারে উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। 'আউল' নামক আনুকরণিক সম্প্রদায়টী সেইরূপ উৎপাতপূর্ণ মতবাদের

অন্যতম। এ আনুকরণিক সম্প্রদায় কিরূপভাবে উৎপন্ন হইল, তাহা নিম্নে বিশ্লেষিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দ হইতে 'আউল', 'আউলায়' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ;

যথা—(১) নিত্যানন্দ বলিতে হয় প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥ (চৈঃ চঃ আ ৮।২৩)

(২) ভাগবত পড়িতে প্রেমে **আউলায়** তাঁহার মন।
(চৈঃ চঃ অ ১৩।১২৬)

(৩) মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ-দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর **আউলায়**॥ (চৈঃ চঃ অ ১৪।৫১)

(৪) যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী চিত্ত **আউলায়**। (চৈঃ চঃ অ ১৭।৪৬)

(৫) কাজে নাহিক **আউল**। (চৈঃ চঃ অ ১৯।২১)

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে "আউলায়" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণব-সাহিত্যে 'আউল' শব্দে অপ্রাকৃত, 'প্রেমাতুর', 'প্রেমার্ত্ত', 'প্রেমবিহ্বল', 'প্রেমশিথিল', 'প্রেমপূর্ণ', 'নিষ্কিঞ্চন' প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া থাকে ; ইহাতে কোনপ্রকার হেয়তা বা কামগন্ধযুক্ততা নাই।

মনোধর্ম্মের দ্বারা আত্মবৃত্তির সহজভাব ও তদ্ব্যঞ্জক শুদ্ধশব্দের তাৎপর্য্য ধারণা করিতে অসমর্থ কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর মনগড়া একটী অবৈধ মতবাদ সৃষ্টি করিয়া পরবর্ত্তীকালে তাহাকে 'আউল' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করেন এবং "মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও গোস্বামিগণ সকলেই আউল ছিলেন (কারণ শ্রীচরিতামৃতাদি শাস্ত্রে 'আউল'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)"—এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। এই 'আউল'বাদ সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা-মতেরই ভিন্ন আকার ও ভিন্ন পরিভাষা মাত্র। ইহাদের মধ্যে পুরুষাভিমানি-ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগকে 'প্রকৃতি' বা ভোগ্যা এবং নিজদিগকে 'পুরুষ বা 'ভোক্তা' মনে করে এবং ঐরূপ পুরুষের 'ঢং' বা

অনুকরণ করিয়া অবৈধভাবে বিলাসরত হওয়াকেই 'সাধন' বলে। এক একজন 'আউলে'র সহিত বহু 'প্রকৃতি' থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ নিজস্ত্রী, কেহ বা পরস্ত্রী, বারবনিতা প্রভৃতি। ইহারা নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী ও বারবনিতায় কোন ভেদ করে না। কাহারও সহিত অ-সমন্বয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি ইহারা এত উদার যে, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়। বাউলদের মত আউলগণ দাড়ি গোঁপ রাখে না। ইহারা বলে,—"সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক; অতএব সাধকমাত্রেরই তাহা ত্যাজ্য।" ইঁহারা মনে করেন, "বেদাদিশাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা গুহ্য নহে। তাহাদের মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বেদাতীত, বা বেদ-গুহ্য সুতরাং তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট!"

এই বিদ্ধমতবাদ কোনও শুদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। এই অসৎ মতবাদ মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের অপাশ্রিত হেয়তামাত্র। এই বিদ্ধমত কোন প্রকারেই যে 'বৈষ্ণবমত' বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেনা, তাহা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে,—

(ক) বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই মায়াবাদের বিরোধী; কিন্তু বিচার করিলে জানা যাইবে যে, আউলমত মায়াবাদেরই একটী প্রকার বিশেষ। কারণ বৈষ্ণবমতে আশ্রয়ালম্বনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলে ও বিষয়ালম্বনের বহুত্ব নাই। বিষয় আলম্বন এক অদ্বয়তত্ত্ব; কিন্তু আউল মতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। বহু প্রকৃতির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে বহু পুরুষ স্বীকৃত হয়।

(খ) শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে জীবমাত্রই প্রকৃতি। কিন্তু আউলগণের মনোধর্ম্মীয় মতে জীবের মধ্যে কতকগুলি পুরুষাভিমানী, কতকগুলি প্রকৃতি-অভিমানী।

(গ) আউলগণ বিবর্ত্তবাদী, কারণ তাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া কুণপ বা খোলসকেই 'পুরুষ' বা 'প্রকৃতি' বিচার করিয়া থাকে।

(ঘ) বৈষ্ণবমতে জীব কখনও নিজকে ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি বিচার করে না; কিন্তু 'আউল'গণ সর্ব্ববৈষ্ণব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজদিগকে 'কৃষ্ণ' 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বিচার করিয়া অপরাধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুতরাং আউলমত মায়াবাদেরই অন্যতম।

(ঙ) শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে জীব নিজকে বিষয়ালম্বন জ্ঞান করা দূরে থাকুক, এমন কি জীবের মূল আশ্রয়গণের সহিতও একত্ব-ভাবনা 'মায়াবাদ' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর দুর্গমসঙ্গমনী দ্রষ্টব্য। এমতাবস্থায় আউলমত যে কখনই বৈষ্ণব-মত নহে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি?

(চ) একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম; তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা বা তাঁহার লীলাবিলাসের ঢং বা অনুকরণ মায়াবাদ ও কৃষ্ণ-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(ছ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও তাঁহার এই ঔদার্য্যাবতারে পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদি কার্য্য নাই। অপ্রাকৃত রসাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গোস্বামিগণও কখনও ব্যাভিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডলীলা প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীগৌর বা গৌরপার্ষদগণকে পরবর্ত্তি-কালের মনোধর্ম্মী ভোগপর-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের মূলপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণিত হইবে।

(জ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে কামকথার অবকাশ থাকা দূরে থাকুক, তাহাতে হৈতুক অভিলাষ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে। সেই প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম কখনও ব্যভিচারযুক্ত মত হইতে পারে না। অতএব আউল-মত কখনও মহাপ্রভুর মত নহে।

(ঝ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সাত্বত-শাস্ত্রবিরোধী ও সচ্ছাস্ত্র-বিচারহীন আউলগণের মনোধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

(ঞ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের প্রতি আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি। আর আউলের ধর্ম্ম অক্ষজ রক্তমাংসের পিণ্ডের প্রতি হৈতুক কাম বৃত্তি। একটী অপ্রাকৃত, আর একটি প্রাকৃত। একটী অব্যভিচারী আর একটী হেয়-ব্যভিচারী।

(ট) গোস্বামিগণ বা কোনও রূপানুগ মহাজন আউল মত স্বীকার করেন নাই। *

---

* আমাদের পত্রিকা-অফিসে একজন পত্রিকা পাঠক একটী প্রশ্ন প্রেরণ করেন। আমরা তাহার উত্তর পৃথকভাবে না লিখিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" হইতে অনুরূপ একটী প্রশ্নও তদুত্তর এখানে মুদ্রিত করিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে জানাইব। —সম্পাদক

এখন উপায় কি !

দেখুন, আমি একজন ভক্তপ্রবর ! শাস্ত্রান্তরে "মোর ভক্তের পূজা হয় আমা হ'তে বড়" এই উক্তিটী আমার পক্ষেই প্রযোজ্য। শাস্ত্রকার কিরূপ উদার ও মহান্। সেইজন্যই ত তাঁহারা জীবের কল্যাণসাধন করিতে পারিয়াছেন। শাস্ত্রকার অবৈদিক বা কপট নহেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের প্রতিষ্ঠানেও এই বিষয় লইয়া শ্রীল গুরুদেবের সহিত বহু পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল। মনে পড়ে, সেই সেবার যখন শ্রীল গুরুদেব সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর নাম-গুণ প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন অনার্য্য-কর্ম্মলিপ্ত কোন এক আর্য্য-মিশনের সভাপতির সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল। তাহাতে বেদব্যাসের Authorityই স্থাপিত হয়। আমরা সেই বেদব্যাসের গুরুপ্রণালী ধারায় অবস্থিত। বেদব্যাসের সমতুল্য বিরাট দার্শনিক ভক্তগণ আমাদের এই ধারার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহারা কতই না পণ্ডিত ছিলেন। আহা, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের কি মহিমা ! সমগ্র জগৎ আজ সেই বেদ-বাণী শ্রবণে উন্মুখ ও স্তব্ধ। সবই বর্ত্তমান আছে ও ছিল ; তবে আদর্শ গুরু সেবকের অভাব পূরণের জন্য আমার নামই উল্লেখযোগ্য। তজ্জন্য আমি আমার স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম বিজ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা কেহ ব্যগ্র, ব্যস্ত বা চঞ্চল হইবেন না। ধৈর্য্যই সমস্ত দোষ অপনোদন করিয়া বস্তুসিদ্ধি করাইয়া দেয়।

ইহার পর হইতে আমি প্রত্যহই মনে মনে লঙ্কায় অগ্নিসংযোগ করিতাম—বৈষ্ণবরা ত ভজন প্রয়াসী, আচার্য্যদেব ত কাহারও দোষ দর্শন করিবার সুযোগ পান না ; অতএব আমি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিব। সমস্ত বৈষ্ণবগণকে ইচ্ছানুযায়ী চালনা করিব। আমি যাহা খুসী বৈষ্ণবদের দিয়া তাহাই করাইবার প্রয়াসী হইব। A King can do no wrong"—এ ন্যায় ত আপনাদের জানা আছে। আমি King না হইলেও King-কল্প বলিয়া নিজেকে মনে করি। অতএব আমার ৭০০ খুন ও অপরাধ মাপ হইবে। শুধু তাহাই নহে, আরও ৭ লক্ষ খুনের অনুমতি পাইব—এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই, ইহা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপা না অন্য কিছু। বিমূঢ়ের ন্যায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মদনুগ্রহ-সূচক কৃপাবাণীগুলিকে আমি এইরূপে অপব্যবহার করিবার সুমতি (?) লাভ করিয়া সমগ্র মেশিনকে (!) বিরাটভাবে vibrate (আলোড়ন)

করিয়াছিলাম। বৈষ্ণবগণ কেহই কম নহেন। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" তাঁহারা আমার এই দাপট ও স্বয়ম্ভূ-গোপালগিরি সহ্য করিবে কেন? আমি কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে আমার এই অসহনীয় ক্রিয়া-কলাপগুলিকে জোরপূর্ব্বক সকলের সহনীয় করাইবার চেষ্টা করিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার এই বিক্রম মেশিনের (!) রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রসার লাভ করিল। কি কীর্ত্তন, কি পাঠ, কি বক্তৃতা, কি রন্ধন-পরিবেশনাদি সর্ব্বক্ষেত্রেই আমার মণ্ডলকর্ত্তৃত্ব একপ্রকার প্রবাদের ন্যায় হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় কয়েকটী শাস্ত্রবাণী আমাকে সাহায্য করিল। আমি এই সকল বাণী অহোরাত্র নব বর্ষাগমে উল্লসিত ভেকের ন্যায় উদর স্ফীত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কি শয়নে, সিনানে, রন্ধনে, ভোজনে, জাগরণে, বিচরণে, পরিবেশনে এমন কি উপদেশপ্রদানে সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, যেন 'তে হি নম প্রাণাঃ'। এই সকল বাক্যের গভীরতা উপলব্ধি করা অপেক্ষা তাহাদের Morphology লইয়া টানাটানি করিতে বড়ই ভাল লাগিত। প্রধানতম গুণের মধ্যে আমি রসিকতা বুঝিতে অক্ষম ছিলাম। কোন বাক্যের রসগত মর্ম্মভেদ না করিয়া প্রকাশ্যেই সেই বাক্যকর্ত্তার সহিত কুরুক্ষেত্র বাধাইতাম। রক্ষা, কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র; মৎসরতাপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি বিশুদ্ধ দার্শনিক জগতে নাই।

শীঘ্রই এই অসুর-নিধন-ক্ষেত্রে আমায় বীরত্ব-স্ফূরণের বিবিধ বীজ অঙ্কুরিত হইল। প্রথম অঙ্কুরিত বীজ—প্রবলা আনুকরণিকতা-পীড়ায় মহাজন-বাক্য ব্যবহারে আপনাকে কোনও এক মহাজন বলিয়া ধারণা পোষণ করিতাম। বৈষ্ণবের কোনও দোষদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া চরম মেজাজের সহিত তাঁহার উপর Command দিতাম, "চুপ থাকবেন, বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন নিষেধ—এটা সর্ব্বদাই মনে রাখিবার চেষ্টা করিবেন।" কখনও আন্তরিকতা-হীন কীর্ত্তন-কারীর উপর তড়িদ্ বেগে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝম্প প্রদান করিতাম। কখনও অধিক বিজ্ঞ-জ্ঞানে বৈষ্ণবদের সভায় স্বীয় পাণ্ডিত্য-স্থাপন প্রয়াসী হইয়া প্রবীণ বৈষ্ণবগণের মুখের উপর অযথা অমূলক নানা কথা বলিবার অভ্যাস করিতেছিলাম। কখনও বা আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির মীমাংসায় একমাত্র ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সমকক্ষগণই সমর্থ, অন্যে নহে—এই চিন্তায় ভরপুর ছিলাম। একবার আমি এমনই উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়ি যে, কোনও এক প্রবীণ জীবন্ত মৃদঙ্গের নিকট হিসাব দাখিলের ফতোয়া জারি করি। আমার যে

ঐ বিভাগ বা বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই—ইহা আমার অবিদিত না হইলেও মণ্ডলকর্ত্তৃক পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে শূন্য কলসের ন্যায় অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন-দ্বারা সকলের নিকট হইতে প্রশংসা দাবী করিয়াছিলাম। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট পারদর্শী হইতে পারি নাই।

সময়ে সময়ে নিদারুণ জিহ্বাবেগ আমাকে "ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব" এই মহাজন বাণীর সার্থক প্রয়োগ-ক্ষেত্রের বিচার করিবার অবসর দেয় নাই; ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিচার পরাঙ্মুখ আমার নিকট এই বাণী নির্ব্বিশেষ রূপ ধারণ করায় অনেক বিপদাগমের উপক্রম হইয়াছিল। জিহ্বা-বেগকে কোনও মহাজন পরমেশ্বরের সেবায় নিয়োগ করিবার এক সুযুক্তি দিয়াছিলেন—(জিহ্বা দ্বারা) "প্রসাব সেবা করিলে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।" দর্শনমাত্রই আমি এই সুকৌশলটী অতি সত্বর হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক উক্ত মহাজনের প্রতি পূর্ণাস্থা স্থাপন করিয়া কোন্ এক মহান্ রাজ্যে বিচরণ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলাম। অন্যত্র (ভক্তির) "এক অঙ্গ সাধে কেহ, কেহ বহু অঙ্গ" বাক্য আমার উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত করে। প্রসাদ গ্রহণ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম—ইহা শ্রীরূপগোস্বামিপাদই বলিয়াছেন। তাঁহার অনুগত কে না হইবে? সেদিন আবার আর একটী গীতার বাণী অবলোকন করিলাম—"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাম্ হানিরস্যোপজায়তে।" "অহো ভাগ্যমহোভাগ্যম্" যেন দৃষ্টা লিপিরিয়ম্।

মৎ চিত্তোত্থিত আর একটী সেবা-বুদ্ধির পরিচয় সদ্ভক্তগণের সম্মুখে স্থাপন করিবার ধৃতষ্টা-জন্য প্রথমেই ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অনাদি-অসজ্জনগোষ্ঠী-প্রতিপালিত মাদৃশ অন্ধতমকেও শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য শক্তিবলে তদীয় শ্রীচরণসরোজে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এই বোধ উপলব্ধি হওয়া মাত্রই আকুলান্তিস্বরে সদ্ভক্তচরণে এই সকল পূর্ব্ব-ইতিহাস নিবেদন করিয়াছি। উদ্দেশ্য—আত্মশোধন। স্মৃতিপট হইতে পূর্ব্ব ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি আর কবে আমাকে সেবাসুখাস্বাদন করাইবে! নূতন সেবা-বুদ্ধির মধ্যে একটু-আধটু ভবিষ্যচ্চিন্তা করিতে পারি। ভবিষ্যচ্চিন্তায় সুপাঠকগণের মাদৃশ কাঙ্গালের সার্ত্তি নিবেদন শ্রবণের স্বাভাবিক-ধৈর্য্যহীনতা প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় অধিক অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছি না। হে ভক্তগণ, এখন আমার উপায় কি?

—জনৈক অপরাধী

———

সমিতি-সমাচার

শ্রীদামোদর-ব্রতারম্ভ

গত ৪ঠা কার্ত্তিক, পূর্ণিমা দিবস হইতে সমিতির মূল মঠ ও অন্যান্য শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীদামোদর-ব্রতারম্ভ হয়। চাতুর্ম্মাস্য মধ্যে এই ব্রতের অবস্থিতি হইলেও এই দামোদর মাসে ভোগ-সুখ এবং যে কোন প্রকার বিলাসাদি বিশেষভাবে ত্যাজ্য। এক পাকে প্রস্তুত প্রসাদাদি ভিন্ন শুদ্ধভক্তগণ অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। এই ব্রত-উপলক্ষ্যে সমিতির সকল মঠেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত "দামোদরাষ্টকম্" গীত হইতেছেন। মূল কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গমে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন-প্রসঙ্গ ও সন্ধ্যায় দশমস্কন্ধ ভাগবত হইতে দাম-বন্ধন-লীলা-বর্ণন পাঠ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মহাজন-লিখিত বিবিধ বৈরাগ্যসূচক গীতি ও কীর্ত্তন ভক্তগণের হৃৎকর্ণরসায়ন বিধান করিতেছে। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই দামোদর-ব্রত পালনে এইরূপ সুন্দর ও অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দর্শনে নবদ্বীপ শহর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু অঞ্চল হইতে প্রায় তিনশতাধিক হরিকথা-লুব্ধ ব্যক্তি এবং এতদ্ব্রতযাজী ভক্তবৃন্দ পাঠ কীর্ত্তনের সভায় আগমন করিতেছেন।

ঊর্জ্জাব্রতে কলিকাতায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

কলিকাতার ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ "ভবানী পেপার কনসার্ণ"-এর মালিক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সাহা মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে সমগ্র দামোদর মাস তাঁহার বাটীতে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পরদুঃখদুঃখী শ্রীল গুরুদেব অতঃপর গত ৪ঠা কার্ত্তিক কয়েক জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীসহ তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে (২৭ মায়াদাসী রোড, বেহালা) শুভবিজয় করেন। পরদিন হইতে প্রত্যহ দুইবেলায়ই পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। সকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ঐ বাটীর সম্মুখস্থিত সরকারী ময়দানে নবনির্ম্মিত সভা-মণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন।

সভার প্রথম দিনই শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্বতঃ প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁহার এই ভাষণ মায়িক-যোগে সর্ব্বত্র শব্দায়িত হইলে পরদিন সভামণ্ডপে বহু শ্রোতার আগমন হয়। তিনি ক্রমান্বয়ে 'সদ্গুরু-চরণাশ্রয়-ব্যতীত জীবের অপ্রাকৃতানুভবে অসামর্থ্য', 'বিষ্ণুতত্ত্বই জীবের মোক্ষদাতা, দেবদেবীগণে নহে', আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের Space conquest (গ্রহান্তর জয়) দৃশ্য জগতেরই অঙ্গ বিশেষ - অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত', 'মনোধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি-বাধক' প্রভৃতি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের "নারদ-বসুদেব-সংবাদ" (নবযোগেন্দ্র সংবাদের প্রারম্ভে, শ্রীমদ্-ভাগবত ১১শ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়) পাঠ কালে ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অধ্যাপক-উকীল-শিক্ষক-Bengal Civil service-এর অফিসার প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার বিচার শ্রবণে এই সভায় যোগদান করিতেন।

তাঁহারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের কলিকাতায় প্রচারের এই সংবাদ সংবাদপত্র-সমূহ নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করে—

"যুগান্তর" (৮ই কার্ত্তিক ১৩৭১, ইং ২৫।১০।৬৪) : "অদ্য সন্ধ্যা ৭টায় (শ্রী) গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য (শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান) কেশব মহারাজ ২৭ নং মায়াদাসী রোডের (বেহালা পুলিশ থানার নিকট) সম্মুখস্থ ময়দানে এক ধর্ম্মীয় সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।"

"যুগান্তর" (১০ই কার্ত্তিক ১৩৭১ ইং ২৭।১০।১৯৬৪) : "শ্রীধাম নবদ্বীপের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বেহালা মায়াদাসী রোডে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠও কীর্ত্তন করিতেছেন।

অতঃপর ১৩ই কার্ত্তিক শ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপ ধামে শুভ প্রত্যাগমন করেন। এক্ষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ৭।৮ জন মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থী-সহ সেস্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই এখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। তাঁহার বাণী শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মায়ার কুহক হইতে রক্ষা লাভ করুন—ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

অন্নকূট মহোৎসব

গত ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গো-পূজাও এই মহোৎসবের একটী অঙ্গ ছিল।

ব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীগোপালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং "অন্নকূট" করিয়া সকল মথুরাবাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন—চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিবরণী আছে। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীকে ভোগ নিবেদনের পূর্ব্বে শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্য-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এই অধ্যায়টি উপস্থিত জন-সমুদ্রের নিকট পাঠ করা হয়। প্রায় ৪৫০ প্রকারের বিচিত্র বস্তুর দ্বারা শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর ভোগ হইয়াছিল। ভোগ-সামগ্রী সমগ্র মন্দিরের ভিতরের অংশ পরিপূরিত করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখস্থ মন্দির বারান্দার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত সুসজ্জিত হয়। ভোগ নিবেদনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব এই অপরূপ-দর্শন অধীর জনসমুদ্রের সমক্ষে দর্শনার্থ উন্মুক্ত করেন। সেইদিন রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত আগন্তুক-মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫।৬ হাজার লোক মঠে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে এবং প্রায় ১৫।১৬ হাজার লোক দর্শন করিয়া প্রসাদ গৃহে লইয়াছেন। নবদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রই এই উৎসবে যোগ-দান করিয়াছিলেন। লোকমুখে শোনা যাইতেছিল, এরূপ বিরাট "অন্নকূট"

উৎসব নাকি এ পর্য্যন্ত তাহাদের চক্ষে পড়ে নাই, এমন কি কর্ণ দিয়া দর্শনের সৌভাগ্যও হয় নাই। এসম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণী স্থানাভাবে এবার প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় পরবর্ত্তী আগামী সংখ্যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই উৎসব সমিতির অন্যান্য শাখা মঠে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন এই উৎসব পরিচালনা করিয়াছেন।

মথুরায় প্রায় ১,৫০।৬০ প্রকার ভোগ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে নিবেদন করা হয়। ঐ দিন বহুশত লোক ঐস্থানে বিচিত্র প্রসাদ সেবনে পরিতুষ্ট হন।

চুঁচুড়ায়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ঐতিহ্য লক্ষিত হয়। এস্থানেও প্রায় ১,২০।২৫ প্রকার ভোগ শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে নিবেদিত হয়। প্রায় ৫।৬ শত আহূত, অনাহূত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব

গত ২৯শে কার্ত্তিক উত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাজের তিরোভাব-তিথি সমিতির সকল মঠেই পালিত হন। ঐ দিবস শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের হরিকীর্ত্তন-নাট্য-মন্দিরে সন্ধ্যায় এক মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ বাবাজী মহারাজের অলৌকিক জীবনী পর্য্যালোচনা করেন। বাবাজী মহারাজ কাপট্য-ধর্ম্মান্বিত চণ্ডগণের দণ্ড-স্বরূপ এবং ভগবদ্বৈরাগ্য-ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিগ্রহ। জগৎকে ছলধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিষ্কপট চেষ্টাকালে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে প্রাপ্ত হন। আজ সেই সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় বিশোক ভক্তিসিদ্ধান্ত রাজ্যের সন্ধান পাইয়া ক্ষিতি ধন্যা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী ও শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী—এই দুইজনের নেতৃত্বে দুইটী প্রচার-সঙ্ঘ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া শিলিগুড়িতে মিলিন হন। এক্ষণে একযোগে তাঁহারা শিলিগুড়িতে বিপুলভাবে কৃষ্ণশিক্ষা প্রচার করিতেছেন। প্রচারের অঙ্গ-স্বরূপে তাঁহারা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে সভামণ্ডপে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি করিতেছেন। কখনও সহৃদয় সজ্জন ব্যক্তির গৃহেও তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। এস্থানে প্রচার কার্য্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী মহোদয়গণ বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ { ১০ম সংখ্যা

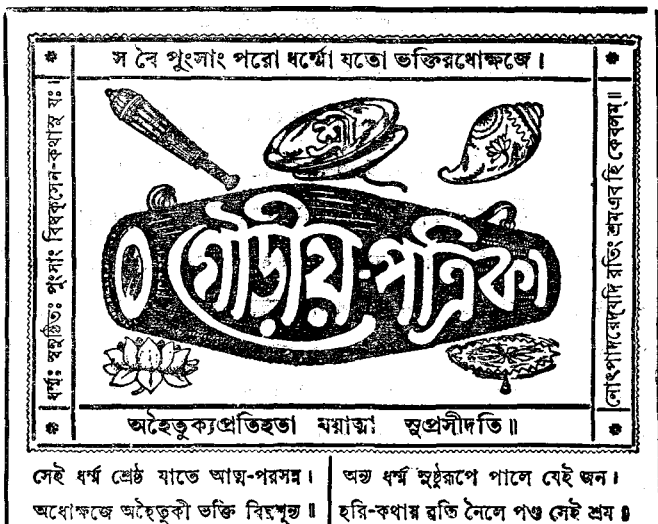


শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)



১৬শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৬ কেশব, ৪৭৮ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ; ইং ১৫।১২।১৯৬৪ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

রাধামাধবমিলিততনু-পুরটসুন্দর গৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসা—

বাণ্যা গদ্গদয়া কদা মধুপতের্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্বুনাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্থলীয়ং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদালম্বে মুহুর্বিহ্বলঃ॥ ৭০॥

কবে আমি গদ্গদবাক্যে মধুপতির নামাবলী সঙ্কীর্ত্তন করিব? কবেই বা অজস্র অশ্রুধারায় তরুতল ভূমি পঙ্কিল করিয়া ফেলিব? অহো! দৃষ্টি ও ভাবনাযোগে হেমহরিন্মণি-কান্তিবিশিষ্ট (পুরটসুন্দর-দ্যুতি) গৌরস্থলীয় যুগল-জ্যোতিঃ (রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরকিশোর) সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন

এবং মুহুর্মুহুঃ বিহ্বল হইয়া আমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুকে আশ্রয় করিব ? ৭০ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥ ৭১ ॥

আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজনা করিব না বা আর অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিব না। জাগ্রদবস্থায় এমন কি স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধাকান্তিবিনোদ-কানন ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করিব না। ইহাই আমার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হউক্ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মাধিপত্য ও সারূপ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম কোটিগুণে শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয়—

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদ-তনুম্।
নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসবভাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহুকৃমিজন্মাপি মনুতে ॥ ৭২ ॥

আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্মার পদবী লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্ষদ-তনুত্বও (অর্থাৎ সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিও) অন্বেষণ করে না, কিন্তু যাঁহারা মধুর প্রেমরসের ভাবে আনন্দিত, সেই সকল ধন্য পুরুষের নিবাস-ভূমি শুদ্ধ নবদ্বীপধামে কৃমিজন্মকেও অতিশয় বহুমানন করে ॥ ৭২ ॥

কোনও প্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য লালসা—

মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি দিনং কিন্নু পরমং
নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জনুষা
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণীপতিতঃ স্যাং কৃতনতি ॥ ৭৩ ॥

আহা! নবদ্বীপে কোন প্রকারেও আমার সংসর্গ ঘটিতে পারে, কিম্বা দূর হইতেও ঐ ধাম দর্শন-পূর্ব্বক ধরণীতে পতিত হইয়া প্রণামপুরঃসরঃ

ইত্যাদি নামকীর্ত্তন-পুরঃসরঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইব ? ৭৬ ॥

গৌরবনে সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা—

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া
বিচরিষ্যামি কদা তলে তরূণাম্ ।
পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভুক্ত্বা
ললিতং তটিনী-জলং পিবামি ॥ ৭৭ ॥

কবে আমি হৈমবতী ভাগীরথীর প্রতি পুলিনপ্রদেশে তরুতলে বিচরণ করিব ? আর কবেই বা সেই সকল বৃক্ষ হইতে পতিত ও গলিত ফল ভক্ষণ করিয়া সুর-তরঙ্গিণীর মধুর বারি পান করিব ? ৭৭ ॥

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-সেবা ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব—

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে ।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

যদি তুমি নববন অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজ-কানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট বহুদূরে অবস্থিত ; যদি তুমি জগন্নাথসুত গৌরের আরাধনা করিয়া থাক, তাহা হইলে ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি মিশ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক, তাহা হইলে এজগতে তোমার গোপেন্দ্রনন্দনের আরাধনাও হয় নাই ॥ ৭৮ ॥

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম—

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ ॥
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চন-ছটো
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দুরাপাং বিতনুতে ॥ ৭৯ ॥

আহা, এই গৌরমণ্ডলে নবদ্বীপ ধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন ; আর শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই (শচীসুত)

শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্যলীলা (ঔদার্য্যলীলা) বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময়—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্যয় ইহ।
নবদ্বীপে গৌর কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত ! তনুতে ॥ ৮০ ॥

অহো ! বৃন্দাবনে 'হরি', 'হরি', 'হরি',—এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে (অর্থাৎ অপরাধনির্ম্মুক্ত হইয়া) জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অপগত হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের (চরণসেবা) প্রাপ্তি ঘটে ; কিন্তু আহা ! এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলুষরাশি অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

গৌরধাম সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত—

নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্ ॥ ৮১ ॥

এই নবদ্বীপে যিনি (অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবোন্মুখ হইয়া) বাস করেন, ব্রজধাম তাঁহার করগত (অর্থাৎ অত্যন্ত সুলভ) ; কিন্তু যাঁহারা অন্যত্র বৃন্দাবন অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিত ॥ ৮১ ॥

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত—

বনঞ্চোপবনং সর্ব্বং শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থিতম্।
ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত সকল বন, উপবন প্রভৃতি গৌরকৃষ্ণলীলা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে সম্মিলিত হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

আমিষ-নিরামিষ

"জিনবাণী" নামক একটি সাময়িক অবৈদিক পত্রস্তম্ভে প্রকাশ যে, নিরামিষাশী বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ জিনবাণী-সম্পাদকের সহিত শ্রাবণের প্রারম্ভেই বাঙ্গালা ও আসামের নানাস্থানে "অহিংসা" প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন।

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত পত্রে নিরামিষ ভক্ষণ প্রচারের জন্য বেতনগ্রাহী প্রচারকের আবশ্যক বলিয়া একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার সেই বিজ্ঞাপনটি পত্রিকা স্তম্ভে কেন প্রকাশিত হয় নাই তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

তবে আমরা পূর্ব্বাচার্য্য ও শ্রেষ্ঠ প্রচারকগণের নির্দ্দেশ ও আচরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি বেতনগ্রাহী কখনও প্রচারক পদবাচ্য হইতে পারেন না। জিনবাণী সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই; কারণ ঐ পত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বহির্ভূত। তবে ঐ পত্রস্তম্ভে যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বে নিরামিষাশী বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতের বিচারের দিক হইতে বিশেষ আপত্তি আছে।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা জিনবাণী সম্পাদক লেখকের নিকট বিশেষ দোষাবহ নহে, একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচরণ বৈষ্ণবোচিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ই বিচার্য্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য শাস্ত্রের পারদর্শিতা লইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা-গ্রন্থ সর্ব্বসম্বাদিনীর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্রীজীবপাদের কথায় বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত বা শ্রীজীবের সৎসিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি এইরূপ আত্মহিংসা বহুল প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তিনি যদি ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই জানিতেন যে উহাতে আদি 'জিন' বা 'তীর্থঙ্কর' ঋষভদেবকে পাষণ্ড-ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঐ ধর্ম্মে, অহিংসা, বৈরাগ্য, তপস্যা, তিতিক্ষা, সংযমাদি যতই সদ্‌গুণাবলী আচরণের কথা উল্লেখ থাকুক্ না শ্রীমদ্ভাগবতের 'হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ'

অর্থাৎ হরিতে অভক্ত মনোধর্ম্মযুক্ত জনের মহদ্‌গুণ কোথায়—এই বিচারে তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতেন।

তিনি না "বৈষ্ণব পণ্ডিত" (?), বৈষ্ণবগ্রন্থের লেখক ও সঙ্কলন কর্ত্তা। তিনি কি কখনও কাত্যায়ন সংহিতা বচন পাঠ করেন নাই?

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন সৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসম্বাসবৈশসম্॥

অর্থাৎ যদি কাহারও পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয় তাহাও ভাল তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

পণ্ডিত মহাশয় হয়ত উত্তরে বলিবেন যে, তিনি কাহারও সঙ্গ করিবার জন্য ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হন নাই, কেবল অহিংসা ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তিনি এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন কারণ বৈষ্ণবধর্ম্মেরও অহিংসা প্রচারের কথা আছে।

তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র বলিবেন যে বৈষ্ণবগণ কখনও আরোহপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহপন্থী। তাঁহারা অক্ষজ জ্ঞানোত্থ মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করেন না। ঐরূপ অহিংসাধর্ম্ম প্রচারের মূল্য অঙ্ককপর্দ্দক সদৃশও নহে। উহার দ্বারা আত্ম-হিংসা ধর্ম্মই প্রচারিত হয়। যেখানে নিত্য ভগবদ্ভক্তি ও নিত্য ভগবানের শরণাগতির কথা নাই তাহা পাষণ্ড মত মাত্র। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২শ)

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশূন্যও সংযত। তাঁহাদের ঐ সকল সদ্‌গুণ কৃত্রিমপথে বাহির হইতে উপার্জ্জন করিতে হয় না। আগে অহিংসা যাজন করিতে করিতে পরে ভক্ত হইব এইরূপ চেষ্টা আরোহবাদী নাস্তিকের চেষ্টা। শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মপ্রচারে কুণ্ঠা যেরূপ জীবহিংসাপদবাচ্য, পাষণ্ড মত প্রচার বা উহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর জীব-হিংসা স্থানীয়।

কেবল কি নিরামিষ ভক্ষণ করিলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন করা হইল? শাস্ত্র বলেন—

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা।

বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, ওষধি বৃক্ষাদি সকলেই চেতন যুক্ত জীব। সুতরাং যিনি নিরামিষাশী বলিয়া অভিমান করেন তিনিও জীবহিংসক।

বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী বা আমিষভোজী নহেন। নিজের প্রীত্যর্থে নিজের দেহপুষ্টির জন্য যাহা কিছু গৃহীত হইবে তাহার দ্বারাই জীবহিংসা হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ কত অসংখ্য জীবহত্যা হইতেছে। জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি একটী জীবও হিংসা করিব না বলিতে পারেন? প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতিপদ বিক্ষেপে অসংখ্য জীবকুল নষ্ট হইতেছে।

বৈষ্ণবগণ বলেন যে ঐরূপ জীবহিংসা বা অহিংসা লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সময় যাপন করা বৃথা। জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ নিজে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অপরকে যাহাতে সর্ব্বজীবপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করা যায় সেইরূপ চেষ্টান্বিত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

সাত্বতশাস্ত্রানুমোদিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদগ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবোদ্দেশ্যে জীবন ধারণ আবশ্যক। মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য ভগবানের নিবেদনযোগ্য বস্তু হইতে পারে না। উহা তামসিক, আসুর প্রকৃতি জনগণের খাদ্য। নিরামিষ বা শাকসব্জিও যদি ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গৃহীত না হয় তাহাতেও যদি প্রাকৃত ভাত ডাল বুদ্ধি থাকে তবে তাহার দ্বারাও জীবহিংসা হইয়া পড়ে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি এই বৈষ্ণব সৎসিদ্ধান্ত অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে একজন আরোহবাদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া এইরূপ আরোহপন্থায় নিরামিষ-ভোজন প্রচারে ব্রতী হইতেন না। মনোধর্ম্মজীবিগণে সকলই সম্ভব। তিনি মাঝে পরচর্চ্চক 'প্রেমপুষ্প' নামক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজের সম্পাদক কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় তাঁহার রচিত গৌর-সমাজ ন্যূনাধিক ছাড়িয়া ছিলেন কিন্তু সাধের গুম্ফ শ্মশ্রু, পুনরায় ধারণ করেন নাই।

মনোধর্ম্মী জগৎ প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রতিভা, আভিজাত্য প্রাচীনতা প্রভৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয় এবং গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া তিলকে তাল করিয়া ফেলে, নিজেরা বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করেন। জগতের বিচারে সেকেন্দর বড়, নেপোলিয়ান বড়, জৈমিনী ও পরাশর খুব বড়। কিন্তু ভাগবতের বিচারে তাহাদের মূল্য অতি অল্প, এমন কি কিছুই নহে। শুদ্ধবৈষ্ণব বড়ই বিরল। জগৎ বৈষ্ণবক্রব অন্যাভিলাষী মনোধর্ম্মী বৈষ্ণব নামে প্রচলিত ব্যক্তির সংখ্যায় পরিপূর্ণ। কোমলশ্রদ্ধ ও বাহির্ম্মুখ জীবগণ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া দুগ্ধভ্রমে চুনগোলা পান করিয়া বঞ্চিত হইতেছেন। *

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

---

* বাংলা ১৩৩১ সালের ২৪শে শ্রাবণ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত শ্রীলসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত "সাময়িক প্রসঙ্গ" শীর্ষক হইতে উদ্ধৃত। —সম্পাদক

প্রশ্নোত্তর

(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—৩০) 10/3

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৩৩৫ পৃষ্ঠার পর।)

৪০। নিরাকার ও চিদাকারের স্বরূপ কি?

"বেদশাস্ত্র-মতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্য। নিরাকার ধর্ম্ম প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ অর্থাৎ জড়ীয় সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাব বিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময় বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িক সত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৬-১৬৭

৪১। সাকার ও নিরাকার উভয় কথাই পরমেশ্বরের প্রতি যুগপৎ সত্য কিরূপে?

"সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সকল ভক্তেরই গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে সাকার, ইহা বলা যাইতে পারে; অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪২। কিরূপে ভগবানের একই কালে সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সাকারত্ব সম্ভব হইতে পারে?

"বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও চিৎ-সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৩। পরমেশ্বর কি জীবকৃত অথবা স্বকৃত বিধি বাধ্য?

"শারীরিক নিয়ম এই যে, একহস্ত পরিমিত দড়িতে এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে, কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধিসকলের বিধাতা; অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৪। পরমেশ্বর কি দেশ-কালের অধীন-তত্ত্ব ?

"Our ideas are constrained by the idea of space and time, but God is above that constraint."

—*The Bhagabata : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

৪৫। কোন্ সময়ে সাকার-নিরাকারের বিবাদ-ভঞ্জন হয় ?

"সাত্বত-তত্ত্ব—সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকার-রূপ বিবাদে সারগ্রাহিগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৬। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব কেন ?

"চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাস-মূর্ত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টি-সংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিন্তার চিদ্ঘনবিগ্রহ পরব্যোমপতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ বিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চান্নটী গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র—ইঁহারা সেই ভগবানের অংশ, গুণ-বিশিষ্ট, জগদ্ব্যাপারে অধিকার-প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতার-বিশেষ ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহু বহু জন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের নিকট কিরূপ ?

"সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকত বৎসল নাম,
ভকত জনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি।"

—শঃ

৪৮। শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় কেন ?

"শ্রীকৃষ্ণ—পরম তত্ত্ব, তাঁ'র লীলা—শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁ'র দূরস্থিতা দাসী।

জীবপ্রতি কৃপা করি'　　লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল-অভিলাষী ॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' ২৮, গীঃ মাঃ

৪৯। পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি?

"বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতি-মতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন 'স ঐক্ষত' (ঐতঃ উঃ—১।১) এই বাক্য-মতে প্রাকৃত শক্তিতে যিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে সময় প্রাকৃত-মন-নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে-মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নেত্র-মন ছিল,—ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৪৩-১৪৮

৫০। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-বিচার কিরূপ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব,—না আপেক্ষিক?

"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই বা কাহারা? অঙ্গী তাহাকেই বলি যাহাতে অঙ্গগুলি ন্যস্ত থাকে; যথা, বৃক্ষ—অঙ্গী, তাহার ডালপালা—অঙ্গ; শরীর—অঙ্গী, হস্ত-পদাদি—অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ-স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ—এই তিনটি অঙ্গ; যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণ-রূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নয়। নির্ব্বিকার-জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-কান্তি। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব ন'ন —শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশগুণ স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব নয়,—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত "নবদ্বীপ শতকম্"-
এর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পদ্যানুবাদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৩৪৭ পৃষ্ঠার পর)

গদ্গদ বচনে কবে গাব কৃষ্ণনাম।
নয়নধারায় আর্দ্র করিব তদ্ধাম ॥
ভাবেতে হেরিব সে যুগল জ্যোতি।
হেম-হিরণ্মণি-ছবি স্তম্ভিস্বলমতি ॥ ৭০ ॥
রাধাকান্তিবিনোদ কানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব, না করিব ধ্যান ॥
জাগ্রতে স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব কভু ইথে দৃঢ় মম মন ॥ ৭১ ॥
মন নাহি চাহে সত্যলোকে ব্রহ্মপদ।
বৈকুণ্ঠে পার্ষদ দেহ মুক্তির সম্পদ ॥
নবদ্বীপে বিশুদ্ধ মধুর ভক্তজন।
গৃহে কৃমি জন্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ ॥ ৭২ ॥
হেন দিন কবে মোর উদিবে গগনে।
যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে ॥
দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী উপরি ॥ ৭৩ ॥
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার ॥
সে ধাম বাসের ইচ্ছা যদ্যপিও নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥ ৭৪ ॥
অচৈতন্য প্রায় বিশ্ব, সর্ব্বজ্ঞ যে জনে।
সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনে ॥
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়।
ভক্তজনমাত্র জানে সদ্গুরু-কৃপায় ॥ ৭৫ ॥
কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে।
'হরেরাম হরেকৃষ্ণ' বলি উচ্চৈঃস্বরে ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন।
পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল চরণ ॥ ৭৬ ॥
জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে।
বিচরিব আমি কবে 'হরি' 'হরি' বলে ॥
পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ।
ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥ ৭৭ ॥
সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥
যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন ॥ ৭৮ ॥
এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন।
শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই নন্দসুত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত।
ব্রজের দুর্ল্লভ লীলা করিল বিহিত ॥ ৭৯ ॥
বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে-হরি হরি।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী ॥
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি অপরাধচয়।
পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ ৮০ ॥
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি।
করস্থিত ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি ॥
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান।
মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ ॥ ৮১ ॥
বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন।
শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥
নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে।
গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥ ৮২ ॥

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—৩০)

শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীভগবান্‌কে পরমতত্ত্বরূপে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার শক্তিদ্বয় নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রথমা শক্তি শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম উপাস্যা, শ্রীভগবানের আত্মভূতা ; আর দ্বিতীয়-শক্তি জগৎরূপে পরিণতা মায়ালক্ষণা-শক্তি। পূর্ব্বোক্ত স্বরূপভূতা শক্তিতে লক্ষ্মী-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনামে বিখ্যাত, সুতরাং তাঁহার স্বরূপশক্তি কি নামে প্রসিদ্ধা তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

মথুরা, দ্বারকাপুরীতে সেই শক্তির 'মহিষী' আখ্যা। তাপনী শ্রুতিতে শ্রীরুক্মিণীদেবীর স্থিতির উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে শিবগৌরী-সংবাদে প্রভাস-খণ্ডে গোপ্যাদির মাহাত্ম্যে দেখা যায়—পূর্ব্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ছাপান্ন কোটিসংখ্যক যাদব এবং ষোড়শ সহস্র গোপী সমাগত হইয়াছিলেন। একলক্ষ ষাট হাজার শ্রীকৃষ্ণপুত্রও আসিয়াছিলেন। হে মহাদেবি বিদ্যারূপিণী যে ষোড়শ গোপী আছেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর—

লম্বিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদয়া, ভীষণী, নন্দিনী, শোকা, সুবিমলা, ক্ষরা, শুভদা, শোভনা, পুণ্যা, হংসশীতা ও মালিনী। প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র কলাসকলে সঞ্চরণ করে। এই যে গোপীরূপা ষোড়শ কলার কথা বলিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সহস্রসংখ্যক ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমাকে জ্ঞান সম্ভব রহস্য বলিলাম। যিনি ইহা অবগত আছেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন।

এস্থলে গোপী অর্থে রাজ্ঞী। নাম-লিঙ্গানুশাসনে গোপ অর্থে ভূপ, গোপের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী বলিয়া ভূপের পত্নী রাজ্ঞী। লম্বিনী অবতার শক্তি। হংসশীতা—হংস এব জনার্দ্দনঃ অর্থাৎ হংস অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শীতা—শীতলকারিণী, আনন্দদায়িনী। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ররূপ, শক্তিসকল কলারূপা। প্রথমে পঞ্চদশ শক্তির কথা বলিয়া অন্তিমে মালিনীর নামোল্লেখ। মালিনী সম্পূর্ণ মণ্ডলা। ইনি কলাশক্তির সমষ্টিরূপা। এই ষোড়শ শক্তি বিদ্যারূপা।

ক্রূরা, ভীষণী ও শোকা নামের সার্থকতা কিরূপে হয়? তদুত্তর—'মল্ল-গণের অশনি', 'ভোজপতির মৃত্যুস্বরূপ' এবং 'অসদ্‌গণের শাসনকর্ত্তা' ইত্যাদি

বাক্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কংসবিনাশকত্ব ও অসৎ শাসকত্ব বিশেষণ প্রতিপাদিত হয় তদ্রূপ শক্তিগণের নামেরও নিরুক্তি (অর্থ) উপপন্ন হয়। আনন্দরূপা শক্তি অধিকারিবিশেষে ক্রূরা ইত্যাদিরূপে প্রতীতা হন। যেমন সূর্য্যরশ্মি যাবতীয় প্রকাশক হইলেও পেচকের নিকট অন্ধকার ব্যক্ত করে, সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি যেমন গৃহকর্ম্ম আচরণ করে, নিজ কামসংপ্লুত অচিন্ত্য শক্তিময় শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ মহিষীগণের সাম্যাতিশয়রহিত গৃহে অবস্থিত হইয়া রমাগণের সহিত রমণ করেন। (ভাঃ ১০ ৫৯।৩২)

রমা—লক্ষ্মীর অংশভূতা, তাঁহারা স্বরূপ শক্তিরূপা বলিয়াই তাঁহাদের সহিত রমণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরমানন্দ-শক্তিবৃত্তি-বিশেষোদয়রূপ প্রেম-বিশেষ-স্বরূপ যে-কাম তদ্দ্বারা সংপ্লুত—ব্যাপ্ত; অর্থাৎ ইহা প্রাকৃত কাম নহে—নিজ কাম, নিজজন বিশেষে যে প্রেমবিশেষ তাহাই কাম। ষোড়শ-সহস্র দ্বারকা মহিষীই যখন স্বরূপ শক্তি বলিয়া নিশ্চিত হইলেন তখন অষ্ট পট্টমহিষীর স্বরূপশক্তিত্ব কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে সত্যভামার ভূশক্তিত্ব যমুনার কৃপাশক্তিত্ব পাদ্মোত্তর খণ্ডে দেখা যায়। হরিবংশের সত্যভামার সৌভাগ্যাতিশয়ত্ব ও ভীষ্মকাত্মজা রুক্মিনী দেবীর কুটুম্বাধীশ্বরীত্ব দেখা যায়। স্বয়ং ভগবানের অনুরূপরূপহেতু রুক্মিনীদেবীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব সিদ্ধ—

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥
(ভাঃ ১০।৫২।১৬)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ গোবিন্দ শ্রীর মাত্রা ভীষ্মকরাজতনয়া রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। এস্থলে মাত্রাপদটী উনাদি প্রত্যয় নিষ্পন্ন। তদর্থ অন্তর্ভূত হওয়া। শ্রী-লক্ষ্মী অন্তর্ভুক্তি হন ইঁহাতে, এই অর্থে অধিকরণ বাচ্যে বাহুল্যে ত্রন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন; সুতরাং বৈকুণ্ঠনাথ-প্রেয়সী প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীর অন্তর্ভাবাস্পদ অংশিনী বলিয়া এই রুক্মিণীই সর্ব্বতো-ভাবে পূর্ণা লক্ষ্মী)।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য—

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশ
মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিরণং স্বতভিদ্র মন্ত্যা।
যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৪৩)

অতএব হে জগতের অধীশ্বর, ইহ-পরকালের সর্ব্বাভীষ্টপূরক, ভজন-যোগ্য আত্মা সেই আপনাকে ভজন করিয়াছি। যে আপনাকে ভজন করে, তাহার সংসার সন্তাপ দূর করিয়া তাহাকে আপনি আত্মসাৎ করেন। সংসার-পথে ভ্রমণশীলা আমার যেন আপনার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরেও যেন আপনার চরণসেবা করিতে পারি। এই শ্লোকে তিনি নিত্য প্রেয়সী হইয়াও জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রার্থনাদি বাক্য বলিতেছেন। ইহা তাঁহার দৈন্যোক্তি মাত্র।

বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভক্ত ও ভগবানের অপকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। যে বাক্যে অপকর্ষ ব্যক্ত হয়, সেই বাক্যেই অর্থান্তর দ্বারা উৎকর্ষ খ্যাপন করেন; সুতরাং রুক্মিণীর উক্ত 'স্মৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা—সংসার পথে ভ্রমণ-শীলা' এস্থলেও 'আপনার পদবী অনুসরণ করিয়া ভ্রমণশীলা' ইহাই বাস্তব অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিচিত্র লীলাবিনোদার্থে দেব-মনুষ্যাদিরূপে আবির্ভূত হন ইনিও তদনুরূপ হইয়াই অবতীর্ণা হন। এ বিষয়ে প্রমাণ—

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। (বিষ্ণুপুরাণ)

দেবরূপে লীলাকারী বিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবরূপিণী, আর মনুষ্যরূপে লীলাকারী হরির সঙ্গে মনুষ্যরূপিণী

শ্রীরুক্মিণীরও উক্তি—

যর্হ্যম্ভ বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা। (ভাঃ ১০।৬০।৪৬)

জগতের বৃদ্ধিনিমিত্ত আপনি অতিমাত্র রজঃ (রজোগুণ) অবলম্বন করিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করেন। এই বাক্যে রুক্মিণীদেবী নিজেকে গুণময়ী প্রকৃতি-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ-বর্দ্ধন-জন্য পুরুষ রজোগুণ অঙ্গীকার করিয়া গুণময়ী প্রকৃতিতে নিরীক্ষণ করেন। বাস্তবার্থ—শক্তি-শক্তিমান অভেদ। তজ্জন্য স্বাভাবিক রতি বিদ্যমান থাকিলেও রত্যাখ্যভাবের বৃদ্ধিনিমিত্ত অঙ্গীকৃত রাগাতিশয্যে (রজোঽতিমাত্রায়) যখন আপনি আমাকে নিরীক্ষণ করেন অর্থাৎ ভাবের সহিত অবলোকন করেন, তখন আমাদের প্রতি আপনার পরম অনুগ্রহ প্রকাশ পায়।

রুক্মিণী প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীভগবানের উক্তিতেও দেখা যায়—

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি (ভাঃ ১০।৫৩।২)

আমার চিত্তও রুক্মিণীতে অর্পিত বলিয়া রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। অতএব রুক্মিণীদেবী তাঁহার স্বরূপশক্তি—ইহাই প্রমাণিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অঙ্ক

৩য় দৃশ্য

নগর পথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ।

[১ম নাগরিক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ও ২য় নাগরিক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী]

১ম নাগরিক—জান্‌লে ভায়া, এইবার ঘুঘু ফাঁদে পড়েছে। বাদ্‌শা মন্ত্রীকে যেমন ভালবাসতো, এবার ঠিক তা'র উল্টো হ'য়ে গেছে।

২য় নাগরিক—কেন মন্ত্রীর কি হ'ল?

১ম নাগরিক—তুমি কি কিছুই খবর রাখ না নাকি হে? এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল, তার তুমি কিছুই জান না?

২য় নাগরিক—আরে, আমি নিজের দুঃখ-ধান্ধা করি, না ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই!

১ম নাগরিক—আ-হা, দুঃখ-ধান্ধা কার না আছে?—আমার নেই? তা' বলে খবর-টবর একটু আধটু রাখতে হবে না? শুনেছো, ঐ হিঁদু সন্ন্যাসীটা মুসলমানগুলোকেও দলে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে। ফুলিয়ার যবন হরিদাস ওর শিষ্য হয়ে গেছে। দেশটাকে পাগল করে তুলেছে, মশাই। দবিরখাসটা পাগল হয়ে পালিয়ে গেল; সাকরমল্লিকও পাগল হ'য়ে গেছে—ভুল বক্‌ছে।

২য় নাগরিক—হেঃ-হেঃ, পিপীলিকার পালক উঠে মর্‌বার জন্যে। নইলে হিঁদু-মুসলমান সবাইকেই দলে ভেড়াবার চেষ্টা করে গো! আমাদের বাদ্‌শাকেও তো পাগল করেছিলো!

১ম নাগরিক—আরে না—না; কে বলেছে? বেটার ভারী ক্ষমতা যে, আমাদের বাদ্‌শাকেও পাগল কর্‌বে!

২য় নাগরিক—নইলে বাদ্‌শা সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার বন্ধ করার হুকুম জারী কর্‌বে কেন?

১ম নাগরিক—আরে সেটা করেছিলো ঐ দবিরখাসটা। বাদ্‌শা সাকরমল্লিককে

তার কাজের জন্যে খুব ভালবাসেন। তাই তা'র মনস্তুষ্টির জন্যই ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন। নইলে এবার ভেবে দেখ, সেই সাকর-মল্লিকের কি অবস্থা!

২য় নাগরিক—সাকরমল্লিকের কি হ'য়েছে?

১ম নাগরিক—সে আজ বাদশাহের হুকুমে বন্দী। শত শত সৈন্য গত রাত্রের শেষ প্রহরে তার বাড়ী ঘেরাও করে তা'কে আটক করেছে।

২য় নাগরিক—হেঃ-হেঃ, শয়তানেয় শয়তানি মতলব তা'হলে এবার বাদ্‌শার কাছে ধরা পড়েছে, কেমন?

১ম নাগরিক—আরে অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। ভাই, আল্লার কাছে সূক্ষ্ম বিচার। এবার জব্দ হ'য়েছে।

২য় নাগরিক—না ভাই, তুমি আজ আমায় বড় একটা সুখবর দিয়েছো ওকে শূলে চড়ায় না বাদ্‌শা!

১ম নাগরিক—দাঁড়া, এই তো সবে মাত্র নমুনা দেখা গেছে। হবে বৈকি!

২য় নাগরিক—চল, ব্যাপারটা ভাল করে দেখা যাক্।

১ম নাগরিক—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই চল; কত দূরের জল কত দূরে গড়ায় একবার দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

সনাতনের বাটী

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন—(করযোড়ে) হা প্রভু শচীনন্দন গৌরহরি! আমায় দর্শন দান কর। আমাকে তোমার নিত্য সেবক করে নাও। দাও—দাও প্রভু আমায় শুদ্ধভক্তি। আমি চাই শুধু তোমার চরণকমল সেবা কর্‌তে। প্রভু,—প্রভু!

(হাত জোড় করিয়া প্রণাম।)

[ত্বরিৎ গতিতে ঈশানের প্রবেশ]

ঈশান—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক) প্রভু, বাদ্‌শাহের একশ সৈন্য এসে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করেছে। আপনাকে আটক-বন্দী করেছেন বাদ্‌শা।

সনাতন—(মৃদু হাসিয়া) আমায় আটক করেছেন বাদ্‌শা ? তার জন্য চিন্তা কি, ঈশান ? গৌরসুন্দরের কৃপা হ'লে আমাকে কেউ আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

ঈশান—আপনি সেই গৌরসুন্দরের কাছে বৃন্দাবনে যাবেন, বলেছিলেন ; তা'র কি ব্যবস্থা হ'ল ?

সনাতন—হ্যাঁ, আমাকে এখনই যেতে হবে, ঈশান। তা' তুমি যে বল্‌ছো বাদ্‌শার একশ সৈন্য আমায় ঘিরে রেখেছে ; তবে আমি কি করে বাড়ীর বাহিরে যাব !

ঈশান—আমিও তো তাই চিন্তা কর্‌ছি, প্রভু।

সনাতন—দেখ ঈশান, ঐ সেনাদলের সৈন্যাধ্যক্ষকে আমার কাছে ডেকে দিতে পার ?

(দণ্ডবৎপূর্ব্বক প্রস্থান)

ঈশান—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখনই তা'কে ডেকে আন্‌ছি।

সনাতন—হা শচীনন্দন, তোমার কৃপা হ'লে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমায় কৃপা করে তোমার কাছে টেনে নাও। আর কষ্ট দিও না নাথ ! ওগো হৃদয়সর্ব্বস্ব, তোমার কাছে আমার যাবার উপায় কর।

[সৈন্যাধ্যক্ষ সহ ঈশানের প্রবেশ]

(ভৃত্য ঈশান তাহার প্রভু সনাতনকে দণ্ডবৎ করিল এবং সৈন্যাধ্যক্ষকে সেলাম করিল।)

সৈন্যাধ্যক্ষ—কি আদেশ, মন্ত্রীবর !

সনাতন—আদেশ নয়, সৈন্যাধ্যক্ষ—এ অনুরোধ ! আজ আর আমি মন্ত্রী নেই। তাই তোমার কাছে একটা প্রার্থনা কর্‌ছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ—কি বল্‌তে চাইছেন, বলুন।

সনাতন— আমার প্রার্থনা,—আমাকে মুক্তি দিতে হবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ—তা' কেমন করে সম্ভব ? —এ যে বাদ্‌শার আদেশ।

সনাতন—তাহলে বাদ্‌শার আদেশ পালন করে তুমি ভৃত্যের কর্ত্তব্য দেখাতে চাও, কেমন ?

সৈন্যাধ্যক্ষ—জি আজ্ঞে !

সনাতন—মনে পড়ে সৈন্যাধ্যক্ষ, একদিন আমিই তোমাকে এই পদে বহাল করেছিলাম। আমিই তোমার মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। আর আজ তোমার দ্বারাই আমি বন্দী—হয়ত সেটা আমার কোন পাপের ফল। আমার উপকারের প্রতিদানে তোমার দ্বারা উপকার পাবার বাসনা আমার নেই—সে প্রত্যাশাও করি না। শুধু আজ মুক্তি পাবার জন্য তোমার সিকট একটু অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্‌ছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ— (নিরুত্তর)

সনাতন—কি হ'ল বন্ধু, তুমি আমায় মুক্তি দিতে রাজী নও? বন্ধু, আমিও রাজভৃত্য। ভৃত্যের প্রতি ভৃত্যের অনুগ্রহ দেখান কি কর্ত্তব্য নয়? যদিও তুমি মোস্লেম—আমি হিন্দু, তথাপি ভাই কার্য্যের খাতিরে আমরা পরস্পর মিত্র। ভাই—বল, মুক্তি দেবে?

সৈন্যাধ্যক্ষ— (নিরুত্তর)।

সনাতন—ভয় নেই,—ভয় নেই বন্ধু, আমি এদেশেই থাক্‌ব না। তোমার চাকুরী ঠিকই বজায় থাক্‌বে। তোমার কোন অনিষ্ট হ'তে দেবো না। আমি দূরে—বহুদূরে চলে যাব, আর এখানে ফির্‌ব না। দেখ ভাই, পার্‌বে—পার্‌বে আমায় মুক্তি দিতে?

সৈন্যাধ্যক্ষ—বল্‌ছেন বটে, কিন্তু এ-কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

সনাতন—পার্‌বে, পার্‌বে; চিন্তা করে দেখ সৈন্যাধ্যক্ষ! এই নাও পাঁচ সহস্র মুদ্রা! (মুদ্রা দিলেন ও সৈন্যাধ্যক্ষ তাহা গ্রহণ করিলেন)। এইবার ছেড়ে দাও! এতে তোমার পুণ্য, অর্থ—দুইই লাভ হবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ—আমি আপনাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু বাদ্‌শাকে কি কৈফিয়ৎ দেবো?

সনাতন—সম্রাট্ জিজ্ঞাসা কর্‌লে তাঁকে ব'লো—'সনাতন বাহ্যকৃত্যে গিয়েছিল। নিকটে গঙ্গা দেখে তা'তে ঝাঁপ দেয়; বহু চেষ্টা করেও তা'র নাগাল পাওয়া গেল না!. বেড়ীসমেত গঙ্গার স্রোতে কোথায় যে ডুবে বয়ে গেল!' (সৈন্যাধ্যক্ষের পিঠ চাপড়াইয়া) কোন ভয় নেই বন্ধু! আমি দরবেশ হয়ে মক্কায় চলে যাব। ভাই, তুমি এক জিন্দাপীর, সৌভাগ্যবান্।

(সনাতন অন্তরে বুঝিতে পারিলেন রক্ষক-সৈন্যাধ্যক্ষ এতেও রাজী নয়)

সনাতন—আচ্ছা, এই নাও আবার দুই সহস্র মুদ্রা দিচ্ছি।

[মন্ত্রীবর সৈন্যাধ্যক্ষকে মুদ্রা দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ তাহা হাসিমুখে গ্রহণ করিলেন।]

এইবার—এইবার পার্‌বে! দাও, ছেড়ে দাও। বল ভাই, মুক্তি দিচ্ছ!

(মনে মনে) গৌড়ের প্রধান মন্ত্রী আজ তারই অধীনস্থ এক রাজকর্মচারীর অনুগ্রহপ্রার্থী।

সৈন্যাধ্যক্ষ—হ্যাঁ, আপনার মুক্তি দিচ্ছি। যান এবার একেবারে গুছিয়ে নিন ও সত্বর চলে যান।

সনাতন—বেশ, ধন্যবাদ!

(সনাতনকে সেলামপূর্ব্বক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান)।

ঈশান—প্রভু, তা'হলে কি কি নেবো?

সনাতন—শোন ঈশান, তোমাকে আমি এই বাড়ী আর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি সমস্ত ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এই নিয়ে থাক। আমাকে একটা জীর্ণ কন্থা ও কম্বল এনে দাও।

ঈশান—প্রভু, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আমি এ ধন-সম্পত্তি সব ছেড়ে যেতে রাজি আছি। আমাকে আপনার সঙ্গে নিন্।

সনাতন—তা' হয় না ঈশান, তুমি পার্‌বে না। পথে অনেক কষ্ট পাবে। এখানে থাক, তোমার সুখে দিন চলে যাবে।

ঈশান—এ সুখ স্বর্গসুখ হ'লেও আমি এ-সুখ চাই না। আমি আপনার সঙ্গেই মহাসুখ অনুভব কর্‌ব। আমি না গেলে আপনি বরং পথে কষ্ট পাবেন। আপনার খাওয়া-দাওয়া হবে না। কে আপনার সেবা কর্‌বে, প্রভু?

সনাতন—ঈশান, আমি জাগতিক দুঃখ বরণ করতে সমর্থ। এ মনুষ্য দেহ ক্ষণস্থায়ী। এ মনুষ্য দেহধারণ অপেক্ষাও শ্রীভগবান্ ও তাঁর ভক্তের দর্শন দুর্ল্লভ! শ্রীহরির দর্শন পেলে এই দেহপাতেই তার স্বার্থকতা!

ঈশান—আপনি ন'দের ঠাকুরকে দেখতে পাবেন, আর আমি আপনার এতকাল সেবা করেও কি এমন পুণ্য অর্জ্জন করি নি যা'তে আপনার অনুগামী হ'তে পারি? সেই গৌরহরিকে দেখ্‌বার আমারও বড় সাধ।

সনাতন—যেতে পার্‌বে ঈশান? পথে অনেক বন্য জন্তুর উপদ্রব হবে, হয়ত দস্যুর হাতেও পড়্‌তে হবে। শেষে হয়ত জীবনান্তও হতে পারে। পার্‌বে?···ভয় কর্‌বে না?

ঈশান—আজ্ঞে না, আপনি কৃপা করে আমায় অনুমতি দিন।

সনাতন—বেশ, তবে চল। সঙ্গে কিছু নেবে না,—একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হ'য়ে যেতে হবে। কেবল একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে ও একটি জীর্ণ কন্থা নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমাকেও জীর্ণ কম্বল একখানা এনে দাও।

ঈশান—প্রভু, আপনিও দরবেশের রূপ ধর্‌বেন।

সনাতন—হ্যাঁ ঈশান, ত্যাগেই সুখ—ভোগে সুখ নেই। আপনার জন প্রাণসখার কাছে যাবো, আবার বসন-ভূষনের কি দরকার?

ঈশান—প্রভু, তাহ'লে আমি জীর্ণ কম্বলখানা ও কন্থটা নিয়ে আসি।

সনাতন—যাও। বেশী দেরী ক'রো না।

ঈশান—জি আজ্ঞে। (প্রস্থান)

সনাতন—তাইতো, ঈশানকে তো সঙ্গে যেতে আদেশ দিলাম। ও পার্‌বে তো? একেবারে নাছোড়বান্দা! কিছুতেই আমায় ছাড়্‌তে রাজী নয়! কি করি—,আবার একটা সেঁথো জুট্‌লো। কৃপাময় গৌরসুন্দর, আমার উপর তোমার অহৈতুকী কৃপাকণা আমি স্পষ্ট অনুভব কর্‌ছি। তোমার কৃপা-ব্যতীত এ বন্ধন হতে মুক্ত হবার উপায় ছিল না।

(ঈশানের আসিতে দেরী হওয়ায় বিশেষ চিন্তিত হৃদয়ে)

অনেক দেরী হচ্ছে তো···ঈশান এখনও পৌঁছাল না। তবে সে কি কর্‌ছে! ঈশান,—ঈশান, ও ঈশান!··· (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

গুপ্ত বৃন্দাবন

এই সেই গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপ ভূমি, কলিজীবের একমাত্র ত্রাতা। আহা ইহার শোভা কিরূপ হৃদয়-মনোহারিনী! কোথাও বিচিত্র কুসুমাকর গর্ব্বিত লতারাজি; কোথাও সমুন্নত অটবীমণ্ডিত মনোরম বিটপীশ্রেণী; আবার কোথাও মৃদুমন্দ মরুৎ-সঞ্চালিত প্রস্ফুটিত সুরভিত পুষ্পনিচয়।

অন্তর্দ্বীপ

সৌভগ নরকুল-মঙ্গল-বিধায়ক বৈকুণ্ঠবার্ত্তা-বিতরণ অন্তর্দ্বীপ ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর এই বৃন্দাবনেরই অন্তরস্থলে বিরাজিত; আর এই অন্তর্দ্বীপের (স্বতঃস্ফূরিত) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও কীদৃশ চিত্তাকর্ষক। ঐ অদূরে ইতস্ততঃ বিচরণশীল অতীব চঞ্চলা খঞ্জনয়না মৃগীগণ; অন্যত্র মধু আহরণে ব্যাকুলিত ভ্রমর সমূহের সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি। কোথাও বা অদূরে অম্বরচুম্বী মহীরুহারোহী মাধবী-মল্লিকা-মালতী-যূথিকা-শেফালিকাদি প্রসূনবল্লী। অহো ঈদৃশ দর্শন অতীব সুচারু! চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশাখে নবাঙ্কুরিত কিশলয়দল; আর তদধোদেশে স্তূপীকৃত বৃন্তচ্যুত পুরাতন পত্ররাজির বিরহব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাতাসের করুণ রূপ কিরূপ হৃদয়ভেদী। অদূরে শ্রুত—বায়ু সঞ্চালনে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি। ধরণীর ধূলাপর বিলুণ্ঠিত বটবিটপীর বিলম্বিত শিরোজটা হরের জটার ন্যায় এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সূচনা করিতেছে; আর সেই শিরোজটা বিজড়িত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রগামিনী শ্যামাব্রততীর নবদূর্ব্বাদলবৎ স্নিগ্ধ শ্যামলরূপে ভুবন মোহিত। তত্রস্থ ঘনশ্যাম-বল্লীর অতিবিস্তীর্ণ লতাজাল ভূধরসম পাদপরাজিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কুঞ্জ রচনায় ব্যস্ত। তথায় বৃক্ষশাখায় সুখে সমাসীন শুকপিকাদি শাখিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের গুনকীর্ত্তনে মত্ত। অন্যত্র নীলাভ সলিল-পরিপূরিত বৈচিত্র্যময় মনোরম সরোবররাজি মধ্যে প্রস্ফুটিত মনোহর পদ্মসকল গন্ধবহের সাহায্যে তাহাদের প্রাণকর্ষী সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিতরণোদ্যত। মনোহর পদ্মকাননে তন্মাধুরীমুগ্ধ রাজহংস-হংসী হৃষ্টচিত্তে বিহারশীল। চিরচৌর্য্যবৃত্তি পোষণকারী মধুকরও এই পদ্মমধু লোভে ধাবমান।

আহা! এই সেই মায়াপুর ধামের চিন্ময় কানন, যথায় নবনটরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জগজ্জীবকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করাইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সেই গৌরাবির্ভাব ভূমি শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ—প্রপঞ্চে উদিত গোলোক। এই চিন্ময়ধাম মায়াপুরেই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ মহাপ্রভু

শ্রীগৌরাঙ্গের নামে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্যরত। কিন্তু হায়! ধামবিরোধী মাৎসর্য্যপরায়ণ গৌড়ীয়দলিত দানবগণের নিকট এই সকল গৌরলীলা-সৌন্দর্য্য বোধগম্য নহে। তাহাদের মাটিয়া চক্ষুতে শ্রীমায়াপুর-ধাম একটী জাগতিক স্থান-বিশেষ।

ধামের চিন্ময়ত্ব বিলুপ্তিবিহীন, ধামদর্শকেরই অভাব। আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়া জানিতে পারি,—

"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

যাবৎকাল না ভগবানের কৃপায় আমরা দিব্যচক্ষু লাভ করিতে পারি, তাবৎকাল শ্রীভগবান্ ও তন্নিত্যধাম আমাদের জ্ঞানের অগোচরীভূত। ভক্ত-হৃদয়বাঞ্ছিত সেই অপ্রাকৃত ধাম অসুরগণের নিকট চিরলুক্কায়িত।

আর ওই সেই বিষ্ণুপাদপদ্মসম্ভূতা ব্রহ্মার কমণ্ডলুধৃতা মাতঃ সুরধ্বনি জগজ্জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অদ্যাদি বিদ্যমানা। আহা! মাতা সুরধুনীতটে কত শত পুষ্পকানন! কত শ্যামল-বনানী! কত সুন্দর ফলময় পাদপশ্রেণী, রাশি রাশি কত বিহগ-বিহগী—ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম।

এই অন্তর্দ্বীপ,—মায়াপুরই প্রাচীন নদীয়া নগরী। যখন আমাদের জীবনের জীবন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই নদীয়ায় অবস্থান করিতেন, তখন নদীয়ার ঘাটে ঘাটে সহস্র সহস্র লোকে স্নান এবং সন্ধ্যা-পূজাদি সমাপন করিত; অদ্যাপি সেই ক্রিয়া-কলাপের কোন বিচ্যুতি ঘটে নাই। নদীপ্রবাহ সেই স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। মহাপ্রভুর সময়ে যে ঘাটগুলি বর্ত্তমান ছিল, আজ তাহা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সুরধুনীর গতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নবদ্বীপবাসী সকলেই জীবিতেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক। শ্রীমন্মহাপ্রভু কত মহান্, কত উদার!! তাঁ'র প্রেমধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে কোন্ পাষণ্ডীর না হৃদয় প্রেমে গদ্ গদ হইত। একমাত্র যাহারা নিন্দুক, অধম, পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী তাহাদিগকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রেমবন্যা কদাপি স্পর্শ করে নাই, করিবেও না। মলিনতায় দ্রবীভূতচিত্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সামান্য মানবমাত্র জ্ঞানকারী, পরছিদ্রানুসন্ধানে সিদ্ধহস্তগণ কোন দিনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুবিমল প্রেমধর্ম্মের অনুধাবক হইতে পারিবে না। কোকিল কেবল সুমধুর কণ্ঠ সঙ্গীতেই পারদর্শী, ভৃঙ্গ পুষ্পমধু আহরণেই ব্যস্ত—এরা শুধু জড়জগতেরই আনন্দ-

বিধানকারী; কিন্তু মহাপ্রভুর সেবকবৃন্দ তাঁহাদের সেই সুমধুর কণ্ঠকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-গুণগানে, আর সেই মধু আহরণের ব্যস্ততাকে তাঁহাদের পরমারাধ্যতম প্রভুপাদপদ্ম-মকরন্দ অন্বেষণেই নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

নদীয়ার হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে যেথায় সেথায় জীবের পরমমঙ্গলদায়ক এমন মধুমাখা হরিনাম জীবকে আর কেবা কবে দান করিয়াছিল? যে নামের পসরা মাথায় লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাস দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বলিতেন,—"তোমরা কে কোথায় আছ, এস, এস। এমন মধুময়, প্রেমবিধায়ক নাম তোমরা একবার বল, বল, উচ্চৈঃস্বরে একবার বল। তোমাদের ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত হ'য়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে। শিব-বিরিঞ্চিরও দুর্ল্লভ যে-নাম আজ আমাদের মহাপ্রভু তোমাদের কাছে সেই মহামন্ত্রের বিপণী খুলিয়াছেন। ধর, ধর,—ত্বরায় গ্রহণ কর; বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই, এই নাম লইতে কোন বাধা নাই।"

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে,
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

বিপুলভাবে বর্দ্ধিত আজ মহাপ্রভুর সেই **জন্মলীলা-ক্ষেত্র মায়াপুর (নদীয়া) গৌর-বাণী-বিনোদক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর চরণানুচরগণের কীর্ত্তনে ভরপুর**। তারকব্রহ্ম এই হরিনাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। **বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ গৌরবাণীর সেবায় আকুলিতচিত্ত**।

আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরকে অবলম্বন করিয়া দীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের ভববন্ধন-শৃঙ্খল মোচনার্থে এই পূর্ব্বশৈলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যখনই আমাদের প্রাণনাথের কথা আমার চিত্ত-পটে উদিত হয়, তখনই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠে,—

"হইল পাপিষ্ঠ জনম তখন না হইল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥"

অবশ্য ব্যাসাভিন্ন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ; তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় অদ্যাপি যোগদান করিতেছেন। বদ্ধ-জীবের উদ্ধার-মানসে তিনি ঐ প্রকার দৈন্য প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। নদীয়া-নৃপতি বল্লালসেনের ঢিবি এবং চাঁদ কাজীর সমাধি এখনও সেই পুরাতন

স্মৃতি বহন করিতেছে। মহাপ্রভু গাদিগাছা এবং তাহার চর অর্থাৎ গোপ-পল্লীতে গোপবৃন্দের সহিত কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন, কৃষ্ণাবেশে তাহাদের নিকট হইতে ক্ষীর, সর, ছানা, নবনীত ইত্যাদি কত ভক্ষণ করিতেন, সুবর্ণবিহার ও মাজিদা পল্লীতে কত লীলা-বিলাসাদি করিয়াছেন—তাহা বর্ণনাতীত।

মহাপ্রভু কাজীদলনের দিন নদীয়ার সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তনের মহাপ্রকাশ করিয়া সমস্ত নদীয়াবাসীর হিয়া মন্থন করিয়াছিলেন।

কোলদ্বীপ

এই গুপ্তবৃন্দাবনের অন্তর্গত আর একটী দ্বীপ—কুলিয়া। কুলিয়ার অপর নাম কোলদ্বীপ। 'কোল' শব্দ হইতে 'কুলিয়া' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পুরাতনগঞ্জ ও বাবলা আড়ির চড়াসংলগ্ন ভূমিতে কুলিয়াদহ,—কেলেদে নামক একটি স্থানকে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ দেখাইয়া দিতেছেন। আবার কুলিয়ারগঞ্জ কোলেরগঞ্জ, কুলিয়ার ফেরি, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কালিনগর অর্থাৎ কুলিয়া নগর, কোবলা, গদখালির কোল, কাশিমপুর কোল প্রভৃতি নানাস্থান কোলদ্বীপ সম্পর্কীয় বলিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কুলিয়ার পৌরাণিক তথ্য সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা আপনাদের নিকট আমি উদ্ঘাটন করিতেছি। এই নবদ্বীপ ধামে মন্দাকিনী, অলকা সহিত ভাগীরথী এবং গুপ্তভাবে সরস্বতী বিরাজিতা আছেন এবং পশ্চিমদিক হইতে যমুনাসহ ভোগবতী আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। ইহাদের সহিত মহাবেগবতী মানস-গঙ্গাও আসিয়া মিলিতা হইয়াছেন। শাস্ত্রে এই নবদ্বীপধামকে মহামহাপ্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করেন।

পুরাকালে ব্রহ্মা ঋষিগণসহ বেষ্টিত হইয়া এইস্থানে যজ্ঞ করেন; ইহা ব্রহ্ম-সত্রস্থান। এই মহামহিমশালী ধামের যে কোন স্থানে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিলে অন্তিমে তাহার চরমগতি প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ, তাহার গোলোক ধাম প্রাপ্তি হইবে। এই 'কুলিয়া পাহাড়পুর' গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত; ইহার ভূমি পর্ব্বত সমান উচ্চ। শাস্ত্রে এই স্থানকে **'কোলদ্বীপ'** আখ্যা দিয়া থাকেন। তাহার প্রাচীন কারণ এই যে, সত্যযুগে বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার এইস্থানে ব্যাকুলভাবে **বরাহদেবের** উপাসনা করেন। সেই ভক্তিবান্ ব্রাহ্মণ-বাসুদেব পুনঃ পুনঃ শ্রীবরাহদেবের অর্চ্চন করিয়া

প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভো, কবে আপনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন।" বিপ্র কখনও কখনও বরাহদেবের নামেতে কাঁদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হইলে বরাহদেব কৃপাপরবশ হইয়া বাসুদেবকে এইস্থানে দর্শন দান করেন। সেই বরাহ-দেবের শ্রীমূর্ত্তি নানা রত্নময় আভরণে মণ্ডিত, তাঁহার গ্রীবা, নাসা, মুখ ও চক্ষুর্দ্বয় অতিমনোহর এবং পর্ব্বতপ্রমাণ তাঁহার বিশাল উচ্চ বপু। বিপ্র শ্রীবরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ভগবান্ বরাহদেব তখন বিপ্র বাসুদেবকে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ,—আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট, এই নবদ্বীপে আমার বিহার। এই নবদ্বীপ-ধামমণ্ডল অতিশয় পুণ্যতীর্থময় স্থান। ত্রিভুবনে ইহার তুলনা নাই। এইস্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশিত হইয়া হিরণ্যাক্ষ-দৈত্যকে দন্তদ্বারা বিদারণে নাশ করিয়াছিলাম। বরাহদেব আরও বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ কলিকালে এই নবদ্বীপমণ্ডলে মায়াপুর নামক ধামে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া **শ্রীগৌরাঙ্গ** নামে প্রকাশিত হইবেন।" সেই সময় হইতে এই দ্বীপ, কোলদ্বীপ নামে বিখ্যাত। ইহা পর্ব্বতাখ্য দ্বীপ। ভক্তগণ ইহাকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-তুল্য পূজ্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব ইহা ভক্ত্যঙ্গ যাজনের একটি প্রধান ক্ষেত্র।

এই পর্ব্বতাখ্য সৌন্দর্য্যময় মহৈশ্বর্য্যশালী কোলদ্বীপেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর অবস্থিত। মাতা সুরধুনী ইহার পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিতা হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছেন। গঙ্গানদীর তীরে রম্য ভজনীয় পর্ব্বতাখ্য দ্বীপ শোভা পাইতেছে। কলকল নিনাদে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া চলিয়াছে। তরঙ্গরাশি একবার কূলের এদিকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ওদিকে যাইতেছে আবার ও-কূল হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এ-কূলে আসিতেছে। আবার কোথাও ফেনময় তরঙ্গরাশি বর্ত্তুল আকার ধারণ করিয়া সবেগে গমন করিতেছে। অন্যত্র দৃষ্ট হইতেছে,—তীরের পাড় ভাঙ্গিয়া জলের মধ্যে সবেগে পতিত। কোথাও আবার গভীরতা-জন্য গঙ্গা-দেবী গম্ভীরভাবে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকারাশির উপরে চকোর-চকোরী বিচরণ করিতেছে। গঙ্গার তীরে তীরে সারিবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত মনোহর পাদপসকল, প্রসূনরাজি-মণ্ডিত কত শত শত বৃক্ষ-লতাগুল্ম শোভমান!

এই কোলদ্বীপাভ্যন্তরে শত শত উপবনরাজি বিরাজিত, নিত্য যেথায় মন্দির-পূজারীর পুষ্পচয়ন ; তারপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উপবন মধ্যে বিহগ-বিহগীর কূজন, কপোত-কপোতীর নৃত্য ও ভ্রমর-ভ্রমরীর সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি নিত্যারাধ্য বৈকুণ্ঠধাম-রথীন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবার বৈচিত্র্য সাধন করিতে থাকে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মন্দিরের পূজারিগণ মঙ্গল আরত্রিকাদি সমাপনান্তে শ্রীমন্দির-মার্জ্জনান্তর পূজার বাসনপত্রাদি উপস্কার করেন। অনন্তর অংশুমালী কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদেশে অগ্রসর হইতে থাকিলে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারিগণ বিভিন্ন আকৃতির কলসসমূহ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত ধীরে ধীরে সুরধুনীতটে গমন করেন।

গঙ্গাতীরে কত সহস্র সহস্র **গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ**, কত শত শত বৈদিক ব্রাহ্মণ, কত লক্ষ লক্ষ অর্চ্চনকারী—কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তবৃন্দ। তাঁহাদের মুখোদ্গীর্ণ বৈদিক মন্ত্রধ্বনিতে তখন নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটের যে শোভা তাহা অবর্ণনীয়। আবার অন্য ঘাটে সহস্র সহস্র চতুষ্পাঠীর ছাত্র,—কেহ বা বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্যের ছাত্র, কেহ বা শাঙ্কর বেদান্তের ছাত্র। কেহ বা স্মৃতিশাস্ত্রের, কেহ বা ন্যায়-বৈশেষিকের, কেহ বা ব্যাকরণের ছাত্র। অন্য আর এক ঘাটে বিভিন্ন ছাত্রগণ পরস্পর পার্থিব বিদ্যাবিজয়ে মত্ত। এরূপ জড়রসমত্ত ছাত্রাদির বর্ণনা আর কত করিব! তাহাদের বিরাট হুঙ্কার ধ্বনি সেই পুরাতন দিবসের বিশ্ববিজয়ী কেশব-কাশ্মিরীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেশব কাশ্মিরী বহু পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াও সপ্তদশ বর্ষীয় বালক নিমাই-এর নিকট এই গঙ্গাতটেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাজিত হন। ঐ অদূরে সেই লীলার পুনরাভিনয় চলিতেছে। জড়বিদ্যামত্ত ছাত্রগণ **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর** ছাত্রদের নিকট তাহাদের সঙ্কীর্ণ বিদ্যার জাহির করিতে গিয়া লজ্জায় আনতবদন। বিজেতা ছাত্রগণ মানদ-ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সেবকসূত্রে বিজিতগণকে সান্ত্বনা দিতেছেন, "হে ভবপথিক, সামান্য জড়বিদ্যায় পাণ্ডিত্য-প্রয়াসে কোন লাভ নাই। শ্রীল **জীবগোস্বামিপাদ** বিরচিত **'হরিনামামৃত'**-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তোমাদের জ্ঞানের প্রসারতা সাধন কর। ইহা একাধারে দার্শনিক আবার একাধারে ব্যাকরণ ও তত্ত্বগ্রন্থ। **বেদান্তে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদের "গোবিন্দভাষ্য"** পাঠ কর। তোমাদের হৃদয় শঙ্করের শুষ্ক 'নেতি নেতি'-জ্ঞান হইতে উদ্ধার লাভ

করিয়া পরম তৃপ্তি পাইবে। ন্যায়ের ফাঁকি শিক্ষা করিয়া বৃথা কাল হরণ করিও না। আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গদেব অতি অল্প বয়সেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও তাহার বড় বড় ফাঁকি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তোমরা সেই কলিভয়-নাশন শ্রীগৌর-গদাধরের পক্ষ অবলম্বন কর। নবদ্বীপের 'বিদ্যাবিশারদ' বংশ, যাহাদের প্রভাবে তদধ্যুষিত অঞ্চল 'বিদ্যানগরী' নামে অদ্যাপি বিরাজিত। সেই বিদ্যাবিশারদের বংশও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। দৃশ্য জগতের বহিরঙ্গ দর্শনে প্রলুব্ধ হইও না। তবেই তো তোমাদের জীবন সার্থক হইবে।"

কেহ কেহ বা স্নানঘাটে "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ"—ইত্যাদি বেদমন্ত্রে বিষ্কক্সেনের স্তব পাঠ করিতেছেন। এই সকল বিভিন্ন কোলাহলে স্নান-ঘাট মুখরিত।

কত সুন্দর সুন্দর হর্ম্মমালা সারিবদ্ধভাবে **অবস্থিত**; কত বিচিত্র মন্দিরাদি এদিক্ ওদিক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে; আর তন্মধ্যভাগে **সিদ্ধান্তরত্ন*** **প্রকটিত নবধাভক্তির পীঠক নবচূড়া-সমন্বিত** ভুবনাকর্ষী, সুবিশাল, সু উচ্চ **গরুড়ধ্বজ শ্রীমন্দির** যাহার গাত্রোপরি ব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয়-তিলক দূর হইতে পথিককে বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনতচিত্ত করাইতেছে; যাহার শৃঙ্গদেশ হইতে বংশীধ্বনিতে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিশ্বের সু-দূর প্রান্ত হইতে মহাভাগদিগকে **নিত্য-হরি-কীর্ত্তন-মন্দিরে** আহ্বান জানাই-তেছে, যেথায় **শ্রীকেশব-দাস্যে সারস্বত গৌড়ীয়গণ** বিধ্বস্তজীবন ভবরোগিবৃন্দকে বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণে উপযোগী করাইতে সুদর্শন অস্ত্রোপচার করিতেছে; যেথায় অহরহ গগন বিদীর্ণ করিয়া শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি মহাপ্রেমী শ্রীবাসচরণে অপরাধী শ্রীদেবানন্দের ন্যায় কোটী কোটী অপরাধীর অপরাধ ক্ষয় করিতেছে; যেথায় **ধামেশ্বর শ্রীকোল-দেবের** (বরাহদেব) নিত্য আরতি কোলদ্বীপের মহিমা ঘোষণা করিতেছে; যেথায় রাধাচিন্তানিবিষ্ট বিনোদবিহারীর অদ্ভুত শ্বেত-কান্তিধারণ নিগূঢ় ভজনা-নন্দীর দুর্ভেদ্য ভজনরহস্যকেও ভেদ করিয়াছে; যেথায় গৌরবাণী-শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্তে বিশ্ববিলোড়নকারী, ভুবনবিকীর্ত্তিত **বাণীর** সেবায় জগৎ নিমগ্ন। এই কোলদ্বীপেই শ্রীকোলদেবের প্রহরীরূপে বিদ্যমান অসংখ্য ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়

* সিদ্ধান্তরত্ন—সিদ্ধান্তের রত্ন, অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যাঁহাকে 'কৃতিরত্ন' আখ্যা দিয়াছেন।

মঠরাজি, যেথায় সহস্র সহস্র সংশিক্ষার্থিগণকে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব মহাপ্রভুর ভজনসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। স্থানে স্থানে অপসম্প্রদায়গুলি গৌড়ীয়-গগনোদ্ভাসিত সিদ্ধান্ত-ভাস্করের কিরণ-ব্যাপ্তিতে খদ্যোতিকাপ্রায় বিলুপ্ত।

দিবাবসানে নৈশ অন্ধকারে গুপ্তবৃন্দাবন—সমগ্র নবদ্বীপধামমণ্ডলের শোভা আরও মনোহর। নির্ম্মল আকাশে উদিত চন্দ্রের অমিয় কিরণরাশি নবদ্বীপমণ্ডলের মন্দির-প্রস্তরে পতনে চন্দ্রের একত্ব বিনষ্ট হইল। চন্দ্র তখন আর একক রহিল না। মনে হইল, যেন সহস্র সহস্র চন্দ্র মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নৃত্য করিতেছে। ক্রমে একটী একটী করিয়া দীপালোক ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মন্দিরাদিতে ও দীপাবলী প্রজ্জ্বালিত হইল। দীপের ছটায় চতুর্দ্দিক ঝলসিত হইয়া উঠিল। তাহাদের জ্যোতি এমনই প্রবল, মনে হইল যেন শত শত সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যের রশ্মিরাশি মন্দিরাভ্যন্তর অতিক্রম করিয়া বহির্দ্দেশে বিস্ফুরিত হইতেছে। ধূপ-ধূনা-অগুরু-চন্দনের সৌরভে সমগ্র নবদ্বীপধামমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। নিতান্ত নাস্তিকের নিকটও প্রতিভাত হইবে,—স্বর্গের নন্দনকানন কলিপাবন শ্রীগৌরের সেবায় মর্ত্ত্যলোকে এই ভৌম (গুপ্ত) বৃন্দাবনে অবতরণ করিয়াছে। সহসা গগন, পবন, পাতাল ভেদ করিয়া মেঘমন্দ্রস্বরে ঝাঁঝর, কাঁসর, মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল এবং গৌর প্রীতিমূলা বিবিধ সুযন্ত্র-বাদ্যের মধ্য দিয়া সন্ধ্যারতি ধ্বনি—

"জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবীর তটবনে জগমনোলোভা॥
দক্ষিণে নিতাই চাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর॥
* * * *"

উত্থিত হইল। সত্যই প্রতীত হইল,—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার বামপার্শ্বে গদাধর, আর দক্ষিণ পার্শ্বে দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু যেন কৃষ্ণপ্রেমে গদ্‌গদ হইয়া মস্তক ঢুলাইতেছেন। আহা, সে শোভা কি অপরূপ!

অতঃপর পূজারী শ্রীবিগ্রহগণকে ধূপ, পঞ্চদীপ, শঙ্খজল, বসন, পুষ্প, শ্বেত চামর ও ময়ূরপুচ্ছ-খচিত ব্যজনাদি নিবেদন করিলেন। আরত্রিক গীতি স্তব্ধ হইল। পুনরায় কীর্ত্তনযোগে (বিষ্ণু-)মন্দির, তুলসীদেবী

পরিক্রমণ হইল। শাস্ত্রে আছে, বিষ্ণুমন্দির পরিক্রমণ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম ; ইহাতে জীবের ভবব্যাধি দূর হয়। আমিও এইরূপ একটী মন্দির পরিক্রমণে যোগদান করিলাম। পরিক্রমণের পর কেহ 'হা নিতাই, হা গৌর' বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

নবদ্বীপমণ্ডলীর একদিকে যখন এইরূপ গৌরপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন অন্য দিকে চলিতে থাকে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য। স্মার্ত্ত, নিশাচর তান্ত্রিক, কাপালিক, যোগীর দল তখন সুরাপানে বিভোর হইয়া পৈশাচিক লীলায় মত্ত থাকে। প্রদীপের তলায় অন্ধকার চিরকালই বর্ত্তমান। মনে হয়, উহাই প্রদীপের বৈশিষ্ট্য। ধন্য কলি! ধন্য তোমার প্রভাব!! ধন্য তোমার সুকৌশল!!!

আমি আরও কয়েকটী গৌর-মন্দির দর্শন করিলাম। সর্ব্বত্রই তখন সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। নাট্যমন্দির-প্রাঙ্গন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী, রাধারাণী, বৃন্দারাণী ও অনন্ত কোটী বৈষ্ণববৃন্দের জয়ঘোষণায় নিনাদিত হইতেছে। অতঃপর জয়ঘোষণান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীবিগ্রহগণকে দণ্ডবৎ করিয়া বৈষ্ণবগণ পরস্পর একে অন্যকে দণ্ডবৎ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "হে প্রভো, দয়ার অবতার হে বৈষ্ণব ঠাকুর! আমার অপরাধরাশি বিদূরিত করুন। অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবচরণে কত অপরাধ করিয়াছি। আপনাদের কৃপা-ব্যতীত বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্তি পাইবার আমার আর অন্য উপায় নাই। আপনারাই বৈষ্ণব-অপরাধ অপনোদিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে শুদ্ধভক্তি দান করিতে পারেন।" অপর বৈষ্ণব তখন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "প্রভো! আপনারা সকলেই আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবক। অতএব আপনারা সকলেই আমার মান্য। আমার কি শক্তি আছে যে আমি আপনাদিগকে ভক্তি দান করিব!"

আমিও সর্ব্ব বৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলাম। কাকুভরে তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা করিলাম, "হে প্রভু! কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে দেহ-সুখ ভুলিয়া নানা লতা-তরুতলে 'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব। কবে কৃষ্ণ কোলাহলে উন্মত্ত হইয়া পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব ; কবে ধামবাসী জনে প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট কৃপার লেশ মাগিয়া অবধূত বেশ ধারণ করিব ; কবেই বা ধামের স্বরূপ স্ফুরিত হইবে।"

তৎপর শ্রীমন্দিরে নৈশ-ভোগ নিবেদনান্তে বৈষ্ণবগণ সুখে সমাসীন হইয়া জয় ঘোষণা করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমিও বৈষ্ণবদের কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলাম। অনন্তর বৈষ্ণবগণের নিকট রাত্রিযাপনের একটু স্থান প্রার্থনা করিলাম। দয়ার সাগর বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমাকে একটী কুটীরে স্থান দান করিলেন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া আমি এই 'গুপ্ত বৃন্দাবন'—নবদ্বীপধামমণ্ডলের—বিশেষতঃ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর ও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট শ্রীকোলদ্বীপের অলৌকিক বিষয়রাশি চিন্তা করিতে করিতে অভিভূত হইয়া গেলাম। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল; নিদ্রাদেবী আমার চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নাবেশে আরও কত অলৌকিক বস্তু দর্শন করিলাম, তাহা আমার আর স্মৃতিতে নাই।

জনৈক পথচারী

—**শ্রীরামপ্রসাদ রায়** (দেবশর্ম্মা)

শ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ

দাক্ষিণাত্যে কাবেরীর তটে বেলগুঁড়ি-নামক গ্রামে,
বেঙ্কটভট্টের পুত্র জনমে গোপালভট্ট নামে।
ক্রমে সেই শিশু হ'ল বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ-পরিবারে,
তুষ্ট সকলে নেহারি' তাহার ভক্তি ও সদাচারে।

অতি অল্প বয়স যখন শিশুকাল অপগত,
অধ্যয়ন প্রায় হ'ল সমাপ্ত আছে শাস্ত্র-আদি যত।
এলেন একদা শ্রীগৌরাঙ্গ হেরিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র,
মিলিলা সেথায় প্রভুজীর সনে বিপ্র বেঙ্কটভট্ট।

গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে জানা'ল ভট্ট তাঁ'য়,
ভট্ট-প্রীতে তাই ভট্টের গৃহে এলা গোরা স্বেচ্ছায়।
ভট্ট-আলয়ে চাতুর্ম্মাস্য হইল উদ্‌যাপিত,
ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় ব্যস্ত প্রভু অবিরত।

গোপাল তখন সেবিত প্রভুরে নিত্য হর্ষভরে,
কোলে করি' তা'রে প্রভু গৌরাঙ্গ ভাসিতেন আঁখিলোরে।
সঁপিল গোপালে বেঙ্কট ভট্ট প্রভুর রাতুল পা'য়,
সানন্দে প্রভুও গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন তা'য়।

মায়াজালে যা'তে বাঁধিয়া না রাখে ভক্ত-শ্রীগোপালে,
তাহারি উপায় সৃজিলেন তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে।
যাবার সময় কহিলেন প্রভু ডাকি' বেঙ্কট ভট্টে,—
'বিবাহ না দিয়ো, পড়াইয়া মহা পণ্ডিত কোরো পুত্রে।'

—উপদেশ পাই গোপাল ভট্টে সঁপিলেন মনে মনে,
নিত্যকাল সুখে রহুঁ এই মহাপ্রভু-শ্রীচরণে।
পিতামাতা তার গেলা পরলোক সময় অন্তে যবে,
চলিল গোপাল মনের হরষে বৃন্দাবনের পথে।

পিতৃব্য তাহার 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী' নাম নিয়ে,
রহেন এখন বৃন্দাবনেতে প্রভুর শিষ্য হ'য়ে।
ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ন্যাসীবর যিনি মত্ত গৌর-গানে,
ভক্তিসিন্ধু মথি' তিনি নিত্য সেবিছেন ভগবানে।

মিলিল গোপাল তাঁহার সকাশে বৃন্দাবনেতে এসে,
ল'য়ে গেলা তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রে রূপ-সনাতন পাশে।
শুনেছেন তাঁরা গোপালের কথা শ্রীগৌরাঙ্গ-কাছে,
আজি সে গোপালে হেরিয়া তাঁদের হৃদয় আনন্দে নাচে।

জানালেন তাঁরা পত্রে এ কথা নীলাচলে প্রভুজীরে,
জবাবে প্রভুজী লিখিলা তাঁদেরে হরষিত অন্তরে—
'গোপাল ভট্টে জেনো সহোদর, লহ মোর আশীর্ব্বাদ,
পাঠালাম তা'রে স্বকীয় আসন-কৌপীন-বহির্ব্বাস'।

প্রভুর আজ্ঞা হইল পালিত যথাযথ বৃন্দাবনে,
গোস্বামিদ্বয়-সঙ্গে গোপাল রহে শাস্ত্র-সংকলনে।
প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তা সহসা আসিল বৃন্দাবন,
তাঁহার বিরহে ব্যথিত এবে সকল গোস্বামিগণ।

ঘুরিয়া বেড়ায় তীর্থে তীর্থে ভট্ট গোস্বামিপাদ,
সেই তীর্থই হয় পবিত্র যায় যেথা ভক্তরাজ।
ঘুরিতে ঘুরিতে শালগ্রাম শিলা পেয়ে গণ্ডকী নদে,
আপন-ভজন-কুটীরে আনিয়া নিত্য তাঁহারে পূজে।

মথুরার যত ধনীরা তখন কত অলঙ্কার দানে,
সাজান হ'ল তা' বৃন্দাবনের যত বিগ্রহগণে।
সাধ জাগে তবে ভট্টের প্রাণে শালগ্রাম সাজাবারে,
সারা রাতি জাগি' ভট্ট সে তাই উপায় চিন্তা করে।

প্রভাতে আসিয়া হেরিলা ভট্ট উপাস্য শালগ্রাম,
মুরলীবদনে শ্যাম রূপ ধরি' রহে দণ্ডায়মান।
ভট্ট-কুটীরে ভরিল আলোক যেন কোটী সূর্য্যসম,
প্রীত হ'ল সবে নেহারি' শ্যামের মাধুর্য্য অনুপম।

অভিষেক তাঁ'র করিল তখন যত গোস্বামিগণে,
'শ্রীরাধারমণ' নামে আজো তিনি বিরাজেন সে-স্থানে।
দয়ায় আপনি দেখা দেন কভু ভক্তের ভগবান,—
'রাধারমণের' আবির্ভাবই এ'র অপূর্ব্ব প্রমাণ।

ভট্টের এক শিষ্য আছিলা গোপীনাথ দাস নামে,
যা'রে একদা দীক্ষা দে'ছিলা দেববন-নামে স্থানে।
'রাধারমণের অর্চ্চনাভার দিয়া গোপীনাথ-পরে,
হলেন অপ্রকট ভট্ট গোস্বামী জীবের মঙ্গল তরে।

প্রণাম তোমায় গোপাল ভট্ট বৈষ্ণব-দিক্‌পাল,
মহাপ্রভুর সেবক-স্বরূপে কাটাইলে কত কাল।
তব পবিত্র ভাবময় তনু আজো রাজে ব্রজধামে,
তব সেই লীলা করে প্রত্যক্ষ কভু কোন ভাগ্যবানে।

স্বয়ং শ্রীহরি গোরাগুণমণি যাঁহার মহিমা গায়,
সে পুণ্যকথা কহিবার মোর যোগ্যতা কোথা হায়!
প্রার্থনা মোর—কৃপা করি' মোরে দেহ তব পদ-রজ,
মানসে নিয়ত হেরি যেন সেই মধুর ভৌম-ব্রজ।

—শ্রীগোপাল দাস
(বড়বহরকুলি)

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠকুর প্রভুপাদের দুমকা জিলায় বিভিন্নস্থানে প্রচারের সারমর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

বর্ত্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ

(সারসাজোলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

ছেলেবেলা থেকে শোনা যায়, আমরা ভগবানে মিশে যাব। এই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে দার্শনিক জগতে বহু আলোচনা হয়েছে। যদি আমরা ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যাই তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? এ সম্পর্কে গৌড়ীয়গণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্র বলেন,—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবকাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

চারজন বৈষ্ণব-আচার্য্য চারভাবে ভগবানের উপাসনা করেছেন। কেহ বিষ্ণু-উপাসনায় শিবের (রুদ্র), কেহ লক্ষ্মীদেবীর, কেহবা ব্রহ্মা এবং কেহবা সনক-সনাতন-সনন্দ-সনৎকুমার—এই চতুঃসনাদির পন্থা অবলম্বন করেছেন; কারণ, বিষ্ণু ছাড়া আর কেহ মুক্তি দিতে পারেন না। বিষ্ণুই মোক্ষদাতা। ভারতে দ্বাদশটী জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। সে সব স্থানের প্রত্যেক স্থলেই বিষ্ণু-বিগ্রহ আছেন। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরেও বিষ্ণু আছেন। ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের প্রসাদ দ্বারা ভুবনেশ্বর শিবের পূজা করা হয়। এই প্রকারে বিষ্ণুই পৃথিবীতে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য আমাদের দেশে মায়াবাদ প্রচলন করে গেছেন। সেগুলি কেবল অসুরমোহনের জন্যই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

(পদ্মপুরাণ)

(শিব পার্ব্বতীকে বলছেন) "হে দেবি! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র যাহা প্রছন্ন বৌদ্ধবাদ, প্রচার করিব।"

মায়াবাদীরা ঈশ্বরকে 'নিরাকার, নির্ব্বিশেষ' বলে থাকেন। এগুলি দ্বারা নাস্তিকতা বোঝায়। আজকাল শিক্ষিত লোকসমাজ সকলেই সেজন্য নাস্তিক হ'য়ে পড়েছে। আমাদের হিন্দুসমাজ কিন্তু তা কোন দিন বরদাস্ত করেনি। যারা ভগবানের আকার স্বীকার করে না, তারা অস্পৃশ্য। খ্রীষ্টানগণ আমাদের "Idolator" বলে, মুসলমানগণ আমাদিগকে "বুৎপরাস্ত্" বলে। সেজন্য তাদেরকে ঘরে উঠতে দেওয়া হয় না। খ্রীষ্টানরা আমাদের Idolator বলে, কারণ তারা নিরাকারবাদ স্বীকার করে। কোন হিন্দু মুসলমানের সাথে খাওয়া-দাওয়া মনে মনে স্বীকার করবে না, অথচ ধূয়া চলছে, "সব এক"।

হিন্দু-সমাজের একটা পদ্ধতি হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। সেটা হ'ল,—সমাজে সর্ব্বদা দুইটি শ্রেণী,—এক দল ঈশ্বরের আকার স্বীকার করে, আর এক দল তা'র বিরোধিতা করে। কবীর-পন্থী, নানক-পন্থী, আর্য্যসমাজী সকলেই নিরাকারবাদী। এ জন্য তাদের হিন্দুর ঘরে উঠতে দেওয়া হয় না। আর্য্যসমাজীরা বেদের নাম করে দেশে নিরাকারবাদ চালায়। এদের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন। দয়ানন্দ (আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা) ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে 'কোরাণ শরীফ্' পাঠ করেছিল এবং সেই মতের পরিপোষক হয়। এতে পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন,—"তুই অধার্ম্মিক, তোকে ঘরে ঠাঁই দেবো না।" দয়ানন্দ দেখলে, যদি মুসলমানই হ'য়ে থাকি তবে বেদ পড়ে ইসলামী মতকে বেদের নামে চালাব। শেষে বেদ পড়ে সে তাই করল। রামমোহনকেও তাঁর পিতা এইরূপ করেছিলেন।

আমাদের দেশে রবিঠাকুর 'নিরাকার ব্রহ্ম'-বাদী, অর্থাৎ ব্রাহ্ম। তিনি হিন্দুসমাজের বিরোধী ছিলেন, তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিষোদ্গার তাঁর কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। একটা বিষাক্ত বীজ তিনি আমাদের মধ্যে চালিয়ে গেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা বিষাক্ত বীজ তিনি বপন করে গেছেন। তাঁর সব কাব্য অবশ্য পড়ি নি, তবে যেগুলো জানি সেগুলোতে স্পষ্ট করে এই বিষাক্ত বীজের বপন দেখেছি। দেশের আবহাওয়াটা যাচ্ছে কোথায়? এসব না লক্ষ্য করলে আমরা মরব। আমরা সমগ্র ভারত জুড়ে এই কথা বলছি। নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইনি; কিছু সুফল হ'য়েছে। হিন্দুধর্ম্মকে উড়িয়ে দিতে সমগ্র পৃথিবী উঠে পড়ে লেগেছে। এ সম্বন্ধে রবি ঠাকুরকে তাহারা সহযোগী ভাবল।

তাই গত রবি ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিলাতে হৈ হৈ হ'ল। আমাদের সরকারও বহু টাকা খরচ করলেন। তারা ভাবলেন,—এটা একটা Policy।

যারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলবে তাদেরকে একঘরে ক'রে দিন। তাদের বলুন,—তোরা পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় খৃষ্টান বা মুসলমান ছিলি। আমার মতে ঈশ্বরসেবী মাতাল ভাল; তবুও নিরীশ্বর সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভাল নয়।

আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় ২৫০০ বছর প্রচলিত, জৈনধর্ম্মও প্রায় তাই। কিন্তু তা'রা ভারতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মমতও বৌদ্ধদের শূন্যবাদ-প্রায়। Jesus-Christ এই মতটী স্বীকার করে তাঁর মত চালিয়েছেন। ভারতে নেই এমন মত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে তৈরী হয় নি। "Out of nothing everything has been created" মতটী কি যুক্তিসিদ্ধ? Cause and Effect Theory (কার্য্য-কারণবাদ) আলোচনা করুন। বস্তুসত্তা মূল কারণে না থাকলে ফলে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ইট গুঁড়িয়ে তেল হয় না। Potency (সত্তা) Cause (কারণ)-এ না থাকলে বস্তুটী ফলে থাকতে পারে না। সেজন্য বস্তু কখনও নিঃশক্তিক হ'তে পারে না। এটা যুক্তিহীন বিচার। ঈশ্বর নাই বা তাঁর কোন আকার নাই—এটা নাস্তিকের উক্তি।

"World is an accident" (পৃথিবীটা আকস্মিক) -এটা যুক্তিবিরুদ্ধ মত; কারণ When the accident is a frequent feature it must be a law. (আকস্মিক ঘটনা প্রায়শঃ সংঘটিত হলে, সেইটাই একটা নিয়মে পরিণত হয়)। যদি কোন Law বা 'নিয়ম' আবিষ্কার করতে না পারা যায়, তবে সেটা যুক্তির দুর্ব্বলতা। নাস্তিক চার্ব্বাকও এই মতের প্রচারক। সায়ন মাধব তাঁর রচিত "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" পুস্তকে কয়েকটি দার্শনিক মতের উল্লেখ করেছেন। তাঁকে শঙ্করের অবতার বলা হয়। তিনিও এইরূপ মতের পোষক! সেজন্য তাঁর দর্শন Totally failure. Christianity, Mohamedanism ইত্যাদি এই মতের উপর based। এতে নিত্য শান্তি কোন দিন আসেনি। আমরা গৌরব বোধ করছি যে, আমরা হিন্দু। আমাদের মত পৃথিবীতে শান্তি দিবে।

চার্ব্বাক বলে, "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"? এই মতবাদই আমাদের দেশে নাস্তিকতা ও নিরীশ্বরবাদ আনয়ন করে। একটী লোকের

পাঁচটী ছেলে পাঁচ রকম হয় কেন? অযৌক্তিক নাস্তিকগণ বলবে, ওটা accident; বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ বলেন, ওটা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। পাশ্চাত্যের Charles Darwin সাহেব আমাদের এই মতটা কিছুটা নিয়েছেন। তাঁর মত- পশু পক্ষী ইত্যাদি থেকে Gradual development-এ (ক্রমোন্নতিতে) মনুষ্য-জন্ম হয়, মানুষই শ্রেষ্ঠ জন্ম। এই মতটী আমাদের শাস্ত্রের "জলজা নবলক্ষাণি"-শ্লোকটীর প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে তাঁর ভ্রম এই যে,—তিনি মনুষ্য-জন্মের পর আর কোন জন্ম নেই বলেছেন। এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রম। আমরা কিন্তু আমাদের দেশের উদাহরণ হ'তে জানতে পারি—অহল্যা পাষাণী হ'য়েছিলেন; ভরতরাজা হরিণ হ'য়েছিলেন, নলকুবর-মনিগ্রীব যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হ'য়েছিলেন—ইত্যাদি। যদি মনুষ্য-জন্মই শেষ জন্ম তবে সততার আর প্রয়োজন কি? "যতদিন থাক লুটে পুটে খাও, মরার পর ত আর কিছু নেই"—এইরূপ মত তখন অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠে। দেশের শান্তির সাম্যাবস্থা তখন ব্যাহত হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে খুব বিশ্লেষণ করেছেন। সেথায় দেখি, "কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস"।

পূর্ব্বে বর্ণিত অসৎ চিন্তার প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণ—মূলেতে ঈশ্বর বিশ্বাস নাই। পূর্ব্ব জন্ম আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সেথায় কোন একগুঁয়েমি চলবে না যে, ওটা মানি না। ভক্তের গৃহের পশুরও মূল্য আছে; কারণ তারা মহাপ্রসাদ পায়। পরজন্মে তারা ভগবদ্ভক্ত হবে। মহাজন বলেন. "যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজি হবে তাহা"। যোগিগণ হেঁট মুণ্ড ইত্যাদি দ্বারা বহু কষ্টে তপস্যা করে। কিন্তু ফল হয় কি? তারা যা লাভ করে সেটা একটা জড় রহস্য বৈ আর কিছু নয়। প্রসাদে ভোগবুদ্ধি থাক্‌লেও তৎসেবনকারী যোগী অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলদায়ক ফল লাভ করে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটী বুঝ্‌তে পারি না, তথাপিও মঙ্গল হবে। শুধু খেয়ে দেয়ে মরব কেন? পশুরাও ত তাই করে। বেঁচে থাকার জন্যই শুধু খাব নাকি? এতে লাভ কি? মনুষ্য জন্মের Speciality (বিশেষত্ব) পালতেই হবে। ষোল আনা না পারি, এক আনা করব। একেবারে ছাড়ব কেন? কেনইবা আত্মীয় স্বজন, কেনইবা চিন্তা, কেনইবা আমাদের দুঃখ-কষ্ট—সেগুলো আমাদের চিন্তা করা দরকার। "এবাড়ী আমার, এ ছেলে আমার"—ইত্যাদি Provincialism পশুর মধ্যেও আছে। ধর্ম্মচিন্তা পশুর নেই। সেই Speciality আমরা ছাড়ব কেন?

পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন?

(আসনবনিতে প্রদত্ত)

বর্ত্তমান সমাজে আহার, ব্যবহার, শিক্ষা ও আচারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যাঁহারা পিতা, শিক্ষক ও শাসকসজ্জায় সজ্জিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই এই সকল অনাচার, দুরাচার, অসদাচার ও কদাচার বহুল পরিমাণে থাকায় স্ব-স্ব-দোষগোপন-মানসে আরও সকলে যাহাতে এই সকল অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কলির সাহচর্য্যবিধানে অধিকতর যোগ্যতার্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টাই আজকাল 'জীবসেবা' বলিয়া কথিত হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল, "Spare the rod and spoil the child" অর্থাৎ, "সন্তানগণকে বেত্রাঘাত বা কঠোর শাসন না করিলে তাহারা নষ্ট ও অধঃপাতিত হইবে"—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগে যেরূপ "Guru Training"-র (গুরু-ট্রেনিং) ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই প্রকার গৃহস্থ সমাজেও সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার জন্য "Father Training"-র (ফাদার ট্রেনিং) বিশেষ আবশ্যকতা আছে ; কারণ, আজকাল বহু ব্যক্তিকে পিতা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে যে আদর্শের প্রয়োজন, তাহার অত্যন্ত অভাব তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য 'পিতৃত্ব-শিক্ষার' বা কি প্রকারে প্রকৃত পিতা হইতে পারা যায় সেই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি "Spare the rod and spoil the child"। অনুপযুক্ত পিতৃগণ জগতের কোন মঙ্গলই সাধন করিতে পারেন না, উপরন্তু অমঙ্গলই আনয়ন করেন। আর সরকারপক্ষ হইতেই এই "Father Training" শিক্ষালয় খোলা প্রয়োজন; যেহেতু পিতৃগণই সন্তানের Wholetime Guide (সর্ব্বক্ষণ পরিচালক)। (ক্রমশঃ)

— নিজস্ব সংবাদদাতা

ভ্রম-সংশোধন

মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ এই বৎসর আমাদের প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায়" **শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে উপবাসের** পারণের সময় উল্লিখিত হয় নাই। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর পারণ—৩রা ফাল্গুন, ১৩৭১ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা ১৮ মিনিটের মধ্যে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ; ইং ১৫।১২।৬৪

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৮ই ফাল্গুন ১৩৭১, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫, শনিবার **ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব- (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) তিথিপূজা উপলক্ষ্যে** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)** হইতে ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **শুক্রবার** পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **শনিবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৭১ { ১১শ সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৬ নারায়ণ, ৪৭৮ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৭১; ইং ১৪।১।১৯৬৫ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময় ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃতধামে

অপ্রাকৃতলীলার প্রতি নমস্কার—

নমামি তদ্‌গৌদ্রুমচন্দ্রলীলাং
নমামি গৌরস্থলচিদ্বিভূতিম্।
নমামি গৌরাঙ্গপদাশ্রিতাংস্তান্
নমামি গৌরং করুণাবতারম্॥৮৩॥

গৌদ্রুমচন্দ্রলীলা অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেবের লীলাকে নমস্কার এবং গৌরস্থলের যে চিন্ময় বিভূতি, তাঁহাকেও নমস্কার; আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহাদিগকে নমস্কার এবং করুণাবতার গৌরচন্দ্রকেও নমস্কার করিতেছি॥ ৮৩॥

পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি—

হা বিশ্বম্ভর ! হা মহারসময় ! প্রেমিক সম্পন্নিধে !
হা পদ্মসুত ! হা দয়ার্দ্রহৃদয় ! ভ্রষ্টৈকবন্ধূত্তম !
হা সীতেশ্বর ! হা চরাচরপতে ! গৌরাবতীর্ণক্ষম !
হা শ্রীবাসগদাধরেষ্টবিষয় ! ত্বং মে গতিস্ত্বং গতিঃ ॥ ৮৪ ॥

হে বিশ্বম্ভর ! হে মহারসময় ! হে প্রেমসম্পদের একমাত্র আধার ! (শ্রীগৌর !) হে পদ্মাবতী-সুত ! হে দয়ার্দ্রহৃদয় ! হে পতিতের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ! (নিতাই !) হে সীতাপতে ! হে চরাচরপতে ! (বিশ্বের উপাদানান্তর্য্যামিন্‌মহাবিষ্ণো !) হে গৌরাঙ্গদেবের অবতরণক্ষম ! ('গৌর-আনা-ঠাকুর' অদ্বৈত !) হে শ্রীবাস ও গদাধরের অভীষ্ট বিষয় ! (গৌর !) তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি ॥ ৮৪ ॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদ্যের ভাবকান্তিগ্রহণপূর্ব্বক নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ৮৫ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেমসিন্ধুসমুত্থিত হর্ষাদি মধুর অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ "শ্রীনবদ্বীপ"-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি ॥ ৮৫ ॥

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া
সদা যোষিদ্ব্যাঘ্রাত্রসত বিতথাং থুৎকুরু দিবম্ ।
তৃণম্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাৎ গাঙ্গপুলিনে ॥ ৮৬ ॥

বাঘিনী কামিনীসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হও ; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া (কালবিপ্লুত) স্বর্গপদে থুৎকার প্রদান কর, রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন ?—তাহাও ত্যাগ কর ; আর তীর্থপর্য্যটনেই বা কি লাভ ?—তাহা হইতেও বিরত হও। (ঐ দেখ) সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনবদ্বীপে ভাগীরথীর উপকূলে স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমোন্মাদে মত্ত। হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, (যাও, যাও,) তোমরা তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮৬ ॥

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের
শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য—

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুষ্ব ॥ ৮৭ ॥

যদি তোমার সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর ॥ ৮৭ ॥

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শনসৌভাগ্য-লালসা—

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা
জীবাস্তে চ বসন্তি যেঽত্র কৃতিনো গৌরাঙ্গপাদাশ্রিতাঃ।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য ! কৃপানিধান ! তব কিং বীক্ষ্যে সদা বৈভবম্ ॥ ৮৮ ॥

এই সেই ধন্যা গৌড়নগরী (এখনও) পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই ভাগীরথীও তাঁহার মধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয়ে যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, সে সকল জীবও এখানে বাস করিতেছেন ; কিন্তু হরি, হরি ! কোথায়ও ত' তাদৃশ প্রেমোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য ! হা কৃপানিধান ! তোমার সেই বৈভব কি নিত্যকাল দর্শন করিতে পারিব (অর্থাৎ "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥"—এই বাক্যানুসারে তোমার অপ্রাকৃত লীলা নিত্যকাল দর্শন করিবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে) ? ৮৮ ॥

দর্শন-স্পর্শনাদিমাত্রে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য এক-
শ্চিদ্রূপং তং গৌরপীঠং নমামি ॥ ৮৯ ॥

যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, সম্যগ্‌রূপে স্মরণ করিয়া অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের নমস্কার কিম্বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভরস) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীগৌরধামকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥

ধর্ম্মকৃৎ, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত বেদগুহ্য ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব—

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ৯০ ॥

বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-পরিপালন, রাম-নারায়ণ নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব-দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ এবং নিখিল-বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসতি সেবাব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্ল্লভপদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস (ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না ॥ ৯০ ॥

কায়িক, বাচিক ও মানসিক বুদ্ধিজ যাবতীয় সদ্‌গুণগ্রাম গৌরসেবাফলেই লভ্য—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথুথুৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরমালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরধামার্চ্চনে ॥ ৯১ ॥

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধ-রহিত বিষয়গন্ধে

থুথুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌরধামসেবাফলেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অন্য কোটি সাধন-ভজনেও সদ্য নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ।
চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোৎসুকানাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ ॥ ৯২ ॥

(গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণই করুক্, অথবা (আগম-নিগমাদি) কোটি-কোটি-শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক্, (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই); কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবোৎসুকব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

কলিকালে গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যপীঠ যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ ৯৩ ॥

কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যপীঠ শ্রীনবদ্বীপ, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায় যাই? ৯৩ ॥

কলিযুগে বিপন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম—

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোর-
দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটি কদর্থিতস্য
গৌড়ং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৯৪ ॥

আমি কোটি কোটি দুষ্কর্ম্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দ্দম দারুণ-দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ, কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রয়াসজনিত ক্লেশে কাতরচিত্ত এবং

কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন-দ্বারা বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত; (এমত অবস্থায় শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী) শ্রীগৌড় (নবদ্বীপ) ব্যতীত আর কে আজ এই সংসারে আমার (মত বিপন্নের) বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয়দাতা হইবেন? ৯৪ ॥

অযোগ্য ব্যক্তিও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয়ফলে প্রেমসম্পত্তিলাভে অধিকারী—

হা হন্ত! চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
গৌরাঙ্গধাম নিবসন্ ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৯৫ ॥

হায়! হায়! আমার এই অত্যন্ত ঊষর হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমভক্তি-কল্পলতিকার অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়িভাব বা রতি কি প্রকারে হইবে? আশা হয় না, তবে একমাত্র পরমভরসা এই যে, গৌরধামে বাস করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় থাকে না ॥ ৯৫ ॥

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় গৌরধাম—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গপীঠ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্ ॥ ৯৬ ॥

আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ় শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন; কামক্রোধাদি নক্র-মকরসমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে; (আমার এরূপ সঙ্কটে) হে গৌরধাম, কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯৬ ॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ৯৭ ॥

গলিতকাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গাররস-বিগ্রহ লীলাময় কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলম্ভভাবোথ যুগল-লীলাস্মরণ-লালসা—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত-যুগললীলাম্ ব্রজবনে।
স্মরন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্ ॥ ৯৮ ॥

কবে আমি শান্তমনে নবদ্বীপের একপ্রান্তে ব্রজবনে বাস করিয়া শ্রীশচীনন্দনের ভাবোত্থিত (বিপ্রলম্ভভাবোত্থিত) যুগললীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে আত্মোচিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব ? ৯৮ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্ষুঃ চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা—

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকনন্দা-তট-ভুবি
জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং দ্যুতিময়ম্।
পরানন্দং সচ্চিদ্‌ঘনসুরুচিরং দুর্ল্লভতরং
শচীসূনোঃ স্থানং পুলিনভুবি পশ্যামি সহসা ॥ ৯৯ ॥

কবে আমি শোভমান্ গাঙ্গপুলিনে বিচরণ করিতে করিতে জগতে অতুলনীয় দৃশ্য, দীপ্তিশালী, পরমানন্দময়, সচ্চিদ্‌ঘন অর্থাৎ চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-প্রভাব-প্রকটে চিন্ময়ধাম, পরম মনোরম, দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভতর শ্রীজগন্নাথমিশ্রভবন শ্রীশচীনন্দনের স্থান (গৌরপ্রকটস্থলী বা যোগপীঠ), গঙ্গাতীর-ভূমিতে সহসা অবলোকন করিব ? ৯৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপবাসী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামীর ন্যায়, কাশীবাস-গয়াধামান্বেষণ প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশূন্য—

কাশীবাসিনোঽপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো
মুক্তিঃ শুক্তীভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেঽপি ক্ব ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোদ্রুমাদৌ নিবাসঃ ॥ ১০০ ॥

যদি আমার শ্রীগোদ্রুমপ্রমুখ শ্রীনবদ্বীপধামে বাস হয়, তাহা হইলে আমি কাশীবাসিদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম অন্বেষণইবা কি জন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুক্তিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের আর কথা কি? আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়? ১০০ ॥

সুরেশ্বরগণেরও দুর্ল্লভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভার্থ
গৌরধামাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা—

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্ত্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিগণৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্ল্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্ ॥ ১০১ ॥

অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি-দ্বারাও পূর্ব্বে যাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই সেই নিগূঢ়া হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান কর। যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেই সকল (মনোধর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরনগর শ্রীনবদ্বীপধামের শরণ গ্রহণ কর ॥ ১০১ ॥

উপসংহারে গ্রন্থকারের বক্তব্য: শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্যলীলাভূমি—

ধাম্নোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্
কৃত্বাপি ভাষাসমতা সমীহিতা।
গৌরাঙ্গধাম্নো মহিমা বিশেষতঃ
অত্রৈব বাণী বিহিতা ক্বচিৎ পৃথক্ ॥ ১০২ ॥

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনধামের অভেদত্ব-হেতু তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শতক লিখিলেও ভাষার সামঞ্জস্য অভীপ্সিত বুঝিতে হইবে; কিন্তু (ঔদার্য্যলীলাভূমি) নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বিশেষ থাকায় কোন কোন স্থানে পৃথক্‌ভাবেও বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে ॥ ১০২ ॥

সমাপ্তম্

সূত্র-বিদ্বেষ

গ্রাম্য বার্ত্তাবহ পাঠ করিতে আমাদের অভ্যাস বা সময় না থাকিলেও অপরের প্রয়োজন মত আমরা মাঝে মাঝে গ্রাম্য সাহিত্য ও বিলাসী সামাজিকগণের কথা সমাজ-কল্যাণের জন্য বাধ্য হইয়া আলোচনা করি। গ্রাম্য সাহিত্যসঙ্ঘ বা বৃথা প্রজল্পী সাহিত্যিকগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ঘৃণিত কথার সহিত আমাদের মিশিতে যাওয়া উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কেহ বলিতে পারেন, ইহাতে আপনাদের তৃণাদপি-সুনীচ ভাব ও তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হওয়ার ব্যাঘাত করে; কিন্তু আমরা বৈদিক সনাতনধর্ম্মের প্রচারকসূত্রে আত্মধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উপর অনভিজ্ঞের বিদ্রূপ ও ন্যূনাধিক কটাক্ষের প্রশ্রয় দিতে পারি না। যেখানে ফাজ্‌লামি ও বিদ্রূপ মানবকে পৈশাচিক-বিলাসে প্রমত্ত করায়, সেই সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে লোক আমাদিগকে বলে,—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এই নীতি আপনারা স্বীকার করেন না কেন? 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়' এ কথা ত আপনারা জানেন, তাহা হইলে এরূপ সূক্ষ্মচর্ম্মান্বিত হইয়া অসম্ভাষ্য ও অসমালোচ্য-জনগণের মায়িক বিলাস প্রতিরোধ করিতে নিরস্ত হওয়াই ভাল। তদুত্তরে আমরা বলি, আদার ব্যাপারিগণ যখন জাহাজের খবর রাখেন না, তখন নিজের আধুলি পুঁজি লইয়া বড় সওদাগরের কথার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাদের না করাই ভাল।

আর পিপীলিকার ন্যায় শক্তি লইয়া হস্তীর পদতলে পেষিত হইতে যাওয়া অসদৃশ। গ্রাম্য সাহিত্য বা গ্রাম্য সমাজাহিতৈষিগণের গ্রাম্য কথার সহিত প্রকৃতির অতীত অপৌরুষেয় সত্যশ্রবণকারী সামাজিকগণের ব্যবহার আলোচনা করিতে যাওয়া অসীম সাহস ও ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র।

সম্প্রতি "ভারতবর্ষ" নামক একখানি গ্রাম্য সাহিত্যিক সাময়িক পত্রে 'অকাল মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ' নামক একটী প্রবন্ধসম্বন্ধে কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার একটী সমালোচনা প্রকাশ করিতে বলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের গ্রাম্য রসিকগণের সহিত চেষ্টা করিয়া সম্ভাষণ করিতে নাই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরাও সেই বন্ধুকে 'গ্রাম্য প্রবন্ধ লেখক উপেক্ষণীয়'—বলিয়া দিয়াছিলাম। পরে অপর এক বন্ধু আমাদের নিকট একখানা বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষ" দিয়া প্রবন্ধের লিখিত-

বাক্য পাঠ ও সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তৃতীয় বন্ধু পুনরায় ঐ কথা বলায় আমরা বারবার বন্ধুবর্গের বাক্য পরিহার করিয়াও বাধ্য হইয়া তৎপ্রসঙ্গে কয়েকটী কথা লিখিতেছি। বিশেষতঃ আত্মবিদ্‌গণের উপর অযথা আক্রমণ শ্রবণ করিয়া বেদশাস্ত্রানুসারে আমাদিগের তিনটী প্রবৃত্তির যে কোনও একটী গ্রহণ করা আবশ্যক। ভক্তবিদ্বেষী জড়েন্দ্রিয়পর প্রমত্ত ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করাইলে বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা করা হয়। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ শ্রবণ করিয়া নিজ প্রাণ পরিহার করা অথবা চিরদিনের জন্য ঈশ্বরবিশ্বাস রহিত হইয়া নাস্তিক হইয়া যাওয়া। দ্বিতীয় পন্থার প্রথমাংশ আত্মহত্যা, তাহা নিতান্ত ঘৃণ্য। দ্বিতীয়াংশ তদপেক্ষা ঘৃণ্য। প্রথম পন্থার প্রথমাংশে হিংসার পরিচয় আছে, সেই হিংসা সাধারণ-ন্যায় নহে অর্থাৎ মূর্খকে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-বিদ্বেষের বাক্য উচ্চারণ করিতে বাধা দেওয়া; অথবা রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া সমাজের বাসাযোগ্য বিদ্বেষীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা। তৃতীয় পন্থা এই যে, স্থান পরিত্যাগ করা। এই তিনটী পন্থা অবলম্বন করিলেই প্রকৃত আত্মবিৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রাম্য রসপর সাহিত্যিকের কুহক হইতে ও কপট সমাজহিংসীর পরিবর্ত্তনশীলতারূপ অক্ষজজ্ঞান হইতে রক্ষা পান। এই জন্যই দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়।

যেখানে মহতের নিন্দা হয় ব্যক্তিবিশেষ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু আত্মবিৎ জীবে দয়াবিশিষ্ট বলিয়া বিদ্বৎমনুষ্য-সমাজের হিতার্থে সত্য উপস্থাপিত করাও স্বধর্ম্ম বলিয়া জানেন। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের দশটী আজ্ঞার মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য দেশে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে, এমন কি মিথ্যাবাদীর শাস্তি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। মূর্খলোকের বিষয়রোধের অভাবহেতু অথবা আইন বা বিধির অনভিজ্ঞানবশতঃ পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অবসর দেয় না। আমি আইন জানি না বলিলেই অথবা সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হওয়ার পর উহা সর্প নহে বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে দেশবিধি বা আইন অথবা সর্পবিষ আমাকে কর্ম্ম-ফলভোগ হইতে অবসর দিবে না। আমি দেখিতে ভুল করিয়াছি যে আমি মূর্খ—এই কথা বলিয়া অনুতাপ করিলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর ব্যক্তিগত দোষ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত পাপাচরণ বা অসত্যপক্ষাশ্রয় জগতের অনেক অশুভ উৎপন্ন করে। সেজন্য পাপকর্ত্তা ও সাধারণ-লোকের

ভাবী পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ প্রদান সাধুর কর্ত্তব্য। অনায়াসে অনেকে সরল অন্তঃকরণে বলিতে পারেন যে, কুকুরগণ না বুঝিয়া ঘেউ ঘেউ করুক; তাহাতে আপনাদের গাম্ভীর্য্যের অভাব হইবে কেন? আপনারা বৈষ্ণব, সুতরাং সহিষ্ণু। তদুত্তরে আমরা বলি, বৈষ্ণব হইতে না পারায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণবগণই একমাত্র সহিষ্ণু, এ কথা আমরা জানি এবং সেই সহিষ্ণু বৈষ্ণবগণের পাদত্রাণবাহী হইয়া আমরা জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি। যেখানে বৈষ্ণবের জুতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পাদত্রাণ-বিহীন করিবার চেষ্টা, সেই খড়ম্ অপহরণকারীর হস্ত হইতে তাহাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে হইবে। এই কাড়িয়া-লওয়া-সেবাই অসংখ্য যুক্তির বিরুদ্ধে বৈষ্ণবপূজা। যদিও দ্বাপরযুগ অতীত হইয়াছে এবং সেই যুগের পরিচর্য্যাদি অনুশীলন কলিযুগে ফলবান নহে, তথাপি শত শত জন্ম বৈষ্ণবার্চ্চনফলে আমরাও একদিন হরভজনকারিগণের নিত্যজুতাবরদার হইব। মহাজন বলিয়াছেন—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

(ক্রমশঃ

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(অবতার-তত্ত্ব)

১। অবতার-তত্ত্ব কি? ভগবান্ কেন জগতে অবতীর্ণ হন?

"মায়াবদ্ধ জীব যে-যে-ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে-যে-স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ-অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ও তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য—নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহাবতার হন। নর-পশুভাব-গত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র-মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায়—পরশুরাম এবং সভ্যাবস্থায়—রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ব-বিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ

হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি—এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত-হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই 'অবতার'। সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে-যে সময়ে একটী একটী অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 'অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।" কৃঃ সং ৩।৫-১১ অনুবাদ

২। অবতার-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার কি ?

"অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন মহর্ষি অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ এবং কেহ কেহ চতুর্ব্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে—অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে—বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে—মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে—উত্থিত-মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নর-পশু-অবস্থা, পঞ্চমে—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে—অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে—সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে—জ্ঞানাবস্থা, নবমে—অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে—প্রলয়াবস্থা। জীবের এই প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটী অবতার অপ্রাকৃত-লীলারূপে লক্ষিত হয়।" —তঃ সূঃ, ৬সূঃ

৩। আদ্যাবতারের লীলা কি ?

"সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ ; তিনি কারণবারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ।" —ব্রঃ সং ৫।৮

৪। ভগবদাবির্ভাবের কারণ কি ?

"ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, * * * চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্ক-জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই

রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা, তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশতঃ যে-যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।"　　—তঃ সূঃ, ৬সূঃ

৫। শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চাবতারের প্রয়োজনীয়তা কি?

"সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতি দ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৬। বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কি পৌত্তলিকতা?

"বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটী পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন মাত্র।"　　—প্রেঃ প্রঃ, ৫ম প্রঃ

৭। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন কিরূপে?

"শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তি-বুদ্ধিরূপ ফল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-ফলকোৎপাত্তরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুদ্‌যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে!"　　—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। ভক্তগণের অর্চ্চাবতারে ও জ্ঞানিগণের প্রতীকে পার্থক্য কি?

"শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদিত হন। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময়-মূর্ত্তি দেখেন, তাঁহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদিদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়; তাহাদের

মতে—একটী পার্থিব-তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে; পরে সেই মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছু নয়।" —জৈঃ ধঃ, ৫ম অঃ

৯। সকল অধিকারীই কি শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন?

"প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত-চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্ত-চিত্ত জড়-জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। **ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।"** —জৈঃ ধঃ, ১১শ অঃ

১০। প্রতীক-বিরোধী যুক্তিবাদিগণ মূর্ত্তি-পূজক কিরূপে?

"কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য-বোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন, প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি।" —চৈঃ শিঃ ১।১

১১। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কি বিচারে দর্শন করেন?

"The system of Jagannath is viewed in two different ways. The superstitious and the ignorant take it as a system of idolatry by worshipping the idols in the temple as God Almighty appearing in the shape of a carved wood for the salvation of the Orias. But the Saragrahi Vaishnavas find the idols as emblems of some eternal truth which has been explained in the Vedanta Sutras of Vyasa." (ক্রমশঃ)

= The Temple of Jagannath at Puri

—**জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ বিরচিত "নবদ্বীপ শতকম্"-
এর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পদ্যানুবাদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩৭৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার।
গৌরস্থলে চিদ্বিহার নমি বার বার ॥
গৌরপদাশ্রিতগণে করি নমস্কার।
নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার ॥ ৮৩ ॥
ওহে বিশ্বম্ভর! ওহে মহারসময়!
প্রেমসম্পদের মণি! ওহে দয়াময় !!
ওহে পদ্মাবতীসুত দয়ার্দ্রহৃদয়।
পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময় ॥
ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর।
গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর ॥
ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ।
তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন ॥ ৮৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণরসন লাগি' চৈতন্য আকার।
পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার ॥
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি।
পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥
ঔদার্য্যের খনি সেই শচীর কুমার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার ॥ ৮৫ ॥
শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি।
যোষিদ্ব্যাঘ্র ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি ॥
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে রস যেই কৈল বিতরণ ॥ ৮৬ ॥
তরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সংকীর্ত্তনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা লব ॥
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীগৌড়নগরী ধন্য, ধন্যা গঙ্গা তথা।
ধন্য সে নগরবাসী গৌরপদাশ্রিতা ॥
নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব।
হা গৌরাঙ্গ দেখিব কবে তব সে বৈভব ॥ ৮৮ ॥
দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মৃত, উপাসিত।
দূর হৈতে নমিত, আদৃত বা পূজিত ॥
হইলেই যেই ধাম দেয় প্রেমসার।
চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥
স্বধর্ম্মাচরণ আর শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তীর্থাদি ভ্রমণ কিম্বা বেদানুশীলন ॥
এসব সাধনে কেবা জানিবারে পারে।
বেদাদি দুর্ল্লভ সেই ব্রজতত্ত্বসারে ॥
একান্ত আশ্রয় যাঁর গৌরপ্রিয়ধাম।
বৃন্দাবন লভ্য তাঁর পূর্ণমনস্কাম ॥ ৯০ ॥
তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি মোহন আকার।
মিষ্টবাক্য বিষয়ে বৈরাগ্য বুদ্ধিসার ॥
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি।
পায় জীব গৌরধামার্চ্চনে সর্ব্বশুদ্ধি ॥ ৯১ ॥
গুরুবর বহুতর উপাসনা করি।
শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে না পাইয়া হরি ॥
গৌরপুর রাসোৎসুক হ'য়ে ভক্তজন।
পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥ ৯২ ॥
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
অনেক কণ্টকে ভক্তিমার্গ রুদ্ধ হয় ॥
হায়, হায়, কোথা যাব, কি করিব আমি।
যদি নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর তুমি ॥ ৯৩ ॥
দুষ্কর্ম্মে নিরত সদা দুর্ব্বাসনা ঘোর।
নিগূঢ় আবদ্ধমতি ক্লেশেতে বিভোর ॥
কোটি কোটি কুমতি কদর্থ করে মোরে।
নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ ঘোরে ॥ ৯৪ ॥

কঠিন ঊষর ক্ষেত্র তোমার আশয়।
ভক্তিকল্পলতাবীজ অঙ্কুর না হয়।

তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে।
নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে ॥ ৯৫ ॥

সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত ॥

দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয় ॥ ৯৬ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ করুণা করিয়া।
প্রেমানন্দোজ্জ্বলে রস-বপু প্রকটিয়া ॥

যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময়।
মন সে মধুর ধামে সতত রময় ॥ ৯৭ ॥

কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি ॥

ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণসেবা ধ্যান করি।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৯৮ ॥

অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিব সে মিশ্রবাস অতুল জগতে ॥
দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিস্তৃতি।
দুর্ল্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি ॥ ৯৯ ॥
নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।
মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন ॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে ॥ ১০০ ॥
ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণাপ্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে ॥
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি লহ নদীয়া-শরণ ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবন-নবদ্বীপ অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ ॥
গৌরধাম-মহিমা বিশেষ তবু জানি।
'নদীয়া-শতকে' বলি কিছু ভিন্না বাণী ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—৩১)

ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা, যাঁহারা নিজরূপতাহেতু তদীয় কলা, তাঁহাদের সহিত নিখিল জগতের আত্মস্বরূপ যে ভগবান গোলোকে বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। 'কলা' অর্থে শক্তি, 'নিজরূপতা'—স্ব-স্বরূপতা। এই শক্তিত্বের উৎকর্ষ-হেতু পরমপূর্ণ প্রাদুর্ভাববতী তাঁহাদের লক্ষ্মীত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা যে লক্ষ্মী, একথা ব্রহ্মসংহিতায়ই উক্ত হইয়াছে—"লক্ষ্মীসহস্রশত-সংভ্রম-সেব্যমানং" অর্থাৎ অসংখ্য লক্ষ্মীগণ সম্ভ্রম-সহকারে সতত সেবা করিতেছেন (যে গোবিন্দের)। আবার ঐ গ্রন্থের শেষে 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" অর্থাৎ কান্তাগণ শ্রী, আর পরমপুরুষ কান্ত।

স্বায়ম্ভুবাগমে শ্রী, ভূ ও লীলা-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্রয়ের বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে। পরব্যোমস্থিতা এই শক্তিত্রয় হইতে দ্বারকাস্থ শ্রী ভূ ও লীলা-স্বরূপা শক্তিত্রয় শ্রেষ্ঠা; তথা হইতে আবার বৃন্দাবনস্থ প্রেয়সীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই গোপীগণই লক্ষ্মী, ইঁহাদিগকেই শ্রীশুকদেব 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী যেরূপ শ্রীনারায়ণের নিত্য-স্বরূপশক্তি, ব্রজদেবীগণও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তাঁহাদের নিত্যদাম্পত্য বর্ত্তমান। তাঁহারা লক্ষ্মীগণের ন্যায় পরম-পতিব্রতা।

দশাক্ষরমন্ত্র-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"গোপীজনাবিদ্যাকলা" অর্থাৎ গোপী-জন আ—সম্যক্ প্রেমরূপা যে বিদ্যা তাহার কলা-বৃত্তিরূপা। গোপী-জনের অর্থ করিয়া 'বল্লভ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তিনি তাঁহাদের প্রেরক। বিবিধ ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক—এইহেতু প্রেরক-শব্দ বল্লভ-শব্দের সহিত একার্থবাচক। শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের বল্লভ, ইহা গোপালতাপনীতে দুর্ব্বাসা-বাক্যে জানা যায়—"তিনি-তোমাদের স্বামী।"

তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হন, তবে তাঁহাদের কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মে সাধনানুষ্ঠান করিয়াছেন, শুনা যায়। তাহার হেতু—সাধকচরী গোপীজনই সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বরূপশক্তি স্বরূপা শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা।

ইঁহারা স্বরূপশক্তি বলিয়াই শ্রীশুকদেব রাসপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ (ভাঃ ১০।৩২।১০)

অর্থাৎ হে বৎস! পুরুষ (পরমাত্মা) শক্তিগণ-পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভমান হন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বিধুতশোকা গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সেইরূপ অধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণে প্রেমরস-নির্য্যাসের প্রচুর প্রকাশহেতু শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা জন্মে। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

ভগবানও শরৎকালীন প্রফুল্ল মল্লিকায় সুশোভিত সেইসকল রজনী অবলোকন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয়পূর্ব্বক রমণ করিতে মনন করিলেন।

যোগমায়া দুর্ঘট-সম্পাদিকা স্বরূপ-শক্তি। সেই সেই লীলা-সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ব্রজরামাগণের সহিত তাঁহার রমণকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করাইবার জন্য তিনি যোগমায়াকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই শক্তি অঘটন ঘটাইতে পারেন বলিয়া ঈপ্সিত কার্য্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারিবে না—এই উদ্দেশ্য।

ব্রজ-গোপীগণমধ্যে পরম-মধুর প্রেমবৃত্তিময়ী শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তিনি পরম প্রেমোৎকর্ষরূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল শক্তি তাঁহার অনুগতা। তিনি সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপা। এইজন্য তিনিই স্বয়ং লক্ষ্মী। আর তাঁহাতে প্রেমাধিক্যহেতু নিখিল ব্রজসুন্দরী হইতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রতুষ্যতা।
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥

অচ্যুত কৃষ্ণ তাঁহাকে বৃন্দাবনাধিপত্য দান করিয়াছেন। অন্যত্র দেবী, বৃন্দাবন-বনে রাধিকা অর্থাৎ অন্য সাধারণ দেশে দেবীই অধিকারিণী, আর 'বৃন্দাবন' নামক বনে শ্রীরাধাই অধীশ্বরী।

বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
রুক্মিণী দ্বারাবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ (স্কান্দে)

বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারকাতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধা। এই শ্লোকে মায়াধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর সহিত শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতির তুল্যত্ব সঙ্গত নহে। শক্তিমাত্রত্বের সাধারণ্যহেতু অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই ভগবচ্ছক্তি—এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীসীতা, লক্ষ্মী, রুক্মিণী, রাধা প্রভৃতিকে দুর্গার সহিত গণনা করা হইয়াছে।

শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব যামলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি এক গোপী (শ্রীরাধা) সহ মিলিত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন।

শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব-নিবন্ধন গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।"

শ্রীরাধা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সর্ব্বসম্মোহিনী ও পরা (শ্রেষ্ঠা)। ঋক্‌পরিশিষ্টেও— "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা।" অর্থাৎ নিজজনসমূহে রাধাদ্বারা মাধবদেব (ক্রীড়াশীল)। মাধব দ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

"জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে যে-সকল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শ্রীরাধা-পক্ষেও তাহা যোজনা করা যায়। যথা—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ"—নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা রাধিকার সর্ব্বদা অনুগমন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ইতরা—দ্বিতীয়া শ্রীরাধিকা। যে অন্বয় ও ইতর হইতে আদ্য—আদিরসের জন্ম, সেই দুই জনের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) অদ্ভুত বিলাস-মাধুরী আবিষ্কার করিতেছেন যিনি— সেই সেই বিলাসে অভিজ্ঞ—বিদগ্ধ আর যে রমণীরত্ন (স্বেন রাজতে ইতি স্বরাট্) তথাবিধ বিলাসস্বরূপে বিরাজ করেন, বিলাস করেন বলিয়া স্বরাট্। এইজন্য সর্ব্বতোভাবে সেই দু'য়ের কৃপাই আমার অবলম্বন। এইজন্য বলিলেন—আদিকবি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলা-বর্ণন আরম্ভকারী (শ্রীবেদব্যাস আমাকে) অন্তঃকরণদ্বারাই ব্রহ্ম—লীলাপ্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম যাঁহারা বিস্তার করিয়াছেন—সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তদুভয়কে ধ্যান করি। "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—যে রাধা-বিষয়ে সুর শেষাদি মোহপ্রাপ্ত হন, এবম্ভূতা তিনি যদি কৃপা না করেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত আমার পক্ষে (শ্রীরাধার) যৎকিঞ্চিৎ লীলাবর্ণন-সাহস-সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তদুভয়ের আশ্চর্য্যরূপত্ব বলিতেছেন—"তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ"—তেজ, বারি, মৃত্তিকা এ সকল বস্তুর যে-প্রকার বিনিময়—পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটে, তেজপদার্থ চন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার নখ-কান্তিদ্বারা বারি-মৃত্তিকার নিস্তেজত্ব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; বারি নদ্যাদি সংসর্গ-সম্পর্কিত বংশীবাদ্যাদির দ্বারা তেজপদার্থের মত ঊর্দ্ধগমনশীলতা এবং পাষাণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয়; পাষাণাদি যাঁহার বিচ্ছুরিত কান্তি-দ্বারা তেজপদার্থের উজ্জ্বলতা এবং বংশীবাদ্যাদিদ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়—এ সকল কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ।

অতঃপর শ্রীরাধার আশ্চর্য্যরূপতা বলিতেছেন—

"যত্র ত্রিসর্গো মৃষা"—যাহাতে শ্রী, ভূ, লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনগত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা বৃন্দাবনে রস-ব্যবহারে সুহৃৎ, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ ভেদপ্রাপ্ত সমস্ত ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব 'মৃষা'—মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদিদ্বারা উক্ত

শক্তিবর্গ—প্রেয়সীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনে লাগে না, একমাত্র শ্রীরাধা-দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়, তাঁহাকে ধ্যান করি।

এক বচনান্ত ক্লীবলিঙ্গ 'তদ্' শব্দদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়কে কিরূপে বুঝায় ? তদুত্তর—পরমশক্তি ও শক্তিমানরূপে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া একত্ব-বিবক্ষায় তদ্-শব্দ। অতএব সাধারণভাবে নির্দ্দেশহেতু ক্লীবলিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষভাবে নহে)।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং"—নিজপ্রভাবে লীলা-প্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ নায়িকাগণের কুহক—মায়া সর্ব্বদা যে দুইজন-কর্ত্তৃক নিরস্ত।

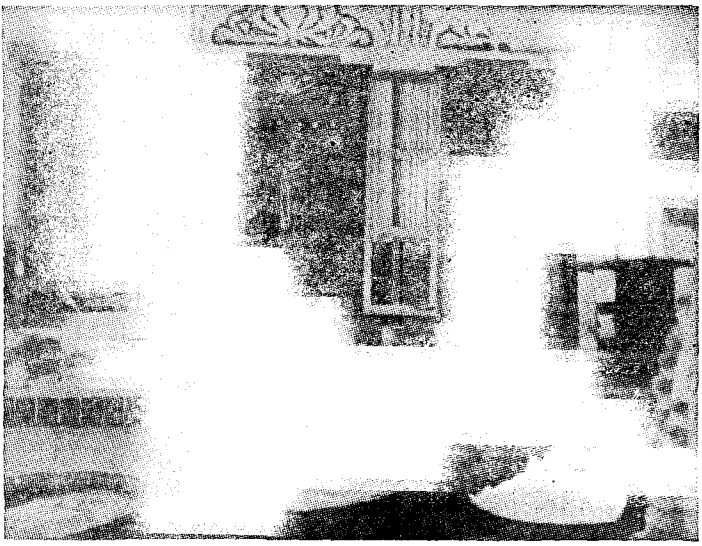
"সত্যং পরং ধীমহি"—তাদৃশরূপে নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর বিলাসাদি-দ্বারা যাঁহারা আনন্দ-দানে কৃত-প্রতিজ্ঞ। অতএব 'পর'—অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না এরূপ গুণ-লীলাদিদ্বারা বিশ্ববিস্মাপকহেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীরাধা-মাধবকে ধ্যান করি। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ সমাপ্ত)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও বিরাট্ অন্নকূট-মহামহোৎসব

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের মনোঽভীষ্টানুসারে এবৎসর কোলদ্বীপস্থ (সহর-নবদ্বীপস্থ) শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যে অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। শ্রীশ্রীগোপালদেবের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসবের ন্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর অসীম প্রভাব ও প্রেরণায় ইহা অলৌকিকরূপে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সারস্বত-পদ্ধতিতে 'কার্ত্তিকী শুক্লপ্রতিপৎ-তিথির প্রভাতে' শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার আদর্শ প্রকটিত করেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমতে (১৬শ বিলাস) গাভীগণকে অলঙ্কৃত করিয়া দোহনপাত্রসহ পূজা সম্পন্ন হয়। অতঃপর সারস্বত-ধারায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের মন্ত্র-চতুষ্টয়দ্বারা শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-চরণস্পৃষ্ট, তৃণ-কন্দর-কন্দমূল-গো-গোপগণ-পরিশোভিত হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা সমাপ্ত হয়।

এদিকে শ্রীমন্দির-তোরণ, মন্দিরাভ্যন্তর, জগমোহন ও তন্নিম্নবর্ত্তী স্থান-সকল বিচিত্রবর্গের পতাকা-পুষ্প-কদলীবৃক্ষ-আম্রপল্লব-নারিকেলসহ পূর্ণকুম্ভ ও চন্দ্রাতপাদিদ্বারা সুশোভিত হয়। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সোপানাকারে সুবিন্যস্তভাবে শ্বেতান্ন, খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, লড্ডুক, রোটিকা, লুচি, পুরী প্রভৃতি পঞ্চশতাধিক ভোগসামগ্রী পর্ব্বতাকারে সুসজ্জিত হয়। গৌড়-ব্রজ-ক্ষেত্র-মণ্ডলের গৌর-কৃষ্ণপ্রিয় যাবতীয় নৈবেদ্য-সম্ভারের অধিকাংশই তুলসীমঞ্জরীর সহিত শ্রীগিরিরাজকে নিবেদন করা হয়।



অন্নকূট-মহোৎসবে সমর্পিত বিপুল নৈবেদ্য-সম্ভারের দৃশ্য

উষঃকাল হইতেই শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসবাদি প্রসঙ্গ শ্রবণের সুযোগলাভ করেন। দ্বিপ্রহরে অন্নকূট-দর্শনের নিমিত্ত অধীর আগ্রহে বহুক্ষণ যাবৎ প্রতিক্ষারত উদ্বেলিত জনস্রোতের সম্মুখে শ্রীল আচার্য্যদেব গিরিরাজে সমর্পিত নৈবেদ্য-কূট-প্রদর্শনীর আবরণ উন্মোচিত করেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন—"'গো' অর্থে বিদ্যা ও ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করা হয়। গোবর্দ্ধনপূজায় পরবিদ্যারূপিনী ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গোবর্দ্ধন-গিরি-গুহায় নিত্যকালই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ বর্দ্ধনই গোবর্দ্ধন-পূজার ফল। পুরুষাভিমান থাকিতে অপ্রাকৃত নবীনমদনের সেবা বা গোবর্দ্ধন পূজা সম্ভব নহে। ভক্তিবিনোদ-সারস্বত-ধারায় স্নাত হইতে না পারিলে গোবর্দ্ধনপূজায় অধিকার লাভ হয় না! ভক্তির বর্দ্ধন বা ভক্তির বিনোদনই গোবর্দ্ধন-পূজার একমাত্র উদ্দেশ্য" ইত্যাদি।

শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক ও নিরাজনাদি সম্পন্ন হইবার পর অদ্য রাত্র ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অন্নকূটের বিচিত্র মহাপ্রসাদ আহূত-অনাহূত-রবাহূত অন্যূন বিংশতি সহস্র শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়। নবদ্বীপ-সহরের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য সহস্রাধিক ব্যক্তি বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব অন্নকূট মহোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক ইহা'র গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াভিভূত ও চমৎকৃত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৮শে ফাল্গুন ১৩৭১, ১২ই মার্চ্চ ১৯৬৫, শুক্রবার হইতে ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে অপরাহ্ণে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি - ৭ই পৌষ ১৩৭১ ; ইং ২২।১২।৬৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংস-স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহদেবপল্লী** (**মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা**) ;

২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৯শে ফাল্গুন, শনিবার—৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবানাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং

৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ**—(অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৩০শে ফাল্গুন রবিবার ৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১লা চৈত্র, সোমবার—৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং

৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ২রা চৈত্র, মঙ্গলবার—৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—**শ্রীধাম-মায়াপুরে** শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে **মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে** নবদ্বীপ-শহরস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ৩রা চৈত্র, বুধবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার—সাধারণ মহোৎসব **(মহা প্রসাদ বিতরণ)**।

শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ ও
শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সপ্তবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রীমঠের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত

পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, আসানসোল মহকুমার অধীন, 'চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে লোকো ওয়ার্কসপ' হইতে ৩৷৷০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ডি, ভি, সি-র 'মাইথন হাইডেল পাওয়ার ষ্টেশন' হইতে ৩৷৷০ মাইল উত্তরে মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহের অন্যতম এই সিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ। অপ্রাকৃত নবীন-মদন অনঙ্গমোহন আদি-কেশবের একান্ত নিজজনের রাজ-রোগাশ্রয়ে অসুস্থ-লীলাভিনয়কে কেন্দ্র করিয়া এই মঠ গড়িয়া উঠে। মদ্রদেশের 'ত্বং বরম্'-শৈলে তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইলেও এ স্থান বিশেষভাবে তৎস্মৃতি-বিজড়িত। আজও এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ তথা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদি পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণে অভাব বোধ করিয়া অবিরলধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন করে। এ স্থানের প্রতি অণু পরমাণু তাঁহার স্বভাব-সুলভ স্নেহ ও অনুকম্পা-বর্জ্জিত হইয়া তদ্বিরহে মুহ্যমান। সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের অভাবে এখানকার আকাশ-বাতাস আজও হাহাকার করিতেছে। সকলেই আজ তদ্বিরহে ব্যাকুল, কে কাহাকে সান্ত্বনা দান করিবে? মিলন উপযুক্তই হইয়াছিল, কিন্তু বিরহই তাহাকে তীব্রতর করিয়া বিরহীকে দশম দশায় উপনীত করিয়াছে!

অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। তখন সাধুবাবা অনঙ্গমোহন এখানকার মঠরক্ষক। তৎপরবর্ত্তীকালে **বিগত ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৬, ইং ২রা মার্চ ১৯৫০, বৃহস্পতিবার, ফাল্গুনী ত্রয়োদশী তিথিতে** তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার পুণ্য-বিরহ-তিথিকে স্মরণ করিয়া গত ১৭ই বৈশাখ ১৩৫৭, ইং ৩০শে এপ্রিল ১৯৫০, রবিবার, বৈশাখী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে এই মঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় অর্দ্ধসহস্র নর-নারী গ্রামবাসী তাঁহার গুরু-সেবৈকনিষ্ঠা, বহুবিধ ভজনানুকূল গুণাবলী ও সরল অমায়িক ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও বিচিত্র ভগবৎ-প্রসাদলাভে ধন্য হন। তাহার বর্ষাধিককাল পরে গত ২৭শে বৈশাখ ১৩৫৮, ইং ১১ই মে ১৯৫১, শুক্রবার—স্থানীয় কতিপয়

উৎসাহী গ্রামবাসীর প্রদত্ত ভূমিতে মঠের নব-নির্ম্মিত গৃহ-প্রবেশ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয় এবং গ্রামবাসিগণকে মহাপ্রসাদ-দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। তৎপরে শ্রীরাম-সেবা-নিষ্ঠায় ছায়ার ন্যায় অনুসরণকারী লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকাল উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আজও ভ্রাতৃবৎসল ভরত তথা মঠবাসি-সেবকবৃন্দ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-নগরীতে (সিদ্ধবাটীতে) প্রত্যাবর্ত্তন ও তীব্রদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন! তাঁহার সাক্ষাদ্‌দর্শন ও অভয়বাণী না পাইয়া বহুদিন তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধলোকবাসিগণ আজ বিরহে মুহ্যমান।

সাধুবাবা অনঙ্গমোহন স্বধামে গমন করিলে মদ্র-শৈল হইতে পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীতদাস বাবাজী মহারাজ সহ শ্রীমন্নারায়ণ মহারাজ পরমারাধ্যদেবকে সেই নিদারুণ অপ্রকট-লীলাবার্ত্তা জ্ঞাপনমুখে পত্রশেষে লিখিয়াছিলেন, —"আমরা তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষণার্থ তাঁহার প্রিয় স্বাস্থ্যকর স্থান সিধাবাড়ী-গ্রামে (শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে) অদ্য বরাবর রওনা হইতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, আপনি সিধাবাড়ী মঠে কবে আসিয়া কৃপা করিতেছেন। ব্যগ্রভাবে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিব।" পত্রোত্তরে তিনি পুণ্যস্মৃতি-রক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ও শ্রীমঠে পদার্পণপূর্ব্বক ভক্ত চাতকদ্বয়কে কিভাবে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা-পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের স্থায়ী পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা দূরে থাকুক, বিরহোৎসব ও মঠের নবনির্ম্মিত গৃহ প্রবেশোৎসবের পর আজ চতুর্দ্দশ বর্ষমধ্যে মঠস্থ সেবক ও গ্রামবাসিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের একাধিকবার দর্শন ও কৃপা-কটাক্ষলাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! তাই আজও সকলের জিজ্ঞাসা,—"এখনও কি দর্শন-দানের উপযুক্ত সময় হয় নাই? তবে কি প্রভু আসিবেন না! আমাদের সকল আশাই কি বিফল!" এরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া আজ তাঁহারা নিরুৎসাহিত ও মর্ম্মাহত!

আদর্শ বিশ্রম্ভ গুরুসেবক, গুরুপাদপদ্মের নিত্যসঙ্গী ও দক্ষিণহস্ত, প্রফুল্লানন, কষ্টসহিষ্ণু, ভোগরন্ধনদক্ষ, মৃদঙ্গবাদন-নিপুণ, সুমধুর কীর্ত্তনকারী অনঙ্গমোহনের গোলোক-বিজয়-বার্ত্তা এক অদ্ভুত রহস্যাবৃত ব্যাপার! মহাপ্রয়াণ-কালে তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গিরিধারীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মুহুর্মুহু নামোচ্চারণ ও তাঁহাদের অদর্শনে বিপ্রলম্ভ ভাব লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত শুশ্রূষাকারী সেবক ও

জনগণ চমৎকৃত হন এবং স্ব-স্ব ভাগ্যের প্রশংসা করিতে থাকেন। তাঁহার বিচ্ছেদে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধিকাংশ, বিশেষতঃ তাঁহার গুণগ্রাহী গুরুভ্রাতাগণের অন্যতম শ্রীরাধানাথ-দাসাকাঙ্ক্ষী "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" কবিতায় যে সদ্‌গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

"নয়ন ভরিয়া ভাই দেখিনু এবার।
প্রভু ভৃত্য, দাস দাস্য অদ্ভুত ব্যাপার॥
সেবকের সেবা-সেবা নহে চমৎকার।
অতীব মাধুর্য্য আহা! সেবক সেবার॥
তোমার সদ্‌গুণ যত,　　আমি বা বলিব কত,
ইহা মাত্র করি নিবেদন।
যে গুণে হইয়া বশ,　　প্রভু গায় ভৃত্য-যশ,
কণা তার করি আকিঞ্চন॥"

অপর "হৃদয়োচ্ছ্বাস"-কবিতায় শ্রীহরিচরণ দাস্যাভিমানী ভক্তাদর্শ অনঙ্গ-মোহনের বিরহে যে ভাবাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ—

"কে তুমি ভকত! পূজারী কাহার? কেন এসেছিলে মরত-ধামে?
সংসারত্যাগী গুরু-মহারাজ, কাঁদিয়া আকুল তোমার নামে॥"

আদর্শ সেবকের প্রকটাবস্থায় সেবকের সেব্য-সেবা ও সেব্য-সেবকের অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হয়ত অনেকেই লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্রম্ভ সেবকের সেবায় বশীভূত হইয়া তদ্বিরহে প্রাকৃত-স্নেহ-মমতাশূন্য, সংসার-বিরক্ত, পারমহংস্য-ধর্ম্মাশ্রিত প্রভুর ভৃত্য-গুণগান-মত্ততা ও অপ্রাকৃত ভক্ত-বাৎসল্য সত্যই বিরল। তদপেক্ষা আরও শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সেই নিত্যসম্বন্ধ ও সেবক-বাৎসল্যকে স্থায়ীভাবে জগৎ-সমক্ষে সংরক্ষণ-প্রচেষ্টা। আজ হয়ত প্রভু তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন, শত শত সুযোগ্য সেবক পাইয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে সান্ত্বনালাভ করিয়া সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা না হইলে দীর্ঘকাল যাবৎ এ সঙ্ঘারাম ও তত্রত্য সেবকগণের প্রতি এরূপ অকৃপা ও উপেক্ষার কারণ কি? অবশ্য তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং সেরূপ দুঃসাহস ও দুরাশাও কেহ পোষণ করে না। তবে এ স্থলে আমরা তদাশ্রিত জনের সঙ্কল্প ও মনোবাঞ্ছা-পূরণের বিষয় উত্থাপন করিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় অসামর্থ্যতার আশঙ্কা করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় সখা অর্জ্জুনের দ্বারা কৌশলে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন,—"কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" উদ্দেশ্য—তাঁহার স্বীয় প্রতিজ্ঞা বহুবারই ভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু ভক্তের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইলে, ভক্ত-বাক্যের সত্যতা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে অবশ্যই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। "কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় ভগবান্ স্বয়ং অসমর্থ হন। ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে পূর্ব্বসঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিয়া উহা হইতে নিরস্ত করিয়াছে। ভগবানের প্রতিজ্ঞা-পালনের সহায়তাকল্পে ভক্তের এরূপ ভূমিকা গ্রহণ আমাদের অবিদিত নয়। কিন্তু ভক্তের স্বয়ংকৃত প্রতিজ্ঞারক্ষা-ব্যাপারে আবার অপর কোন্ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে?—"ঔষধের ঔষধ কোথা পাই?"

সিদ্ধবাটীস্থ জনগণ, বিশেষতঃ সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-শীল—শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবকগণের অন্যতম পূজনীয় শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীতদাস বাবাজী মহারাজ—যিনি নিজ জীবনের মায়া-মমতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উহা তুচ্ছ ও বিপন্ন করিয়াও, কঠিন সংক্রামক রোগাক্রান্ত অনঙ্গ-মোহনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত যেভাবে যত্ন ও শুশ্রূষাদিতে তৎপর ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার স্থায়ী স্মৃতি-সংরক্ষণ-চেষ্টায়ও তাঁহার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থায়, উক্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে না দেখিয়া তিনি অধিকতর ভগ্নোদ্যম, ব্যথিত ও মর্ম্ম-বেদনাগ্রস্ত!

সুতরাং প্রভুর এ স্থানে পদার্পণপূর্ব্বক ভক্ত-সঙ্কল্প-রক্ষণ ও দর্শনদানে ভক্ত-গণের মর্ম্মপীড়া দূরীকরণ—তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাধীন হইলেও, অসহায় অবোধ শিশুর ন্যায় ক্রন্দন ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। যদি সেই কাতর ক্রন্দনে কোনরূপে প্রভুর কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া আশ্রিতজনের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়, তাহাই বর্ত্তমানে আমাদের কাম্য।—

"গুরুদেব! স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়!
যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার, মাতা বিনা নাহিক উপায়॥
অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার, ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ, করে সেই দিনপাত, তব পদে তাহার অভয়॥"

"অশোক-অভয়, অমৃত-আধার, তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয়॥"

অতএব হে দয়াময় প্রভো! আমাদের অশেষ অযোগ্যতা ও দোষাদি-দর্শনে আমাদিগকে দূরে পরিত্যাগ ও উপেক্ষা করিতে চাহিলেও তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও অগতির গতি। তুমি আমাদিগকে পরিবর্জ্জন করিলেও তোমার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের জীবন-ধারণ বৃথা ও অসম্ভব। তাই ভগ্নোদ্যম মৃতকল্প অন্তেবাসী ও স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আমি এস্থানে আপনার শুভ-পদার্পণ ও শ্রীমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা-পূজা প্রচলন করিয়া সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য কাকু প্রার্থনা জানাইতেছি।—

"হা হা প্রভু গুরুদেব! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে হও পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় দর্শন মিলে, সেথা সঙ্কল্প-রক্ষণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥"

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিরহ-তিথিপূজা

সকলেই যখন সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ-সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া হতোদ্যম ও তদ্বিরহে মুহ্যমান, এমন সময়ে ঊষঃকালে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সপ্তবিংশ-বার্ষিক বিরহ মহোৎসব আসিয়া সমুপস্থিত। এক্ষেত্রে "মড়ার উপর খাড়ার ঘা" বা "কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে"—লৌকিক প্রবাদ বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই পূর্ব্ব হইতেই শোক-সন্তপ্ত ভক্ত-বিরহিগণ অধিকতর উদ্বেগ ও আশঙ্কান্বিত হইয়া পৌষী কৃষ্ণ-চতুর্থী-তিথিবরাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তিথিরাজ! বিরহানল-সন্তপ্ত মৃতকল্প আমাদের জন্য আবার কি দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছ? আমাদের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার কি এখনও অবসান হয় নাই? লৌকিক দৃষ্টিতে এ জগৎ হইতে আমাদের আত্যন্তিক অস্তিত্বলোপ হইলেই কি তুমি সন্তোষ লাভ করিবে ও তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে? মুমূর্ষু আমাদের প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্রও দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা নাই? স্থানাস্থান, কালাকাল ও পাত্রাপাত্র বিচার কি তোমার একেবারেই লোপ

পাইয়াছে? দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় আমাদের প্রতি তোমার ঈদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ শোভা পায় না।"

বিরহিগণের প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোক-পাবনী মঙ্গলদাত্রী করুণাময়ী সেই তিথিবরা কহিলেন,—"তোমাদের আশঙ্কা, উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের কোনই কারণ নাই। আমি অন্তর্যামিসূত্রে পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের বিরহজ্বালা অবগত আছি এবং তাহার উপশমের নিমিত্তই স্বয়ং মহৌষধিরূপে আগমন করিয়াছি।" "বিষস্য বিষমৌষধম্"—"বিরহস্য বিরহমেবৌষধম্"—যেরূপ বিষক্রিয়া নিবারণের নিমিত্ত বিষই ঔষধরূপে ব্যবস্থাপিত হয়, তদ্রূপ বিরহ-সন্তাপ নিবৃত্তির জন্য বিরহই একমাত্র মহৌষধ এবং আমিই তাহার মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমিই তোমাদের দুর্বিষহ বিরহ-জ্বালায় শান্তি-বারি-স্বরূপে তোমাদিগকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিব। ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই—ভগবৎ-ভাগবত-বিরহের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই তোমাদের সকল অগ্নি-পরীক্ষা—ক্লেশের অন্ত হইবে। আমার ন্যায় পরম দয়াবতী, স্নেহশীলা ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী চৌদ্দ ভুবনে কুত্রাপি মিলিবে না। আমি পূর্ব্বাপর সকল বিরহানলেরই পরিসমাপ্ত ঘটাইয়া তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিব।"

তখন বিরহিগণ আশ্বস্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তিথিবরার যথাযোগ্য সমাদরে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি কহিলেন,—"আমি চন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য ও বিবিধ নৈবেদ্যোপহারে তৃপ্ত হই না, পরন্তু বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত যে ভক্ত ভক্তিপুষ্প-স্রক্-চন্দনোপহারে বার্ষভানবী-দয়িতের সেবা-পূজা বিধানের পর তদবশেষ আমায় প্রদান করেন, আমি তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিলাভ করি। আরও বিশেষ বক্তব্য এই যে, আমার বাহ্য-সেবা-পূজার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক যে বিরহী ভক্ত অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিতরণরূপ আমার মনোভীষ্ট পালনে সবিশেষ যত্নবান, তিনিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম; তিনিই আমার কথিত 'বাণী ও বপু'-বিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি ও অনুধাবনে সক্ষম হইয়া আমার অন্তরঙ্গত্ব লাভ করিয়াছেন। তোমরা সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আত্মাহুতি প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাক। অপ্রাকৃত হরিজনগণের পাদত্রাণবাহী ভৃত্যানুভৃত্য হইতে পারিলেই এ জীবনের সফলতা—ইহাতেই তোমাদের ও বিশ্বের কল্যাণ হইবে। তোমরা জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী না হইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীর সুষ্ঠু

আচরণমুখে তাহার প্রচারক হও। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই তোমাদের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয় হউক। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বর্জ্জনপূর্ব্বক—নির্জ্জনভজনের ছলনা ও কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি পরিত্যাগান্তে রাধা-মাধব-মহোৎসবে আত্ম-নিয়োগ কর। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই রূপানুগ ভজনপথ—সেই রূপ-সনাতন-শিক্ষা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিলে ব্রজনবযুব-দ্বন্দ্বের অপ্রাকৃত স্বারসিকী সেবালাভ হইবে। রাধানিত্যজন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের আনুগত্যেই সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসে তোমাদের অধিকার মিলিবে। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেইকালেই অষ্টকাল লীলাসেবার অনুভূতি সম্ভব। ইহাই আমার মনোভীষ্ট—ইহাই আমার বিশেষ উপদেশ জানিবে। আমার এই মনোভীষ্ট কার্য্যে পরিণত হইলেই আমার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। ইহাতেই আমার শান্তি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি।”

উক্তরূপ উপদেশ-নির্দ্দেশানুসারে সিদ্ধস্থলীর নগণ্য সেবকগণ কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া বাণীরূপা শুদ্ধা সরস্বতী-তিথিবরার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাতঃকাল হইতেই ত্রিগুণাতীত তত্ত্বানুগত্যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনমুখেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-পরায়ণা সুমেধা তিথি আরাধিতা হইতে থাকেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনামুখে স্তব-স্তোত্র, প্রার্থনামূলক ও বিরহসূচক বিবিধ মহাজন-পদাবলীরূপ সুগন্ধি পুষ্প মাল্য-চন্দনে বিভূষিতা হইয়া ‘বাণী’ ও ‘উপদেশাবলী’ আলোচনারূপ নিরাজনে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা তিথিবরা সম্বর্দ্ধিতা হন।

মাধ্যাহ্নিক-সেবারূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনমুখে উক্ত তিথিবরার পূজার্চ্চন অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধা সরস্বতীর বিরহ-কাতর তদাশ্রিত ত্রিগুণাতীত-দাসাকাঙ্ক্ষীর স্বহস্তপাচিত বিবিধ ভোগসামগ্রী গ্রহণ করিয়া দেবী পরিতৃপ্তা হন। সেবা-সৌষ্ঠবের নিমিত্ত অপ্রাকৃত বিরহীর ইষ্ট-নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া দেবী সরস্বতী তাঁহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন ও ভুক্তাবশেষ লাভে সমাগত ভক্তবৃন্দও কৃতকৃত্য হন।

সায়ংকালে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সহিত শ্রীবৃন্দাদেবীর আরাত্রিকান্তে কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীর আরাধনায় পুনঃ ভক্তগোষ্ঠী আহূত হন। তাঁহাদের দ্বারা বাণীর গুণ-কীর্ত্তনরূপ অর্চ্চনান্তে দেবীর উদ্দেশ্যে এক মানপত্র

পঠিত হয়। সকলেই তাঁহার 'মনোভীষ্ট'-পালনে ব্রতী হইয়া জীবনপাত করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে দেবী সকলেরই প্রতি কৃষ্ণভক্তি-করুণা অকাতরে বিতরণ করেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরায়ণা তিথিবরার একান্ত আশ্রিত-জনের আনুগত্য-বিহীন হওয়ায়, বামনদেবের নিকট ভক্তি-বেদান্ত অধ্যায়না-কাঙ্ক্ষী শাঠ্য-কাপট্যাশ্রয়ীকে দেবী বঞ্চনা করিলেন। পুনঃ আশ্রয়-কেশবের অহৈতুক অনুগ্রহে তদানুগত্যে সে শ্রীকেশব-আস্বাদিত "শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ" ও "বিরহ-স্মৃতি" লাভ করায় দেবীর করুণা যাচ্ঞার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তখন সেই বরাকাধম কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধা সরস্বতীর মঙ্গল নিরাজনে সমর্থ হইয়া, মূক হইয়াও বাচালের ন্যায়, ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপয়িত্রী স্বরূপ-রূপানুগবরা দেবীর অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ও অসমোর্দ্ধ করুণার কথা বর্ণনের সুযোগ লাভ করে। জানিনা, কৃষ্ণকীর্ত্তন-ব্রতধারিণী শ্রীরূপ-কমল-প্রমোদ-মঞ্জরীর আনুগত্যকারিণী শ্রীরাধার 'নয়নমণি' তাঁহার স্বাভীষ্ট-সেবায় কোনও দিন তাহাকে দাসানুদাস্য প্রদান করিবেন কিনা। দেবী সরস্বতীর অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ নিজজনের আনুগত্যে তাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা—

"হা! গুরু গোসাঞি, দয়া করি' করে, দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ, হইতে দাসের আশা॥"
"ছোড়ত পুরুষ-অভিমান। কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥
বরজ-বিপিনে সখী-সাথ। সেবন করবুঁ রাধানাথ॥"
"হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গা'ব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপ-গুণ-গান॥
'রাধিকা-গোবিন্দ' বলি' কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥"

—শ্রীসিদ্ধবাটী মঠান্তেবাসী
জনৈক বিরহী

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮২ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অঙ্ক

২য় দৃশ্য

বন-পথ

সনাতন ও ঈশানের প্রবেশ

সনাতন—ঈশান, আর কতদূর যেতে হবে জানি না! (করজোড়ে) হা শচীনন্দন গৌরহরি, তোমার কাছে পৌঁছাতে পার্‌ব কিনা জানি না! একবার কৃপা ক'রে দেখা দাও; এই বনপথেই তোমায় দর্শন ক'রে আমার জীবন ধন্য করি!

ঈশান—প্রভু, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

সনাতন—না ঈশান, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি তবু ক'দিন গাছতলায় ঘুমিয়েছি, তুমি কিন্তু এক ক্ষণের জন্যও চোখ বোজো নি। তুমি ভাব্‌ছ, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে হয়ত আমি তোমায় ছেড়ে চলে যা'ব। না—না, ঈশান, আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি না। তুমি যে সুখে দুঃখে সব সময় আমার সেবা কর্‌ছ।

ঈশান—প্রভু, এবার সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে। এই সন্ধ্যাকালে কোথায় থাকা হবে?

সনাতন—কোথা আর থাক্‌বে? এই বনপথে বৃক্ষতলই আমাদের আশ্রয়।

ঈশান—প্রভু, সাম্‌নে একটা নদী ও উঁচু পাহাড় রয়েছে দেখ্‌ছি। ওটা কি ক'রে পার হ'ব? নিকটে কোন লোকবসতিও দেখ্‌ছি না।

সনাতন—যাঁর ডাকে সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে বেরিয়েছি, সেই দয়াময় নিশ্চয়ই আমাদের পারাপারের ব্যবস্থা করে দেবেন!

ঈশান—এ বনটায় বাঘ ভালুক যেন বেশী দেখা যাচ্ছে প্রভু!

সনাতন—(মৃদু হাসিয়া) আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম ঈশান, বনে বাঘ-ভালুকের উপদ্রব হ'বে, দস্যুও থাক্‌তে পারে; যদি যেতে চাও তো সঙ্গে কিছু নিও না। দেখ, প্রাণ-ভয় যদি থাকে তো এখনও ফিরে যাও।

ঈশান—(সনাতনের পা দু'টি ধরিয়া) প্রভু, আপনি জান্‌বেন, এ ঈশান মৃত্যুকে ভয় করে না। আগে ঈশান বাঘের কবলে মর্‌বে, তারপর আপনি।

সনাতন—(হাসিতে হাসিতে ঈশানের হস্তধারণপূর্ব্বক) ঈশান, আমায় অত শ্রদ্ধা করো না। তোমার ঐ স্নেহ আমার ক্ষতি কর্‌তে পারে। আজ তুমি আমার ভৃত্য নও—আমরা উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের ভৃত্য। তোমার কথায় আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌ছি,—আমার প্রতি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ কতখানি! (ঈশান উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

ঈশান—প্রভু চলুন ; আমরা আর একটু এগিয়ে যাই। সন্ধান করে দেখি গে, যদি নিকটে কোন আশ্রয় থাকে।

সনাতন—তাই চল ঈশান। আশ্রয় পেলে তুমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচ্‌বে। আমার জন্যে তোমারও কষ্ট হচ্ছে।

[উভয়ে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় জনৈক পথিককে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন।]

ঈশান—প্রভু, ঐ একজন কে আস্‌ছে এদিকে। খুব দ্রুত-গতিতে আস্‌ছে দেখ্‌ছি!

সনাতন—তবে তো এই বনপথে লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পথিকের প্রবেশ

পথিক—কে তোমরা, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? কোথা যাবে?

সনাতন—আমরা কোথা যাব তার ঠিক নেই। কাল প্রভাত হ'লে ঐ নদী ও পাহাড়টা পার হ'য়ে আরো দূরে যাব—এই ইচ্ছা।

ঈশান—ওগো পথিক ভাই, এখানে কোন লোকের বসতি আছে?

পথিক—তা' এখানে তোমরা ভুইঞা সর্দ্দারের বাসায় গিয়ে থাক্‌তে পার। ভুইঞা অতি সজ্জন লোক। অতিথি ফকির তার দ্বারে গেলে সে খুব খাওয়ায়,—খুব যত্ন করে।

ঈশান—(সনাতনের প্রতি) তা'হলে প্রভু, উপায় হয়েছে। ঐ ভুইঞা সর্দ্দারের কাছেই আজকের রাতের মত আশ্রয় নেওয়া যাক্।

সনাতন—তাই হোক্। হ্যাঁ বাবা পথিক, দয়া করে আমাদের ঐ ভুইঞা সর্দ্দারের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পার?

পথিক—তা' আর পার্‌ব না কেনে গো? তোমরা তো দরবেশ আছো। তোমাদের একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবো বৈকি!

ঈশান—(হাস্যমুখে) ভাই, তোমার দয়ার তুলনা নেই। তবু একটা আশ্রয় পেলে প্রভুর ও আমার অনেক কষ্টের লাঘব হবে। ক'দিন ধরে প্রভুর খাওয়া-দাওয়া ভাল হয় নি—ঘুমও তথৈবচ। চল ভাই, আমাদের এগিয়ে দেবে।

পথিক—এসো। খুব বেশী দূর নয়,—কাছেই। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

পাতড়া পর্ব্বত

ভুইঞা সর্দ্দারের বাটী

[সনাতন ও ঈশানের বিশ্রাম-কক্ষ]

সনাতন ও ঈশানের প্রবেশ। উভয়ের পালঙ্ক-শয্যায় উপবেশন।

সনাতন—ঈশান, এ ভুইঞা সর্দ্দার আজ আমাদের এত কেন যত্ন করল বল্‌তে পার?

ঈশান—লোকটা খুবই ভাল মানুষ,—একেবারে সরল সাদাসিদে।

সনাতন—না ঈশান, আমার তা' মনে হয় না। এরা বনে বাস করে, বন্য পশুবধ ও কাঠ-কুটো কেটে বাজারে বিক্রয় করে' সংসার চালায়। এরা এতো সভ্যতা কোথা থেকে শিখ্‌লো?

[ঈশান ঘুম-ঘোরে শয্যার এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িল।]

সনাতন—(ঈশানের দিকে তাকাইয়া) যাঃ ঈশান ঘুমিয়ে গেছে? ওঃ এতদিনে তবে ঈশান একটু ঘুমিয়েছে। কিন্তু কই আমার তো ঘুম আস্‌ছে না? (পালঙ্ক হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) আমার মনে হয়, এরা এভাবে পথিককে আশ্রয় দেয় ও তার খুব সেবা-যত্ন করে; মধ্যরাত্রে পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করে তাকে হত্যা করে। নইলে আমরা এর কোন আত্মীয় নই, বন্ধু-বান্ধব নই,—সম্পূর্ণ অপরিচিত; আমাদের প্রতি এর এত আদর-আপ্যায়ন কেন? কিন্তু আমরা তো দরবেশ, আমাদের আর কি আছে; কি নেবে সে? কিসের আশায় সে এত যত্ন করল? আবার পালঙ্কের গদিতে উত্তম শয্যা বিছিয়ে দিয়েছে? এ সব কিসের জন্য? আমাদের কাছে কিছু থাকলে তো সে নেবে? আমার কাছে তো একটা কাণা কড়িও নেই? তবে কি ঈশান

কিছু এনেছে ? না,—সে তো আন্‌বে না ; সে যে আমার একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত। আমি যে তাকে কিছু আন্‌তে নিষেধ করেছি। (ঈশানের দিকে তাকাইয়া) আজ খুব ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমোও! ঘুমোও!···ক'দিন তোমার মোটেই ঘুম হয় নি।

(ঈশানের পার্শ্বে শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক মাথায় হাত রাখিয়া)

তাইতো, এ চিন্তা তো মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারছি না। কেন, কেন,—ভূইঞা আমাদের এত যত্ন কর্‌ল ?—নিশ্চয়ই কিছু পাবার আশায়! (সহসা পালঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া ঈশানের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য গায়ে হাত দিয়া ঠেলিলেন।)

—ঈশান,···ও ঈশান!

(ঈশানের ঘুম ভাঙ্গিল ও উঠিয়া বসিল।)

—তুমি কিছু সঙ্গে এনেছো ?

ঈশান—(নিরুত্তর।)

সনাতন—যদি কিছু এনে থাক তো দাও! এখনও উপায় আছে, নইলে আজ রাত্রেই আমাদের জীবন যাবে!

ঈশান—(ভয়ে ভয়ে) প্রভু, আপনার পথে কষ্ট হবে বলে কিছু এনেছি।

সনাতন—কই দেখি ?—কি এনেছো ?

(ঈশান তাহার ছিন্ন-কন্থার মধ্য হইতে আটটী মোহর বাহির করিল।)

ঈশান—(মোহর হাতে করিয়া) এই আটটী আছে।

সনাতন—(মোহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) এঁ্যা, মোহর! কি করেছো, ঈশান! যাক্ সাতটি আমায় দাও। একটি মোহর তোমার কাছে রেখে দাও। ঐটি তোমার যাতায়াতের পাথেয় হবে। তুমি বাড়ী ফিরে যাও ঈশান। আমি ধর্ম্ম-পথে চলেছি, আমার মতে—'অর্থম্ অনর্থম্'। আর তুমি অর্থ-সঞ্চয়ের পথ অনুসরণ করেছো। এ দু'টি পথ সম্পূর্ণ পৃথক্। ঈশ্বর-সেবী ও সংসার-কামী—উভয়ের একমত হতে পারে না। অর্থের দ্বারা প্রাকৃত দ্রব্য হয়, আর ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়। ঈশান, তুমি ফিরে যাও,—এ সাতটি মোহর আমি এখনই ভূইঞাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর কোন ভয় থাক্‌বে না, —প্রাণে বেঁচে গেলে!

ঈশান—(লজ্জায় অধোমুখে বিনীত হয়ে) প্রভু ! (চোখে জল আসিল।)

[ঈশান তাহার প্রভু সনাতনকে সাতটি মোহর দিলেন ও সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন।]

সনাতন—(ঈশানের পিঠ চাপড়াইয়া) তুমি দুঃখ করো না। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। যদি আমার মঙ্গল চাও, তো দেশে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে গৌরসুন্দরের সেবা কর গে।

ঈশান—(সনাতনকে প্রণাম করিয়া) প্রভু, তবে চল্‌লাম। বিদায়।··· (কাঁদিতে কাঁদিতে)

সনাতন—(ঈশানের মাথায় হাত দিয়া) কৃষ্ণে মতিরস্তু !

(ঈশানের প্রস্থান।)

সনাতন—(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কক্ষের দরজা হইতে) সর্দ্দারজী ! সর্দ্দারজী !

ভূইঞা সর্দ্দার—(নেপথ্যে) কে, কে ডাকছে ?

সনাতন—আজ্ঞে, আমি আপনার আশ্রিত পথিক। একবার আসুন।

ভূইঞা সর্দ্দার—(নেপথ্যে) যাই।

[কালো বস্ত্র গায়ে ঢাকা দিয়া ভূইঞা সর্দ্দারের ছুরিকা-হস্তে প্রবেশ]

ভূইয়া সর্দ্দার—কি বলছ বাবা ?—এত রাত্রে ডাকাডাকি ?

সনাতন—এই নিন।···এই সাতটি মোহর আমার সঙ্গীর কাছে ছিল।

(ভূইঞা সর্দ্দারকে মোহর প্রদান ও সর্দ্দার-কর্ত্তৃক তাহা গ্রহণ।)

ভূইঞা সর্দ্দার—(হাসিতে হাসিতে) বেশ বাবা বেশ ! ভাগ্যি আমায় এই মোহর ক'টা দিয়ে দিলে, নইলে দেখছো এই ছোরা !··· (ছোরা বাহির করিয়া দেখাইল)। আজ রাতেই তোমাদের খুন করে মোহরগুলো সব নিয়ে নিতাম। আমরা গুণ্‌তে জানি বাবা, তোমরা যখন এলে তখন আমি গুণে দেখে নিয়েছি, তোমাদের কাছে কি আছে ! যাক্, বেঁচে গেলে !

সনাতন—সর্দ্দারজী, আমার প্রার্থনা—আমাকে ঐ পাহাড় ও নদীটা পার করে দিতে হবে।

ভূইঞা সর্দ্দার—বেশ বাবা, তা' পার করে দিচ্ছি চল। তোমার সঙ্গীটী কই ?

সনাতন—সে দেশে ফিরে গেছে ; আমি একাই আছি।

ভূইঞা সর্দ্দার—আচ্ছা বাবা দরবেশ এসো।

সনাতন—চলুন সর্দ্দারজী ! (উভয়ের প্রস্থান।)　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সমিতি-সমাচার

বিরহ-তিথি

বিগত ৭ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তে সমিতির পক্ষ হইতে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** ঠাকুরের সপ্ত-বিংশ-বার্ষিক বিরহ মহোৎসব বিশেষ আর্ত্তির সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই পরমতিথি সমিতির সকল শাখামঠে আরাধিত হইলেও, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে, যাঁহার বিরহ পূজা তাঁহারই অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ভক্ত অস্মদীয় শ্রীল পরমারাধ্যতমদেবের উপস্থিতিতে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রৌতবাণীর সহায়তায় তিনি বিরহ-মাধুর্য্যলোলুপ ভক্তভৃঙ্গগণের কর্ণকূহরে ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণে মহাবারিরূপ সুশীতল বাণী বর্ষণ করেন। সমস্ত দিন বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী হইতে কীর্ত্তিত বিরহব্যঞ্জক গীতি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, বৈকুণ্ঠ-পথ-নির্দ্দেশক তাঁহার অমূল্য পত্রাবলী ও ভাষণ-বক্তৃতাদি পাঠে মুখরিত আশ্রমস্থলী 'বপু' অপেক্ষা মহাজন-'বাণী'র আদর শিক্ষা দেয়। ঐদিন মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ ভোগ-রাগ নিবেদনান্তে সমাগত প্রায় ৩০০ শত সজ্জন বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ লাভে আপনাদিগের জীবন ধন্য করিয়াছেন। সন্ধ্যায় একটী বিশেষ সভায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ উপস্থিত বহু সজ্জনবৃন্দের সমক্ষে 'বৈষ্ণব-জগতে বিরহ-দর্শন' ব্যাখ্যামুখে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব

বিগত ১৫ই পৌষ বুধবার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব সমিতির নবদ্বীপস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** যথারীতি পালিত হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি এই যে, সমিতির মূলকেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত মঠটী যে স্থানের উপর অবস্থিত সেই স্থানেই শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের পাটবাড়ী ছিল। পাণ্ডিত্যের অভিমানে অভিমানী শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত জাগতিক মূর্খতার মানদণ্ডে শ্রীবাস পণ্ডিতকে মূর্খজ্ঞানে অপমান করায় ঘোরতর বৈষ্ণব-অপরাধে নিপতিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোলদ্বীপে (বর্ত্তমানে শহর নবদ্বীপ) আসিয়া তাঁহাকে সেই অপরাধ হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারা যায়, বৈষ্ণব-অপরাধ কিরূপ ভয়াবহ! জগৎকে ঐরূপ ভয়াবহ অপরাধ হইতে সাবধান ও মুক্ত করিতে সমিতি এই তিথির প্রতি বৎসরই অনুস্মরণ করেন। ঐ দিন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈষ্ণব-অপরাধের

বিবিধ দৃষ্টান্ত পঠিত হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এইরূপ বৈষ্ণব-অপরাধীর অশেষ দুর্দ্দশা বর্ণিত আছে। হে সজ্জন পাঠকবর্গ! আসুন, আমরা এই তিরোভাব তিথিআগমনের পূর্ব্বেই বিগত ৭ই পৌষ যে তিথিবরা বদ্ধজীবের শৃঙ্খল মোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহা হইলে আমাদের আর বৈষ্ণব-অপরাধে পতিত হইতে হইবে না; জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অপরাধরাশি বিদূরিত হইবে; আমরা নিত্য নবায়মান ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব

১৬ই পৌষ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-চতুর্থী তিথিতে সমিতির চুঁচুড়াস্থ মঠে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব গত হইয়াছে। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরও দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। তদানীন্তন সমাজচ্যুত বঙ্গের সুবর্ণ-বণিক-কুলকে উদ্ধার করিয়া তিনি তাহাদিগকে শ্রীগৌরসেবার অধিকার প্রদান করেন। সুতরাং এই সুকৃতিময়ী তিথি আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী হউক্। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর আমাদিগকে অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া গৌরসেবায় অধিকার দান করুন—ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

২৪ পরগণা জেলার লক্ষ্মীজনার্দ্দনপুর গ্রামনিবাসী সমিতির আশ্রিত শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার দাসাধিকারী মহাশয় জ্যেঠতুত ভগিনীসহ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেআগমন করিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি অনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাতের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি তদীয় লোকান্তরিত দিবস হইতে একাদশাহে ১৫ই অগ্রহায়ণ সমাপন করেন। তাঁহার জ্যেঠা মহাশয় যদিও সমিতির আশ্রিত ছিলেন না, তথাপি সমিতির আচার-প্রচার ও সেবকগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এজন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সামাজিক আচার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথ-প্রদর্শক শ্রীবৈষ্ণব-স্মৃতির আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার বিগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

আলমবাজারে

গত ১২ই পৌষ আলমবাজারের ৪৪ নং এস, পি, ব্যানার্জি রোডে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বসু মহাশয় দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পৃথিবী হইতে বিদায়-

গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী অমলারাণী বসু ধর্ম্মপ্রাণা ও বুদ্ধিমতী। তিনি বহুকাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন এবং বিবিধভাবে তাঁহার সেবা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গত গৌর-পূর্ণিমার সময় শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় অবশ্য তাদৃশ সৌভাগ্য অর্জ্জন না করিলেও সমিতির আচার-প্রচারে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বসুর স্বজনাখ্যবৃন্দ তাঁহার বিগত আত্মার প্রতি প্রেত-শ্রাদ্ধের ইচ্ছা করেন। কিন্তু তেজস্বিনী শ্রীমতী বসু এই প্রকার প্রেত-শ্রাদ্ধে যে আত্মার কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার আরও অকল্যাণ হয়—জানিয়া বিশুদ্ধ-সাত্বত-স্মৃতি শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা অনুসারে সাত্বত শ্রাদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। স্বজনাখ্যবৃন্দের পীড়নে প্রেতশ্রাদ্ধই প্রায় একপ্রকার সাব্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে ধর্ম্মপ্রাণা শ্রীমতী বসু অবৈধ স্মার্ত্ত আচারের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট বিশুদ্ধ সাত্বত-স্মৃতির সহায়তা প্রার্থনাপূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন।

সংবাদ পাইবামাত্র পরম কৃপালু শ্রীল আচার্য্যদেব চতুর্দ্দশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব-সহ আলমবাজারে শুভবিজয় করেন; উদ্দেশ্য—বিশুদ্ধ সাত্বত স্মৃতির প্রচারে জগতের মঙ্গলসাধন। দেহত্যাগের একাদশ দিবসে (২২শে পৌষ) এই শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান বিহিত হয়। বিরাট বেদী-মণ্ডপে হোম, যাগ-যজ্ঞ, বেদপাঠ ও হরি-কীর্ত্তনে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। এই সাত্বত অনুষ্ঠান দর্শনের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলাদি হইতে বহু দর্শকের সমাগম হয়। সকলেই এই অনুষ্ঠানে বিরাট হোম-যাগ-যজ্ঞ দর্শনে বলিতে থাকেন,—"এইরূপ বিরাট ব্যাপার ত আমরা কোথাও দেখি নাই। আমাদের কুল-পুরোহিতগণ ত এরূপ করেন না। তাহারা তাহা হইলে এই প্রকার অজ্ঞানতা ও ফাঁকির সাহায্যেই ত আমাদের দারুণ অকল্যাণই আনয়ন করেন।" অনেকে সভাস্থলে তাহাদের মৃত স্বজনাদির জন্য এই প্রকার শ্রাদ্ধ করিতে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

জীব যতই অধোগতি লাভ করুক না কেন, ভগবৎপ্রসাদ সকলকেই নিবেদন করা যাইতে পারে এবং একমাত্র তাহাতেই জীবের মঙ্গল, ভূত-প্রেত-রাক্ষস-শ্রাদ্ধে নহে। শ্রাদ্ধান্তে শ্রীমতী বসু সকল দর্শককেই আকণ্ঠ বিচিত্র মহা-প্রসাদ সেবন করান। শ্রীমতী বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ননীগোপালও এই বিচারে অতীব শ্রদ্ধালু। বিগত আত্মার সহিত সকল গোষ্ঠী কল্যাণ লাভ করুন—ইহাই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণসরোজে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৬ষ্ঠ বর্ষ } মাঘ, ১৩৭১ { ১২শ সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপারা, নবদ্বীপ (নদীয়া)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম মুষ্টরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৬শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৬ মাধব, ৪৭৮ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৭১; ইং ১২।২।১৯৬৫ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমার্কণ্ডেয়কৃতং শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্তব-দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে
অষ্টমেঽধ্যায়ে—৪০-৪৯)

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥১॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব॥১॥

মূর্ত্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥২॥

হে ভগবন্! আপনার এই মূর্ত্তিযুগল ত্রিলোকের পালন, দুঃখ-নিবৃত্তি ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। আপনি এই বিশ্বের পালনের জন্য যেরূপ নানাবিধ বিগ্রহ স্বীকার করেন, সেইরূপ ঊর্ণনাভির সূত্র-সৃষ্টির ন্যায় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন ॥২॥

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্ম্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্বৈ স্তুবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ ॥৩॥

হে ভগবন্। গুণ-কর্ম্ম-কালজনিত পাপরাশি বা অন্যান্য তাপাদি দুঃখ যাঁহার আশ্রিতজনকে অভিভূত করিতে পারে না, বেদরহস্যজ্ঞ ঋষিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্যই নিরন্তর যাঁহার স্তব, প্রণাম, আরাধনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন, আমি স্থাবর-জঙ্গমান্তর্যামী, জগৎপালনরত সেই আপনার পাদমূলের আরাধনা করিতেছি ॥৩॥

নাশ্যং তবাজ্ঘ্রিপনয়াদপবর্গমূর্ত্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতো ভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥৪॥

হে ঈশ! সর্ব্বত্র ভয়শীল জীবগণের পক্ষে অপবর্গস্বরূপ আপনার শ্রীচরণপ্রাপ্তিব্যতীত অন্য কোনরূপ মঙ্গল আমরা অবগত নহি। দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মাও ভবদীয় ভ্রূবিজৃম্ভরূপ কালের নিকট অতিশয় ভীত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মবিরচিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব ?!৪॥

তদ্বৈ ভজাম্যতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য।
দেহাদ্যপ্যর্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দেত তে তরহি সর্ব্বমনীষিতার্থম্ ॥৫॥

অতএব আমি আত্মাবরক, তুচ্ছ, বিনশ্বর, স্বরূপতঃ আত্মব্যতীত পৃথক্ সত্তারহিত এই দেহাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন জীবনিয়ন্তৃস্বরূপ পরম পুরুষরূপী আপনার পাদমূল ভজন করিতেছি। মানবগণ আপনার সেবা করিলেই আপনার নিকট হইতে সর্ব্বাভীষ্টলাভ সমর্থ হইয়া থাকেন ॥৫॥

তে রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য।
লীলাধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্ ॥৬॥

হে অনাথজীববন্ধো! জগদীশ! যদিও আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণরূপে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপ মায়াময় লীলাসমূহ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সাত্ত্বিকী লীলাই মানবগণের মোক্ষহেতু হইয়া থাকে। ব্যসন ও মোহজনক রাজস-তামস-লীলাসমূহ মোক্ষ-জনক হয় না ॥৬॥

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যদ্বৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মৃতাত্মসুখং ন চান্যৎ ॥৭॥

হে ভগবন্! যে সত্ত্বগুণ হইতে বৈকুণ্ঠপদ অভয় এবং আত্মসুখ লাভ হইয়া থাকে, ভক্তগণ যেহেতু সেই সত্ত্বগুণকেই ঈশ্বরের স্বরূপ মনে করেন— ইতর গুণদ্বয়কে তাহা মনে করেন না, সেইজন্য বিবেকিগণ ইহজগতে স্বাভীষ্ট ভবদীয় শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বিশুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভবদীয় নিজগণের মধ্যে নরসংজ্ঞক শুদ্ধবিগ্রহের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৭॥

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায়।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায়। ৮।।

হে ভগবন্! অতএব আমি বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বগুরু, পরম দৈবত, সর্ব্বব্যাপী পুরুষস্বরূপ ভগবান্‌কে এবং বিশুদ্ধ সংযতবাক্য, বেদমার্গ-প্রবর্ত্তক নরোত্তম নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিতেছি ।।৮।

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বকেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষা-
দাদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্ ।।৯।।

কপটেন্দ্রিয়মার্গে বিভ্রান্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি ভবদীয় মায়াকর্ত্তৃক আবৃতমতি হইয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি-করণসমূহ, রূপাদি বিষয়রাশি এবং আত্মহৃদয়মধ্যে নিরন্তর অবস্থিত আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই জগদ্‌গুরুরূপী আপনার প্রবর্ত্তিত বেদজ্ঞান-লাভ করিয়া আপনাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অবগত হইয়া থাকেন ।।৯।।

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ।।১০।।

হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই ভবদীয়-রহস্য-প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্য-যোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয়স্বরূপবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদিবাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিষয়সমূহের অনুসরণে বিভিন্ন স্বভাব প্রকটিত করিতেছেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপজ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষ-রূপী আপনার বন্দনা করিতেছি ।।১০।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শাখা মঠ

শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠ

দানগলি, সেবাকুঞ্জ মোহল্লা

পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উত্তর প্রদেশ

শ্রীভক্তি বেদান্ত গৌড়ীয় মঠ

সন্ন্যাস রোড, কনখল

হরিদ্বার (উত্তর প্রদেশ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

প্রধান কেন্দ্র

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পশ্চিম বাংলা

শাখা মঠ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

পোঃ + জিলা — মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

সূত্র-বিদ্বেষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্র বলেন—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতং॥

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জীবকুলকে মহারৌরব হইতে উদ্ধার করা এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণকে নরক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহাকরুণাবারিধি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণাশ্রিত ঐকান্তিক গৌড়ীয়ভক্তগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নির্গুণ ভগবন্নিকেতন শ্রীগৌড়ীয় মঠরাজি প্রকট করাইতেছেন। এই গৌড়ীয়মঠসমূহের উদ্দেশ্য বুঝিবার শক্তি আত্মবিদের আছে—আত্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণেরই আছে, অস্থাপর সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়সমূহের নাই। এ কথা জানিয়া শুনিয়াও মায়ামোহিত অক্ষজজ্ঞানবাদীর সজ্জায় বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে গৌড়ীয় মঠকে লোকচক্ষে নিন্দিত করিবার প্রয়াসে যে-চেষ্টা তাহা কিরূপ শ্রেণীর লোকের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে তাহা ধীর পাঠকগণ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন। 'ভারতবর্ষে'র অনৈক বনাম লেখকের ধারণাগত শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রজল্পকারী সমিতি মাত্র নহেন, ইহা জানিয়া শুনিয়াও "ভারতবর্ষে"র বনামী লেখক গৌড়ীয় মঠের আদাড়ে পাঁদাড়ে থাকিয়া তাহার নিজস্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বৈশাখের "ভারতবর্ষ" এই কথাগুলি তাহার অঙ্গেই ছাপ লাগাইয়াছেন—"কিন্তু বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ হওয়া খুবই সহজ, কিছু সূত্র তাহা চরকা কাটাই হউক কিংবা পুরাতন কাপড়ের পাড় ছিড়িয়াই হউক গলাই ঝুলাইলেই হয়। আমার বাড়ীর পাশে গৌড়ীয় মঠ বলিয়া একটী সমিতি আছে। দেখিতে পাই যে, এই সূত্র গলায় জড়াইয়া দিয়া যাহাকে তাহাকে যখন তখন ব্রাহ্মণ করা হইতেছে।"

গৌড়ীয় মঠের পাশের বাড়ীওয়ালা বলিয়া পরিচিত বনাম-লেখক মঠ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর সাতটী আশ্চর্য্যের পর অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। কে তিনি, মঠের কোন পগারের পাশে তাহার বাড়ী আমরা এখনও নিরূপণ করিতে পারি নাই। রেড়িকলের ধোঁয়ায় তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অনেকটা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এ কথা প্রত্যেক সত্য-প্রিয় ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য।

"শালুক চিনিয়াছেন, গোপাল ঠাকুর"—কথাটা এতদ্দেশে বহুলভাবে প্রচারিত আছে। এক ছানিপড়া বৃদ্ধা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীজগন্নাথ দেখিবার পরিবর্ত্তে মণিকোটায় পুঁইমাচা দেখিয়া ফিরিয়াছিলেন, এক নরহত্যাকারী ফেরারী আসামী হইয়া জাগ্রত ও স্বপ্নকালে, সর্ব্বদাই তাহাকে ধরিতে আসিতেছে এই আতঙ্কে মগ্ন ছিলেন, আবার Abrdeen College এর গ্রীকের অধ্যাপক Blackey সাহেব বলিয়াছিলেন—মুচি তাহার চামড়া দিয়াই সকল উদাহরণ দেয়, উদ্ভিৎতত্ত্বজ্ঞ যে ভাবে বৃক্ষলতাদি দর্শন করেন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ বস্তুর স্বরূপনিরূপণ করিতে অসমর্থ। নাস্তিকগণের ঈশ্বরালোচনায় যাবতীয় বশ্য বস্তু আসিয়া আবরণ করে। মরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি প্রভৃতি বিবর্ত্তের উদাহরণগুলি আমাদের দেশের মূর্খ চাষিগণও বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু জড়বিলাসপ্রমত্ত অসত্য স্থাপনরত—'পুরোণো শিশি বোতল আছে বিক্রী? খোলার ঘরের ভাড়াটীয়া অধুনা প্রাসাদবাসী আলুপটল ফিরিওয়ালা, পাটের দোকানদার সেগুলির মধ্য দিয়া নিজ নিজ ব্যবসারূপ রঙিন কাচের চশমা দিয়া যে রঙের কথা বলিয়া ফেলে সেগুলি আত্মবিদ্‌গণের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে বাস্তবিক সত্যের অমর্য্যাদা করা হয়। সরকার বাড়ীর বুড়ো গিন্নি সর্ব্বস্ব খোওয়াইয়া ছেলেকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন। ছেলে আদিকাল হইতে ফার্ষ্ট বুকের ক্লাশে এ, বি, সি পড়িতেন। পরে কনিক্‌সেক্‌সনে পড়িবার সময় সেই এ, বি, সি চিত্রে এ, বি, সি দেখিয়া বুড়োগিন্নী ঝেটা লইয়া তাড়া করেন আর কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে থাকেন—'আমি ভগবানের কাছে কত আবদার করিয়া, সর্ব্বস্ব খোওয়াইয়া তোকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলাম; তুই কলেজে পড়িস্ বল্‌ছিস্ কিন্তু আমি দেখছি সেই এ, বি, সি আজও শেষ করিতে পারিস্‌নে', বলিয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন। আমাদের বনাম লেখক মহাশয়েরও গৌড়ীয়-মঠ-দর্শন ও মঠসম্বন্ধে ধারণা ঐরূপ। তিনি কাপড়ের পাড় ছেঁড়া ও চরকা কাটা সূতাকেই বাজসনেয় বৈদিক শাখা কাত্যায়ন-গৃহ্যসূত্রোক্তাবিধি বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। তাহার আর দোষ দিব কি! সম্প্রতি কেহ কেহ একায়ন শাখা হইতে চ্যুত হইয়া পরমহংস বেষ দেখাইতে গিয়া অবৈধ পাপে লিপ্ত থাকায় স্ত্রীশূদ্রসদৃশ ব্যবহার দ্বারা সত্যের আদর্শকে বিপন্ন করিয়াছেন। যাহাদিগের মুড়ি মিশ্রি বিশেষ করিবার যন্ত্র নাই তাহারা যন্ত্রণায় আবোল তাবোল কতই না বকিতেছেন ও দেখিয়া

ফেলিতছেন। মঠের পগারের ধারে বাসা করা পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা গৌড়ীয় (পত্রিকা) কাগজখানা পাঠশালার ছেলেদের মত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত ভাল করিয়া পড়িয়া থাকিলে তিনি তাহার ঠান্‌দির আমলের ভূতদেখার মত গৌড়ীর মঠকে জুজু বলিয়া মনে করিতেন না।

সমাজ সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া নিজে নিজেই তর্কপথে ভারতীয় স্মৃতি-শাস্ত্রগুলি, পঞ্চরাত্রগুলি ও গৃহ্য শ্রৌতাদি সূত্রগুলি, পুরাণ ইতিহাসগুলি একটু পাঠ করার পরে ফক্কুড়ি করিবার জন্য আসরে না নামিলেই ভাল হইত। ব্যবস্থাপকের ন্যায় সামাজিক কথার মীমাংসা ও ধর্ম্মসমাজের কোনও কথা না জানিয়া শ্রৌতপথাবলম্বী কর্ম্মজড় ব্রাহ্মণ বুঝিতে যাওয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বিশ্বজনীন সহানুভূতির ব্যাঘাত করিয়াছে। অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত গৌড়ীয় মঠবাসীর অন্য কোনও কৃত্য নাই। তবে অক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদকচর ও কর্ম্মযোগী-সম্পাদক বা গ্রাম্যবার্ত্তাবহ হিতবাদী সম্পাদকের সহিত সমজ্ঞানে ফষ্টি নষ্টি করিয়া সমালোচনা করিতে না যাওয়াই ভাল ছিল। তাঁহার যেটুকু অধিকার সেই অধিকারটুকু ছাড়াইয়া মোড়ল সাজিতে গিয়া বাচালতা করা ভাল হয় নাই। তাহার দেখা চরকার মাল তাহাকে বিপন্ন করিয়াছে মাত্র। ঐরূপ চরকার মাল গলায় দেওয়া লোকের নিকট তিনি অনাদিকাল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজ চরিত্রে প্রতি-ফলিত করত প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইতেও পারিতেন। তবে আরোহবাদ অবলম্বন করিয়া নিজ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব সাহায্যে যে পন্থা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাহাকে একজন ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী নৈষ্ঠিক শূদ্ররূপে পরিচিত করাইয়াছে। যাঁহার বৃত্ত-ব্রাহ্মনের প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ, সত্য পরমেশ্বর বস্তু তাহার প্রতি নিতান্ত নারাজ। ইহজন্মে যে বনাম লেখক কোনও সত্যের অনুসন্ধান করিবেন তাহা আশা করিতে পারা যায় না, কিন্তু বৈষ্ণবের পাদোদকের এরূপ মহিমা যে তাঁহার সংস্পর্শে যাবতীয় রিপু অল্পকালের মধ্যেই মিত্ররূপে পরিণত হয়। লেখক লিখিয়াছেন, 'যাহাকে তাহাকে' অর্থাৎ কেওকেটাকেও তাঁহার ন্যায় অসংখ্য নরশরীরধারীর নিত্য কল্যাণপ্রদ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবস্তু গুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতীতি ঘটিবে। তাহার ন্যায় সঙ্কীর্ণচেতা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণবের অমর্য্যাদা করিতে গিয়া যে দুরপনেয় অপরাধে পতিত হইয়াছেন, সেই অপরাধ ফলেই পূর্ব্বপুরুষসহ শাস্ত্রমতে কোথায় নীত হইতেছেন দেখিলে তাহার এই অবৈধ পাপ-প্রবৃত্তিটা

কিছু প্রশমিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষকে শৌক্র পদ্ধতি বিচার দ্বারা খেলার পুতুল করিলে আমাদিগকে আর 'সুরেন্দ্র' বলিবে না। গ্রাম্য রস-প্রিয়তার কলের দুর্গন্ধ গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীকে কখনই কলুষিত করিতে পারে না। ঔদ্ধত্য হইতে অবকাশ গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি বুঝিবেন যে শৌক্রপদ্ধতিকে বহুমাননা করিতে গিয়া বৈদিক বৃত্তপদ্ধতি অত সহজে আক্রান্ত হইবার বিষয় নয়। আর শাস্ত্রে অধৌতী হইয়া সেই অক্ষয়তা ও শাস্ত্রজ্ঞান পারদর্শিতার সাহায্যে সুন্দরামল্ল-সন্তান বন্দীঘাটীয় উপাধ্যায় পরিচয় কখনই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতায় পর্য্যবসিত করিবে না। সচ্চরিত্রতা-বলে সত্যভাষিত্ব ও সরলতা শৌক্র-পদ্ধতি অনুসারে জীবকে দেবশর্ম্মা করায়; আর কল্যাণরহিত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইলেই আমাদিগকে রেড়ীর পেষণকার্য্যে ব্রহ্মণ্য আবদ্ধ বলিয়া প্রতীতি করায়। এ কারণ বেদশাস্ত্রকে আক্রমণ করায় যদি কাত্যায়ণগৃহ্যসূত্রের মাহাত্ম্য সমৃদ্ধ হয় তাহা হইলেও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণ বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার শৌক্র পদ্ধতির গুরুস্থানীয় মূলপুরুষ। কামক্রোধাদির কৈঙ্কর্য্যসূত্রে শ্রৌতপথে বিরোধি স্থাপন করিলে উইলসন হোটেলের বিরোধী পাচক-সমাজ স্থাপন হইবে মাত্র। পারস্য দেশীয় খান-সামা বঙ্গীয় পাচক শৌক্রপদ্ধতিজীবি সামাজিকগণের সহিত পরস্পর বিরোধী করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সহিত শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বান্দঘাটীর এক সুরেন্দ্র তন্নামধারী অন্য দেবেন্দ্রকে বনামী ভাষায় আক্রমণ করিলে তাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অক্ষয় 'দসেবা হইবে না, কেন না 'অক্ষয়' শব্দ 'অক্ষজ' মাত্র নহে। বনাম-লেখক জড়দর্শনের দ্রষ্টামাত্র। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক পরমাণু চিদ্ভাসিত পরার্থ বস্তু। সুতরাং লেখক মহাশয়ের ঔদ্ধত্য মঠের নিঃসারিত ধূলিকণাদ্বারাই আবৃত হইতে পারিবে।

'যখন তখন' এই শব্দ লিখিয়া লেখক মনে করেন যে তাহার ন্যায় প্রস্তাবিত শৌক্রব্রাহ্মণত্বমাত্র গৌড়ীয় মঠের লক্ষ্য; কিন্তু এতাদৃশ ঘৃণিত চেষ্টা কোনও দিন গৌড়ীয় মঠকে বিপন্ন করে নাই। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণত্ব-প্রয়োগপ্রণালী কাত্যায়ণ গৃহ্যসূত্রের প্রযুক্ত বিষয় হইলেও বৃত্ত ব্রাহ্মণতা সার্ব্বকালিক। বৃহদারণ্যক-উল্লিখিত, ছান্দোগ্য-উল্লিখিত, মহা-ভারত কথিত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপন্ন, পঞ্চরাত্রোদ্ভাসিত পন্থা ক্ষয়পন্থী শাস্ত্রা-ধ্যয়নছলনারূপ অনুস্বাস্বার বিসর্গে কুলাইবে না। প্রকাশ্যভাবে দেবশর্ম্মন্ নামের

যোগ্যতা লাভ করিয়া সত্য জানিবার চেষ্টা প্রত্যেক বৈদিক শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণে আছে। তাহার সহিত মেকী শূদ্রকল্পতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না। এজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস লিখিয়াছেন—বিবাদযুগে ব্রাহ্মণব্রুবগণ প্রকৃত বিষ্ণুভক্তগণের শত্রু হইয়া নিকষাতনয় রাবণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গুরু করিবেন। শচীর দুলাল তাঁহাদিগের নিকট একটু ছোট। দশরথতনয় রামচন্দ্র-পত্নী সীতাদেবী বিশ্বশ্রবাতনয়ের হরণের বস্তুবিশেষ। গৌড়ীয় মঠ এরূপ বর্ণাশ্রমের কোনও মূল্যই জানেন না। শ্রীমন্মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এই কলিসম্ভূত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর করেন না। সেজন্য বাহ্যজ্ঞানপ্রতারিত অচিদভিনিবিষ্ট ইন্দ্রিয়পর নাস্তিকগণের জন্য যে নিরীশ্বরতাকে চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদ্দ্বারা জীবের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না।

কোটী কোটী নিরীশ্বর ব্রাহ্মণ-জন্ম অপেক্ষা শৌক্র কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা সকল শাস্ত্রে সহস্রমুখে কীর্ত্তন করেন—ইহাকেই বলে গুণের আদর। আর সদ্‌গুণবিদ্বেষী, বিষ্ণুবিদ্বেষী, কপটযুক্তিপর মূর্খলোকের বঞ্চনার জন্য যে অবৈধ কৌশল প্রচার করেন তাহা কখনই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

আমরা কয়েকটী প্রবন্ধে এই 'যখন তখন' ও 'যাহাকে তাহাকে' কথার আলোচনা করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী নিন্দকের মনোব্যাসঙ্গ অপনোদন করাইয়া যাহাতে তাহাকে গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত প্রকৃত ব্রাহ্মণ করাইতে পারি, মঠবাসী সকলের নিকট এরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। মঠের অধিবাসি-গণের চরণাশ্রয় করিলেই যে বিষ্ণুবিদ্বেষ ও বৈষ্ণববিদ্বেষ ছুটিয়া পলাইবে এ কথা তারস্বরে সকল শাস্ত্র গান করেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(ভগবদ্-রসতত্ত্ব)

১। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও অসমোর্দ্ধরসস্বরূপ কেন?

"শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্ব্বোচ্চ রসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদজনিত পূর্ব্ব সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, রসতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বপ্রকার স্বরূপাপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ। * * * অন্যান্য স্বরূপ যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণ-সম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুণশালী। কৃষ্ণ-স্বরূপের আধিক্য এই যে, প্রপঞ্চ-মধ্যে পূর্ণ চিল্লীলা স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা জড়েন্দ্রিয়সকলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিকবৎ ব্যবহারেও সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। বালকের সহিত প্রাণপ্রিয় বালকের ন্যায়, পিতা-মাতা গুরুজনের নিকট আশ্রিত শিশুর ন্যায়, মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ন্যায় ব্যবহারকালেও ঈশিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবতার সর্ব্বেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভাবে এই জগদুন্মাদিনী লীলা কৃপাপূর্ব্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত?"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

২। শ্রীকৃষ্ণের পারকীয়তা কি ঘৃণার্হা নহে?

"কৃষ্ণই যে-স্থলে নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক-পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণ কি তত্ত্ব?

"শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় মধুর-রসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণীই শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণ—এক তত্ত্ব; রসের বিস্তৃতির জন্য দুই রূপে প্রকাশ।"

—চৈঃ শিঃ ৪।৫

৪। রস-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন-বিভাব কিরূপ?

"বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীর-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের ঊর্ম্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রস-সমুদ্রের ভাব উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন—'আহা, এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতিগুপ্ত চিন্তাবকে উদ্‌ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রস-সমুদ্রের কথা বলেন, সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রস-সমুদ্রের তীরে নিজ-মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবাম্বুদবর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়বিকারই এই সমুদ্র। রসভাব-সমূহই এই ঊর্ম্মিমালা। যখন যে ভাব উঠিতেছে, তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি, আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রস-সমুদ্রই—কৃষ্ণ; সুতরাং সমুদ্র তদ্বর্ণ-বিশিষ্ট, তাহাতে প্রেমতরঙ্গ—রাধা, সুতরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্যগত গৌরীত্ব। বৃহদ্‌বৃহদ্‌ ঊর্ম্মিগণ—সখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ—সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূর-তটে নিক্ষিপ্তা অনু-পরিচারিকাবিশেষ।' এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্রীগুরুচরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দীন-ভাবে বসিলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্বাধীনতা

বিশ্বে স্বাধীনতা—হেঁয়ালির কথা, সুখ-মরীচিকা শুধু দুঃখ তাই।
হারায়ে সম্বন্ধ, বিরূপ কবন্ধ, ভোগ-মোহে অন্ধ ত্রিদহন পাই॥
'স্ব'-অর্থে আত্মা, তাঁর অধীনতা, তাহারই সাধন সমীচীন।
ছেড়ে সে বিশ্বাস, পরে' মায়া-ফাঁস, সেজে মায়াদাস হ'নু পরাধীন॥
স্ব-অধীন যে-জন, স্ব-ভাবে মগন, থাকে অনুক্ষণ স্ব-তন্ত্র-স্বরূপে।
গুরুদেব তা'রে, মুক্তাত্মা প্রচারে, বদ্ধজীব মরে পুড়িয়া ত্রিতাপে॥

ইতরেরে ভজি, পরমাত্ম ত্যজি, ভোগানন্দে মজে' হই অতি হীন।
ভব-কারাগৃহে, জড়মন-দেহে, ত্রিগুণের মোহে বন্দী বহুদিন॥
গুরু-কৃপাবলে, স্ব-সম্বন্ধমূলে, পা'নু এতদিনে মায়া-কারামুক্তি।
সাধন-জগতে, স্বাধীনতা পেতে, শ্রীগুরু-শ্রীপদে রহুঁ মোর ভক্তি॥
মুঞি ভক্তিহীন, অকিঞ্চন দীন, অযোগ্য নির্ঘৃণ্য বড় দুরাচার।
কিছু নাহি চাই, যেথা-সেথা যাই, থাকে যেন সদা স্মরণ তোমার॥
ওহে অন্তর্যামি, তব পদে নমি, আশ্রয়-বিগ্রহ পতিত-পাবন।
সেবক অধমে, রক্ষ কৃপাক্রমে, অপনোদি' জন্ম-জন্মান্তর-ভ্রম॥
সব চলি' যা'বে, নিত্য নাহি র'বে, এ চঞ্চল ভবে দেহ-চিত্ত-বিত্ত।
তব নিত্যদাস, করে পদে আশ, স্বরূপ-স্ফূরতি—ব্রজবাস নিত্য॥

—ডাঃ অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

ধর্ম্ম-ব্যাধের ইতিহাস

(বরাহ-পুরাণ পঞ্চম অধ্যায়)

পুরাকালে অত্রিগোত্রজাত সংযমন নামে এক পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্য প্রাতঃস্নান, তপশ্চরণ ও বেদাভ্যাস করিতেন। একদিন ভাগীরথীর জলে স্নানার্থ তিনি ধর্ম্মারণ্যে গমন করেন। তথায় একদল হরিণ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, এক ব্যাধ ধনু ধারণে সেই মৃগযূথকে বধ করিতে উদ্যত। তাহার নাম নিষ্ঠুরক। সংযমন ব্যাধকে বলিলেন, ভদ্র! জীব হত্যা করিও না। মুনির কথা শুনিয়া সেই ব্যাধ হাস্য-সহকারে বলিল,—আমি পৃথক্ জীবদিগকে হত্যা করি না; মায়াবী যেমন মন্ত্রদ্বারা নির্জ্জীবকে সজীব করিয়া খেলা করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ নারায়ণ এই সমস্ত প্রাণীদ্বারা লীলা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা সর্ব্বদা অহংভাব বর্জ্জন করিবেন। 'আমি' 'আমার' জ্ঞান জীবের যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে মোক্ষলাভ অসম্ভব।

সংযমন নিষ্ঠুরকের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, ভদ্র! তুমি এই প্রত্যক্ষ হেতুময় বাক্য কোথা হইতে শিখিলে? ইহার অর্থ কি? নিষ্ঠুরক তাহা শুনিয়া একটী লৌহজাল প্রস্তুত করিয়া এবং তাহার নিম্নভাগে

কতকগুলি কাষ্ঠ রাখিয়া সংযমনের হাতে অগ্নি দিয়া বলিল, আপনি এই কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করুন। ব্রাহ্মণ অগ্নি জ্বালিয়া নীরব হইলেন। জাল-নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জালের প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া শত শত বহ্নিশিখা পৃথক্ পৃথক্ বাহির হইতে লাগিল। তখন নিষ্ঠুরক বলিল, মুনে! আপনি অগ্নির একটী শিখা গ্রহণ করুন। আমি অবশিষ্ট শিখাগুলি নিবাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া অগ্নির উপরে এক কলস জল ঢালিয়া দিল। অগ্নি তখনই নির্ব্বাপিত হইল। অনন্তর ব্যাধ বিপ্রকে বলিল, মুনে! আপনি যে অগ্নিশিখাটী রাখিয়াছেন তাহা আমাকে প্রদান করুন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে; তিনি তাহা দেখিয়া অপ্রতিভ অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। তখন ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিল, হে দ্বিজ! এই জালের নিম্নে যখন অগ্নি জ্বলিয়াছিল তখন জালের ছিদ্রসকল দিয়া অগ্নির সহস্র সহস্র শিখা বাহির হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের মূল অগ্নি নিবিয়া যাওয়াতে শিখাগুলিও নিবিয়া গিয়াছে। আত্মা এইরূপ। আত্মা এক, পাত্রভেদে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতীত। ক্ষিতি, অপ্ আদি পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী-পুরুষাকার ধারণ করে। তাহাদের পরস্পরের সংসর্গে আবার অন্য স্ত্রী-পুরুষ উৎপন্ন হয়। এইরূপে জগতের সৃষ্টি। জীবিকাধর্ম্মে যাহার যে বৃত্তি বিহিত, সে-সকল যদি আত্মায় সংযোজিত করে তবে আর তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। ব্যাধ এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে তাহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে স্বজাতিসঙ্গত-কর্ম্ম করিয়াও জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ ঘটে।

সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট মহর্ষি রৈভ্য ও রাজা বসু (চাক্ষুষ মন্বন্তরে জাত) এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকাটী ভগবান কপিলদেব মহারাজ অশ্বশিরার নিকট বর্ণন করেন। তাহাতে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি পুত্র স্থূলশিরাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া নৈমিষারণ্যে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি ভগবানকে এইভাবে স্তব করিয়াছিলেন—

ইন্দ্র, ঈশ, সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন ও মরুদ্গণ যাঁহার রূপান্তর, সেই বিবিধ রূপী হরিকে নমস্কার। সূর্য্য-চন্দ্র যাঁহার চক্ষু, সংবৎসর যাঁহার কুক্ষি, কুশাদি যাঁহার রোমরাজি, সেই সনাতন পুরুষকে নমস্কার। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অন্তর ও দিকসকল যাঁহার বিরাট শরীরে ব্যাপ্ত, যিনি এই সমস্ত জগতের উদ্ভব-স্থান, অজয় হইয়াও সুরাসুরগণের জয়পরাজয় নিমিত্ত যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ

হন, যে উগ্রতেজা জরার জন্য শঙ্খচক্রাদি ধারণ করেন, যিনি কখনও সহস্র-শির, কখনও মহাশৈল-সদৃশ বিরাট বপু। কখনও বা ত্রসরেণুর তুল্য অতিসূক্ষ্ম আমি সেই যজ্ঞপুরুষকে নমস্কার করি। যিনি চতুর্ম্মুখরূপে জগতের সৃষ্টি, চক্রপাণিরূপে পালন ও রুদ্ররূপে সকল ধ্বংস করেন, সেই যজ্ঞপুরুষকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর; আমি মন-প্রাণাদি সমস্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম। রাজা এইপ্রকার স্তব করিবামাত্র তাঁহার সম্মুখে এক প্রচণ্ড তেজ আবির্ভূত হইল। রাজা সেই তেজোমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

ধর্ম্মজ্ঞ বসু বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ায় রাজ্যভোগে বিতৃষ্ণা হইল। নিজ পুত্র বিবস্বানকে রাজ্যপ্রদান করিয়া কাশ্মীরাধিপতি বসু পুষ্করতীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। একদিন রাজা ভগবানের স্তব করিতে থাকিলে তাঁহার দেহ হইতে এক ভীমাকার পুরুষ নির্গত হইল। তাহার দেহ খর্ব্ব, বর্ণ গাঢ় নীল, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ এবং আকৃতি দগ্ধকাষ্ঠবৎ ভয়ঙ্কর। সে রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিল, হে নরনাথ, আমাকে কি করিতে আদেশ করেন? রাজা বলিলেন, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছ? এখানে তোমার কি কাজ? ব্যাধ বলিল, পূর্ব্বে কলিযুগে দক্ষিণাপথ জনস্থানে তোমার রাজ্য ছিল। তখন তোমাকে সকলে বিচক্ষণ রাজা বলিত। একদিন তুমি মৃগয়া জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক মৃগ-বেশধারী মুনিকে দণ্ডাঘাতে মারিয়াছিলে। তুমি তাহা জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ ও কাতর হইয়া কিরূপে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবে তাহাই চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণের চিন্তায় নিরত থাকিয়া উপবাসী রহিলে। এবং 'নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' এই কথা বলিয়া শুভদিনে ব্রাহ্মণ-গণকে বহু গাভী দান করিলে, কিন্তু ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই উদর-শূলরোগে তোমার মৃত্যু হয়। তোমার পত্নী তোমার উদ্ধারের জন্য ব্রত উদ্‌যাপন করিলে তোমার সদ্গতি হয়। মরণান্তে তুমি বিষ্ণুভবনে এক কল্পকাল ছিলে, আমি তখনও তোমার দেহে ছিলাম। সে-সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার অভিলাষ ছিল—ব্রহ্মগ্রহ হইয়া তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপের জন্য তোমাকে পীড়ন করা, কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ আমাকে মুষলাঘাত করিতে থাকিলে

তোমার লোমকূপ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলাম। তুমি স্বর্গস্থ হইলে আমি আবার তোমার দেহে রহিলাম। এইরূপ ব্রহ্মার দিবাকল্প অতীত হইল। বর্ত্তমানে তুমি পুণ্ডরীকাক্ষ স্তব পাঠ করিতে থাকিলে তোমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আমি নিতান্ত পাপী, কিন্তু তোমার স্তবপাঠ শ্রবণ করিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। রাজা বসু বলিলেন, তোমার কথায় যখন আমাব জন্মান্তরের কথা স্মরণ হইল, তখন তুমি আমার প্রভাবে ধর্ম্মব্যাধ হইবে।

ধর্ম্মব্যাধের নিজ বৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে করিতে ৪ হাজার বৎসর গত হইল। সে আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ এবং ভৃত্য, অতিথি, অগ্নির তৃপ্তি প্রদান করিত। সদা সত্যকথা বলিত এবং স্বধর্ম্মানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিছুদিন পরে তাহার এক ধর্ম্মবুদ্ধি পুত্র হয়। তাহার নাম অর্জ্জনক। আরও কিছুদিন পরে অর্জ্জনকা নাম্নী কন্যা হইল। সে যৌবনে পদার্পণ করিলে ধর্ম্মব্যাধ মহাত্মা মতঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

অর্জ্জনকা স্বামিগৃহে থাকিয়া শ্বশুর-শাশুড়ী ও পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিল। একদিন তাহার শাশুড়ী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে, তুই ব্যাধকন্যা, পতিসেবা বা তপস্যা কেমন করিয়া জানিবি? শাশুড়ীর ভৎর্সনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে রোদন করিতে করিতে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

কন্যার কথা শুনিয়া ধর্ম্মব্যাধ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈবাহিক-গৃহে উপস্থিত হইল। মহাত্মা মতঙ্গ বৈবাহিককে গৃহে পাইয়া যথোচিত সৎকার করত ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মব্যাধ বলিল, যে-সকল খাদ্য-বস্তুর চৈতন্য নাই এমন বস্তু আমি ভক্ষণ করিব। মতঙ্গ বলিলেন, আমার গৃহে গোধূম, ব্রীহি ও যবাদি প্রচুর পরিমাণে আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর। ধর্ম্মব্যাধ বলিল, আপনার গৃহে যে-সমস্ত গোধূমাদি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তাহা আমি একবার দেখিব। মতঙ্গ তখন তাহাকে শূর্পপূর্ণ গোধূমাদি আনিয়া দেখাইলেন। ধর্ম্মব্যাধ কিছু না বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। মতঙ্গ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আহার না করিয়া কিজন্য চলিয়া যাইতেছ? ব্যাধ বলিল, যে ব্যক্তি প্রত্যহ কোটি কোটি জীব হত্যা করে,

কোন্ সাধুপুরুষ সেই পাপাত্মার দ্রব্য ভোজন করিবে? তোমার গৃহে চৈতন্য-হীন কোন দ্রব্য থাকিলে তাহা দাও। আমি প্রত্যহ অরণ্য হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সুসংস্কৃত করিয়া প্রথমে দেবতোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি, পরে সপরিবারে ভোজন করি। কিন্তু তুমি প্রত্যহ কোটি কোটি জীব হত্যা করিয়া আত্মীয়-স্বজনসহ তাহাই ভোজন কর। অতএব তুমি যাহা আহার কর, আমার মতে তাহা অখাদ্য। ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ ওষধি ও লতাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই প্রাণিগণের উপযুক্ত আহার। দিব্য, ভৌম, পৈত্র, মানুষ ও ব্রাহ্ম এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গো, মৃগ ও পক্ষিগণকে আহার দিয়া যথাবিধানে অতিথিসৎকার করিয়া গৃহস্থ আহার করিবে। এইরূপ করিলে অন্ন শুদ্ধ হয়, অন্যথা একএকটী ব্রীহি-যব একএকটী জীবন্ত মৃগ, পক্ষী। সুতরাং দাতা ও ভোক্তার পক্ষে তাহা মহামাংস-স্বরূপ। তোমার ভার্য্যা আমার কন্যাকে জীবঘাতীর কন্যা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু তোমার আচার-বিচার, দেবার্চ্চন ও অতিথিসৎকার কিরূপ? তাহার তুমি একটীও কর না। আমি ত জীবঘাতী, কিন্তু আমার কন্যা তোমার মত ধার্ম্মিকের পুত্রকে পতিরূপে পাইয়া পতিমাহাত্ম্যে পবিত্র হইয়াছে। অদ্য হইতে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস বা পরস্পরের মঙ্গল কামনা করিবে না—এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া সেই ব্যাধ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত থাকিল এবং কিয়ৎকাল পরে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চির শরণ প্রাপ্ত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির নিজস্ব অধ্যাপক-কর্ত্তৃক পরিচালিত নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী"** নামক সংস্কৃত টোল হইতে ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। এ বৎসরও উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যার্থিগণ সংস্কৃত পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

১। **শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী**—কাব্য আদ্য, **২য় বিভাগ**
২। **শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী**—বৈষ্ণবদর্শন আদ্য, **২য় বিভাগ**

—প্রচার-সম্পাদক

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বারাণসী ধাম

চন্দ্রশেখরের বাটী।

মহাপ্রভু ও শ্রীরূপপাদের প্রবেশ।

মহাপ্রভু—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) শ্রীরূপ, তুমি সনাতনের কোন খবর পেয়েছো ?

শ্রীরূপ—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেদিন চর-মুখে সংবাদ জেনেছি। তিনি রাজ-ঘরে বন্দী। এখন আপনি যদি তাঁকে উদ্ধার করেন, তবেই তিনি উদ্ধার পাবেন।

মহাপ্রভু—সনাতনের বন্ধন-মোচন হয়েছে শ্রীরূপ! সে আমার কাছে আস্‌ছে।

শ্রীরূপ—(সানন্দে) তিনি তা'হলে বন-পথেই আস্‌ছেন ?

মহাপ্রভু—হ্যাঁ, তোমরা যেমন বনপথেই এসেছো, সেও তাই আস্‌ছে।

শ্রীরূপ—পথে কোন বিপদ হয়নি তো ?

মহাপ্রভু—সকল বিপদই সে উপেক্ষা করে চলে আস্‌ছে। অচিরেই সে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শ্রীরূপ—(মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া) তাই যেন হয় প্রভু !

মহাপ্রভু—(শ্রীরূপের পিঠে হাত দিয়া) কৃষ্ণের কৃপা সে অবশ্যই পা'বে। তার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে।

[চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।]

(চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।)

মহাপ্রভু—এসো চন্দ্রশেখর !

চন্দ্রশেখর—প্রভু, আজ খবর পেলাম, একজন ভক্ত আস্‌ছেন। তিনি সর্ব্বদা নামানন্দে বিহ্বল হয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌ছেন। সম্ভবতঃ আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি হ'বে।

মহাপ্রভু—(মৃদু হাসিয়া) তাই তোমরা দেখ্‌ছি খুব উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছো। প্রকৃতই সে একান্ত হরিসেবক।

শ্রীরূপ—(হাসিতে হাসিতে) প্রভু আমাকে এই কথাই এতক্ষণ বল্‌ছিলেন।

চন্দ্রশেখর—প্রভু, একবার ভিতরে চলুন।

মহাপ্রভু—চল। (মহাপ্রভু-সহ সকলের প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য

হাজিপুর গ্রাম

সনাতনের প্রবেশ

সনাতন—(চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে) হা দয়াময় শচীনন্দন, আর কতদূরে তুমি আছ প্রভু! কৃপা কর- দেখা দাও! তোমায় একবার দেখ্‌লে আমার সব আশা মিটে যাবে। আবার ধরণীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এল; এ রাতও বুঝি গাছতলায় কাট্‌বে।

[ইত্যবসরে সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্তের প্রবেশ।]

শ্রীকান্ত—কে, ভায়া নাকি?

সনাতন—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—শ্রীকান্ত; চিন্‌তে পার্‌ছো না?

শ্রীকান্ত—এ কি বেশ ধরেছো ভায়া?···একেবারে দরবেশ! তোমার এ মতি-গতি কবে থেকে হ'ল?

সনাতন—যাক্, ভালই হ'ল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। কেন, আমার মতি-গতি খারাপ দেখ্‌ছো?

শ্রীকান্ত—তা' একটু খারাপ-খারাপ বোধ হচ্ছে বৈকি? সংসারী জীবের ঐ সব বেশ-ভূষা, আর না খেয়ে বনে বনে ঘোরা—এসব কি ভাল?

সনাতন—(ঈষৎ হাসিয়া) ভায়া, সংসারী জীব সংসার ছাড়্‌লেই এই বেশ ধারণ করে।

শ্রীকান্ত—তোমার তো মন্ত্রী-বুদ্ধি! তোমার সঙ্গে কি কথায় পারা যায়? তা' কেমন করে তোমার বন্ধন ছুটলো?

সনাতন—একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই আমার বন্ধন মোচন হয়েছে।

শ্রীকান্ত—এখন এ রাতে কোথায় থাক্‌বে ভেবেছো?

সনাতন—কেন, ঐ গাছতলায়?

শ্রীকান্ত—তাই কখনো হয়? (সনাতনের হাত দু'টি ধরিয়া) আমার অনুরোধ, দয়া ক'রে আজ রাতটা আমার বাসায় গিয়ে থাক্‌বে চল।

সনাতন—যেতে আমার আপত্তি নাই। তবে কাল প্রভাতেই আমাকে গঙ্গা পার করে দিতে হবে।

শ্রীকান্ত—নিশ্চয়ই তোমায় গঙ্গা-পার করে দেবো। তবে আমাকে তোমার এই বেশ ধারণের পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই বল্‌তে হবে।

সনাতন—বেশ, যখন আমার জীবনী শুন্‌তে চাইছো বল্‌বো। চল, এখন তোমার আতিথ্যই গ্রহণ করি।

শ্রীকান্ত—এসো।　　(উভয়ের গমন)

৩য় দৃশ্য

বারাণসী ধাম।

চন্দ্রশেখরের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

১ম বৈষ্ণব ও ২য় বৈষ্ণবের প্রবেশ।

১ম বৈষ্ণব—মহাপ্রভু সেদিন বল্‌লেন যে, সুদূর বাংলা থেকে তাঁর একজন অনুরাগী ভক্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌ছেন। সত্বরই আস্‌বার কথা! কিন্তু এর মধ্যে বাংলা থেকে কেউ এসেছেন বলে তো মনে হয় না! তুমি বাংলার কোন নূতন ভক্তকে দেখেছো?

২য় বৈষ্ণব—কই, সেরূপ কোন ভক্ত আমার চোখে পড়ে নি। আমিও তোমার মত আস্‌বে—আস্‌বেই শুনেছি।

১ম বৈষ্ণব—কি জানি! ইচ্ছাময়ের যে কি ইচ্ছা, তা তিনিই জানেন।

২য় বৈষ্ণব—প্রভু যখন বলেছেন একজন ভক্ত আস্‌বে, তখন নিশ্চয়ই আমরা তা'কে দেখ্‌তে পাব।

১ম বৈষ্ণব—ভক্তটীর নাম তোমার খেয়াল আছে কি?

২য় বৈষ্ণব—নামটা ঠিক স্মরণ নেই বটে, তবে তিনি শ্রীরূপ প্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

১ম বৈষ্ণব—অহো, ঠিক বলেছো তুমি!

২য় বৈষ্ণব—সে কি রকম ভক্ত বল্‌তো? সে কি একেবারে প্রভুকে কিনে নিয়েছে? প্রভু দিনের মধ্যে হাজার বার তার গুণগান কর্‌ছেন।

১ম বৈষ্ণব—তবেই তো বোঝা! আমরা প্রভুর কাছে থাকি বলেই যে আমরা তাঁর খুব প্রিয় তা' নয়।

২য় বৈষ্ণব—সত্যই তাই। আমাদের প্রেমভক্তি গাঢ় নয়। ঈশ্বরের কাছে থেকেও ঈশ্বর-প্রেমলাভে আমরা বঞ্চিত। মন-প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের সেবা কর্‌তে পারি নি। আমাদের মত পাপিষ্ঠ আর কে আছে বল!

১ম বৈষ্ণব—(দূরে লক্ষ্য করিয়া) ঐ যেন কে এদিকে আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।

২য় বৈষ্ণব—(দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত) হ্যাঁ, তাইতো বটে; দেখ, লোকটা চল্‌তে পার্‌ছে না মোটেই, মনে হয় খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

১ম বৈষ্ণব—হ্যাঁ হে, এ যে দরবেশ বলে মনে হচ্ছে।

২য় বৈষ্ণব—হ্যাঁ, দরবেশই তো বটে! তবে এখানে একটু অপেক্ষা কর্‌বে?

১ম বৈষ্ণব—না—না, আর অপেক্ষায় কাজ নেই। অপেক্ষা কর্‌তে গেলে দেরী হয়ে যাবে। চল,—মন্দিরে ঈশ্বর-সেবার সময় হয়ে গেছে।

২য় বৈষ্ণব—(ব্যস্তভাবে) তবে চল,—চল। (উভয়ের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

বারাণসী ধাম।

চন্দ্রশেখরের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন—আহা, এই তো বৃন্দাবন! এখানে নিশ্চয়ই প্রভু আছেন। বাতাসে পাখীর আনন্দ-গান শোনা যাচ্ছে। শুক্‌নো গাছও যেন সজীব হয়ে উঠেছে,···ঐ কত শত রঙ্-বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে; ভোম্‌রা গুন্ গুন্ রবে, যমুনা কলকল স্বরে যেন কার আবাহনী গীতি গাইছে! বড় মনোরম এই স্থান! আহা,- হরিনামের মধুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রভু, এই তোমার গোলোকধাম! তুমিই দ্বাপরে এইখানে লীলা করেছিলে।

[নেপথ্যে :—দৈববাণী—সনাতন, তুমি যা'কে খুঁজ্‌ছো সেই আমি এখানে আছি। এটা বৃন্দাবন ধাম নয়, এ বারাণসী ধাম।]

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কে,—কে আমায় এমন কথা বল্‌লে! প্রভু—প্রাণনাথ!···কই, আমি তো তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না? কোথায় তুমি! দেখা দাও, প্রভু! আর ছলনা করো না। আর চল্‌তে

পার্‌ছি না। দেহ অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। এখানেই যদি আছো, তো দেখা দাও!

[চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।]

চন্দ্রশেখর—(সনাতনের প্রতি) ফকির, ও ফকির!

(সনাতনের হাত ধরিয়া) ওঠো,—এসো তোমায় প্রভু ডাক্‌ছেন!

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কে, প্রভু ডাক্‌ছেন? প্রভু আমাকে ডাক্‌ছেন! সত্যই সত্যই তুমি এখানে আছ প্রভু! প্রভু,—এতদিনে আমায় মনে পড়েছে! তোমার জন্য আমি চোখের জল সার করেছি। কেঁদে কেঁদে দু'টি চক্ষু প্রায় অন্ধ করে ফেলেছি। কই,—কোথা প্রভু! (ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন।)

চন্দ্রশেখর—চল ফকির, নিকটেই প্রভু অবস্থান কর্‌ছেন!

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কই, আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না! দেখা দাও—ওগো নচীনন্দন, গৌরহরি প্রাণবল্লভ এসো!

[সনাতনকে লইয়া চন্দ্রশেখর যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাপ্রভু স্বয়ং উপস্থিত হইলেন।]

মহাপ্রভুর প্রবেশ।

মহাপ্রভু—এসো সনাতন! তোমার আহ্বানে আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না। আমি এসেছি।

সনাতন—(সানন্দে অশ্রুসিক্ত-নয়নে) এসেছো—এসেছো প্রিয়তম? কই, —কই তুমি!

মহাপ্রভু—চোখ তুলে চাও সনাতন;···দেখ, তুমি যা'কে ডেকেছো, সে এসেছে কি না!

সনাতন—(সানন্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া) এসেছো,—এসেছো প্রভু!

[সনাতন মহাপ্রভুর পদতলে লুণ্ঠিত হইতে চাহিলেন, মহাপ্রভু প্রীত হইয়া তাঁহার ভক্ত সনাতনের হাত ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন।]

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি আমারই বক্ষে আছ। তোমার মত প্রিয় আমার আর কেউ নেই।　　—সমাপ্ত—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

দেহারামীর ভব-ব্যাধি ও তদুপশম-প্রয়াস

মনোধর্ম্মী দেহারামী গৃহীবাউলের আবরণে উপকুর্ব্বাণ বদ্ধজীব আমি। বেশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই আমি সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা হইতে আমি আজও বঞ্চিত। তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশ-নির্দ্দেশ-পালনেও আমি চির-পরাঙ্মুখ। তাঁহার উদাত্ত আহ্বানে আজও আমি সাড়া দিতে পারি নাই; তাহার একমাত্র কারণ—আমার দেহারাম। "শরীরের সুখে মন! দেহ জলাঞ্জলি। এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়"—মহাজনের এই শাশ্বতী বাণী স্মরণে কখনও তদ্বাক্যপালনে ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়াছি। কিন্তু হায়! অকস্মাৎ কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে খরস্রোতের ন্যায় আসিয়া আমার সেই ধৈর্য্য-শৈলের মূলোৎপাটন ঘটাইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত-কাল-প্রবাহে নিক্ষেপপূর্ব্বক আমার ক্ষীণ আশার আলোকটুকু নির্ব্বাপিত করিয়াছে। যখনই আমি স্থিরমনে চিন্তা করি, তখনই কিন্তু শ্রীগুরুদেবের অপার অসমোর্দ্ধ করুণার কথা ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়-রাজ্যে জাগরূক হয়। তিনি যে আমার নিত্যকালের উদ্ধারকর্ত্তা পরমবান্ধব, তাহা অন্তর্যামি-স্বরূপে একাধিকবার আমাকে বুঝিবার বা উপলব্ধির সুযোগ দিয়াছেন। কিন্তু দুর্দ্দৈব আমার! আমার দেহারামীতা, ঔদরিকতা, বিত্তৈষণা, জড় বিদ্যোপাধি-সংগ্রহ-পিপাসা ও প্রতিষ্ঠাশাদি আমাকে শ্রীগুরু-মনোভীষ্ট-পালনে জগদ্দল প্রস্তরের ন্যায় বারবার বাধার সৃষ্টি করিতেছে। আশাবাদী জীব আমি—তাই আজও শ্রীগুরু-মনোভীষ্ট-পালনে ও শ্রীগুরুদেবের হার্দ্দিক করুণালাভের আশা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। মহাজনগণ আমার ন্যায় সর্ব্বদোষাকর, অনর্থগ্রস্তের যে দুরবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই আমার বাস্তব-পরিচয়।—

"আমার জীবন, সদা পাপে রত, নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিদ্রালসহত, সুকার্য্যে বিরত, অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ, লোভ-হত সদা কামী॥"

"দিন যায় মিছাকাজে নিশা নিদ্রাবসে।
নাহি জানি মরণ নিকটে আছে বসে॥
ভাল-মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥"

"জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥"
"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব?
বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

আমি এত দোষে দোষী হইলেও অদোষদরশী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণাই আমার বর্ত্তমানে একমাত্র জীবাতু।—

গুরুদেব! যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা-সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর॥"

শ্রীহরি-গুরু-সেবাবিমুখ আমি; গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট নিষ্কপটভাবে নিজের অনর্থ ও দুর্দ্দৈবের কথা জানাইতেও কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতেছি, তাঁহারা যে আমার নিত্যকালের পরমাত্মীয়, ভবপারের কাণ্ডারী, সংসার-কারাগারে পরম বান্ধব, তাহাতে এখনও প্রত্যয় হইতেছে না। আমি নিরাশ্রয় পথভ্রান্ত অবোধ বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশ্বাস-বাণী ও কৃপা-কটাক্ষ-লাভেও অসমর্থ হইতেছি। এখানেও আমার জড়াহঙ্কার-দম্ভশৈল ইহাতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিতেছে। মুখে কপট দৈন্য করিয়া "শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতিদীন" বলিলেও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্যতাই বার বার আমাকে গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞার প্রতি-বন্ধক হইতেছে।

মনে মনে আমি নিজেকে পরম-যোগ্যতাসম্পন্ন বাহাদুর ব্যক্তি বলিয়া গৌরব-বোধ করিতেছি। বৈষ্ণব-সতীর্থগণের সহিত আমার স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, জিহ্বালাম্পট্য, জাড্যোপাধি-সংগ্রহরূপ অন্যাভিলাষ লইয়া প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলকেই আমাপেক্ষা কম বুদ্ধিমান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাহা না হইলে তাঁহারা পূর্ব্বাপর নিজ-সুখ-সুবিধা চিন্তা না করিয়াই গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-যজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন কেন? আমি অর্ব্বাচীনের মত তাঁহাদের ন্যায় পরে পস্তাইব না, সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই আট-ঘাট বাঁধিয়া হরিভজনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। সকল বিষয়েই আমি বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত অগ্রসর হইতে-ছিলাম, কিন্তু শ্রীল রূপপাদের "সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং" বাক্যই আমাকে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করিয়াছে। এখন দেখিতেছি, আমার উপাধিলাভ অবশেষে ব্যাধির আকারে দেখা দিয়াছে এবং ঔদরিকতা বা জিহ্বালাম্পট্যই

আমাকে জীবনের অন্তিম দশায় উপনীত করিয়াছে, আমি নিজ চেষ্টাদ্বারা তাহার হস্ত হইতে কোনমতেই নিষ্কৃতি পাইতেছি না, বরং আমার জিহ্বাবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মাঝে মাঝে আমি মহাজনগণের শিক্ষা স্মরণ করিয়া বিকারগ্রস্ত মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি, কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচারের সহায়তায় জগতের সকলকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবঠাকুরও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও তারস্বরে ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন,—

"বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বাবেগ, উদর-উপস্থবেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে, (জীবকে) দিতেছে পরমোদ্বেগ॥"

"সাধক হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বস॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
ভাল না খাইবে আর, ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।"

এরূপ সাবধান বাণী শুনিয়া ক্ষণিকের জন্য মন নিরস্ত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই চঞ্চল দুষ্ট মন দ্বিগুণিত উৎসাহে আইনের ফাঁকি খুঁজিতে থাকে। সে যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায়—

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

"যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তাহার পায় পরাভব॥"

বাক্যের কদর্থ করিয়া "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' অনাসক্তির আবরণে ভোগে অত্যাসক্তি আবাহন করে। ফলে দিশাহারা পথিকের ন্যায় 'শয়তানের শাস্ত্র বাক্যের বুলি কপচাইয়া বলিতে থাকে'—

"পণ্ডিত ব্যক্তি যতটুকু বিষয়দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় ততটুকুই স্বীকার করিবেন; অল্প ও আধিক্যে পরমার্থ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। হে অর্জ্জুন! অহিতভোজন-পরায়ণের যোগ হয় না; আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ সিদ্ধ নহে। অতি নিদ্রালু ও অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগে সিদ্ধি লাভ হয় না। যিনি নিয়মিত আহার-বিহার করেন, কর্ম্মসমূহ যাঁহার নিয়মিত, যিনি

পরিমিতভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহারই যোগ দুঃখ নিবারক হয়।"

শাস্ত্রের অবরোহ যুক্তির (শ্রয়ঃ) বুলি আওড়াইলেও সে কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসী নহে। সে আরোহ যুক্তিকেই (প্রেয়ঃ) অন্তরে বহুমানন করিয়া থাকে। "Inductive process of reasoning carries fallacy with it."—ইহা তাহার বেশ ভালভাবেই জানা আছে। তথাপি ইহাকে (সংশয়কে) আশ্রয় না করিলে তাহার জগৎ-বঞ্চনা-কার্য্যে সুবিধা হয় না। তাই সুবিধাবাদীর ন্যায় সে 'অনাসক্তি', 'যুক্তবৈরাগ্য', 'যথাযোগ্যভোগ', 'ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে ভোগ', 'জীবনধারণোপযোগী বিষয় গ্রহণ', 'যুক্তাহার-বিহার' ইত্যাদি শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের কদর্থ করিয়া তাহার কু-মতবাদ-স্থাপনে বিশেষভাবে চেষ্টিত হয়। শাস্ত্রবাক্যের সহজ-সরল অবিধা বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সে তাহার বহুকালপুষ্ট অসদুদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বত্র লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সে ইহাতেই একমাত্র আনন্দ ও তাহার পরিশ্রমের সার্থকতা বলিয়া মনে করে। সদ্‌বৈদ্যরাজ ভিষক্‌তম মহাজনগণের বজ্র-নির্ঘোষস্বরে উচ্চারিত চেতন বাণী তাহার হৃৎকর্ণরসায়ণ হইবার পরিবর্ত্তে উহা 'ভূতের নিকট রাম-নামের' ন্যায় কার্য্যকরী হয়। সে উহা সহ্য করিতে না পারিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক চিরতরে সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।

আমার প্রাণের দোসর চঞ্চল দুর্নিবার মন আমার অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় কাজ করিয়া চলিয়াছে। সে আমার সহায়ক থাকিলে আমি "ধরাকে সরা জ্ঞান' করি। তাহার ন্যায় হিতকারী ইহ-পরকালের বান্ধব অতি বিরল। কখনও আমি ভুলক্রমে শ্মশানে-মশানে ঘুরিতে ঘুরিতে কৃষ্ণ-রাম-নামের আখড়া মঠ-মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলে সে অতি সযত্নে তথা হইতে আমাকে প্রত্যাবৃত্ত ও প্রকৃতিস্থ করাইয়া আমার পরমাত্মীয়ের ন্যায় কার্য্য করে। তাই আমি তাহার নিকট চিরঋণী। আমার সদ্‌গুণাবলীর কথা তাহার সবিশেষ জানা আছে। সে দিন হঠাৎ আমাকে রামনামের বুলি আওড়াইতে শুনিয়া সে বড়ই মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে। আমি বন্ধুর সক্রিয় সাহায্যের অভাবে মাঝে মাঝে হীনবল হইয়া পড়িলে সে পুনরায় বিবিধ মুখরোচক বুলির দ্বারা আমার মৃতকল্প শরীরে প্রাণের সঞ্চার করে।

সেদিন তাহার মুখে আমার প্রাচীন গুণাবলীর অন্যতম জিহ্বোদর-লাম্পট্যের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও বহুমুখী প্রশংসা শুনিয়া আমি বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। পরে ভিষক্-বন্ধুর পরামর্শক্রমে তাহা হইতে নিস্তার লাভের জন্য কৃষ্ণ-চন্দ্রের অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করি। সৌভাগ্যক্রমে 'একশ্চন্দ্রঃ তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি' মন্ত্র আমি জ্ঞাত ছিলাম। তাই বন্ধুর পরামর্শ দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় উহাই উৎকৃষ্ট চরম চিকিৎসা-পত্র বলিয়া বরণ করি। গুরুবারের বার-বেলায় ত্র্যহস্পর্শযোগে দিক্‌শূল-নক্ষত্রশূলে সম্মুখস্থ যোগিনীকে আশ্রয় করিয়া মঘা নক্ষত্রে মহাযাত্রা করিলাম। একতারার কথা দূরে থাকুক, তারাগণও যথায় হটিয়া যাইতেছে সেই (কৃষ্ণ)-চন্দ্রের পুরে শরণার্থী হইলাম। আমার নিত্যসঙ্গী মন সহকারীরূপে আমার সঙ্গে চলিল। তাহার সাহায্য ব্যতীত আমি একমুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। তথায় যাইয়া শৈলসুতা দেবীর উন্মুখ-মোহিনী বৃত্তিতে স্নেহপুষ্ট হইতে লাগিলাম। কিন্তু বন্ধু দুষ্টমনের দুর্নিদেশ পালন করিতে গিয়া কখনও কখনও বিকারগ্রস্ত হইয়া বাহ্য দশা হারাইতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই আমার পরিচয় দিবার কালে জানাইয়াছি যে, মনোধর্ম্মী জীব আমি। আমার মন-বন্ধুর 'এই ভাল, এই মন্দ, এইসব ভ্রম' পূর্ণ পরামর্শ লইতে গিয়া আমার প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কখনও আমি 'হেলনং চ বা' শ্লোক আবৃত্তি করিতেছি, আবার কখনও 'দাঁড়াশ'-সাপের দংশন ভয়ে ভীত হইতেছি, কখনও 'টমটম' গাড়ীতে চড়িয়া 'করৌলি' যাইতেছি, আবার কখনও বা 'শুক্তিতে' রজত ভ্রম' করিয়া তর্কের আবাহন করিতেছি।

আমার একান্ত বান্ধব মনের উপদেশ-নির্দ্দেশক্রমেই এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তাহারও সেবা-যত্নের ত্রুটী নাই। তথাপি বিকার কাটিয়া বাহ্যদশা লাভের শেষ আশাও বিলীন হইতে চলিয়াছে। গিরিরাজ-দুহিতার অকপট স্নেহ ও কৃপা-কটাক্ষ আমাকে আর সঞ্জীবিত করিতে পারিল না। আমি তাঁহার যোগমায়া-স্বরূপের আশ্রয়পুষ্ট হইলেও তদ্বিপরীত বৃত্তিই আমাতে রোগের চরম লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ "পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।" খল ভুজঙ্গকে দুগ্ধ-কদলীদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলে তাহার বিষ দংশনই উপকারীর মৃত্যুর কারণ হয়। যাহার যাহা স্বভাব তাহার পক্ষে উহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। একই গঙ্গাতীরে অবস্থিত হইয়া ও জলাকর্ষণ করিয়া রসাল ও নিম্ববৃক্ষ স্ব-স্ব-স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। অগত্যা আপন দুর্দ্দৈবের বিষয় চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবী যোগমায়ার নিকট বিদায়-কালীন প্রার্থনা জানাইলাম।—

"আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হয়েছি পড়ি ভব-ব্যাধি-ঘোরে॥
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
নবদ্বীপে দেহ স্থান, তুমি প্রৌঢ়ামায়া॥"

দুর্ভাগা আমি কৃষ্ণচন্দ্রের আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া "পুনর্মূষিকো ভব" বাক্যানুসারে আবার 'একতারকার' শরণ গ্রহণ করিলাম। তথায় কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গীয় ভীমরুল-বরুলী-সদৃশ 'বিষকুম্ভং পয়োমুখম্' স্বজনাখ্যদস্যু-স্তাবক-পরিবৃত পূতনার ন্যায় চিকিৎসকগণের কৃপাকটাক্ষ লাভের দরদী অযাচিত উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি বিপদে পড়িলেই আমার মন-বন্ধুর সাহায্য পাইয়া থাকি। সে আমাকে গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইয়া সাবধান করিয়া দেওয়ায়, আমি রজস্তমোগুণাশ্রিত আধুনিক চিকিৎসায় ব্যাধি নিরাময়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। তখন নির্গুণ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর রহিল না। তজ্জন্য সকল আশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কল্পনাতীত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও একমাত্র অমন্দোদয়া চিকিৎসার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিলাম।

ইতোমধ্যে বামনদেবের বলী-পুরের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণপুরে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞার শুভাগমন-বার্ত্তা পাইয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া তথায় যাইয়া তাহার সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করি। তদ্দর্শনফলে ও তৎকৃপা-কটাক্ষে জানিতে পারি যে, কলির রাজধানীতে মাসাধিক কালের জন্য আবির্ভূত সগণ-শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সাক্ষাদ্ দর্শন-স্পর্শনেই আমার দুষ্টভব-ব্যাধির আশু উপশম হইবে। তদনুসারে কলির স্থানে মায়াদাসীর এলাকায় গোলোকনাথ গৌর-নারায়ণ ও তৎপ্রিয় মহাভাগবতগণের কিরূপে একত্রাবস্থান সম্ভব, সে-বিষয়ে সন্দিহান ও কৌতূহলাক্রান্ত-হৃদয়ে আমিও তথায় গমনপূর্ব্বক নির্বাক্ দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করি। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম—

"যথায় (বিষ্ণু) বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ।"

"যাঁহা রাম, তাহা নাহি কাম।
রবি রজনী দোনো নহি মিলে একঠাম॥"

বিষ্ণু-বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবে কলি ও মায়াদাসী লক্ষযোজন দূরে অবস্থান করে এবং এ ক্ষেত্রে তাহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করিলাম। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে ও পাদস্পর্শে এই কলির স্থান পরম পবিত্র হইল ও

মায়াদাসী তাহার আবরণাত্মিকা-বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মুখ-মোহিনীরূপে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাকাঙ্ক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অদূরে পঞ্চাননদেব পঞ্চমুখে তাঁহার ইষ্টদেবের শ্রীনাম ডম্বরু-বাদ্যসহকারে গ্রহণ করিয়া 'ভোলানাথ' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

কিন্তু এত সব বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেও আমার দুর্দ্দৈব এখনও কাটে নাই। আমার সেই পুরাতন ভবব্যাধিরূপ বাহ্যদশাবিলুপ্তি ও বিকারের অবসান হয় নাই। ভববৈদ্যরাজ প্রভু ত্রিবিক্রমের অহৈতুকী কৃপারূপ-মহৌষধি লাভে আমার বাহ্যদশা ও মায়িক বিকার কিছুটা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যথাযোগ্য কৃষ্ণ-নামৌষধ ও controlled diet মহাপ্রসাদ-পথ্যগ্রহণে অনিয়ম ও অত্যাচারে অবিদ্যা-পিত্তরোগের উপসর্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্," "যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ মৎপূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্" বাণী স্মরণ করিয়া ব্যাধির দুর্ব্বিসহক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পরে হঠাৎ প্রৌঢ়ামায়ার নিকট আমার পূর্ব্ব-বিজ্ঞপ্তির কথা স্মরণ হওয়ায়, ধামবাসের ছলনায় ব্যাধি নিরাময়ের অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলাম। সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী আমি—স্বার্থ ব্যতিরেকে এক পা-ও বাড়াই না। তাই মনে মনে ভাবিলাম—"রথ দেখা ও কলা বেচা" দুই-ই একসঙ্গে চলিবে, 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা'ও হইবে। একাধারে ধামবাস-মঠবাস-গুরুদর্শনও হইল, আর চিকিৎসার অজুহাতে "মহাপ্রসাদসেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়" বাক্যানুসারে ভাল-মন্দ নিজ রুচিকর দ্রব্যাদি গ্রহণেরও সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধা মিলিবে। ভাবিলাম, "অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়"—এ বাক্য আমার পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য নয়; কারণ আমি অভাগা হইলে জগতে সৌভাগ্যবান্ কে? সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন-বন্ধু আমার সহায় থাকিলে "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ এইসব ভ্রম" এই মহাজন বাক্যকে আমি হেলায় উড়াইয়া দেই। আমি নিজেকে যেরূপ ভালভাবে চিনি, অপরে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তবে আমার একান্ত বান্ধব আমার সুষ্ঠু পরিচয় না জানিলেও কিছুটা জানে। সে ও আমি যে ভদ্রাভদ্র ভালমন্দের অতীত অর্থাৎ এ দুয়ের কোনটীরই ধার ধারি না এবং 'ভ্রম ও সরমে' লজ্জার মাথা খাইয়াছি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "যে যাহা চায়, সে তাহা পায়"—আমারও তাই মওকা মিলিয়াছে।

মঠে আজ বিরাট অন্নকূট মহোৎসব। এই বিশাল যজ্ঞে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত! উৎসবে আহুত-অনাহুতের সংখ্যা শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; নামে 'অন্নকূট' হইলে কি হয়, কার্য্যক্ষেত্রে স্বচক্ষে যাহা দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহাকে 'Mole hills' না বলিয়া 'Mountain ranges' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই ভোগ-সামগ্রী-পর্ব্বতমালার বর্ণনা শ্রবণ করিলে, পাঠকবর্গ আমার ন্যায় জিহ্বালম্পট ঔদরিক না হইলেও লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ! বিশাল কটাহে পর্ব্বত-চূড়াকারে সজ্জিত চতুর্বিধ অন্ন—শুভ্রান্ন, খেচরান্ন, পরমান্ন, পুষ্পান্ন, রসগোল্লা, পানতোয়া, লুচি, পুরী, লাড্ডু-সন্দেশ, মল্লপূপ, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, আচার, বিবিধ ব্যঞ্জন, ফল মূলাদি আড়াইশত প্রকার ভোগ-নৈবেদ্য শ্রীবিগ্রহে অর্পিত হইয়াছে। মূল মন্দিরাভ্যন্তরে, জগমোহনের সম্মুখস্থ নিম্ন প্রাঙ্গণেও একদিকে এইরূপ নৈবেদ্য-কূটের বহর, অপরদিকে সহস্রকণ্ঠে দর্শনেচ্ছু ভক্তগণের "শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-লক্ষ্মী-বরাহদেবের" জয়গানে দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেব তৎপ্রিয় পার্ষদগণসহ সুসজ্জিত পুষ্পমাল্য-ভূষিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাদষ্পৃ-ধন্য হরিদাসবর্য্য গিরিরাজকে পরিক্রমা করিয়া ও প্রণতি জানাইয়া শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত জনগণকে দর্শনদান করিতে থাকেন। শিল্পীগণ এই বিরাট অন্নকূট মহোৎসবের বিভিন্ন আলোক-চিত্র গ্রহণে ব্যস্ত হন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে রত থাকিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগা গৃধ্ন জরদ্গব আমি—গোমতীতীরের বদলে গো-ভাগাড়েই নজর আমার! কতক্ষণে ভোগ সমাপ্তির পরে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সুস্বাদু মিষ্টান্নাদির আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিব, সেই চিন্তাই আমাকে আকুল করিয়াছে। যাহা হউক, অনতিকাল মধ্যে সে সুবর্ণ সুযোগ মিলিল। মিষ্টান্নাদি কি খাইব, মিষ্টান্নই আমাকে গিলিয়া বসিয়াছে! সকল ভোগ একটু একটু চাখিতে চাখিতে অবশেষে গলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। "আকণ্ঠ ভোজন করি' মুখে বল হরি হরি।" ভোজন সুষ্ঠু হইল, কিন্তু 'হরি' বলিবার আর সামর্থ্য নাই। এখন আমাকে লইয়া "বোলহরি, হরিবোল" পালা সুরু হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"ও কি খাইয়াছে, ওর রোগই উহাকে গিলিয়াছে।" শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে উদ্বেগ দিয়া অবশেষে গভীর রাত্রে আমার জ্ঞান ফিরিল এবং মৃত্যু-যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব হইল। আমার সেই পুরাতন

ব্যাধি, বাহ্যদশালোপ ও বিকার আসিয়া পুনরায় দেখা দিল। কয়েকদিন পর রোগের সামান্য নিরাময় হইলেই মন-বন্ধুর সহায়তায় মায়াদাসীর ক্রোড়ে পুনরায় আশ্রয় লইলাম। তাহার নিকট হইতেও ভরসা না পাইয়া—

"তবু ভরিল না চিত্ত সর্ব্বস্থান-সার।
তাই ত তোমার স্থানে এসেছি আবার॥"

বলিয়া উলুকের ন্যায় 'একতারার' অলাবুর ঘনান্ধকারে পুনঃ আত্মগোপন করিলাম।

কূপমণ্ডুকের ন্যায় এইরূপে আমার "জনক-জননীস্নেহেতে ভুলিয়া" বেশ কিছুদিন কাটিল। "আলালের ঘরের দুলাল" সাজিয়া দুধ, দই, ননী, মাখন, ছানা খাইতে লাগিলাম। 'রাম-কৃষ্ণ-বিষ্ণু' নাম শুনিতে পারি না, তথাপি নন্দগোয়ালার ছেলে তাঁহার সখাকে "মা ফলেষু কদাচন" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। তখন ভাবিলাম,—বিষ্ণু-কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করাই বায়ুভূত নিরাশ্রয় অশরীরী ভূত-প্রেতগণের একমাত্র ধর্ম্ম; তাই ফলাসক্তি আমার প্রবল হইল। সপ্তাহে 'কমলা'কে 'আপেল' মেওয়া দেওয়া দূরে থাকুক, নিজেই ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহাকে 'কদলী' দেখাইতে লাগিলাম। ফলে দেবী অসন্তুষ্ট হইয়া 'অনিমা' সিদ্ধি (Animia) দিয়া আমার তেজ হরণ করিলেন। আমার এইরূপ দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহাতে অণু-পরমাণুতে আমার আশু অস্তিত্ব লোপ না পায়, তজ্জন্য তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন।

এমন সময়ে সিদ্ধস্থান হইতে অন্তর্যামি-সূত্রে বামনদেবের কৃপাপত্রী লাভের সুযোগ হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে প্রয়াসী হইয়া সিদ্ধস্থানে পৌঁছিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। এই অদম্য উৎসাহ ও আশা লইয়াই জীব এ জগতে বাঁচিয়া থাকে। আমার শয়তান গুরুর নিকট হইতে এ শিক্ষা আমি পূর্ব্বেই পাইয়াছি—

"Hope springs eternal in the human breast,
Man never is, but always to be blessed."

কিন্তু এখন শুনিতেছি যে, উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্," "হরি ব'লে দাও ভাই আশার মুখে ছাইরে (নিরাশ ত সুখরে)" ইত্যাদি বচনই নাকি যুক্তর্কের অগোচর খাঁটি সত্যকথা। কিন্তু আমার দুষ্টমন ইহা কিছুতেই মানিতে চাহে না। সে আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তন

দেশ ভ্রমণে বিশেষভাবে প্রণোদিত করিতেছে। তাই স্বাস্থ্যলাভার্থ আমার মুদ্রাদোষ ও বাতিক আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কখন ট্রেণে উঠিব, কখন সিদ্ধস্থানের স্বাস্থ্য-নিবাসে পৌঁছিব—এই চিন্তাই আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। অগত্যা মায়াদেবীর চাকুরী হইতে কোনমতে মাসখানেকের অবসর লইয়া কলির রাজধানী অতিক্রম করিয়া ক্রম-'বর্দ্ধমান' অনুরাগের অধীনস্থ 'সিদ্ধবাটী' সিদ্ধগণের ভূমিকায় বাহ্যতঃ প্রবেশের অধিকার পাইলাম। কিন্তু এখানে আসিয়াও আমি পূর্ব্বাভ্যাসের কোনটিই ছাড়িতে পারিতেছি না। আমার মন-বন্ধু এখানেও তাহার অকপট সহায়তাদানে আদৌ কার্পণ্য করে নাই। তাহাতে "মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্" বাক্যের আমি নায়ক হইয়া পড়িয়াছি। সাধক ও সিদ্ধের ভূমিকায় পার্থক্য আমি আদৌ অবধারন করিতে সক্ষম হইতেছি না। মাটিয়া বুদ্ধিতে যে, সিদ্ধগণের আচরণ, তাঁদের পীঠস্থানের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা।

পূর্ব্বে আমার বন্ধুবর্গের নিকট এস্থান "প্রস্তরময় অনুর্ব্বর অনাবাদী নদীনালার দেশ" ও "কুলত্থ-কলাই এর বড়া বা ধোকা-ই এ দেশবাসীর একমাত্র খাদ্য" বলিয়া শুনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, পশ্চিম বঙ্গের যে-কোন স্থানাপেক্ষা এস্থান ব্রীহি-যবাদি, তরী-তরকারী, ফল-ফুলের চাষাবাদে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। বর্ত্তমানে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইলেও এস্থানে সকল দ্রব্যই সুলভ ও অনায়াসলভ্য। তবে কি আমার একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গ সত্যই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন? না না, তাহা হইতে পারে না। আমার কূটবুদ্ধির দাপটে আমি বৈষ্ণবগণের মস্তকেও ঘোল ঢালি। তবে এক্ষেত্রে আমার বিপরীত দর্শন হইতেছে কেন? আমার আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি, সাধুরা ভেল্কী ও ভোজবাজী দেখাইয়া লোককে বশ করে। আবার অনেক সময় গৃহস্থের পক্ষেও দুঃসাধ্য ব্যয়বহুল ফল-মূল-মিষ্টাদি খাওয়াইয়া অজ্ঞ সাধারণের নিকট ভাল মানুষ সাজে ও বাহবা কুড়াইয়া থাকে। শেষে কি স্বাস্থ্যলাভের পরিবর্ত্তে এই সিদ্ধস্থানে ইহাদের হাতে পড়িয়া আমাকে মাঠে মারা পড়িতে হইবে?

সংশয়ে দোদুল্যমান হইয়া বিষণ্ণবদনে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি! এমন সময়ে একজন সিদ্ধ আসিয়া আশ্বাস দিয়া আমাকে কহিলেন,—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সাধুগণ আশ্রিতজনকে অবশ্যই রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নির্ম্মৎসর পারমহংস্য ধর্ম্মাশ্রিত। অনাদিকাল-বদ্ধ-জীবের

অবিদ্যা দূরীভূত করাইয়া তাহাদিগকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করানোই সাধু অহৈতুকী দয়ার পরিচয়। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধধান ও সংশয়াত্মা জীব তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইহ-পরকালের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয়ে উদাসীন। আদৌ গুরুপদাশ্রয়ে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ এবং বিশ্রম্ভভাবে গুরুসেবা ও সাধু-প অনুবর্ত্তনেই তাহা লাভ করা যায়। তুমি গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া মাত্র; পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যগুলি পালনে বিরত থাকায় তোমার আজ এই দুর্দ্দশা। এতকাল তোমার দুষ্টমন তোমাকে যে নির্দ্দেশ দিয়াছে, তাহাতে তুমি বঞ্চিতই হইয়াছ। ধামকে গ্রাম মনে করিয়াছ, সাধুর সাধুত্বে সন্দিহান হইয়াছ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধির আবাহন করিয়াছ; এক কথায় অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তুমি নরকগামী হইতে চলিয়াছ। পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব মহাজনগণই এই দুর্দ্দৈব মোচনে সক্ষম ও তোমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহারাই এই সংসার-কারাগারে তোমার আপন জন—পরম-বান্ধব। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাবলে তোমার ভব-ব্যাধি-নাশ হইয়া আত্ম-স্বাস্থ্য নিত্য-শান্তিলাভ হইবে। নিরাপরাধে শ্রীনাম গ্রহণই তোমার ঔষধ ও শ্রীমহা-প্রসাদ সেবনেই তোমার পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

দেহারামী হইয়া গণগড্ডালিকার স্রোতে গা ভাসাইওনা, বাস্তব সত্যের সন্ধান তাহারা কখনই দিতে পারিবে না। তোমার বহুকালপুষ্ট প্রাচীন অভ্যাস উষাপান, Vitaminযুক্ত Rich food গ্রহণ-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ কর। তবেই অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধির কষায় অতিক্রমে সক্ষম হইবে। মনোধর্ম্মী না হইয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা কর। শ্রীগুরুর নিষ্কপট সেবাফলে ও তৎকৃপাবলে এ সকলই তোমার লাভ হইবে।"

সিদ্ধ মহাভনগণের উপদেশক্রমে আমি এখন পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি ও আমার সম্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। কামাদিরিপুগণের কতই না দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি কিন্তু সেই সকল প্রভুর আমার প্রতি আদৌ দয়া হয় নাই, হতভাগ্য আমারও লজ্জা নাই! হে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবন্! সম্প্রতি আপনারা এদাসাধমকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন। মুক্তকণ্ঠে আমি যেন বলিতে পারি—

"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥"
"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোঁহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥"
"আমি ত পতিত, পতিত পাবন, তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে, শরণ লইনু হাম॥"
"তব ভক্তজন সঙ্গ অনুক্ষণ, কবে বা হইবে হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে ডাকিব তোমায় কবে বা মিনতি করি॥"

—জনৈক দেহারামী ভবরোগী